CONTENTS

Monday. July 17, 2000

Tuesday. July 18th 2000

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Monday the 17th July, 2000.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A. M. on Monday, the 17th July, 2000.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Speaker in the Chair, The Chief Minister, The Deputy Speaker, 16 Ministers and 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার ডাকিলে সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার বললে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার।

শ্রীসমীরদেব সরকার (খোয়াই) :— এড্‌মিটেড্‌ কোয়েশ্চান্‌ নং ৬.

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) : — এড্‌মিটেড্‌ কোয়েশ্চান নং ৬.

প্রশ্ন

১) ২০০০-২০০১ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট কত কিমি: বিদ্যুৎ লাইন টানা হবে ?

২) তন্মধ্যে আর, ই, সি, স্কীমে কত টানা হবে ?

৩) ২০০০-২০০১ ইং অর্থবর্ষে উপজাতি অধ্যুষিত কতটি গ্রামে বিদ্যুৎ টানা হবে, এবং

৪। ২০০০-২০০১ ইং অর্থবর্ষে কত কিমি: বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণ করা হবে ?

উত্তর

১। ২০০০-২০০১ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট ৭৯৬ ৮২ কিমি: বিদ্যুৎ লাইন টানার পরিকল্পনা আছে।

২) তন্মধ্যে আর, ই, সি, স্কীমে ৬২৫ ৫ কিমি: লাইন টানার পরিকল্পনা আছে।

৩) ২০০০-২০০১ ইং অর্থবর্ষে ১৫২ টি উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে বিদ্যুৎ টানার পরিকল্পনা আছে।

৪) ২০০০-২০০১ ইং অর্থবর্ষে আর, ই, সি, স্কীমে উপরোক্ত ৬৩৫'৫ কিমি: এর মধ্যে ৪১৬ ৫০ কিমিঃ লাইন নিবিড় বিদ্যুৎতায়নের মাধ্যমে সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা আছে।

শ্রীসমীরদেব সরকার ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ১৫২টি উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে বিদ্যুৎ টানা হবে যে তথ্য দিয়েছেন, তারমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ২৫ দফা কর্মসূচীর আওতায় কয়টা গ্রামে পড়বে ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মুখ্যমন্ত্রী কর্মসূচীতে ৮৭টা গ্রামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) :— নগর পঞ্চায়েত এবং মিউনিসিপ্যালটি এইগুলি তো আলাদা করে কোন কিছু আছে কি না যে কত কিমি: করে লাইন এক্সটেনশান্ করা হবে এই অর্থ বছরে?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এই অর্থ বছরে নগর পঞ্চায়েতগুলিতে ৫ থেকে ৭ কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইন করার কর্মসূচী আছে।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে বিদ্যুৎ লাইন টানার ক্ষেত্রে যে সিডিউল আছে এটাকে পরিবর্তন করা হয়েছে কি না?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তার, এ, সি, এর যে গাইড লাইন প্রথমত একটা ছিল ১৯৭১ সাল তখন সেনসাস আমরাই করেছি। কতগুলি গ্রাম সেখানে চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী সময়ে আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পারে যে, রেভিনিউ ভিলেজ্ সেখানে করতে হবে। আমাদের রেভিনিউ ভিলেজ আছে প্রায় ৮৫০ এর মত। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এটা নিয়ে যাই যে এটা আমরা করলে পরে আমাদের এখানে রেভিনিউ ভিলেজের যে কাঠামো যে এরিয়া সেখানে এটাকে লক্ষ্য রেখে তার সম্প্রসারণের কাজ খুব কঠিন। সেই আলোচনার পরে ১৯৭১ এবং ১৯৯১ সালের উপর বেইস্ করে আমরা আমাদের পরিকল্পনা সেখানে তৈরী করি। এবং এটা ঘটনা যে ১৯৭১ সালে যে সেনসাস্ হয়েছিল এটা ২০০০ সালের মধ্যে তা কিছু কম আছে। যে এলাকায় যে উপজাতি ছিল, যে গ্রাম ছিল, ২০০০ সালে তো বোধহয় অনেক বাড়ীই নেই, গ্রামও নেই। এখন ১৯৭১ সালে আসলে সেই রেভিনিউ সেই উপজাতি, পাড়ার নাম ধরে যদি যাই সেই পাড়ার কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং বাস্তব অবস্থা ভিত্তি করে সেই ১৯৭১ এবং ১৯৯১ সালের দিকে আমাদের দৃষ্টি রেখে বাস্তব সম্মত উপায়েই আমাদের বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণের কাজ করতে হবে।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— স্যার, এই ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, দেখা যায় যে বড় বড় গ্রাম, শহরের পাশেও দু-চারটা পাড়ায় এখনো বিদ্যুৎ-এর লাইন নেই, এই নিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভ আছে। এক্সটেনশানের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতি, গাম পঞ্চায়েত, জিলা পঞ্চায়েত, এদের কাছে কোন গ্রামে কখন হবে সেই ক্ষমতা দেওয়া হবে কি না?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম নিয়ম হচ্ছে, কোন গ্রামে একটা খুঁটি বসালে পরে এটাকে বিদ্যুৎ বাহিনীর সঙ্গে ডিকলেয়ার করে, মানে আর এ. সি. বা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট যে নিয়ম করেছে এটা ঘটনা যে ঐ এলাকার অনেক অংশ বাদ পড়ে যায়। এরফলে সম্প্রসারণের জন্য যে সমস্ত গ্রামে বা পাড়ায় এইগুলি যায়নি, সেই এলাকা বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণের জন্য ৭ কিমি. ব্লক ওয়াইজ আমরা এটা করে থাকি এবং এই ৭ কিমি: পঞ্চায়েত সমিতি

বি. এ. সি যেখানে আছে তাদের কাছে তুলে দেওয়া হয়। তারা পরীক্ষা করে দেয় তার ভিত্তিতেই বিদ্যুৎ দপ্তর সেখানে কাজ করবে।

শ্রীসমীরদেব সরকার : - স্যার, ঠিক পরিষ্কার হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন পঞ্চায়েত সমিতিকে বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে দেখছি দপ্তরের যে নির্দিষ্ট ভিলেজ কমিটিগুলি আছে সিভিলে আছে, তার বাইরে নাম দিলে পঞ্চায়েত সমিতির কথা তারা মানতে পারবেন না বা মানেন না। এই ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতসমিতি যে সিদ্ধান্ত দেবেন দপ্তর তা মানবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি না?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:** স্যার, এটার ক্ষেত্রে পরিষ্কার নির্দিষ্ট বলা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি তারা সিদ্ধান্ত করবে বা বি. এ. সি-র সিদ্ধান্ত অনুসারে বিদ্যুৎ দপ্তর কাজ করবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (চাকমনু) **:—** উপজাতি এলাকায় মাননীয় মন্ত্রী একবার বলেছিলেন ব্লকে ৫ বা ৭ পরিবার অ্যামাউন্ট ২০০ বা ৩০০ টাকা পার হেড জমা দিলে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে। এটা আসলে সিদ্ধান্তটা কি, এই সিদ্ধান্ত এখনো চালু আছে কি না?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** স্যার, উপজাতি এলাকায় বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমরা এখনো চেষ্টা করছি, কারণ, উপজাতি এলাকা অনেকগুলি আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৮ বা ১০ কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত সেখানে বিস্তৃত বা এর মাঝখানে কোন পাড়া থেকে সেই এলাকায় বিদ্যুৎ নিয়ে যেতে গেলে প্রচুর টাকা খরচ পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে লাইন টানার পরে সেখানে কোন রকম বেনিফিসিয়ারী পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত লাইন করে কানেকশন নেওয়ার মত লোক থাকে না। ফলে কি হয় লাইন চুরি হয়ে যায়। এই রকম ঘটনা কয়েকবার হয়েছে। যে কারণে বিভিন্ন এলাকায় খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে। যেহেতু লাইন এখন নেই, শেষ পর্যন্ত কানেকশন দেওয়া যায় না। সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে আমরা যেটা এখন কেটে উঠতে হবে। আমরা নিজেরা বোঝাপড়ার মধ্যে অন্ততঃ যে পর্যন্ত বিদ্যুৎ আছে, সেখান থেকে যদি ২ বা ৩ কিলোমিটার পর্যন্ত যদি কোন উপজাতি পাড়া থাকে অন্ততঃ ১০ থেকে ৮ জন এই রকম লোক আমরা খোঁজ পাই যে, কোন গ্রাহক পাওয়ার মত সম্ভব আছে। তখন আমরা যখন কর্মসূচীটা করি সেই কর্মসূচীর মধ্যে আমরা প্রায়রিটি দিচ্ছি। এবং সেই পাড়াগুলি আনার উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করছি। এইবার আমরা ১৫২টি উপজাতি পাড়া ধরেছি বিভিন্ন ভাবে পঞ্চায়েত সমিতির বা বি. এ. সি-র মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে. সেই গুলি সবটাই বিচার বিবেচনার মধ্যে এনে, এই ধরনের সমস্ত উপজাতি পাড়াগুলি আছে, সেখানে আমরা চিহ্নিত করে আমাদের কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছি। উপজাতি এলাকায় কিছু লোক বা গ্রাহক না পাওয়া গেলে পরে সেখানে লাইন টানা খুব কঠিন। এবং লাইন টানলে পরে লাইন সেখানে থাকে না। সেই জন্য দপ্তরে আমরা একটা গাইড লাইন দিয়েছি, এই রকম বেসিসে উপজাতি এলাকায় বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ এর জন্য। আমরা সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিল্লাল মিঞা মহোদয়।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) **:—** স্যার, যে ভিলেজগুলি, আছে, সেই ভিলেজগুলির নামই নেই। স্যার, এটা পরিবর্তী সময়ে করা হবে কি না।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** স্যার, ১৯৫২ সালের সেন্সাসে ভিলেজ যেটা ধরা হয়, আমরা যেটা বলছি ১৯৭১ সাল এবং ১৯৯১ সাল সেটা হচ্ছে রেভিনিউ ভিলেজ। ১৯৭১ সালে সার্ভে করে আমরা যে পাড়াগুলি বা ভিলেজগুলি আমরা ঠিক করি, এটার ঘটনা আমি বলছি। অধিকাংশ পাড়া এখন পাওয়া যায় না। স্যার, পঞ্চায়েত সমিতি বা বি, এ, সি, এই সমস্ত সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে সেখানে বাস্তব সম্মত পাড়াগুলি আছে সেইগুলি চিহ্নিত করে এনে, দপ্তরকে আর, এ, সি, থেকে টাকা আনতে হবে। সেই অনুসারে তারা প্রজেক্টগুলি তৈরী করেন এবং সেই ভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিল্লাল মিঞা মহোদয়।

শ্রীবিল্লাল মিঞা (বক্সনগর) **:—** স্যার, আমার অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) **:—** প্রশ্ন :- ১) ইহা কি সত্য সোনামুড়া মহকুমার চারটি থানার অধীনে মেলাঘর, বক্সনগর, কাঁঠালিয়া ও সোনামুড়া ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার জন্য মহকুমা শাসকের কাছ থেকে লাইসেন্স নেওয়া হয়েছে ?

২) সত্য হলে উপরিউক্ত বাজারগুলিতে কি পরিমান কাপড় ও অন্যান সামগ্রী মজুত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, এবং

৩) বক্সনগর ও কাঁঠালিয়া বাজারের ব্যবসায়ীদের সোনামুড়া এবং মেলাঘরের ব্যবসায়ীদের ন্যায় সমপরিমাণ কাপড় সামগ্রী মজুত রাখার পারমিট দেওয়া হয়েছে কি না ?

৪) ইহা কি সত্য যে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে কিছু সংখ্যাক ব্যবসায়ী ব্যবসা না করে লাইসেন্স ভাড়া দিচ্ছেন ?

৫) সত্য হয়ে থাকলে তার কারণ এবং কবে নাগাদ ঐ লাইসেন্স বাতিল করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২) বক্সনগর ও কাঁঠালিয়া বাজারে প্রতিটি লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানে ১৫০ পিস কাপড় মজুত করার অনুমতি আছে। প্রত্যেক খাদ্য সামগ্রীর জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ীকে ইনডেক্স কার্ড অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে এক টিন (১৫ কেজি) সরিষার তেল, ১০০ কেজি মশুরী ও অন্যান্য ডাল এবং ১৪০ কেজি: লবণ বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া আছে। সেইরূপ প্রতিটি চিনির লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ীকে ইনডেক্স কার্ড অনুসারে প্রতি সপ্তাহে ৫ কুইন্টাল চিনি বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া আছে।

৩) না, আন্তর্জাতিক সীমান্তের অতি নিকটবর্তী হওয়ার জন্য বক্সনগর ও কাঁঠালিয়া বাজারে লাইসেন্স মূলে খাদ্য সামগ্রী, চিনি, মিলে তৈরী কাপড়, হাতে তৈরি কাপড় এবং খাদ্য শস্য মজুত ও বিক্রি করার জন্যে অনুমতি দেওয়া হলেও এই ধরণের কোন মজুত করণের ব্যবস্থা সোনামুড়া ও মেলাঘর বাজারে করা হয়নি।

৪) এমন কোন তথ্য রাজ্য সরকারের গোচরে নেই।

৫) প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীবিল্লাল মিঞা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সোনামুড়া মহকুমা সারা রাজ্যে বিশেষ করে সোনামুড়ায় লাইসেন্স রিনিউর ক্ষেত্রে সোনামুড়া এবং মেলাঘর প্রবিশন টেক্স দিতে হয়। এক হাজার টাকার এভরিথিং টেক্স দিতে হয় ২০০ টাকা। এটা মেলাঘর বাজারের তারাও দিয়ে থাকেন এবং সোনামুড়ার ছোটখাট বাজারগুলিও দিয়ে থাকে। কিন্তু সোনামুড়া মহকুমায় দেখা যাচ্ছে সোনামুড়া বাজার এবং মেলাঘর বাজার আনলিমিটেড্ মজুত রাখতে পারে। কিন্তু বক্সনগর এবং কাঁঠালিয়ায় মজুত রাখার জন্য সেখানে কোটা করে দেওয়া হয়েছে। আমার ১ নং প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বিশেষ করে কাপড়ের ক্ষেত্রে সিনথেটিক্ কাপড় ৫০ টি, লুঙ্গি ৭৫ টি, তোয়ালি ২৫টি। এটা হল কাঁঠালিয়া বক্সনগরের ক্ষেত্রে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে বলবেন কিনা, এখানে টেক্স সমান নিচ্ছে, লাইসেন্স সেইম সেখানে কেন কি কারণে এই বাজারগুলিতে সুনির্দিষ্ট আকারে করে দেওয়া হল না ২ নং হচ্ছে, সোনামুড়া, মেলাঘর এবং সোনামুড়া মহকুমায় প্রচুর লাইসেন্স রয়েছে যে, লাইসেন্সগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অস্বীকার করেছেন যে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে এবং লাইসেন্সের মধ্যে রিনিউর ক্ষেত্রে যার কাছে আছে নামও কখনো কখনো দেখা যায় এভিউ করে ডাকে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে সেই সংখ্যা অনেক বেশী। একটা কাপড়ের লাইসেন্স রিনিউ করার পরে সেখানে ২ হাজার ৩ হাজার টাকা মাসে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিজনেস করা হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়টির সুনির্দিষ্ট তথ্য চাইলে আমরা সুনির্দিষ্ট তথ্য দেব। যদি উনি আমাদের কাছে চান অন্যথায় উনার দপ্তরের মাধ্যমে বাতিলের ব্যবস্থা করবেন কি না? ৩নং হচ্ছে, এই বাজারগুলিতে যখন মজুত রাখার প্রশ্ন আসে তখন এর বেশী কিন্তু মজুত রাখতে পারে না। আমি এর আগে যে কথাগুলো বললাম সেখানে মজুতের যে সীমাবদ্ধতা করে রাখা হয়েছে সেই সীমাবদ্ধতা উঠিয়ে দেওয়া হবে কি না? তাও সেখানে একটা দোকানে ১৫০ পিস কাপড় থাকে যদি ৭৫টি লুঙ্গি, তোয়ালী ৫০টি আর ৭৫ মি: কাপড় থাকে সেখানে কোন কাষ্টমার গিয়ে কাপড় পছন্দ করার মত নয়। ১০টি দোকানে গেলেও একটা কাপড় পছন্দ হয় না। সেখানে ব্যবসায়ীদের যে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে যদি ব্যবসা না হয় সেটাকে আরো দূর্বল করে দেওয়া হয়েছে। এটা স্যার, বিলোনিয়ার ক্ষেত্রে হয় না, কৈলাশহরের ক্ষেত্রে হয় না, ধর্মনগরের ক্ষেত্রে হয় না, সেখানে কাঁঠালিয়া, বক্সনগরের ক্ষেত্রে কেন হচ্ছে। এই বিষয়ে মন্ত্রী জবাব দেবেন কি না?

মি: স্পীকার :— এটার সাপ্লিমেন্টারী দিতে পারবে না তো আপনি তো একটা বক্তৃতা দিয়ে দিলেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যে বিষয়ে জানতে চেয়েছেন তা একটা কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইনে আছে। লাইসেন্সের ক্ষেত্রে বর্ডার এলাকায় ব্যবসায়ীদের কতগুলি নিয়ন্ত্রন সেখানে আছে। কাজেই, এটা কেন্দ্রীয় সরকার অনুসরণ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের যে লাইসেন্স প্রোগ্রাম নীতি সেটা অনুসরণ করে বর্ডার এলাকায় এটা নিয়ন্ত্রিত করা হয়, কারণ আন্তর্জাতিক যে চোরাচালান এটাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এটা করতে হচ্ছে। সেই কারণেই বক্সনগর এবং কাঁঠালিয়া বাজারের ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে এই নীতিটা প্রয়োজন। সোনামুড়া শহরে এখনো নোটিফাইড এরিয়া এবং মেলাঘর থেকে বর্ডারের দূরত্ব হবে প্রায় ১২ কিমি.। সেই কারণে সেই এলাকাটা নিয়ন্ত্রণ মুক্ত এলাকা হিসাবে আছে। আর মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন সেটার ব্যাপারে আলোচনা চলছে যে ২০০০-২০০২ পর্যন্ত অর্ধমুক্ত বাণিজ্য নীতি চালু হবে। যেটা হলে পরে এই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত প্রশ্ন আসবেনা। স্যার, উনি যে কথাটা বলেছেন যে, লাইসেন্স ভাড়া দেওয়া হয়, আমার কাছে এই ধরণের কোন তথ্য নেই। মাননীয় সদস্য যদি এই ধরনের সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয় সেটা ইনকোয়ারী করার চেষ্টা করব।

শ্রীবিল্লাল মিঞা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে জবাব দিয়েছেন যে, এখানে কনট্রোল করার জন্য। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে ১৯৯৩ থেকে ৯৮ সাল পর্যন্ত বাজারগুলিতে পূর্বে কয়টা লাইসেন্স ছিল এবং আজকে কয়টা লাইসেন্স আছে। এই লাইসেন্সগুলি দেওয়ার পরে আজকে এখানে প্রশ্ন আসছে বিশেষ করে ভাড়াটিয়া ব্যবসা করছে। সেইগুলির ক্ষেত্রে কনট্রোল করা হবে কিনা। এবং এই সীমাবদ্ধতা ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য সাবডিবিশনে নেই। কিন্তু বিলোনিয়া বর্ডার এরিয়ায় সেইগুলির ব্যাপারে দেখা হবে কিনা।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে তথ্য জানতে চেয়েছেন ১৯৯৭ থেকে ৯৮ সালের সেই তথ্য আমার কাছে এখন নেই। আর বিলোনিয়া এবং সোনামুড়ায় নগর পঞ্চায়েত এলাকা। কাজেই, সেই কারণে সেখানে এর আওতায় আসে না।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল (কুলাই) :— স্যার, এই ট্রেড লাইসেন্সের ব্যাপারে দেখা যায়, ছোট কিংবা বড় যে ধরনেরই লাইসেন্স হউক না কেন তা একটি দপ্তর থেকে দেওয়া হয়। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ তার ৬ষ্ঠ তফ্‌শিলী মোতাবেক অনেক ক্ষেত্রেই নিজে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স দিতে পারে। কিন্তু সেটা স্ব শাসিত জেলা পরিষদ করতে পারছে না। কাজেই, আমি জানতে চাই, রাজ্য সরকার এ. ডি সি-র সঙ্গে আলোচনায় বসে এই ব্যাপারটির মীমাংসা করবেন কিনা?

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে বিষয়টি এখানে জানতে চাইছেন তা এখনই আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আইনগত পরামর্শ নিয়ে আমি পরে মাননীয় সদস্যকে জানাতে পারব।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মা মহোদয় এখানে সাপ্লিমেন্টারীতে যে প্রশ্নটি তুলেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্তবর্তী এলাকায় ফুড ক্রপ্স-এর লাইসেন্সের ব্যাপারে ইনডেক্সে কিছু মেনশান করা থাকে। কিন্তু এর বাইরেও কিছু কিছু জিনিস ব্যবসায়ীরা রাখতে পারে। কিন্তু ইনডেকসের বাইরে রাখা জিনিসগুলির জন্য বি. এস এফ. খুব হয়রাণী করে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, ইনডেকসের বাইরে আর কোন্ কোন্ জিনিস ব্যবসায়ীরা রাখতে পারবে তা যেন ফুড দপ্তর থেকে সার্কুলারের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) : -- বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন, সোনামুড়াতে চিনি ব্যবসায়ীরা সপ্তাহে পাঁচ কুইন্টাল চিনি নিতে পারে। কিন্তু বিলোনীয়ার ব্যবসায়ীরা প্রতি পনের দিনে পাঁচ কুইন্টাল চিনি নিতে পারে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই এ ব্যাপারে যে বৈষম্য আছে তা দূর করে সমতা আনা হবে কিনা? দ্বিতীয়ত: দেখা গেছে, এক, দু কেজি মালও বি এস এফ. সীমান্তবর্তী ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের বাইরে নিতে দেয় না। কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে যার লাইসেন্স লাগে না। কিন্তু বি. এস. এফ. সেটা মানছে না। কাজেই, ফুড দপ্তর থেকে সে সব জিনিসেরও লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা? আর তৃতীয়ত: মাছ বিক্রিতেও বাধা দিচ্ছে। অর্থাৎ আগরতলা থেকে বিলোনীয়াতে কিংবা বিলোনীয়া থেকে অন্য জায়গাতে মাছ নিয়ে গেলে এবং বি. এস. এফ. কে বৈধ কাগজ পত্র দেখালেও ব্যবসায়ীদের হয়রাণী করছে। এই বিষয়গুলি দেখে তা দূর করার জন্য দপ্তর থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানাবেন কিনা?

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রথম প্রশ্ন সোনামুড়াতে সপ্তাহে পাঁচ কুইন্টাল চিনি নিতে পারে। কিন্তু বিলোনীয়াতে ১৫ দিনে পাঁচ কুইন্টাল চিনি নিতে পারে। এই বৈষম্য কেন এবং তা দূর করা হবে কিনা তা জানতে চেয়েছেন। আমি মাননীয় সদস্যকে জানাতে চাই, এই ধরণের কোন বৈষম্য থাকার কথা নয়। যেহেতু মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন, তাই সেটা দেখা হবে। আর লাইসেন্সের ব্যাপারে এস. ডি. ও. কে অথরিটি দেওয়া হয়েছে। তারাই বিষয়টি দেখবেন। কাজেই, কোথাও যদি এই ধরণের বাজার থাকে অথচ লাইসেন্স নেই এ ব্যাপারে তারাই ব্যবস্থা নিতে পারেন। তবে কোথাও যদি কোন ধরণের অসুবিধা হয়ে থাকে আমাদের নজরে আনলে নিশ্চয়ই আমরা ব্যবস্থা নেব।

শ্রীসমীরদেব সরকার (খোয়াই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সীমান্ত এলাকায় যে গ্রামগুলি আছে এ. ডি, সি, সেখানে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করে থাকে। সেই ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত এলাকায় যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা আছে তাদের ট্রেড লাইসেন্স না থাকার কারণে তারা বি. এস. এফ -এর হয়রাণীর শিকার হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নগর পঞ্চায়েতের হাতে সেখানকার ব্যবসায়ীদেরকে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হবে কিনা? দ্বিতীয়ত: সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে লোক সংখ্যা অনুপাতে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করার বিধান আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে যে প্রশ্ন করেছেন যে, ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েতের হাতে ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হবে কিনা সেটা আমরা এখনও পরীক্ষা করে দেখিনি। বর্তমানে আমাদের কাছে এই ধরণের কোন প্রস্তাব নেই। পরবর্তীকালে এটা দেখা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত: স্যার, প্রতিটি সাব-ডিভিশানেই সাপ্লাই এডভাইজারী কমিটি আছে। তারাই এসেসমেন্ট করে সেখানে পপুলেশান কত, কত লাইসেন্স দেওয়া যেতে পারে, তারাই সেটা এসেসমেন্ট করে এস. ডি. ও -কে এডভাইস করতে পারেন। কোথাও যদি কোন ত্রুটি থাকে এসেসমেন্টের ক্ষেত্রে সেটা আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা করা যেতে পারে এবং এস. ডি. ও.-কে এডভাইস করতে পারেন ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

মি: স্পীকার :— শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস :— এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৫১ স্যার।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৫১, স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য রাজ্য সরকারের বিদ্যুৎ দপ্তর আগরতলা পৌরসভার নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ বিলের টাকা পাওনা আছে,

২) যদি সত্য হয়, তবে ১৫ই মার্চ ২০০০ ইং সাল পর্য্যন্ত বিদ্যুতের মাশুল বাবদ বিদ্যুৎ দপ্তর কত টাকা পাওনা আছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ইহা সত্য

২) ২ কোটি ৪০ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৫৮ টাকা ১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত পাওনা আছে।

শ্রীসুধন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বিশাল অংকের পাওনা টাকা আদায় করার জন্য বিদ্যুৎ দপ্তর এবং পৌরসভা কোনরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কিনা এবং যাদের বকেয়া টাকা পরিশোধের ক্ষমতা আছে কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে বিলের টাকা পরিশোধ করছেন না তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঘটনা যে দীর্ঘদিন পর্যান্ত আগরতলা পৌরসভা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন বিভিন্ন স্কীম এবং প্রজেক্টের মাধ্যমে, বিদ্যুৎ বিভাগের সে পাওনা টাকা তারা দিচ্ছে না। যেমন, আগরতলা পৌরসভা নিজেরা যে বিদ্যুৎ নিচ্ছে আগরতলা শহরের বাজারগুলির জন্য-ধলেশ্বর বাজার, মহারাজগঞ্জ বাজার, দুর্গা চৌমুহনী বাজার এবং বটতলা বাজার, সেগুলির বিদ্যুৎ মাশুল মিউনিসিপ্যালিটি নিজেরাই সংগ্রহ করছে। সেই ক্ষেত্রে ২০০০ ইং সালের মার্চ পর্যান্ত আমাদের পাওনা ৪,৫৩,৫১৯ টাকা। আর জুন মাস পর্যান্ত এটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪,৮২,৫৭৩ টাকা। স্ট্রীট লাইট আগরতলা শহরের জন্য সেটা হচ্ছে, ২ কোটি ২৬ লক্ষ ৬৬ হাজার ২১৬ টাকা ২০০০ ইং সালের মার্চ পর্যান্ত। আর জুন মাস পর্যান্ত সেটা হচ্ছে ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭৪ হাজার ১১১ টাকা আর সুলভ যে সমস্ত পাম্প হাউস ব্যবহার করেছে সে ক্ষেত্রে বকেয়ার পরিমাণ মার্চ মাস ২০০০ইং পর্যান্ত ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৭০৭ টাকা। আর জুন মাস পর্যান্ত ও ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৭০৭ টাকা। নূতন করে আর বাড়েনি। মিউনিসিপ্যালিটি অফিস কামান চৌমুহনী, পুরান মিউনিসিপ্যালিটি, এডাড্ডা অফিস, কর্ণেল চৌমুহনী, বটতলা সুপার মার্কেট এখানে হচ্ছে, মার্চ মাস পর্য্যন্ত মোট পাওনা ১১,১২,১৮৯ টাকা আর জুন মাস পর্য্যন্ত মোট পাওনা ১১,৯৪,৯৫৯ টাকা। আগরতলা টাউন হল এটা মার্চ মাস পর্য্যন্ত ৮০, ৬৩৩ টাকা পাওনা আর জুন মাস পর্যান্ত সব মিলিয়ে দাড়িয়েছে ১,৪০,৬৩৩ টাকা। আগরতলা টাউন হল ক্লোড প্ল্যাণ্ট এটা জুন মাস পর্যান্ত ১০, ৮০০, ০০ টাকা পাওনা। আগরতলা টাউন হল লাইব্রেরী এটা মার্চ মাস পর্য্যন্ত ২৯, ২৪০ টাকা পাওনা। দেখা যাচ্ছে, মোট পাওনা হচ্ছে মার্চ মাস পর্যান্ত ২,৪৪,১২,৩১৪ টাকা, আর জুন মাস পর্যান্ত মোট পাওনা হচ্ছে ২,৫৫,২৮,৩৬৭ টাকা ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ এই দুই বছরে তারা যে টাকা জমা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ৪২,২৩,৬৫৬ টাকা। এখন পর্য্যন্ত ২,৪০,৪৮ ৬৫৮ টাকা পাওনা।

এই বকেয়া নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের বার বার আলোচনা হয়েছে। আমরা প্রথমত: বলেছি বাজারগুলি করার জন্য। আমি কয়েক দিন আগে চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছি এবং উনাকে বলেছি আমরাও চেষ্টা করি আপনারাও চেষ্টা করেন সুতরাং বাজারের যে সমস্ত বকেয়া পড়েছে সে জন্য আপনারা নোটিশও দেবেন না এবং কালেকশানও নেবেন না, সেগুলি আপনারা আপনাদের দপ্তরকে দিয়ে দিন। বাজারগুলি যে কোন ভাবে হোক কোন একটা সময়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল বাজারগুলির দায়িত্ব মিউনিসিপ্যালিটি নেবেন। তারা টাকা কালেকশান করবেন। পাওয়ার দপ্তরে যে সমস্ত বকেয়াগুলি আছে, সেগুলি তারা তুলবেন এবং সেখান থেকে জমা দিয়ে দেবেন এইভাবে প্রথম কয়েক বছর চলছিল, তারপর সেগুলি একটা বেনামে গিয়ে দাড়ায়। মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান প্রথম যখন অফিসারদের নিয়ে মিটিং করেছিলেন তখন তিন মাস সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন আগে যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে

মিটিং হয় তখন সেই মিটিং-এ আমিও উপস্থিত ছিলাম, তখন তারা বলেছেন, কাউন্সিলে এই সম্পর্কে তারা বিবেচনা করছেন যাতে মার্কেটগুলি পাওয়ার দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া যায়। আমরা যেটা বলেছি সুলভ বা অন্যান্য যেগুলি আছে এইগুলি তারা টেণ্ডার করে দেন, টাকাও মিউনিসিপ্যালিটি গ্রহণ করেন এবং সব কিছু ধরেই করেন, সে ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ দপ্তরের পাওনা টাকা যা আছে, সেটা না দেওয়ার কোন কারণ নেই। আমরা মিউনিসিপ্যালিটিকে বলেছি, যারা টেণ্ডার নিচ্ছে টাকা তো আপনাদের দিচ্ছে, সেখানে বিদ্যুতের জন্য যে টাকা আপনারা নিচ্ছেন সেই টাকা দিয়ে দিতে পারেন। স্ট্রিট লাইট যেটা সবচেয়ে বড় বাকী এখন প্রায় ১২ লক্ষ টাকায় গিয়ে দাড়িয়েছে। বিদ্যুতের টাকা দেবেন না এটা কোন অবস্থাতেই ঠিক নয়। আমরা মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে এই ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছি এবং আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এই সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করা হয়।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ (কৃষ্ণনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ২ কোটি ৪০ লক্ষ সামথিং টাকা ১৯৯৫-৯৬ সালের ফিনানসিয়াল ইয়ারের আগে আউট-ষ্ট্যাণ্ডিং ডিউজ ছিল। যে কনজামশান ছিল সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে এই তথ্য এখন নেই।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ : - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ১৯৯৫-৯৬ সালে এই দুই বছরে প্রায় ৫০/৬০ লক্ষ টাকা আউট-ষ্টাণ্ডিং ছিল। উনাদের পরিচালিত পৌরসভাতেও ১৯৯৩-৯৪ সালে ৭০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা আউটষ্ট্যাণ্ডিং রেখে গেছেন। বর্তমান পুরসভা ৮৬,৬৯,০৪৮ টাকা অলরেডি পেমেন্ট করেছে। টোট্যাল ডিউস্ লেফ্‌ট ৯৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৪৩'৮০ নয়া পয়সা। এটা ডিউস লেফ্‌ট আছে কিন্তু বর্তমান পৌরসভার আউটস্ট্যাণ্ডিং ডিউস হচ্ছে ১ কোটি ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮৪১'২০ নয়া পয়সা। এখানে টোট্যাল হিসাবটা দিয়েছেন, ব্রেক-আপ দেওয়া হয়নি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যদি সরকারে থাকি, তারপর আমরা যদি সরকার থেকে চলে যাই, যদি কারো কাছে বকেয়া পড়ে থাকে তাহলে পরবর্তী যে সরকার আসবে তার ঘাড়ে পড়বে। এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন ৯৬-৯৭ বা ৯৮ সনের এই তথ্য আমার কাছে নেই। আমি শুধু এটা বলেছি ৯৮-৯৯-এ এই দুই বৎসরে তারা মাত্র ৪ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৫৬ টাকা দিয়েছেন। আর যা বলেছেন ৩৮ লক্ষ সেটা যদি আগের তিন বৎসরে দিয়ে থাকেন। আগের তিন বৎসরের তথ্য আমার কাছে নেই। ৪ লক্ষ ২৩ হাজার ২৫৬ টাকা তারা এই দুই বৎসরে দিয়েছে এখানে যেটা বলেছি, এটা ঠিক আগে যা ছিল সেটা এখানে এসেছে। কোন সনে কত ছিল সেই তথ্য আমার কাছে নেই। কিন্তু ২কোটি ৪০ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫৫৮ টাকা জুন মাসে গিয়ে ২কোটি ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার ৬৩৭ টাকা মিউনিসিপ্যালিটির কাছে পাওনা। এখানে মাননীয় সদস্য সুদীপবাবু বলেছেন ১কোটি ৩৮ লক্ষ এই মিউনিসিপ্যালিটি আসার পর। তাও যদি হয়,

অন্ততঃপক্ষে সেই টাকাটা দিয়ে দিলে পরেও পাওয়ার দপ্তরের পক্ষে ভাল হয়। আজকে পাওয়ার দপ্তর যে অবস্থার মধ্যে চলতে হচ্ছে, তাকে সাহায্য করুন। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব মিউনিসিপ্যালিটিতে যারা এখন আছেন অন্ততঃপক্ষে তাদের সময়ের যে বকেয়া এটা অন্ততঃপক্ষে শোধ করে দিন।

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কি এই যে পৌরসভার বিরাট বকেয়া যেটা ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার উপরে বলছেন, এই বকেয়াটা মিউনিসিপ্যালিটি সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে এই হিসাবটা টানা হয়েছে কিনা। এখানে একটা জিনিস হচ্ছে, নির্দিষ্ট টাইমের পরে যদি বিল দেওয়া হয় তাহলে এটা চক্র বৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে। এই যে বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিলের বোঝার কথা বলা হয়েছে আগরতলা পৌরসভার সেটা চক্র বৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি করার পরে এই ফিগারটা এসেছে কিনা মিউনিসিপ্যালিটি চালুর পর থেকে শুরু করে এখন অবধি। দ্বিতীয়তঃ শুধু মিউনিসিপ্যালিটি নয়, রাজ্যের সমস্ত নগর পঞ্চায়েতগুলির কাছেও বকেয়া বিল বিদ্যুৎ দপ্তর পাওনা আছে। এই যে বর্ত্তমানে আগরতলা পৌরসভার বকেয়া বিল যে পরিমাণে ধরা আছে এটা কিন্তু স্যার, যেই মিউনিসিপ্যালিটিতে আসুক তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না যদি সরকার থেকে সেটাকে অনুদান হিসাবে আলাদাভাবে অতিরিক্ত টাকা না দেওয়া হয়। সুতরাং এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী বিবেচনা করে দেখবেন কিনা এই যে বড় ধরনের বকেয়া বিল আগরতলা পৌরসভার কাছে পাওনা এটা মকুব করা যায় কিনা নতুবা আগামী দিনে এটা আরও বাড়তে থাকবে এবং এতে সমস্যার সমাধান হবেনা। ফলে এই সমস্যা সমাধানের জন্য কি ধরণের উদ্যোগ বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে নেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য প্রশ্ন তুলেছেন বিদ্যুৎ দপ্তরের বকেয়া বিল সম্পর্কে। বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে বিল পাঠানো হয়, তাতে কোন বিল যদি ভুল হয় কনজিউমারের ক্ষেত্রে, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির হোক বা সরকারের কোন দপ্তরের কাছেই হোক, বিল যখন যায়, যদি ভুল বিল থাকে তাহলে তারা আপত্তি করেন এবং সেটা আলোচনার মাধ্যমে সংশোধন করা হয়। আগরতলা পৌরসভার কাছে যা পাওনা আছে সেই বিল যাচ্ছে। এখন পর্য্যন্ত আগরতলা পৌরসভা এই কথা বলেনি যে, আমাদের জন্য অতিরিক্ত বিল করা হয়েছে বা বাড়তি বিল করা হয়েছে। সেই আপত্তি তারা এখন পর্য্যন্ত জানাননি। আমার কথা হচ্ছে, আগরতলা আমাদের রাজধানী শহর, এটার টিউব লাইট বা অন্যান্য যেগুলি আছে, এখন বিদ্যুৎ সরবরাহ যে কোন অবস্থায় হোক না কেন আমাদের চালু রাখতে হবে। এই ব্যাপারে মিউনিসিপ্যালিটির যেমন দায়িত্ব আছে আমাদেরও দায়িত্ব আছে। কারণ, তা না হলে যে ধরণের বকেয়া আছে বিদ্যুৎ দপ্তরের এরকম কোটি কোটি টাকা বাকী পরার পর কি করে গ্রামে যখন একজন গরীব লোক বা সাধারণ লোক বিদ্যুতের বিল দিতে পারে না আমরা তাদের নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত সময় দিয়ে বিদ্যুতের কানেক্‌শন্

ক্যানসেল করে দেই। এগুলির ব্যবস্থাতো আমরা নিতে পারতাম, কিন্তু আমরা সেই ধরণের ব্যবস্থা এখনও নিইনি। আবার আপনি সুলভ সম্পর্কে বলছেন মুকুব করতে, তা সুলভ সম্পর্কে কেন মুকুব করা হবে। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি নিজে চালান দিয়েছে, টেণ্ডার দিয়েছে এবং তার কাছ থেকে বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সমস্ত ভাড়া ধরে সেই টাকাটা সেখানে সংগ্রহ করেছে। তো সেখানে নিয়শ্চই মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্ব আছে, সুলভের জন্য যখন তিনি আগাম টাকা সংগ্রহ করেন তখন বিদ্যুতের বিলটা দিয়ে দেওয়া উচিৎ ছিল। এটাতো মুকুম করার কোন প্রশ্নই আসে না. আমাদের এখানে মাননীয় সদস্য সুদীপবাবু বলেছেন যে, এই মিউনিসিপ্যালিটি আসার পর ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা বাকী পড়েছে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, সেটা যদি হয় তো তারমধ্যে যতটুকু পারেন সেটুকু টাকা অন্তত: পেমেন্ট করুন। কোটি কোটি টাকা বকেয়া হচ্ছে, দুই বছরে যদি সোয়া চার লক্ষ টাকা পেমেন্ট করেন তো এইভাবে কি চলতে পারে। যাইহোক, মিউনিসিপ্যালিটি এই টাকা যদি কালেক্শন্ করে, তার টেক্স যদি কালেক্শন্ করেন তো সেটা তাদের পক্ষে সুবিধা হবে। এখন ধরুন, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যদি বলেন তো বাড়ী বাড়ী আমরা জল দিচ্ছি, হোল্ডিং টেক্সের মধ্যে তারা ধরে রেখেছে এবং এই বাড়ী বাড়ী জল দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাড়া পরে পরিবার পিছু এক থেকে দুই টাকা। আজকাল কোন পৌরসভার পক্ষে বাড়ী বাড়ী হাউস কানেক্শন্ এক টাকা বা দুই টাকার বিনিময়ে দেওয়া যায়? আমরা এখন রুলস তৈরী করছি নগর পঞ্চায়েতের জন্য তাতে ভাড়া ৩৫ টাকা হবে। আগরতলার ক্ষেত্রেও আমরা করছি, তা আগরতলায় যদি দ্রুত এটা রূপায়িত করেন তো তারাই লাভবান হবেন। আমরা তো বলছি না যে, এই টাকা তুলে আমাদের দিয়ে দিক। এখন জল সরবরাহ অব্যাহত রাখা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে আগরতলা শহরের মধ্যে। এখানে কলেজটিলাতে যে প্রজেক্টটা আছে তারজন্য মাসে আমাদের খরচ করতে হয়, কারণ ইত্যাদি কিনার জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা, তো আমাদের দপ্তরের পি এ সির টাকা কোথায়? তারা এখন কোন টাকাই কালেক্শন্ করেছে না। পানীয় জলের সরবরাহ করাতো আমরা বন্ধ করে দিতে পারব না। সুতরাং টেক্স কালেক্শন্ সেটা মিউনিসিপালিটির আইনের মধ্যে আছে, ক্ষমতার মধ্যে আছে সে ব্যাপারে তারা উদ্যোগ গ্রহণ করুন এবং তাতে তারা লাভবান হবেন এবং রেভেনিউ কালেক্শন্ যে বাড়বে তাতে তারাই সুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে যাবে। আমারা তো সেই ধরণের কোন ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত নিইনি। যেহেতু এটা আমাদের আগরতলা শহর তাই আমাদের অনুরোধ আমরা পার্স্যু করছি বারবার আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির কাছে অন্তত: বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আপনারা উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না জানি না, এই সাড়ে চার পৌনে পাঁচ বছরে ৮৬,৬৯,৭৪৮ টাকা ৮০ পয়সা অলরেডী মিউনিসিপালিটি উই হেভ পেইড। বকেয়া যেটা উনি বলেছেন, এখানে সেটা ১৯৯৫-৯৬ থেকে শুরু করে ১৯৯৯-২০০০০ সাল পর্য্যন্ত

৭০,৭৪,৬৭১ ২০ পয়সা বকেয়া আছে। তাহলে, মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন মাত্র সোয়া লক্ষ টাকা এবং গত অর্থ বছরে ১৯৯৮-৯৯ ইং সালে মিউনিসিপ্যালিটি ৩২ লক্ষ টাকা পেমেন্ট করেছেন। ১৯৯৯-২০০০ ইং সালে ৫ লক্ষ টাকা মিউনিসিপ্যালিটি পেমেন্ট করেছেন । মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি না জানি না।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— না, না, আমি তো বলেছি ৯৫,৯৬,৯৭,৯৮ এবং ৯৯ সালে কত পেমেন্ট হয়েছে। এই মিউনিসিপ্যালিটির আগের তিন বছরের তথ্যতো আমার কাছে নেই। আমি এখানে শুধু এনেছি ১৯৯৮-৯৯ সালে মিউনিসিপ্যালিটি বিদ্যুতের দাম বাবদ যেটা পেমেন্ট করেছেন সেটা হচ্ছে, ৪,২৩,৬৫৬ টাকা। এই দুই অর্থ বছরে তারা এই পেমেন্টটা করেছে। তার আগের তিন বছরের কথা যেটা বলছেন মাননীয় সদস্য, আমার কাছে সেই তথ্য নেই। আমরা যেটা বলছি, যেখানে কোটি কোটি টাকা বাকী পড়ে আছে সেখানে এই লো পেমেন্ট। আর যে বিলটা আমরা করছি সেই বিল সম্পর্কে মিউনিসিপ্যালিটিতে এখন পর্যান্ত একবারও বলেননি যে, আমাদের উপর দশ বছর আগের বিল চাপিয়ে দিয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে কখনও এই আপত্তি আসেনি। সুতরাং সে ধরণের কোন আপত্তি যদি থাকে বিল সম্পর্কে তাহলে মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাপ্রুচ করতে পারে তখন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেটা মিটিয়ে ফেলা যেতে পারে ।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে, এই সময়ে রাজ্যের নগর পঞ্চায়েতগুলিতে রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের পাওনা রয়েছে। আর এখানে মিউনিসিপ্যালিটি তরফ থেকে পরিকল্পনা খাতে বা করিকল্পনা বহির্ভূত খাতে রাজ্য সরকারের কাছে যে অর্থের বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল চিরাচরিতভাবে যেটা হয়ে আসছিল। স্যার, এই পরিকল্পনা খাতে মিউনিসিপ্যালিটির বিদ্যুৎ দপ্তরকে কতটাকা দিতে হবে সেটাও উল্লেখ আছে এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কত টাকা দিতে হবে সেটাও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু স্যার, মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী যিনি অর্থমন্ত্রীও, সেখানে আগরতলা পৌরসভার খাত থেকে গত তিন বছর যাবৎ পরিকল্পনা খাতে এবং পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে টাকা কমিয়ে দিতে দিতে এখন সেটা এক-তৃতীয়াংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে । এই টাকা কমিয়ে দেবার ফলে বিদ্যুৎ দপ্তরের যে পাওনা এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের যে পাওনা সেটা আগরতলা পৌরসভা দিতে পারছে না। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কি না ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এটা বলেছেন যে বকেয়া মকুব করা সম্পর্কে। এটা আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছি। ৫, ৭, ১০ বছরের বকেয়া যদি থেকে থাকে তাহলে সেটা পৌরসভার পক্ষে দেওয়া কঠিন। সেটা সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তাব এলে পরে সেগুলি আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। আর এখানে যেটা মাননীয় সদস্য বলেছেন বিদ্যুৎ দপ্তরের পাওনা সম্পর্কে সেটা আগে ছিল না। এবারেই আমরা বাজেটে এটা ইন্ট্রোডিউস্

করেছি। এটা কোন সময় ছিল না। আমরা দেখেছি বিভিন্ন দপ্তর তাদের বিদ্যুৎ দপ্তরের টাকা পেমেন্ট করতে পারছে না। তাদের অন্যান্য খরচ মিটিয়ে শেষ পর্যন্ত বকেয়া তারা বিদ্যুৎ দপ্তরের টাকা রেখে দেন। এবং সেজন্য বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে। এইবার বাজেটে আমরা এটা অন্তর্ভুক্ত করেছি যে সরকারী দপ্তরের জন্য একটা টাকা আলাদা করে রাখা হয়েছে। এবং সেটা বলা হয়েছে বিদ্যুতের খরচ যেটা সেটা এই টাকা থেকে ম্যানেজ করা হবে। যাতে সরকারী দপ্তর সেই টাকাগুলি তারা পেমেন্ট করতে পারেন। কিন্তু সেই টাকা তো মিউনিসিপ্যালিটি বা জুটমিল বা অন্যান্য যে সমস্ত আণ্ডারটেকিংস্ রয়েছে যাদের কাছে বকেয়া আছে, সে ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না। আর এখানে যেটা বলেছেন, বিদ্যুৎ তারা নিচ্ছেন, ব্যবহার করছেন, তাদের নির্দিষ্ট গ্রাহকদের থেকে টাকা কালেকশন করেন নি। কালেকশন না করার ফলে তারা সেই টাকাটা দিতে পারছেন না। সেই কালেকশনের উদ্যোগ তাদের বাড়াতে হবে। পরিকল্পনা খাতে প্ল্যান বা নন্ প্ল্যান খাতে কি টাকা দেওয়া হলো তার উপর এটা নির্ভর করে না। এই টাকা বাড়লে পরেও মিউনিসিপ্যালিটি টাকা দিতে পারবে না তারা সেটা অন্য খাতে খরচ করবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক কুমার রায়।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— মি স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৬৬

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬

: প্রশ্ন :

১। বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা সত্বেও প্রতিনিয়ত ১ ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টা লোডশেডিং বন্ধের জন্য রাজ্য সরকার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা ?

২। যদি করে থাকেন তাহলে লোডশেডিং কবে নাগাদ বন্ধ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখা হবে ?

৩। যদি না করে থাকেন তবে বিদ্যুৎ মাশুল কমানোর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না ?

উত্তর

১। লোডশেডিং বন্ধের জন্য রাজ্যের বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে :

ক) ২১ মেগাওয়াট গ্যাস-ভিত্তিক তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের (রুখিয়া ফেইস-২) কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

রুখিয়ায় আরো একটি ২১ মেগাওয়াটের গ্যাস-ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প (রুখিয়া ফেইস-১) প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

খ) বড়মুড়ায় একটি ২১ মেগাওয়াটের গ্যাস-ভিত্তিক তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের প্রস্তাব এন, ই, সি-র অনুমোদন পাওয়া গেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। আজকে বিকেলে সে সম্পর্কে মিটিং আছে, সেখানে চূড়ান্ত হবে।

গ) সম্প্রতি রাজ্যে ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য কেন্দ্রিয় সরকার নেপ্‌কোকে দায়িত্ব দিয়েছেন এবং রিপোর্ট পরীক্ষা নীরিক্ষা এই সমস্ত প্রজেক্ট তৈরী করার জন্য।

২) বিদ্যুতের চাহিদার অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা সমূহের অগ্রগতি কেন্দ্রিয় সরকারের আর্থিক সহযোগিতা সঠিক সময়ে পাওয়া গেলে আগামী বৎসরগুলিতে লোডশেডিং কমানো যাবে বলে আশা করা যায়।

৩) বিদ্যুৎ মাশুল কমানোর প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই হাউসে আমরা সবাই যথেষ্ট অবগত আছি বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল নিয়ে অনেক আলোচনার পর নতুন করে বিদ্যুতের মাশুল এখন আমাদের গুণতে হচ্ছে। স্যার, শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই এই গরমে লোড-শেডিং-এর যন্ত্রণায় একেবারে নাকাল হবার উপক্রম। এইতো হাউসের প্রেস গেলারীতে যারা বসে রয়েছেন সেখানেও ঠিকভাবে পাখা না থাকাতে তাঁরাও নাকাল হচ্ছেন। লোড-শেডিং-এর যন্ত্রণায় তাঁদের পত্রিকা অফিসগুলিও এখন আর রেহাই পাচ্ছে না। আমাদের কথা বলেতো আর লাভই নেই। যাই হোক্ আমরা বর্ধিত বিদ্যুতের মাশুল গুণছি এবং বিদ্যুৎ পাচ্ছি না। এক অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে আমরা রয়েছি।

পক্ষান্তরে, রাজ্যের সবত্র ব্যাপক হুক্ লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা রয়েছে যেগুলি বন্ধ করতে দপ্তর সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এর জন্যই ভুগতে হচ্ছে আমাদের। চুরিসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার জন্য তথা লোড-শেডিং কমানোর জন্য দপ্তর কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যেখানে আমাদের বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা ১৩৫ মেগাওয়াট সেখানে আমরা পাচ্ছি ৫১ থেকে ৫২ মেগাওয়াট। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি থেকে আমাদেরকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কথা ৯১'৫ থেকে ৯৬'৫ মেগাওয়াট। এটাও আমরা পাচ্ছি না। আমাদের রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদন বর্তমানে প্রায় ৫১'৫ মেগাওয়াট ফলে প্রতিদিন গড়ে প্রতিটি ফিডার থেকে দেড় ঘণ্টা করে লোড-শেডিং করতে হচ্ছে। অরুণাচলের একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ ১৫ বছর আগে শুরু হয়েছিল এবং সেটা আগামী ডিসেম্বর মাসে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অনুরূপ ভাবে নাগাল্যাণ্ডেও ২০ বছর আগে একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল সেটাও শেষের পথে। তারা প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য আট টাকা ধার্য্য করেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আমরা সহ অন্য রাজ্যগুলিও বলেছে এই দামে বিদ্যুৎ কেনা সম্ভব নয়। এই দামে বিদ্যুৎ কিনলে সমস্যাটা আরও বাড়বে। এই দুইটা প্রজেক্ট আসলে পরে কেন্দ্রীয় সরকারের তখন

পুরাপুরি কাজে আসবে। কাজেই, আমরা আমাদের রাজ্যের শেয়ার বাবদ আমরা আরও ৪১ মেগাওয়াট পাব। আমাদের প্রজেক্টগুলি যদি আসে আর এখানে যদি কেন্দ্রীয় সরকারের এই দুইটি সংস্থা যেটা এখন পাইপ লাইনে আছে কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসছে তাতে আমরা অতিরিক্ত ৪১ মেগাওয়াট পাব। মাননীয় সরকার এখানে যেটা বলেছেন যে ভূর্তুকী দেওয়ার জন্য। বিদ্যুৎ যেটা আমরা কিনে আনি তাতে প্রতি ইউনিটে আমাদের খরচ পরে ২টাকা ৯১ পয়সা গড়ে।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, হুক লাইন বন্ধ করে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— বলছি, আপনি বলছেন যে, আমরা বিদ্যুতের মাশুল তুলে দেব কিনা? আমরা সেই জায়গায় বলছি, আমরা যেটা বাইরে থেকে কিনে আনি তার প্রতি ইউনিটে খরচ পরছে ২ টাকা ৯১ পয়সা আর এখানে যেটা আমরা বিক্রি করছি সেটা হচ্ছে গড়ে ১ টাকা ২১ পয়সা। প্রতি ইউনিটে রাজ্য সরকারকে এখন ভূর্তুকী দিতে হচ্ছে ১ টাকা ৭০ পয়সা করে। এই ১ টাকা ৭০ পয়সা ভূর্তুকী দেওয়ার পরও আপনারা বলছেন মাশুল মকুব করে দাও। আমাদের সামনে এই ধরণের কোন সুযোগ নেই। হুক লাইন বন্ধ করার জন্য আমরা অনেকগুলি ব্যবস্থা নিয়েছি, পঞ্চায়েতের সাহায্য আমরা নিয়েছি। আমরা ভিজিলেন্স স্কোয়াড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা পুলিশ দিয়ে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে সেই সমস্ত অভিযান আমরা চালাচ্ছি। এবং তারমধ্যে কিছু ফল আমরা পেয়েছি।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বে-আইনী বিদ্যুৎ সরবরাহ এটা বন্ধ করলে এই যে লোড শেডিংয়ের যে ব্যাপারটা এটা স্বাভাবিক হবে বলে আমি আশা করি। এই ব্যাপারে আমি পরিস্কার কিছু জানতে পারলাম না। এই ব্যাপারে সরকার থেকে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং এই ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নিয়েছেন, এটা জানিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসকে আশ্বস্ত করুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই যে বিদ্যুতের হুক লাইন, এই হুক লাইনে আমাদের অনেক খরচ পড়ছে। আমরা হিসাব করে দেখেছি প্রায় ১৫ থেকে ২০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রায় চলে যাচ্ছে এবং এটা রক্ষা করতে পারলে পরে নিশ্চয় আমাদের অনেক সুবিধা হবে। কিন্তু এটার সঙ্গে হুক লাইনের যে ব্যাপারটা আসছে আমরা সেখানে পুলিশী ব্যবস্থা নিচ্ছি আমরা কিছুটা সফলও হয়েছি কিন্তু এটা পুরাপুরি বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। সেইজন্য এবার আমরা দপ্তরের ভিজিলেন্স স্কোয়াড মানে পুলিশী সাহায্য নিয়ে এই রকম স্কোয়াড আমরা তৈরী করব জেলা ভিত্তিতে যাতে দফতর এবং এই ভিজিলেন্স স্কোয়াড পুলিশী সাহায্য নিয়ে দ্রুত সেগুলি সম্পর্কে যাতে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত অর্থ বছরে এই রকম লুক লাইন কয়টি কাটা হয়েছে, সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরণের তথ্য এখন আমার হাতে নেই।

মিঃ স্পীকার :— নাউ কোয়েশ্চান ইজ অন। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে জমা দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের কাছে অনুরোধ করছি। ANNEXURE-'A' & 'B'

MATTER RAISED BY MEMBER.

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আমরা গত শুক্রবার তেলিয়ামুড়া এলাকায় যে বীভৎস ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ....

মিঃ স্পীকার :— একটু বসুন, তেলিয়ামুড়াতে যাওয়ার জন্য আমার চেম্বারে যে মিটিং হয়েছিল এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের দিক থেকে আরক্ষা দপ্তর এবং সিভিল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সবটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমাদের যাওয়ার জন্য তাঁরা সিগন্যাল দেবেন। যথারীতি আমি কনট্রাকট করি ডি. এমের সঙ্গে। এবং উনারা এর পরে জানিয়েছেন যে পরিস্থিতিটা তখন খুব উত্তপ্ত ছিল তখন যাওয়াটা সম্ভব নয়। তার পরে কালকেও ওরা বলেছেন। আজকে সকালবেলা আমি আবার খবর নিয়েছি। এবং পরবর্তী সময় ডি. এম জানিয়েছেন যে, এখন আপনারা যেতে পারেন অসুবিধা নেই, কালকে পরশু এরমধ্যে যেতে পারেন। যখন কথা হয় তখন মাননীয় শ্যামাবাবুও আমার চেম্বারে ছিলেন। তারপরে উনার সঙ্গে আলোচনা করলাম যেহেতু আমাদের বাজেট এখন পাশ হবে এবং কাট মোশান ইত্যাদি আছে এগুলি আলোচনা হবে। কাজেই, এই যে দুটো দিন এই দুটো দিনের মধ্যে যাওয়া আমার মনে হয় হবে না। সেই রকম কোন কথা ছিল না। কথা ছিল ডি, এম-এর সঙ্গে কথা বলে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। কিন্তু ডি, এম-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার পর উনি আমাকে বলেছেন যে এখন না যাওয়াটাই বোধহয় ভাল হবে। কাজেই, আগামী ২১ তারিখ আমরা ইচ্ছা করলে পরে যেতে পারি।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, ঐ দিনের পরিস্থিতিটা এতটা ভয়াবহ ছিল যে, সেই কারণেই আমরা বলেছিলাম যে সকলে মিলেই সেখানে যাওয়ার জন্য। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও তখন ছিলেন না। তিনি বিশেষ কাজে রাজ্যের বাইরে ছিলেন। সেখানের প্রকৃত ঘটনা কি। যদিও ওখানে যারা শরণার্থী হিসাবে রয়েছে প্রায় ২৫০টি পরিবারের মত। তারা সকলেই ব্রহ্মাছড়া ও তার আশপাশ গ্রামে আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে এখনো কোন রিলিফ ক্যাম্প নেই। আমি আজকেও ডি, এম-এর সঙ্গে কথা বলেছি এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গেও কথা হয়েছে। এই কারণে এই হাউসের একটা সেন্টিমেন্ট ছিল পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাতব্য হওয়া। সেই সুযোগ থেকে

আমরা বঞ্চিত হলাম। কাজেই, এই সম্পর্কে এই হাউসে বিবৃতি দেওয়া হউক। আপনার সঙ্গে কথা ছিল আপনি ডি, এম,-এর সঙ্গে কথা বলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। যেহেতু, আপনি আর যোগাযোগ করেননি সেই কারণে আমরা মনে করেছিলাম যে যাবেন। সেই কারণেই আমরা সকাল ৮-৩০ মি থেকে সেখানে অপেক্ষা করছিলাম। কথা ছিল শনিবারে যাব না রবিবারে যাব। এখানে আমার অনুরোধ থাকবে যাতে সেখানে রিলিফ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া আজকে দৈনিক সংবাদ ও রাজ্যের বিভিন্ন পত্রিকায় বেরিয়েছে যে দশদা কাঞ্চনপুরে মানুষের মৃত্যুর মিছিল বেড়িয়ে গেছে। সেখানে রাজ্য সরকার বেশ কিছু দিন যাবং রিলিফ ক্যাম্পে রেশন বন্ধ করে দিয়েছেন। কাজেই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যাহাতে সেখানে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা হয়, সেই ব্যবস্থা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা বলেছেন, সেটা একটা পার্ট আমার সঙ্গে যুক্ত আর একটা পার্ট মাননীয় স্বরাষ্ট্র তথা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যুক্ত। প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ দিন আমার চেম্বারে আলোচনা হয়েছিল কোন দিন কোন সময় যাওয়া হবে। সেখানে আপনিও ছিলেন। সেখানে কোন কিছু নিশ্চিত করা ছিল না কোন দিন কোন সময় যাওয়া হবে। কথা ছিল শনিবারে যাব না রবিবারে যাব। তাহলে আপনি কি করে স্পটে রেডী হয়ে আছেন। আমি জানি না আমাদের মধ্যে বুঝার মধ্যে কোন ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে কিনা। আমি যোগাযোগ করার পরে ওরা বারবার বলেছেন যে ওখানে এখন যাওয়া ঠিক হবে না। এখন ওরা আবার জানিয়েছেন যে আপনারা কাল পরশু যেতে পারেন কোন আপত্তি নেই। এখন তো বাজেটের উপরে আলোচনা চলছে হয়তো অধিবেশনের পরে আগামী ২২ তারিখও যেতে পারি। সকাল বা দুপুরে যে কোন একটা সময়।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, এটা নিয়ে আমি বিতর্কে যাচ্ছি না। আমার বক্তব্য হলো আপনি তো সেখানে গিয়েছেন। আপনার অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমরা কিন্তু সেখানে দেখার জন্য যাওয়ার ব্যাপার না। এখানে প্রস্তাব এসেছিল যে আমরা সর্বদলীয় ভাবে সেখানে যাব, এখন যে কোন কারণেই হোক আমরা সেখানে যেতে পারিনি। এতে দোষের কিছু হয়েছে তা আমি বলবনা। প্রস্তাবটা হল আপনি তো গিয়েছেন সেখানে, সেখানকার মানুষের অবস্থা দেখেছেন। আমার কাছে যে তথ্য আছে প্রায় ২৫০টি পরিবার যাদের এখনো রিলিফ মিলেনি এবং সেখানে ব্রহ্মাছড়া তুলাগাছ তলে সেখানে যদি একটা টি. এস. আর. ক্যাম্প বসানো হয় তা হলে সেখানে বেশ কিছু পরিবার তাদের বাড়ীঘরে ফিরে যেতে পারে। আর আমি মনে করিনা সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। আমার আরেকটি প্রশ্ন হলো-কাঞ্চনপুর এবং দশদা তার আশপাশ এলাকা থেকে কয়েক হাজার লোক শরণার্থী হয়েছে এবং আজকে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় তার ছবিও ছেপেছে মৃত্যুর পথযাত্রী ওরা। সেখানেও দীর্ঘদিন যাবং রিলিফ বন্ধ হয়ে আছে। সেবারকার পরিস্থিতি ভয়াবহ অবস্থা। যদি সরকার এই মুহূর্তে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা না নেয় তাহলে সেখানকার পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে।

তাই আমি জানতে চাইছি তাদের রিলিফ দেওয়ার ব্যাপারে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাইছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, তেলিয়ামুড়ার প্রশ্নে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে ভাবে বলার চেষ্টা করেছেন যে রিলিফ দেওয়া হচ্ছেনা, তা আসলে ঠিক না। এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা মডিফাই করে বলেছেন যে ২০০ থেকে ২৫০টি পরিবার সম্পর্কে সেটা বলেছেন বাড়ীঘর যাদের পুড়েছে বা যে কোন ভাবে নষ্ট হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে আজকে আমার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ আছে। এটা এলাউ করলে আলোচনা করতে ভাল হবে।

মিঃ স্পীকার :— এটা পরে আসছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে দুইটা রিফিল ক্যাম্প খোলা হয়েছে, তেলিয়ামুড়ার সাম্প্রতিক ঘটনায়। একটাতে অনুপজাতি অংশের যারা আছে তারা থাকে। আরেকটাতে উপজাতি অংশের যারা আছে তারা থাকে। অনুপজাতি অংশের যারা আছে তাদের ক্যাশ টাকা দেওয়া হয়েছে ১৮ তারিখ প্রতি পরিবার পিছু ১৫০ টাকা করে। আর উপজাতি অংশের যারা তাদেরকে ক্যাশ টাকা দিলে তো তাদের পক্ষে জিনিস সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নানান সমস্যা আছে, সেখানে তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে চাউল, সরিষার তৈল, লবন, ডাল আর সুটকী দেওয়া হয়েছে। যেটা বলেছেন দেখা গেছে গত ১, ২ দিনে যাদের বাড়ীঘর কিছুই নষ্ট হয়নি এই রকম কিছু লোক এসে ডি এম.-এর উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন এবং ডি. এম কে আক্রমণ করারও চেষ্টা করেছে কিছু লোক। সেই জায়গায় ডি, এম. বলেছেন যে, যাদের ক্যাম্পে আসার ব্যাপার তারাতো এসেছেন তাদেরকে আমরা সাহায্য করছি। আর আপনারা যারা আছেন আপনাদের হয়তো এই পরিস্থিতিতে কাজ করতে অসুবিধা। যারা দিনমজুর আছেন সেই এলাকাগুলির মধ্যে আমরা এস. আর. ই. পি -র কাজের ব্যবস্থা করব। আপনারা ফিরে যান। অধিকাংশই ডি এম-এর কথায় সহমত পোষণ করেছেন এবং তারা চলে গেছেন। কিন্তু একটা অংশ খুব মটিভেটিস পরিস্থিতিকে এটা যে পরিকল্পিত আপনারা নিজেরাই তা স্বীকার করেছেন, আমি ছিলাম না। বান ১১-৩২ মিনিট সময় ৫টা গ্রামে এক সঙ্গে আগুন লাগে কি করে? যেটা আপনারা লক্ষ্য করেছেন। গত ৬ মাস যাবৎ একটার পর একটা ঘটনা সেখানে হচ্ছে। এই রকম ভাবে ঘটনাগুলি ঘটছে। এটা যে একটা পরিকল্পিত সেটা বুঝার কারো অসুবিধা হচ্ছেনা। ক্রমাগত এই তথ্যগুলি আসছে। আসছেনা সেটা মনে করার কোন কারণ নেই। আপনারা দেখেছেন যে চেয়ারম্যানের বাড়ীও আক্রমণ করেছে, চেয়ারম্যান তো পুলিশ ক্যাম্প দেয়না। তার সঙ্গে কথা বল্লাম দিল্লী থেকে ফিরে এসে, ঐ দিনই ঘটনা।

চেয়ারম্যান আমাকে বলল এরা এসে আমাকে বলছে যে এই জায়গায় ক্যাম্প বসানোর জন্য। আমি বললাম যে সেখানে ক্যাম্প আমি কি করে বসাব। ওরা বলল যে আপনি বল্লেই বসবে। তো আমি বললে কি করে ক্যাম্প বসবে। তখন তারা আমার বাড়ীর বেড়া টেরা ইত্যাদি ভেঙ্গে দিযে গেছে। তার পরদিন তারা কার্ফু'র মধ্যে পেছন দিক থেকে এসে এই সব কাণ্ড করেছে। ওরা উনাকে মারতে চেয়েছিল। যাই হোক উনি প্রাণে বেঁচে গেছেন। এই বিষয়গুলো নিশ্চয়ই আমরা সবাই দ্বি-মত পোষণ করব না যে একটা স্টিল-মোটিভ নিয়ে এবং পরিস্থিতিটাকে অশান্ত করার চেষ্টা চলছে। এবং সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যে স্পেশাল অপারেশানটা সেখানে করার চেষ্টা করছে পুলিশ, সি, আর, পি, এফ, সব মিলে এটা ডিষ্টাব করছে। ১১'৩৫ মিনিটে যখন ঘটনা ঘটে তখনও তেলিয়ামুড়ার এস, ডি, পি, ও; সি, আর পি, এফ-কে সাথে নিয়ে পার্টিকোলার একটা জায়গায় তারা স্পেশাল অপারেশান কনডাপ করছিলেন। এবং ঘটনা যখন ঘটল তাদের সেখান থেকে তলব করে নিয়ে আসতে হয়। এই হচ্ছে ঘটনা। যাদের কথা আপনি বলেছেন, তাদেরকেও ডি, এম, বলেছেন আপনারা যান এলাকার মধ্যে আমরা কাজের ব্যবস্থা করব অসুবিধা হবে না। ব্লক ভিত্তিক যে কাজের ব্যবস্থা আছে তার বাইরেও বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা রেখে এটা করবে এবং আমরাও ডি, এম, কে বলে দিয়েছি যে তেলিয়ামুড়ার যে ব্লক এলাকা এই পরিস্থিতির জন্য যাতে সেখানে গ্রামে কাজের কোন অসুবিধা না হয়। পার্টিকোলার আঠারমুড়া এলাকা ট্রাইবেল এলাকার যারা চট করে বাজারে আসতে অসুবিধা সেই জায়গাগুলো যাতে স্পেশালি নজর দেওয়া হয়। কাঞ্চনপুরের যে ব্যাপারটা বলেছেন, সেখানে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে অধিকাংশ লোক ফিরে গেছেন এবং সেখানে খুব সম্ভবত সাত দিনের বা দশ দিনের রিলিফ দেওয়া হয়। যদি কোন জায়গাতে তার পরেও সেখানে কাজ দেওয়া হচ্ছে যারা কাজে যাচ্ছে বা যে কোন কারণে হোক তাদের রিলিফ দেওয়ার প্রশ্ন আসছে। সেটা আমি আগেও বলেছি। শ্যামাবাবু একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন নিশ্চয়ই আমরা এগুলো দেখব। মৃত্যুর মিছিল কথাটা ঠিক না। কিন্তু এখানে যা বলার চেষ্টা করেছেন, এই রকম ঘটনা ঘটেনি। সুতরাং ক্যাম্পে আছেন অনাহারের কারণে আমরা রিলিফ দিতে পারছি না, তারজন্য কেউ মারা গেছেন নিশ্চয় এটা লজ্জার ব্যাপার হবে। কাজেই এটা যাতে না হয় সেটা আমরা নিশ্চয়ই দেখব।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, তেলিয়ামুড়া কিংবা রাজ্যের যে কোন প্রান্তে............।

মিঃ স্পীকার :— আরে শুনুন এটা তো ষ্টেটমেন্ট।

শ্রীজওহর সাহা :— তেলিয়ামুড়া নয় স্যার, রাজ্যের যে কোন প্রান্তে যারা এই রাজ্যের জাতি উপজাতি সম্প্রতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করে এতে সমস্ত অংশের মানুষ তা নিন্দা করে। আমরাও এই ঘটনাগুলো নিন্দা করছি। কিন্তু প্রশ্নটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে তথ্যটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন যে

কিছু লোক এমনিতেই এসে গেছে স্যার, ব্রহ্মাছড়া এটা জামনার কনষ্টিটিউন্সি এলাকার কাছাকাছি এলাকা এবং সেখানে হয়েছে ও আশপাশ এলাকায় .....

মি: স্পীকার :— শুনুন জওহর বাবু বাঁশ বাগানের লোক আসছে, গামাই বাড়ির লোক আসছে এরা রেশন পাওয়ার মত না। আমি সব জানি বলতে চাই না। কাজেই, এটাতো বাড়তি বলছেন।

শ্রীজওহর সাহা :— এখানে স্যার, ১৩৮ পরিবার যারা তেলিয়ামুড়া হাই স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরকে দিয়েছি। কিন্তু এর পরের দিন যে ঘটনাগুলো ঘটছে এবং সেখানে সি, আর, পি, এফ, কিছু ঘটনা করার পর আবার সামনের জায়গাগুলো যখন পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেছে তখন এই মানুষ গুলো নিরাপত্তার অভাব বোধ করে তাদের সব কিছু ফেলে তারা আশ্রয় নিয়েছে। এখানে স্যার, মানবিকতার প্রশ্ন। তারা কিন্তু ১০, ১৫, ২০ দিন রিলিফের জন্য কেউ আসেনি বাড়ীঘর ফেলে আশ্রয় নেয়নি। সুতরাং এটা মানবিকতার দিক থেকে বিবেচনা করে তাদের সেখানে ফিরে যাওয়ার জন্য আমি বলেছি। কিন্তু স্যার সেখানে যদি একটি টি এস আর ক্যাম্প দেওয়া হয় তাহলে লোকগুলি ফিরে যেতে পারবে। এবং যাওয়াটাই খুব দরকার। আমি বলেছি, এই ব্যাবস্থাটা নেওয়ার জন্য স্যার, এবং তাদেরকে যাতে রিলিফ দেওয়ার ব্যাবস্থা করে দেওয়া হয়। কারণ, তারা দু'দিন যাবৎ অনাহারে আছে। দ্বিতীয়ত: যেটা বলছিলাম যে, কাঞ্চনপুর, দশদা সহ কয়েকটা জায়গাতে স্যার, ছবিটা যদি মিথ্যা হয়ে থাকে, কারণ স্যার, আজকে সকালবেলা কাঞ্চনপুর এর সাথে কথা হয়েছে এবং সেখানকার পরিস্থিতিটা সত্যিই ভয়াবহ। ফলে যারা নিরন্ন হয়ে আছে ওদেরকে রিলিফ দেওয়া, ওদের আহারের ব্যাবস্থা করা এটাতো সরকারের নৈতিক কর্তব্য স্যার। সুতরাং এই পরিস্থিতিটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তাদের রিলিফের ব্যাবস্থা করেন এবং মানুষ যাতে অনাহারে না মরে সেই ব্যাপারে যাতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন কিনা সেই তথ্যটা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চেয়েছি।

মি: স্পীকার : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ক্লিয়ার বলেছেন, এই যে রিলিফের অভাবে মরলে পরে লজ্জাজনক ঘটনা হবে এটা যাতে না ঘটে উনি দেখবেন। মাননীয় জওহরবাবু একটি স্টেটমেন্ট হয়েছে অনুধাবন করুন। স্টেটমেন্টটা কি এটাতো দেখতে হবে।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, এই যে জিনিষটা,

মি: স্পীকার :— বুঝেছিতো। একই প্রশ্ন আবার করলেন।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, এখানে আপনি তো নিজেই ঘটনাটাকে অস্বীকার করছেন।

মি: স্পীকার :— এটার জন্য তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্টেইটমেন্ট দিয়েছেন। বলেছেন যে, এটা লজ্জা হবে যদি এমন কেউ শিবিরের মধ্যে না খেয়ে মারা যায়। আর বলেছেন যে, এইরকম যাতে না হয় তার জন্য ব্যবস্থা নেবেন। এখন রেফারেন্স পি'রিওড্ চলে গেছে অনেক সময়।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, এই ব্যাপারে আমি কিছু বলব না, আমি আপনার একটু পারমিশান্ নিচ্ছি।

মি: স্পীকার :— এই যে বলছেন কিসের ভিত্তিতে বলছেন। আমি বললাম রেফারেন্স পিরিয়ড্ ও নাই জিরো আওয়ারও নাই।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, আমি হাফ্ মিনিট্ বলব।

মি: স্পীকার :— এটা হয় না, আপনি বসুন এটা শেষ হয়ে যাক।

শ্রীসুদীপরায় বর্মণ :— আমি কোন তর্ক বিতর্ক করছি না স্যার, ৩১-০১-২০০০ইং এ ইউসুফ কমিশন্ রিপোর্ট পেশ হয়েছে, মানে প্রাক্তন মন্ত্রী বিমল সিন্‌হা হত্যাকাণ্ডে জড়িত যারা ঐ সম্পর্কে ৩১-০১-২০০০ তারিখে রিপোর্ট দিয়েছে। তার পরে ১১ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত আমাদের বিধানসভা অধিবেশন ছিল, তখন হাউসের মধ্যে টেবিল হয় নাই, ঐ সময় স্যার, আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, আমার সাবমিশান ছিল, "আই বিয়ার ফর আর্যপোল কেন্ সেভ্ ইন পাবলিক ইন্‌ফ্লুয়েন্স, ইমিডেয়েটলী মিট্ দ্যা রিপোর্ট পাবলিক এণ্ড প্রেজেন্ট ইট ইন্ দ্যা নেক্সট্ সেশান্ অব দ্যা স্টেট্ এসেম্বলী ফর ডিসকাসান্" অনারেবল চিফ্ মিনিষ্টার ওয়াজ্ কাইণ্ড্ এনাফ্, আই রিসিভড্ ইউর লেটার ডেট্ টুয়েন্টি সিক্সথ্ ইজ্ দ্যা মেটার বিয়িং লুকড্ ইন। ঐদিন বি. এ. সি মেম্বার যারা গিয়েছিল তাদেরকে আমি অনুরোধ করছি স্যার, যাতে এই কমিটির রিপোর্ট হাউসে প্লেস্ হয়। কারণ স্যার, কমিশানারিজ এণ্ড এনকুয়েরীজ্ একট্ ১৯৫০, সেকশান্ অনুসারে, দ্যা এপ্রোপিয়েট্ গভ: সেল বি লিভড্।

মি: স্পীকার :— প্লীজ, বসুন না। এটা এইভাবে হয় না।

গণ্ডগোল

মি: স্পীকার :— এইভাবে নিয়ম বিহর্ভুত আনছেন কেন। জওহর বাবু আপনি বুঝবেন, আমাদের কিছু রুলস তো আছে, এটা তো আপনারই মান্য করবেন। এই পিরিয়ডটা শেষ হলেই আনুননা। আসলে এটাও নিয়ম না। এই হলে তো কাজ চালানো যাবে না। এই যে, নিয়ম কানুনটা তো মানবেন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, বে-আইনি একটা কাজও করছি না। আমি আপনার চেম্বারে বি. এ. সি যারা সদস্য, চেম্বারে গিয়ে কথা বলেছেন।

গণ্ডগোল

মি: স্পীকার :— মি: বর্মণ হাউসকে এইভাবে বিভ্রান্ত করবেন না।

গণ্ডগোল

মি: স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে নিম্নে উল্লিখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তাঁর নাম উল্লেখ করিতেছি, সদস্যের নাম : শ্রীরতনলাল নাথ এবং শ্রী দিলীপ সরকার।

শ্রীরতনলাল নাথ :— "পুলিশ হেপাজতে যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু চাঞ্চল্য" "গত ২৪শে জুন ২০০০ইং তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মি: স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি ২০ তারিখ উত্তর দেব।

মি: স্পীকার :— আমি আজ আরো একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়াছেন তাঁর নাম উল্লেখ করিতেছি, সদস্যের নাম : শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় ও শ্রীবাসুদেব মজুমদার শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় ও বাসুদেব মজুমদার বলুন আপনাদের বিষয়টি, জানা নেই এই যে রেফারেন্স এর ব্যাপারটা দিয়েছেন জানা আছে কি ? দেখুন ৫১ এপিসোড।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) : স্যার, বিষয়টার উপর কতটা ক্রিয়ার উত্তর দেওয়া যাবে আমি জানে না। দূরদর্শন সব ব্যাপারে আমাদেরকে তথ্য সরবরাহ করে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর) :— স্যার, প্রথমত: রেইস করতে হয়। এবং রেইস করার নিয়ম হচ্ছে স্পীকার অনুমতি যখন দিবেন তখন।

মি: স্পীকার :— আমি বললাম তো এটা জানতে চাইছি। আপনাদের বিষয় : "৫২ এপিসোড এর সিরিয়াল ছাড়াই দূরদর্শন থেকে ১২০ মিনিট কৃপালানন্দের আর ৪৮'০০০ টাকা, এই হেড লাইনে ১৪ই জুলাই ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।" এটা কি অ্যালাউ করব আপনারা তো সবাই এক্সপান্স হবেন। এটাতে কেউ বাদ যাবে না। বলুন বলুন উনি ষ্টেটমেন্ট দিচ্ছেন। আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়েব উপর তাহার বক্তব্য রাখাব জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ১৯ তারিখ উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষানিরীক্ষার পরে গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি এবং এই বিষয়ে যে সদস্য নোটিশ দিয়েছেন তাঁর নাম উল্লেখ করিতেছি সদস্যের নাম :—শ্রীঅমিতাভ দত্ত ও শ্রীমানিক দে। "ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতির শান্তি ও সম্প্রিতি রক্ষায় আকাশবাণী ও দূরদর্শন এর ভূমিকা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ১৯ তারিখ উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যাসূচীতে দুইটি (২) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার এবং শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা মহদোয় কর্তৃক যুগ্মভাবে গত ৭-৭-২০০০ইং তারিখে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো- "সুবর্ণ জয়ন্তী স্বরোজগার যোজনার অর্থ সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে দিয়ে দেবার কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তে রাজ্য সরকারকে এড়িয়ে কাজ করার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে।"

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী)— মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রসঙ্গে হাউসে যে ধরণের নোটিশ দেওয়া হয়েছে সেইভাবেই আমার দেওয়া উচিৎ। তবু আমি আর একটা কথা বলে রাখতে চাইছি এখানে রেফারেন্সে যা দিয়েছে তা হল 'স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা' গ্রামে দেওয়ার প্রশ্নে সেটা চেয়েছেন। এটা হবে জওহর গ্রাম স্বরোজগার যোজনা। প্রাথমিকভাবে সুসংহত গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসূচী ছিল একমাত্র স্বরোজগার প্রকল্প। এটা আগে আই আর. ডি. পি নামে পরিচিত ছিল। বছরের পর বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার আর. ওয়াই. এস ই. এম, ডি. ডব্লিউ সি. আর. এ, এস. আই. টি. আর. এ এবং জে. কে, ওয়াই কর্মসূচীতে সুসংহত গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসূচীর সাথে যুক্ত করা হয়েছে ভারত সরকার উপরোক্ত প্রকল্পগুলির সংশোধন করার জন্যে স্বনিযুক্তি কর্মসূচীকে নয়ারূপে সজ্জিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এপ্রিল ১৯৯৯০ থেকে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (এস. জি. এস ওয়াই) নামে একটি নতুন কর্মসূচী চালু করেছেন। অর্থাৎ আগে সবগুলি স্কীম ছিল তা পাল্টে এস. জি. এস ওয়াই নামে একটা নতুন কর্মসূচী চালু করেছেন। এটি হল

একটি সুসংবদ্ধ কর্মসূচী যাতে স্বনিযুক্তির যাবতীয় দিকগুলো যেমন দরিদ্রদের স্বাবলম্বীকরণ, প্রশিক্ষণ সম্প্রদান, কারিগরী পরিকাঠামো ও বিপনন ব্যবস্থা একই সঙ্গে রয়েছে। স্বর্ণজয়ন্তী গ্রামীণ স্বরোজগার যোজনার অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্য ৭৫ : ২৫ হারে প্রদান করে থাকে। স্বর্ণজয়ন্তী গ্রামীণ স্বরোজগার যোজনা বলবৎ হওয়ার সাথে সাথে পূর্বের সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী, গ্রামীণ যুব স্বনিযুক্তি প্রশিক্ষণ, গ্রামীণ মহিলা ও শিশু বিকাশ, গ্রামীণ কুঠির শিল্পীদের যন্ত্রপাতি সরবরাহ, গঙ্গা কল্যাণ যোজনা এবং কূপ খনন প্রকল্প এই সব কর্মসূচীগুলোর আর কোন কার্যকারিতা রইল না।

২। স্বর্ণজয়ন্তী গ্রামীণ কর্মসূচীর হলো ব্যাঙ্ক ঋণ ও সরকারী ভূর্তুকীর মিলানোর মধ্য দিয়ে আয় সৃষ্টিকারী সম্পদের সংস্থান করে সহায়তা দেওয়া দরিদ্র পরিবারগুলোকে। স্বরোজগারীদের তিন বছরের মধ্যে দরিদ্র সীমার উপরে তুলে আনা। এর অর্থ হলো সহায়তা প্রাপ্ত পরিবারটির মাসিক আয় কমপক্ষে ২০০০ টাকা সুনিশ্চিত করা। কেন্দ্রীয় সরকার কৃত নির্দেশিকায় উল্লেখ আছে সে অর্থ পাওয়া গেলে পরবর্তী পাঁচ বছরে প্রতি ব্লকের ৩০ পার্সেন্ট দরিদ্র পরিবারকে এর আওতাভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এস. জি. এস ওয়াই প্রকল্প পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে ডি. আর. ডি, এ, কর্তৃক রূপায়িত হয়ে থাকে। উক্ত স্কীমের ভূর্তুকীর পরিমাণ সর্বাধিক ৭৫০০ টাকা। তবে এস. টি/ এস, সি-র ক্ষেত্রে সেটা হবে ৫০ পার্সেন্ট ও সর্বাধিক ১০,০০০ টাকা দল ভিত্তিক স্বরোজগারীদের (এস. এইচ. জি) ক্ষেত্রে এই ভূর্তুকীর পরিমাণ হবে সর্বাধিক ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তবে সেচ প্রকল্পের জন্যে অর্থ সহায়তার কোন উর্ধসীমা নাই।

সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ব্লক লেভেল এস. জি. এস. ওয়াই কমিটি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল, এস. জি এস. ওয়াই কমিটি স্টেইট লেভল এস জি. এস. ওয়াই কমিটিপ্রকল্প রূপায়ণের সার্বিক দিক খতিয়ে দেখা ও নির্দেশ দেবার লক্ষে গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রীব পর্যায়ে গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অধীনে একটি এস. জি. এস ওয়াই এডভাইজারী কমিটি প্রকল্প মূল্যায়ন এর লক্ষে গঠন করা হয়েছে।

৩। ত্রিপুরার গ্রামসভা, গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনসংখ্যা থেকে নেওয়া তালিকা থেকে স্বরোজগারী নির্বাচন করেন ও তা নির্বাচিত গুচ্ছ আকার প্রস্তাবনা ৩ বা ততোধিক সদস্য সংখ্যা বিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে স্বর্ণজয়ন্তী প্রকল্পের সহায়তা দানের জন্য ব্যাঙ্কগুলোতে প্রেরণ করেন। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এ সমস্ত কার্য্য সমাধা হয়ে থাকে।

১৯৯৯-২০০০ইং সালে ভারত সরকার মোট ৩৮৪'৯০৭ লক্ষ টাকা ও রাজ্য সরকার ১১৯'১০৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। বিগত বছরে ওপেনিং বেলেন্স ও অন্যান্য খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থের ভিত্তিতে মোট ৯১৬'০৫৮ লক্ষ টাকা ১৯৯৯-২০০০ইং সালে সংস্থান হয়। এরমধ্যে মোট ৮১৩'২২ লক্ষ টাকা প্রকল্প রূপায়ণে ব্যয় করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার মোট ১০৩'২০০ লক্ষ টাকা বিগত আর্থিক

বছরের শেষ দিন প্রেরণ করেন এবং স্বাভাবিকভাবে সে টাকা ডি. আর. ডি এ, দক্ষিণ ও উত্তর ত্রিপুরার এপ্রিল মাসের হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, জওহর গ্রাম সুসংহত যোজনার উত্তর এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা সম্পর্কে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আমার মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে কিছু জানার জন্য অবহিত করেন তা হলে উপকৃত হব।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে নোটিশ এসেছে সেটা হল এস, জি, এস, ওয়াই। এস. জি, এস. ওয়াই এর টাকা সরাসরি গ্রামে যায় না। কিন্তু নোটিশটা বিধানসভা থেকে শুনা যায়। কিন্তু আমি সেই দিন ছিলাম না। যদি আপনি জওহর গ্রাম স্বরোজগার সম্পর্কে বলেন তাহলে আমি বলতে পারি।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন এবং মাননীয় সদস্যরাও জানেন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে যে জওহর গ্রাম স্বরোজগার যোজনার অর্থটা সরাসরি রাজ্য সরকার অথবা ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, জেলা পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতিকে বাদ দিয়ে লোক সংখ্যা অনুপাতে পঞ্চায়েত সমিতির হাতে দিয়ে দেওয়া হোক। এতে এখানকার যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা নির্বাচিত সরকার অথবা জেলা পরিষদ এবং নগরপঞ্চায়েত, স্বশাসিত জেলা পরিষদ এ কয়টিকে এড়ানোর যে দৃষ্টিভঙ্গি এতে রাজ্যের মানুষ একদিকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কারণ, সব জায়গায় লোক সংখ্যা অনুপাতে দিলে ঠিক হবে না। দুর্গম এলাকায় এস. সি./এস. টি তাদের যে বসতিপূর্ণ এলাকার সঙ্গে শহরের কাছাকাছি ঘন বসতি এলাকায় সে বণ্টন যদি একই রকম হয় তার দিকে উৎসাহ যেমন আছে ঠিক তেমনি আবার রাজ্য সরকার স্বশাসিত জেলা পরিষদ এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের যে জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত একে এড়িয়ে যাওয়ার যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার পক্ষে শুভ লক্ষণ নয়। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি ছিল।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে একটা নোটিশ এসেছে। সেটা হল এস. জি. এস. ওয়াই কিন্তু এস জি. এস ওয়াই সরাসরি গ্রামে যায়না। এই নোটিশ সম্পর্কে যখন বিধানসভায় কথা উঠেছিল সেই সময় আমি ছিলাম না। আমাকে জওহর যোজনা সম্পর্কে যদি বিবৃতি দিতে বলেন তাহলে আমি বিবৃতি দিতে পারি। এই যোজনার প্রকল্পের অর্থ হল ৭০ : ২৫ এবং এখানে নতুন যে গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে সেই গাইডলাইন অনুযায়ী এই প্রকল্প থেকে সরাসরি ডি আর. ডি. এ-তে প্রেস্ করা হবে। সেখানে ডি, আর, ডি, এ বা তার নীচে নির্বাচিত পঞ্চায়েত কমিটি কিংবা ব্লক এডভাইজারি কমিটি তাদের সঙ্গে কোন রকমের আলোচনা এই সম্পর্কে প্রয়োজন বোধ মনে করা হয়নি। ব্যাকওয়ার্ডনেস এই সমস্তগুলি বিবেচনা করার কোন সুযোগ নেই। সেখানে বলা হয়েছে মাথাপিছু হারে যে গ্রামের সতজনের সংখ্যা ঠিক সেই রকমভাবে

সেটা আর্ট করে সরাসরি গ্রামের যে ব্যাংক একাউন্ট সেটা সেখানে প্রেস্ করতে হবে। আমরা এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যের তরফ থেকে প্রতিবাদ জানিয়েছি। শুধু তা না, উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবকটি রাজ্যের গ্রাম উন্নয়ণের মন্ত্রীরা সেখানে আমরা প্রতিবাদ করেছি। কেননা এতে আমাদের অসুবিধা হবে। এই জায়গায় সরাসরি গ্রামের টাকা যাক সেখানে কোন অসুবিধা নেই। গ্রামের লোক টাকা পাবে এটার আউট ওয়ার্কলি মনে হয় খুব ভাল। কিন্তু এটা আমাদের অসুবিধা হবে যেমন আগে একশ টাকা জে, আর, ওয়াই ক্ষেত্রে সেখানে জেলা পরিষদ কিংবা পঞ্চায়েত সমিতি সেই পঞ্চায়েতের সবচেয়ে ব্যাকওয়ার্ড পোষ্ট ইমুটেষ্ট যেখানে রাস্তার দৈর্ঘ্যটা অনেক বেশী। সেখানে কোন একটা প্রকল্প রূপায়ণ করতে গেলে টাকা বেশী লাগতে পারে। এই টাকা সাব এলোকেশনের ক্ষেত্রে আর ডি, আর, ডি, এ. কিংবা তার পঞ্চায়েত সমিতির এক্তিয়ার ছিল, প্রতিনিধি সেখানে করতে পারতেন। কিন্তু বর্তমানে এই নির্দেশ থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের রাজ্যের পঞ্চায়েত রাজ্যগুলিতে বিশেষ করে এ, ডি, সি এলাকাতে জনসংখ্যা কম। স্বাভাবিকভাবে এই নতুন ক্রাইটেরিয়া যেখানে এ, ডি, সি এলাকায় আমাদের বেশী টাকা খরচ করা দরকার, প্রকল্পের রূপায়ণের আমাদের বেশী অর্থ লাগা দরকার সেই জায়গায় গাইড লাইনের মধ্যে টাকা কম যাবে। এইজন্য আমরা দাবী করছি যে এলোকেশন বেইসড্ না হয়ে এটা হোক আমাদের ডিমাণ্ড আমাদের যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজন মাফিক, দুর্গম এলাকায় মানুষের উন্নয়নের পথে বেশী টাকা খরচ করা। সেই ভাবে হোক এই গাইডলাইন বা অন্যান্য রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হতে পারে। আমাদের এই অঞ্চলের ক্ষেত্রেও সবচেয়ে সুবিধা হতে পারে। গত ৬ তারিখে ইটানগরে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীদের যে সম্মেলন হয়েছিল সেখানে কেন্দ্রীয় স্তরে ১ জন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাদের বলেছেন, কোন কোন রাজ্যে এই টাকাটা ব্রুরুক্রেট স্তরে খরচ হয়ে যায়। প্রকৃত লোকরা পায় না। এই জন্যে এটা করা হয়েছে। আমরা বলেছি, আমাদের রাজ্যে এটা হয় না। এখানে যদি এটা মানা হয়, তবে আমাদের অসুবিধে দেখা দিবে। কাজেই, এই কথা আমরা বলেছি। কেন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে অসুবিধে সৃষ্টি করবে বলে আমি মনে করি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, কেন্দ্র থেকে সরাসরি টাকা পাঠাবে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এ ব্যাপারে কোন গাইড লাইন পাঠানো হয়েছে কিনা? অর্থাৎ টাকাটা কি ভাবে খরচ হবে তার কোন নীতি নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে কিনা?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— না, তা পাঠানো হয়নি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যেই এই ক্ষেত্রে অসুবিধে সৃষ্টি হবে। আমাদের এলাকা অনেক দূর্গম। সেখানে পঞ্চায়েতে লোক সংখ্যা কম। কিন্তু ইনভেষ্টমেন্ট বেশী দরকার। এখন যে পলিসি করা হয়েছে তাতে দূর্গম এলাকা সাফার করবে। দেবগৌড়া টোট্যাল এলোকেশনের যে টেন পার্সেন্ট দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা ইন টো টো দেবে। এতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ কোটি

টাকার মত প্রাপ্য হবে। প্রায় ৭০ কোটি টাকার মত আমাদের প্রাপ্য। আমরা বলেছি, আরো বেশী টাকা পেলে আমাদের ভালই হবে। তাতে আগের গ্যাপ পূরণ হবে। কিন্তু এই যে টাকা পাচ্ছি তাতে যদি গাইড লাইন ঠিক করে দেন, তাহলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যেরই অসুবিধে হবে। সব আর. ডি. মিনিষ্টাররা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে এটা জানিয়েছি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সব আর. ডি. মিনিষ্টার এই মাসের শেষের দিকে প্রাইম মিনিষ্টার এবং কেন্দ্রীয় আর. ডি মিনিস্টারের কাছে ডেপুটেশন দেবার জন্য ভোট চেয়েছে। তখন সেখানে ব্যাপারটি আবার বুঝিয়ে বলব। আর সেন্ট্রালের কথা যদি আমরা না মানি, টাকা কমিয়ে দেবে। এর আগে একবার আমরা বলেছিলাম বিবেচনা করতে। তাতে সেকেণ্ড ইনস্টলমেন্ট পাইনি। তাই নিতে হয়েছে। প্রতিবাদ সত্বেও আমাদের সেন্ট্রালের গাইড লাইন মানতে হবে। বি. ডি. ও. এর কাছে প্রেস করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয় কর্তৃক গত ১১-৭-২০০০ ইং তারিখে উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর পরিবহন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো, "রাজ্যে টেলিফোন পরিষেবা বিপর্যস্ত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যে টেলিফোন পরিষেবা বিপর্যাস্ত সম্পর্কে"। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যের টেলিফোন ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক বলা চলে। তথাপি কিছুদিন পূর্বে কিছু কিছু এক্সচেঞ্জ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো যথা সম্ভব তড়াতাড়ি সারাই করা হয়েছে এবং সারাই করার কাজ চলছে। এগুলো হলো- ভাংমুন, কাঞ্চনপুর, নলছড়, কাঁঠালিয়া, বাগমা এবং সামেলা। এগুলো খারাপ হওয়ার মূল কারণ হলো, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ চমকানো। দুর্গম অঞ্চলের এ্যাকস্‌চেঞ্জ গুলোতে ৪ টা মাত্র চ্যানেল থাকায় ভোক্তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ঐগুলোতে ৩০ চ্যানেল (কোন কোনটিতে ১২০ চ্যানেল) সিস্টেম চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মাইক্রোওয়েভ টাওয়ার, টেলিফোন ভবন ইত্যাদি নির্মাণকার্যে সময় লাগছে। ৩০/১২০ চ্যানেল সিষ্টেম চালু হয়ে গেলে ঐ সব এলাকার ভোক্তাদের অসুবিধা দূর করা যাবে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে মেরামতির কাজ ব্যহত হওয়ায় টেলিফোন ব্যবস্থায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত অসুবিধা দূর করার জন্য টেলিকম বিভাগের নিম্নলিখিত কাজগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে,

১) যে সকল এ্যাক্সচেঞ্জে বজ্রপাতের আশংকা রয়েছে তাতে বজ্রপাত নিরোধক ব্যবস্থা লাগানো হচ্ছে।

২) ভূমিগত কানেকশানের মান উন্নত করা হচ্ছে এবং যথেষ্ট পরিমানে অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ মজুতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে

৩) ৪ চ্যানেল যুক্ত এক্সচেঞ্জগুলোকে ৩০ চ্যানেল কোন কোন ক্ষেত্রে ১২০ চ্যানেল এ্যাক্সচেঞ্জ পর্যায়ক্রমে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে টেলিফোন ভবন, মাইক্রোওয়েভ টাওয়ার ইত্যাদি যথা সম্ভব দ্রুত গতিতে করার চেষ্টা হচ্ছে। রাজ্য সরকার ও তাতে পূর্ণ সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আগামী ডিসেম্বর, ২০০০ইং সনের মধ্যে গণ্ডাছড়া, ছৈলেংটা, মহারাণী, জুলাইবাড়ী, রাজনগর, কুমারঘাট, কল্যাণপুর এবং সাক্রম মনুবাজারে ৩০/১২০ চ্যানেল সিষ্টেম চালু হবে বলে আশা করা যায়। ছামনু, দামছড়া এবং কিল্লাতে সেটেলাইট আর্ত স্টেশনের টেলিফোন পরিষেবা মার্চ, ২০০১ সালের মধ্যে সম্প্রসারিত করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। অন্তবর্তি সময়ে ঐ সব জায়গায় সেটেলাইট টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৪) অত্যাধুনিক ও, সি, বি; আর, এস, ইউ, ইত্যাদি এক্সচেঞ্জ বীরেন্দ্রনগর, মোহনপুর খুমুলুং এবং বিশ্রামগঞ্জে বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আগরতলার সঙ্গে ঐ সব জায়গার যোগাযোগ ত্রুটিমুক্ত করা যাবে।

৫) ত্রিপুরার অধিকাংশ এক্সচেঞ্জে মার্চ, ২০০২ সালের মধ্যে অবটিকেল ফাইবারের মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এইজন্য ডি ও. টি ত্রিপুরাতে ৪৩০ কিমি. অপটিক্যাল ফাইবার বসানোর মঞ্জুরী দিয়েছেন। আগরতলা-রাধাকিশোরপুর লাইনে ইতিমধ্যে প্রায় ৮২ কিমি. অপটিক্যাল ফাইবার বসানোর কাজ শেষ করা হয়েছে।

৬) বর্ষার কারণে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে সমস্ত ত্রুটি দেখা দেয় সেগুলি দ্রুততার সঙ্গে মেরামতির ব্যবস্থা টেলিকম দপ্তর করছেন।

শ্রীমানিক দে :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি যে বিষয়গুলি জানতে চেয়েছিলাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের স্টেটমেন্টে অধিকাংশই অনুপস্থিত বলে আমার মনে হচ্ছে। এই হাউসে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে টেলিফোনের অবস্থাটা কি ? খারাপ লাইনের সারাই করার জন্য যদি কল দেওয়া হয় এক মাসেও টেলিফোন বিভাগের কর্মীদের রেসপন্স পাওয়া যায় না। এমনকি ভি. আই. পি. দের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। নূতন লাইনের জন্য একটার পর একটা টেলিফোন দপ্তর আবেদন করে যাচ্ছে, কিন্তু পুরানো বিকল লাইনগুলিকে সারাই করার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ একটা জংশনের আওতায় আনার কথা থাকলেও অধিকাংশ রাজ্যে একটা ডিস্ট্রিক্টকে একটা জংশনের আওতায় আনা যায়নি। কোথাও যদি ৪টা চ্যানেল থাকে সেখানে একটা চ্যানেল কাজ করছে আবার কোথাও ১৩০টা চ্যানেল থাকলে সেখানে ৫/৭ টা চ্যানেল চালু আছে। ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও কোন লাইন পাওয়া যায় না। মাননীয় মন্ত্রী এখানে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন সেটার সাথে আমি যা জানতে চেয়েছিলাম তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখন কি করা হচ্ছে, কি করা হবে স্টেটমেন্টে শুধু তাই বলা হয়েছে। টেলিফোন ডায়াল করলে অনেক সময়ই ক্রস লাইন হয়ে যাচ্ছে। এটা বলা হয়েছিল যে নূতন এ্যাক্সচেঞ্জ হলে

এটা থাকবে না। কিন্তু এটা কনটিন্যুয়াস চলছে। তারপর স্যার, টেলিফোন চলুক আর নাই বা চলুক ভুতুরে বিল আসছে। টেলিফোন যদি খারাপ হয় তাহলে দেখা যায় দুই মাসেও ওরা আসেন না টেলিফোন লাইন সারাই করতে। কিন্তু দুই মাস মিনিমাম ওয়েজ পেমেন্ট করতে হয়। তারপর স্যার, হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিস, সংবাদপত্র বা অন্যান্য যে সমস্ত এসেনসিয়েল যে ব্যবস্থাগুলি আছে, সেগুলিতে লাইনগুলি খারাপ হয়ে গেলে সারাই করা হয় না। অথচ পত্রিকাগুলিতে ঢালাও হারে বিজ্ঞাপণ দেওয়া হচ্ছে নূতন লাইন কানেকশানের জন্য। কাজেই, এই যে ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি রয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বিষয়টিকে যে ভাবে উপস্থিত করেছেন তার সঙ্গে আমি দ্বিমত পোষণ করে বলছি যে, এই হাউস থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই বিষয়টি নেওয়া উচিৎ। হাউস থেকে আমার মনে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে কিছুটা নেওয়া উচিত যে, আমাদের রাজ্যের এখন যে বর্তমান পরিস্থিতি চলছে সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও বেশী শক্তিশালী করার দরকার আছে। আরক্ষা দপ্তর বা বিভিন্ন প্রশ্নে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার প্রশ্নে আমরা এই হাউস থেকে একটা প্রস্তাব পাঠাতে চাই যে, রাজ্যের টেলিফোনের যে ব্যবস্থা সেটা সর্ব্ব ভারতীয় স্তরে ব্যবস্থাগুলি আছে বা সাব-ডিভিশনের হেড কোয়াটারসগুলি বা ব্লক হেড কোয়াটারসগুলির জন্য একটা গাইডেন্স আছে সেই গাইডেন্সের ভিত্তিতে আমাদের রাজ্যে যাতে এই পরিষেবাটা খুব দ্রুত চালু করা হয় এবং যে ইস্যুগুলি এখানে উপস্থিত হয়েছে, সেগুলি যাতে রিপেয়ার করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এই বিষয়টা মাননীয় মন্ত্রীর মাধ্যমে সর্ব্ব সম্মতিভাবে হাউস থেকে একটা প্রস্তাব যাতে পাশ করা হয় এবং সবাই যাতে এক মত হন। আমার মনে হয় এই সম্পর্কে কারও কোন আপত্তি থাকবে না। কারণ, সবাই আমরা এই সম্পর্কে কমবেশী উপলব্ধির মধ্যে আছি। আমাদের নিজস্ব টেলিফোন খারাপ হলেও সেটা সারাই করার কোন ব্যবস্থা থাকে না।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে বিষয়গুলি এখানে উত্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে আমাদের কাছে রিপোর্ট এসেছে। এটা সবাই জানেন যে টেলিফোন পরিষেবা ভারত সরকারের আওতাধীন। এই টেলিফোন পরিষেবায় যারা আছেন তাদের সাথে সেখানে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করি এবং আমরা এই সমস্ত অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য বিভিন্ন সময়ে চেষ্টা করেছি। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আমি এখানে বলতে পারি যে, ১৯৯৮ সালে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই সভাতে আমিও উপস্থিত ছিলাম। ১৯৯৮ সালের এই সভাতে টেলিকম দপ্তরের জেনারেল ম্যানেজার এবং দপ্তরের বিভিন্ন কর্মীদের নিয়ে একটা সভা হয়। ১৯৯৯ সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পৌরহিত্যে বিভিন্ন সময়ে আমাদের রাজ্যে মুখ্যসচীব, পরিবহন দপ্তরের সচীবদের নিয়ে এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য বিভিন্ন সময়ে আমরা আলোচনা করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথেও আমরা এই ব্যাপারে কথা

বলেছি। মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা এখানে এনেছেন যে, এই হাউস থেকে যদি আমরা প্রস্তাব নিই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাহলে এই ব্যাপারে দ্বিমতের কোন কারণ থাকতে পারে না। আমরা আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, এই প্রস্তাবের ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, টেলিফোন পরিষেবা যে কি অবস্থায় গিয়ে দাড়িয়েছে সেখানে যে বিল করা হচ্ছে, পরবর্ত্তী সময়ে ইনকোয়ারিতে দেখা গেল বিল ঠিক নয়, তাই কারেকশান করে সেকেণ্ড টাইম ঠিক করা হয়েছে। ডাবল বিল করা হয়েছে, তাই কারেকশান সেটা করতে হয়েছে। স্যার, এই যে তথ্য সেগুলি সঠিক তথ্য। স্যার, এইগুলি সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার। হাউসে এই ব্যাপারে বলেছেন আপনি প্রতিবাদ করেছেন, আমি সত্য মিথ্যা জানি না কিন্তু আমরা প্রতিবাদ করেছি, সেটা কারেকশানও হয়েছে এবং তার রেকর্ডও আমাদের কাছে আছে। এই ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা ৫ টাকার বিল ১০ টাকা, ২০০ টাকার বিল ৯০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই, এইগুলি তদন্ত করা হোক। তদন্ত করে এই ভূয়া বিল যেটা সংশোধন করা হয়েছে, আমার কাছে আছে এবং মাননীয় সদস্য প্রকাশবাবুর কাছেও আছে। এইগুলি বন্ধ করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা। প্রস্তাবক মাননীয় সদস্য মানিক দে যে প্রস্তাব এনেছেন এই হাউসে মাননীয় স্পীকার স্যার, সেটা এই হাউস থেকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন কিনা? মাননীয় সদস্যের প্রস্তাবের সঙ্গে আমিও সহমত পোষণ করছি এবং আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যরা এই প্রস্তাব হাউস থেকে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, ৩০শে জুন পর্য্যন্ত আমি টেলিকম এডভাইসরি কমিটির মেম্বার ছিলাম, কাজেই আমি একটু বেশী জানি মনে হয়। এখন সেই কমিটি ভেঙ্গে গেছে এখন নূতন কমিটি হবে। এই টেলিফোন পরিষেবা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং মাননীয় সদস্য মানিকবাবু যেটা বলেছেন সেটা ঠিক বাইরে থেকে বিশেষ করে চম্পকনগর থেকে এখানে টেলিফোনে যোগাযোগ করা যায় না, মন্দাই থেকেও টেলিফোনে যোগাযোগ করা যায় না, আমাদের গ্রামের কথা বলে তো লাভ নেই, কারণ এইগুলি সাংঘাতিক। আমি যেটা বার বার এই কমিটিতে জোর দিতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে সমস্ত ব্লক হেড কোয়াটারসে এবং পুলিশ ষ্টেশনে টেলিফোন কানেক্ট করা হোক। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেক বারই নানা রকম অজুহাত দেখিয়েছেন। মনু, ছামনু, দামছড়া, এবং তুয়াংছামে অলরেডি টেলিফোনের স্যাংশান হয়েছে অথচ এই তিন বছর ধরে বলছে—হচ্ছে, হবে। এখন আবার শুনছি, আগামী দুই মাসের মধ্যে সেই সমস্ত জায়গায় টেলিফোন চলে যাবে কিন্তু আগামী দুই মাসের মধ্যে হওয়া এটা কোন মতেই সম্ভব নয়। এটা সম্ভব নয়। এইভাবে চলছে। তাদের অজুহাত উগ্রপন্থী। ছামনু, বিরাশীমাইল এটা ফরওয়ার্ড এলাকা। ঐখানে যাইতে যদি উগ্রপন্থীর ভয় থাকে, তাহলে তো ভয় না থাকার জায়গা তো পৃথিবীতে থাকবে না। আমার জানা আছে, বিরাশী মাইলে পি, ডব্লিউ, ডি ডিপার্টমেন্ট থেকে মাননীয় মন্ত্রী ঐখানে যে

প্রজেক্ট আছে, এই প্রজেক্টের যে কোন ঘর, এখন প্রজেক্ট অ্যাবানডন হওয়ার ফলে অনেক খালি আছে। এখানে যে কোন ঘর নেওয়ার জন্য পূর্তমন্ত্রী নিজে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ছামনুতে হাসপাতাল সংলগ্ন খালি বিল্ডিং আছে, এস, ডি, ও এবং এস, ডি, এম, ও তারা সবাই মিলে টেলিকমের কাছে অ্যাপোচ করেছিলেন যে এই বিল্ডিংটা বিনা পয়সায় দেবে। কিন্তু তাদের কথা হল ওরা নিজেরা ঘর বানিয়ে যাবে। এটা একটা অজুহাত। ওরা বলছে, আগে জায়গা দাও, জায়গা এমনভাবে দিতে হবে থানার কাছাকাছি দিতে হবে। থানার কাছে তো খাস জায়গা নেই। কিন্তু থানা লাগোয়া বিল্ডিংটা তারা নিতে রাজী না, কারণ নিজস্ব জায়গা না বলে। এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই, এটা রেকর্ড করা হোক। জি, এম-কে বলা হোক যে অবিলম্বে যেখানে যেখানে অলরেডী অ্যাভেইলঅ্যাব্‌ল, যেখানে ফেসিলিটি আছে সেখানে কেন তারা করবে না। আর ব্লক হেড কোয়ার্টারস হেজামারা, কিল্লা, করবুক, রূপাইছড়ি, দশদা, ছামনু এগুলি আন-কানেক্টেড। এগুলি অন্তত:পক্ষে গুরুত্ব দিয়ে যাতে এই বৎসরের মধ্যে করা হয়। তৃতীয়ত: যারা নন ট্রাইবেল কর্মচারী ওখানে যেতে ভয় পান, সেজন্য আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে ট্রাইবেল অফিসারকে ইন-চার্জ করে একটা আলাদা ইউনিট খোলা হোক এবং ট্রাইবেল যত কর্মচারী আছে তার আণ্ডারে প্লেইস করা হোক। তাহলে পরে যেখানে যেখানে অসুবিধা হয় যেমন ছৈলেংটা, ভাঙ্গমুন দে কেন গো ইমিডিয়েটলি, এটা একটা প্রস্তাব রেখেছি। আর এখানে বড়কাঠাল, এখানে ট্রাইবেল পপুলেটেড এরিয়া। এখানে অনেক সরকারী অফিসার আছেন। এখানে দীর্ঘদিন ধরে তাদের দাবী এবং তাদের টাকাও জমা আছে। কিন্তু তারা আগরতলার কাছে কোন জায়গা হলে যেতে চায়, আর না হলে যেতে চায় না। ঐখানে তো বিশাল সিকিউরিটির ক্যাম্প আছে, টি, এস, আর, ক্যাম্প আছে। নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। কাজেই, এইসব জায়গাতে গুরুত্ব সহকারে যাতে টেলিফোন পরিষেবা এক্সটেণ্ড করা হয়, নতুন এক্সচেঞ্জ করে। সারা ত্রিপুরার মধ্যে মাত্র ৩৫ হাজার সাব্‌সক্রাইবার আছে। এটা একটা লজ্জার বিষয়। এখানে ৩৫ লক্ষ পপুলেশানের মধ্যে অন্তত: এখানে ২ লক্ষ কানেক্‌শান থাকার কথা ছিল। কাজেই, তাদের যে সেবা এটা মোটেই উৎসাহ জনক না। কাজেই, এটাকে যাতে অ্যাক্‌সেলেট করা হয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টা খুব জরুরী আমাদের রাজ্যের জন্য, এই ইনফরমেশন টেকনলজী নিয়ে আমরা বিশ্বময় খুব বলে বেড়াচ্ছি, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের অবস্থাটা কি সেটাতো এখানে মোটামুটি আলোচনা হয়েছে। তাদের সঙ্গে আমরা যখন মিটিং করি, তিনটা মিটিং-এ আমি ছিলাম এবং আমি নিজে থেকে মিটিং ডেকেছিলাম। এর আগে এই ভাবে রাজ্য সরকার থেকে তাদেরকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কোনদিন বসেনি। মিটিং-এ আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে, আপনাদের সমস্যাটা কি আমাদের বলুন, দেখি আমরা রাজ্য সরকার কিভাবে সাহায্য করতে পারি। সার কথা হচ্ছে, ওরা বলেছে, কতগুলি জায়গায় ট্রেন্সমিশন্ সেন্টার করতে হবে তারজন্য জায়গা লাগবে, ওরা বাড়ী করবে। আমি বলেছি কোন কোন জায়গায় আপনারা করবেন বলুন

এবং কতটুকু জায়গা আপনাদের দরকার বলুন। সেই মিটিং-এ রেভেনিও ডিপার্টমেন্টের যে প্রধান সচিব মানে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী আছেন তাকে আমরা ডেকে আনি এবং বলি ওনাদের লিস্ট অনুযায়ী জায়গাগুলি জয়েন্ট সার্ভে করুন এবং সার্ভে করে তাদেরকে এই জায়গা পেতে সাহায্য করুন। দ্বিতীয়ত, তারা বলেছেন পাওয়ার কানেক্টিভিটি. ওরা বলছে সেটা আমাদের এখানে যেমন হয়ে যায়, অন্য অনেক জায়গা আছে যেখানে ওরা বাড়ী করবে সেখানে হয়তো দেখা যাবে যে লাইন নাই, লাইন টানতে হবে। আমরা পাওয়ার ডিপার্টমেন্টকে বলেছি যেইমাত্র ওদের বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশনের কাজ শুরু হবে সঙ্গে সঙ্গে লাইন টানার জন্য খুঁটি পোতা ও লাইন নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এই দুইটা ছিল তাদের আমাদের কাছে মূল দাবী এবং সিকিউরিটির প্রশ্নটাও ছিল. আমরা বলেছি যে জায়গায় সিকিউরিটির সত্যি সত্যি প্রবলেম সেখানে আমরা বলেছি ডিষ্ট্রিক্ট লেভেলে পুলিশ এবং ডি, এম-দের সঙ্গে আপনারা কথা বলুন তারা সেই জায়গাতে আপনাদেরকে সহযোগীতা করবেন। ৪র্থ পয়েন্ট যেটা ছিল, সেটা হল, আমরা বলেছি, আপনারা পঞ্চায়েত গুলিতে কতগুলি এই রকম ফোনের বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন সেগুলি কিছুদিন চলে বন্ধ হয়ে গেছে, এগুলি চালু করার চেষ্টা করুন। তখন তারা বলল যে বাহিরে থেকে আমাদের টেকনিশিয়ান আনতে হবে, কিন্তু এ. ডি. সি, গ্রামের ভিতরে তাদেরকে পাঠাতে গেলে আমাদের সিকিউরিটি দিতে হবে। আমরা বলেছি সে ব্যবস্থা আমরা করব, আগে তাদের আনুন আপনারা। তারা যে ডিষ্ট্রিক্টে যাবে সেই ডিষ্ট্রিক্ট থেকে আমাদের এস পি-রা তাদের সিকিউরিটি দেবেন। তারা সেখানে যাবেন, থাকবেন, এগুলি ঠিক করবেন এবং ঠিক করে ফিরে আসবেন। এই কয়েকটা বিষয়ে তারা বলেছেন, তারা যা যা বলেছেন সমস্ত বিষয়গুলি আমরা করার চেষ্টা করছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে, আমি এটা বলবনা যে কিছুই হয়নি, কিছুই হয়নি এটা ঠিক না। গত তিন চারটা মিটিং করার পর এখানে যিনি অফিসার বন্ধু ছিলেন তিনি এখন আছেন কি না আমি জানি না, সম্ভবত: তাকে বদলী করে দেওয়া হয়েছে, পেছনে অন্যান্য বিভিন্ন ঘটনা আছে। উনি ভাল কাজ করছিলেন মি: ডি চক্রবর্তী সম্ভবত, উনি সারা ত্রিপুরা ঘুরেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, আমরা যদি এই রকম সাহায্য আগে পেতাম তাহলে আমরা অনেক বেশী অ্যাডভান্স করতে পারতাম। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মাননীয় সদস্যরা যা বলছেন, আমরাও ব্লকের সঙ্গে কথা বলতে পারছি না, সাব-ডিভিশনের সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। কোন কোন জায়গাতে লিংক আছে যেমন, অমরপুর-সাব্রুম এই সমস্ত জায়গাগুলিতে একটা নির্দিষ্ট সময় কথা বলার পর বন্ধ করে দেয় লাইনটাকে। একটা কথা শেষ করতে গেলে তিন বার ফোন ধরতে হচ্ছে। এটাতো সাংঘাতিক ব্যাপার। নর্থ ইষ্টার্ন রিজনের কাউন্সিল মিটিংয়ে যে আমি গেলাম সেখানে নাগাল্যেণ্ডের রাজ্যপাল, মনিপুরের রাজ্যপাল এবং আরও অনেকে ছিলেন তারাও বললেন শুধু টেলিফোন না, টেলিফোন, পোষ্টাফিসও আছে। ওনারা বলছেন, রাজ্যপালের নামে চিঠি এসছে আর সেখানে বলে দিচ্ছে যার নামে চিঠি এসেছে তাকে এখানে পাওয়া যাচ্ছে না। আরও একজন রাজ্যপাল বললেন,

তার নামে পার্সেল এসেছে, তো সেটা চলে গেছে তাঁর বাড়ীর ঝাড়ুদারের কাছে। তারপর ঝাড়ুদার বলছে স্যার, এগুলিতো আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কি ব্যাপার এই হচ্ছে ঘটনা। নর্থ ইষ্টার্ণ রিজয়ন সম্পর্কে এই যে অবহেলা এটা সীমাহীন একটা জায়গায় চলে গেছে। এই অবস্থায় মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের যে বিবৃতি, যেটা এখানে তিনি পাঠ করেছেন, সেটা নিশ্চয়ই এখানে যারা আছেন তারা তৈরী করে দিয়েছেন। তাকে তো দায়ী করা যাবে না, আসলে এই জায়গাটাকে ন্যাগলেক্ট করা হচ্ছে। তবে কিছু হয়নি আমরা বলছি না, যা হয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এখানে আমাদের দপ্তরের মন্ত্রী তিনিও আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এখানে দপ্তরের উপর থেকে লোক এসেছেন এবং তারা এসে মিটিংয়ে যখন বসেছেন তখন তারাও স্বীকার করেছেন যে, হ্যাঁ, ঠিক ঠিক আমরা এটা করব। তারপর আরও সব বলেছেন। তা এগুলিতো আমাদেরকে বলে কি লাভ আমরা কাউকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছি না, আমরা চাই ফোন চালু হবে, আমরা চাই ফোনে ২৪ ঘন্টা কথা বলতে, এই হচ্ছে মূল কথা আমাদের। কাজেই, এই অবস্থায় এখানে বলছেন কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ২৪ ঘন্টার মধ্যে লাইন দিয়ে দাও। আরো কি অদ্ভুত কথা, যেগুলি আছে সেগুলি চলছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিধানসভায় কথাবার্তা হয়েছে এটা কি অদ্ভুত ঘটনা। এই রকম আমার সরকারী বাসভবনেও দুই তিনটা টেলিফোনের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা সমর্থন করছি। আমাদের এই অঞ্চল অত্যন্ত অনুন্নত এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল-কাজেই এই অঞ্চলের বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য স্পেশাল এফোর্টস নেওয়া হোক। এবং তারজন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমাদের রাজ্য সরকারকে তারা বলুক আমরা সাধ্যমত তাদের সাহায্য করব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে যে টেলিকম অ্যাডভাইজারী কমিটি করা হয় এটা একেবারে অলৌকিক। যেমন যখন যে দল আসে তারা তাদের পছন্দমত লোক সেখানে পাঠান। এখানে বিধানসভার সদস্যরা থাকেন না। আমি প্রস্তাব করছি যে-মাননীয় স্পীকারের অনুমতিক্রমে অন্তত: ৫ (পাঁচ) জন সদস্যকে টেলিকম অ্যাডভাইজারী কমিটির সদস্য করা হোক।

শ্রীমানিক দে :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আপনার তরফ থেকে প্রস্তাব এলে সেটা ভাল হবে।

মি: স্পীকার :— প্রস্তাবটা ট্রেজারী বেঞ্চ থেকেই আসাটা ভাল

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, প্রস্তাব মানে কি এক লাইনেই বলব যে, এই ব্যাপারে বিধানসভায় দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যে টেলিকমিউনিকেশন পরিষেবা সেটা অত্যন্ত নিম্নমানের এবং সেকেলে এই পরিস্থিতি থেকে ত্রিপুরা রাজ্যকে উদ্ধার করার

জন্য টেলিকমিউনিকেশন দপ্তর দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। আর মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ বাবু যেটা বলেছেন, ৫ জন সদস্যের কথা-এটা আমার জানা নেই যে ন্যাশানাল গাইডলাইনে কি আছে এবং ত্রিপুরা থেকে এটা হয় কিনা। যদি হয় তবে মাননীয় স্পীকার বলতে পারেন, এই বিধানসভা থেকে নির্বাচিত সদস্যদের ৫ (পাঁচজনকে) পাঠানো হোক এবং এদের বিধানসভাই ঠিক করে দেবেন, এতে আমাদের কারোর কোন হাত থাকবে না।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, এই সভা বেলা দুইটা পর্যান্ত মুলতবী রইলো।

AFTER RECESS at 2 P.M.

CALLING ATTENTION.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি, শ্রীবিল্লাল মিঞা, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস, শ্রীকাজলচন্দ্র দাস। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো—"গত ১০ই জুলাই, রাত্রি আনুমানিক ৮ ঘটিকায় জিরানীয়া মধ্যপাড়া টিউশনি করে বাড়ী ফেরার পথে বাড়ীর পাশে (মধ্যপাড়া) যুব কংগ্রেস কর্মী পার্থ চৌধুরী (২৩ বৎসর) নিশৃংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে" আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিল্লাল মিঞা, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস ও শ্রীকাজলচন্দ্র দাস কর্তৃক আণীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন। যেদিন তিনি এ বিষয় বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, বিষয়টির উপর আমি আগামী ২০ তারিখে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। সদস্যের নাম শ্রীঅমিতাভ দত্ত নোটিশের বিষয়বস্তু হলো, "ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ত্রিপুরা রাজ্যের রাঘনায় ইমিগ্রেন্ট চেকপোষ্ট চালু না হওয়া সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দত্ত কর্তৃক আণীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আগামী ১৯ তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। সদস্যের নাম শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া। নোটিশের বিষয়বস্তু হল, "গত ১৫ই জুলাই ২০০০ইং বিলোনীয়া

মহকুমায় লাউগাং থেকে সোনারটিলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অপহৃত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী জমাতিয়া কর্তৃক আণীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণীর নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন, যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ২০ তারিখে এই বিষয়ে বিবৃতি দেব

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার মহোদয় কর্তৃক আণীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "গত জুন মাসে খোয়াই মহকুমার কল্যাণপুর থানাধীন কিরণ মালাকার পাড়ায় সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের দ্বারা যাত্রীবাহী গাড়ীতে আক্রমনে চারজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় গত ২০-৫-২০০০ইং শ্রীরমেশ দেববর্মা, পিতা জগমোহন দেববর্মা, কল্যাণপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগমূলে মামলা নথীভুক্ত করা হয়। মামলার নম্বর-৫৫/২০০০, ধারা ১৪৮, ১৪৯, ৩০২, ৩২৬, ৩২৭ এবং ১৮/৫ বিস্ফোরক পদার্থ আইন মোতাবেক। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ২০-৫-২০০০ইং বেলা ৯টা সময় টি.আর ০১-এ-২১৪৯ এই জীপ গাড়িটি উত্তর মহারাণী থেকে তেলিয়ামুড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। উক্ত গাড়িটি উত্তর মহারাণীপুর রাস্তায় খগেন্দ্র চৌধুরী পাড়ায় পৌঁছলে হঠাৎ রাস্তার দুই পাশ থেকে এই গাড়িতে বোমা নিক্ষেপিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে দশ বারজন বাঙ্গালী যুবক হাতে দা, লাঠি নিয়ে গাড়ীর যাত্রীদের উপর আক্রমণ চালায়। এতে ঘটনাস্থলে তিনজনের মৃত্যু হয় এবং আট জন আহত হয়। ঐ দুস্কৃতিকারীরা ঐ গাড়ীর পেছনে আসা একটি স্কুটারের উপরেও আক্রমণ চালায় এতেও দুইজন মারা যান। ঘটনাস্থল খগেন্দ্র চৌধুরী পাড়া যা কল্যাণপুর থানা থেকে ২২ কিলোমিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত। নিহতদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল,

১। হরেন্দ্র দেববর্মা (৪৫), পিতা-শ্রীরামচরণ দেববর্মা, সাং উত্তর মহারাণী, কল্যাণপুর।

২। সুকুমার দেববর্মা (৬০), পিতা-মৃত যদুরাম দেববর্মা, সাং উত্তর মহারাণীপুর।

৩। শ্যামলী দেববর্মা (৪৫), স্বামী-মৃত কমল দেববর্মা, সাং উত্তর মহারাণীপুর।

৪। শ্যামলী দেববর্মা, স্বামী-শ্রীকর্ণ জমাতিয়া, সাং তৈহাবাড়ী।

৫। তুইথাং জমাতিয়া (২১), পিতা-শ্রীকর্ণ জমাতিয়া, সাং তৈহাবাড়ী।

এবং আহতদের নামের তালিকাও দেওয়া হলো,

১) শ্রীবিকাশ দেববর্মা, পিতা- শ্রীসুরেশ দেববর্মা, উত্তর মহারাণীপুর। ২) শ্রীস্বর্ণকুমার দেববর্মা, পিতা- শ্রীলক্ষ্মীচরণ দেববর্মা ৩) শ্রীবিনোদ দেববর্মা, পিতা- শ্রীরোহিন্দ্র দেববর্মা ৪) শ্রীগান্ধী দেববর্মা, পিতা- শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেববর্মা ৫) শ্রীশৈলেন্দ্র দেববর্মা, পিতা- শ্রীকালীচরণ দেববর্মা ৬) শ্রীশশীমোহন সরকার, পিতা- শ্রীনরুত্তম সরকার ৭) শ্রীরাজেন্দ্র নমঃদাস, পিতা- শ্রীযোগেন্দ্র নমঃদাস ৮) শ্রীশুভাংশু রঞ্জন পাল, পিতা-শ্রীসুবোধ পাল।

খবর পাওয়ার সাথে সাথে তেলিয়ামুড়া থানা থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে পাঠান। এবং নিহতদের ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যান। উক্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে পুলিশ তিনজন দুর্বৃত্তকে সন্দেহমূলক গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের পরিচয়—শ্রীসুভাষ সরকার, পিতা- শ্রীরাধামোহন সরকার, সাং উত্তর কাঞ্চনপুর, শ্রীদুলাল সরকার, পিতা- শ্রীহরিমোহন সরকার সাং উত্তর কাঞ্চনপুর, শ্রীনিতীশ কর্মকার, পিতা- শ্রীনীলমোহন কর্মকার সাং ডি. এস. কলোনী। বর্তমানে উক্ত তিন ব্যক্তি জামিনে মুক্ত আছেন। জাতি উপজাতি অংশের জনগণের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট করার লক্ষ্যে এই ঘটনা সংগঠিত করা হয়েছে বলে পুলিশের ধারণা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত কাজ অব্যাহত রেখেছে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা যে, এই ঘটনায় শ্রীসুকুমার মালাকার, পিতা- শ্রীক্ষিরোদ মালাকার, সাউথ মহারাণীপুর এখন মাইগঙ্গাতে আছে আর একজন আছে শ্রীসুভাষ মালাকার, পিতা-শ্রীক্ষিরোদ মালাকার তারপর শ্রীহরিলাল বিশ্বাস, পিতা- শ্রীসারদা বিশ্বাস মহারাণীপুর পঞ্চায়েত অফিসে ডি.আর.ডাব্লিউ-র চাকুরী করেন এবং তারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল। তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হবে কিনা, এবং যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে স্টেটমেন্টে বলেছি তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের নামধাম সব এখানে বলা হয়েছে। মাননীয় সদস্য বাকী যাদের নাম বলেছেন তাদের বিরুদ্ধে যদি সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য বা অভিযোগ থাকে তাহলে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব পুলিশকে এগুলি দিয়ে সাহায্য করুন, নিশ্চয়ই পুলিশ সেখানে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এবং আমাদের প্রচলিত যে আইন আছে, আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হলে, পরে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, মাস দুই মাস আগে একই জায়গায় কিরণ মালাকার পাড়ায় আরও একবার এই যাত্রীবাহী কমাণ্ডার জীপের উপর আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে। কৃষ্ণপুর, পুরানো কৃষ্ণপুর বাজার এই এলাকা নিয়ে এখানে আনন্দমার্গীদের বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত কিছু বাহিনী এখানে তৈরী করেছে।

যারা প্রতিনিয়ত মহারাণীপুর থেকে আসা যাওয়া করেন এই কিরণ মালাকার পাড়াটা বলা যায় ছোট্ট একটি পাড়া। সেই পাড়াটাকে কেন্দ্র করে সেখানে আক্রমণ সংগঠিত করছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ঘটনা ঘটল এবং সেখানে একটা বাহিনী তৈরী করার জন্য যে প্রচেষ্টা চলছে এবং তারা প্রতিদিন টহল দিচ্ছে। এমনকি অস্ত্র হাতে নিয়ে, আধুনিক অস্ত্র হাতে নিয়ে রাস্তায় টহল দিচ্ছে, গ্রামের মধ্যেও চাঁদা সংগ্রহ করছে। এবং এরা ঘুরাঘুরি করতে মানুষ এদের দেখেছেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, আমি আমার স্টেটমেন্টে বলেছি তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সকলের নাম ঠিকানা বলা হয়েছে। মাননীয় সদস্য বাকী যেটা বলেছেন তাদের বিরুদ্ধে যদি কোন তথ্য থাকে তাহলে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব এইগুলি দিয়ে পুলিশকে সাহায্য করুন, নিশ্চয়ই পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমাদের প্রচলিত যে আইন আছে সেই আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হলে সেই আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সুনির্দিষ্ট ভাবে তো এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বলা একটু কঠিন। কিন্তু যেটা মাননীয় সদস্য বলেছেন, এই এলাকাতে এই রকম ঘটনা ঘটেছে এবং এই এলাকার উপর বিশেষ করে নজর দেওয়ার জন্য, কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এর পেছনে দূরের কোন শক্তি আছে কিনা এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমরা পুলিশকে বলেছি। আর অন্যান্য সামরিক কর্তৃপক্ষ যারা এলাকাতে কাজ করছে তাদেরকেও বলা হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যকে বলব যে সমস্ত তথ্য তিনি এখানে দিয়েছেন, এই তথ্য পুলিশকে দিলে প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারীতার কিনারা করতে পুলিশের পক্ষে সহজ হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই কিরণ মালাকার বস্তি কৃষ্ণপুর বাজার সংলগ্ন এই এলাকাতে এটাই প্রথম ঘটনা নয় পর পর এই ঘটনা নিয়ে চারটি ঘটনা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি ঘটনা হচ্ছে বোমা নিক্ষেপে আর একটা ঘটনা হয়েছে ফরেষ্টার আক্রমণ। তখন সেখানে একজন ফরেস্ট গার্ড মারাও গেছে। এই এলাকাটা যেমন উপজাতি উগ্রপন্থী তৎপরতা আর একদিকে ইউ, বি, এল, এফ, উগ্রপন্থী সেখানে উভয় অংশের মানুষের জন্যই উত্তেজনাপূর্ণ এলাকা। বার বার ঘটনা হওয়ার পরেও সেখানে সরকারের তরফ থেকে যাহাতে সেই ঘটনা আর হতে না পারে সেই রকম কোন পদক্ষেপ নেওয়া হল না। আমার মনে হয়, প্রথম ঘটনা হওয়ার পর সরকার যদি চিন্তা ভাবনা করতেন, তাহলে পুনর্বার এ ধরণের ঘটনা হতে পারত না। ঘটনার জায়গাটা খুব একটা জঙ্গল না, সামান্য একটা টিলাতে এই সব ঘটনা হচ্ছে। আর দুই নাম্বার হচ্ছে, যারা এই ঘটনায় মারা গেছে তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং তাদের পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হবে কিনা? কারণ, এটা সরকারের গাইড লাইনে আছে যখন উগ্রপন্থী আক্রমণে মারা যায় তখন সরকারের আর্থিক সাহায্য ও সরকারী চাকুরী দেওয়া হবে। কিন্তু ইউ. বি, এল, এফ, এখন উগ্রপন্থী নামে পরিচিত

হয় নাই, সরকার ঘোষণা দেন নাই, দাবী করার সেই রকম কোন সুযোগ দেখছি না, তাদের জন্য কি করতে পারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সুনির্দিষ্ট জানাবেন কি ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য যে এলাকা সম্পর্কে বলেছেন, ঐ এলাকা সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। এই এলাকাটি খুবই কমপ্লিগেটেড এলাকা। আমরা সবাই জানি এ, ডি. সি, নির্বাচনের সময় উগ্রপন্থী সেখানে ভোট কর্মীদের আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছেন। অন্যদিক যেটা বলেছেন, নন্ ট্রাইবেল মিস্‌ক্রিয়েন্ট এটা ঘটনা। শুধু এই এলাকাটা না গোটা তেলিয়ামুড়া থানা, কল্যাণপুর থানা এবং খোয়াই থানা এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উচ্চ পর্য্যায়ে আলোচনা করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনাগুলি ঘটলে পুলিশ যাচ্ছে। আমিও আপনার সঙ্গে এক মত। ঘটনা ঘটার আগে থেকে প্রতিরোধ করার জন্য সমস্ত দিক থেকে প্রচেষ্টা নেওয়া। এই প্রচেষ্টা বা চেষ্টা করছে না তা না কিন্তু তার পরেও কিছু কিছু ঘটনা আটকানো যাচ্ছে না। এটা দুর্ভাগ্যজনক। এই সমস্ত ঘটনা পুলিশ প্রশাসন ও অন্য যে ফোর্স আছে তাদেরকেও আমরা এইগুলি বলছি, এই সামগ্রিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আর কি ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এই যে গত ১৩ তারিখ যে ঘটনা ঘটল এর মধ্যে কিছু স্প্যাশাল অপারেশান করেছিলেন পুলিশ, এরমধ্যে ঘটনা ঘটে গেল। যাই হউক প্রতিরোধের ব্যবস্থা যতটুকু নেওয়া দরকার সেইগুলি আমরা করব। আর দ্বিতীয় যেটা, যারা সেই ঘটনায় মারা গেছে বা আহত হয়েছে তাদেরকে প্রাথমিকভাবে যে আর্থিক সাহায্য করা দরকার সেইগুলি সরকার থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই অধিবেশনে আলোচনা করেছিলাম এই জাতীয় যে আক্রমণ এদের ক্ষেত্রে যারা নিহত হচ্ছেন তাদের পরিবারগুলিকে চাকুরী-বাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার কি ভাবছেন। আমি সেই দিনই বলেছিলাম বিষয়টা আমরা এক্‌টিভ্‌লি ভাবছি। আমরা এদেরকে সাহায্য করার পক্ষে আগ্রহী। এর একটা নিয়ম নীতি ঠিক হলে পরেই নিশ্চয়ই আমরা এই পরিবারগুলিকে সাহায্য করব, এবং এটা আমি বলতে পারি এখানে যে পরিবারের লোকজন যারা মারা গেছেন তাদেরকেতো আমরা সমস্ত রকম সাহায্য সহযোগিতা করব। কাজেই আমাদের একটু সময় লাগবে। আমরা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছি।

শ্রীমানিক দে :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যানবাহনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের তাদের যেমন সমতলে যেতে হয়, তেমনি তাদেরকে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যেতে হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদেরকে কিডন্যাপ এবং খুন করা হচ্ছে এবং যাত্রীদেরকেও এবং সমতলে লক্ষ্য করা গেছে একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে বিশেষ করে আগরতলা-খোয়াই রোডে। সেই রোডে পর পর দুই তিনটা ঘটনা সেখানে হয়েছে। সমতলে নিরীহ যাত্রীদের বাস থেকে নামিয়ে বা অন্য গাড়ী থেকে নামিয়ে পিটিয়ে হত্যা করার প্রবণতা। সেইজন্য গাড়ীগুলি যাতে বিশেষ করে আগরতলা-খোয়াই রোডে যাতায়ত করতে পারে সেইজন্য টহলদারীর ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য সরকারের এই ব্যাপারে কোন চিন্তাভাবনা আছে কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সম্পর্কে আমার ধারণা মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়ের একটা প্রস্তাব ছিল। সেটা হচ্ছে, আগরতলা থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত এবং খোয়াই পর্য্যন্ত এস্কর্টের ব্যবস্থা করা। সেইদিন আমি বলেছিলাম যে আসলে এটা করার মত আমাদের সেই শক্তি নেই। তারপর উনারই একটা প্রস্তাব ছিল, এস্কর্ট যদি না হয় তা হলে টহলদারীর ব্যবস্থা জোরদার করা যায় কিনা? তখন আমি বলেছিলাম যে, যথাসম্ভব আমরা সেটা করার চেষ্টা করব। আর এটা ঘটনা যে, তেলিয়ামুড়া থেকে আরম্ভ করে খোয়াই সেখানে সিকিউরিটি ফোর্স কম না। সেখানে আমরা বলেছি যে, টহলদারীর ব্যবস্থাটা রাস্তায় যাতে থাকে। গাড়ীগুলি যাতে ঠিক ঠিকভাবে আসা যাওয়া করতে পারে। সেই চেষ্টা করা, তার সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাও বলব শুধু সিকিউরিটি ফোর্সের উপর নির্ভর করলেই চলবেনা। ঠিক আছে তারা থাকবে, কিন্তু এই যে একটা ইনসার্জেন্সি নিয়ে এই যে ঘটনাগুলি ঘটছে এইগুলির বিরুদ্ধে আমরা যদি সোচ্চার প্রতিবাদে মুখর না হই এবং আমরা সবাই যদি পুলিশের উপর নির্ভর হই তা হলে তাদের কাছে এটা একটা প্লাস পয়েন্ট হয়ে যাবে। কাজেই এটার বিরুদ্ধে দলমত বিচার না করে আমরা সবাই মিলে আমাদের জোরালো ভাবে বলা দরকার। এটা যে করছেন না তা নয়, করছেন। তবে যত বেশী করতে পারব তাতে সুবিধা অনেক বেশী। আর রাস্তায় টহলদারীর ব্যাপারে সেটা যাতে জোরদার করা যায় আমরা নিশ্চই আলোচনা করব।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, এই যে বোমা নিক্ষেপ থেকে শুরু করে এই সমস্ত আক্রমণের ঘটনা ঘটছে, আমরা দেখছি যে কিছু কিছু বাইরের লোক তাদের ভাষায় বুঝা যাচ্ছে যে, এরা ত্রিপুরার লোক না, এরা হয়তো আসামের, শিলচরের এমনকি পুরুলিয়া থেকে এরা এসেছে। এবং কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায়ও খবর বের হয়েছে। এই সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা এসেছে কিনা? এবং সরকার এই ব্যাপারে কি কি চিন্তা ভাবনা করছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার মহোদয়, রাজ্যের মধ্যে লোকসংখ্যা বেড়ে প্রায় ৩২ লক্ষ হয়েছে। এই রকম হয়ে যাচ্ছে যে এই পাড়ার মানুষ চট করে পাশের পাড়ার মানুষকে চিনতে পারছেনা। সেটা মাননীয় সদস্য বলেছেন সেটা আরক্ষা দপ্তরকে বলা আছে বিভিন্ন সময়ে তারা গাড়ী থামিয়ে চেকআপ করেন। সবসময় যে করেন তা নয়। তবে সেই ব্যবস্থা আছে। আসলে যে কোন লোককে তো চট করে সন্দেহ করা যায় না। তাহলে সেটা আরেকটা হেরাসমেন্টের পর্য্যায়ে চলে যাবে। এখানে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন এটা একটা সতর্কীকরণ। এই ব্যাপারে আপনাদের যদি নির্দিষ্ট কোন সন্দেহ থাকে তাহলে সেটা জানাতে পারেন, আমার মনে হয় এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারেন পরিবহন শ্রমিকবন্ধুরা। তারা জানেন এই সমস্ত রাস্তা দিয়ে কারা আসা যাওয়া করে। এই ব্যাপারে তাদের যদি কোন সন্দেহ হয় তা হলে

তারা সেটা পুলিশকে জানাতে পারেন। নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে পুলিশ তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং আমাদেরও একটা নির্দেশ আছে যে সময় সময় এটা করতে হবে। তবে সবসময় এটা করা যায় না। এটা আমরা আসাম রাইফেলস্‌কে বলেছি, সি.আর.পি-কে বলেছি এবং রাজ্য পুলিশকে বলা আছে। এটা কিভাবে আরো বাড়ানো যায় তার চেষ্টা থাকবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :-- আজকে আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর পরিবহণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি পরিবহণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আণীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—"গত ১লা জুন ১৯৯৯ ইং তারিখ হইতে দক্ষিণ ত্রিপুরার তদানীন্তন জেলাশাসক কর্তৃক উদয়পুর শহরের উপর দিয়ে সুভাষ সেতু থেকে পূর্বতন বাসষ্ট্যাণ্ড (শিববাড়ী সংলগ্ন) হয়ে ব্রহ্মাবাড়ী পর্যান্ত সকল প্রকার যাত্রীবাহী বাস ও জীপের চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে দেওয়ায় বাস ও জীপ যাত্রীদের এবং বিভিন্ন এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন দুর্ভোগ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, রাজ্য সরকারের নং এল ৩২ (১) ট্রেন্স/৯০ ডেইটেড ২৩.৭.৯০ তারিখের আদেশ মূলে সমস্ত জেলাশাসকদের (নিজ নিজ জেলায়) ১১৫, ১১৬ এবং ১১৭ মোটর ভ্যাহিকল্‌ এক্ট, ১৯৯৮ ধারায় রাস্তায় যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ ট্রাফিক চিহ্ন অবমাননা এবং পার্কিং ও হল্টিং স্টেশন স্থির করার ব্যাপারে পাউয়ার দেওয়া হয়েছে। সেই আদেশবলে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক উদয়পুর শহরের উপর দিয়ে যান চলাচলের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার সাথে সাথে আমজনতার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই বাস ষ্ট্যাণ্ড থেকে উদয়পুর শহরে আসা যাওয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে যথেষ্ট পরিমানে অটোরিক্সা ও রিক্সা এ অঞ্চলে চালু রাখা হয়েছে। মূলতঃ যান দুর্ঘটনা এড়ানোর উদ্দেশ্যেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং, জনসাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জন দুর্ভোগের কোন প্রশ্ন আসতে পারে না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— পয়েন্ট অব্‌ ক্লেরিফিকেশান স্যার, গত ১লা জানুয়ারী ১৯৯৯ইং সালে নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর গত ৫-৬-১৯৯৯ইং তারিখ তখন উদয়পুর নাগরিক কমিটি গঠন করে একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং নাগরিক কমিটির সম্পাদক ছিলেন বিশ্বনাথ সাহা, এবং বিশ্বনাথ সাহার নেতৃত্বে গত ১৯-৬-১৯৯৯ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ঐ কমিটি ডেপুটেশনে মিলিত হয়। এবং সঙ্গে সম্মানিত বিধায়ক ঐ এলাকার সেই গৌবিন্দবাবুও ছিলেন তখন সমস্ত কিছু তাদের দাবী দাওয়াগুলো পেশ করা হয় এবং সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে যে সমস্যাগুলো খতিয়ে দেখে যাতে সুরাহা করা যায় সেটা করার জন্য চেষ্টা করবে। এটার তথ্য আপনি

জানেন কিনা ? সেটা মুখ্যমন্ত্রী আজ পর্য্যন্ত সেটা পদক্ষেপ নিলেন না সেটা জানতে চাই। দ্বীতিয়তঃ হলো গত ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ইং আমি আমার মাসিমাকে জীপে করে আসার সময় দেখেছি, আপনারা হয়তো নাও জানতে পারেন যে আমার পারিবারিক ডাক্তার দিলীপ চৌধুরী। যখন আমার মাসিমাকে নিয়ে ডাক্তার দেখানোর জন্য যাই তখন সুভাষ সেতুর পাশে গিয়ে দেখি ট্রাফিট এই দিকে যেতে দেয় না। তখন ট্রাফিককে অনেক কাকুতি মিনতি করলাম কিন্তু কোন কথাই রাখেনি। তখন আমি বাধ্য হয়ে রাজারবাগ গিয়েছি এবং সেখানে গিয়ে আমি রিক্সাতে করে মাসিকে নিয়ে যাই ডাক্তারের কাছে। এই হলো অবস্থা। কারণ রাজারবাগ থেকে ডাক্তারের বাড়ি প্রায় দেড় কিলোমিটার। এই হচ্ছে, উদয়পুর শহরের দুর্ভোগ। এবং সেখানকার লোকেরা বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে। স্যার, বিশেষ করে কিল্লা এলাকা থেকে গর্জি, বাগমা থেকে ধ্বজনগর যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যখন মাল নিতে আসবে, এখন যেখানে রাজারবাগ সেখানে এক কিঃমিঃ ঘুরে তাদের যেতে হয়। মাল নিয়ে আবার সেখানে আসতে হয়। তাদের দাবীগুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন। একজন বিধায়ক হয়ে আমি যে হয়রানি হই তাহলে অন্যদের কি হবে। এই সম্পর্কে জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা এখানে বলেছেন, উনি নিজে উনার মাসিমাকে নিয়ে গেছেন, মুমূর্ষ রোগী, মুমূর্ষ রোগী এটা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে উদয়পুরের যে কি কমিটির কথা বলেছেন ভুলে গেছি। নাগরিক কমিটি তারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশান দিয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডেপুটেশান পেয়েছেন। এবং এটা আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি আবার সেটাকে দপ্তরে পাঠিয়েছি। জেলা শাসকের জন্য সেখানে কথা বলার জন্য কিন্তু নাগরিক কমিটি যেটা বলেছে, উদয়পুরের যে নগর পঞ্চায়েত, এই পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান এবং কমিটির পক্ষ থেকে এবং উদয়পুরের বিশিষ্ট নাগরিকরা সেখানে একটা ডেপুটেশান দিয়েছেন যে উদয়পুর শহরের মধ্যে যান চলাচল করলে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটবে এবং মানুষের অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং এই শহরের উপর দিয়ে যাতে যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয় তারও একটা ডেপুটেশান দেওয়া হয়েছে। সেই ডেপুটেশানের পরিপ্রেক্ষিতে ডি এম-এর কাছে পাঠানো হয়েছে। ডি এম. গত ১২.০৫ ১৯৯৯ইং সকাল ১১টায় একটা মিটিং ডেকেছেন। এই মিটিং এ বিভিন্ন সংগঠনের টি. এম এস ইউ, উদয়পুর, নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান, আগরতলা বিভিন্ন মোটর শ্রমিকদের সংগঠন থেকে উদয়পুর, অমরপুর, শান্তিরবাজার, সোনামুড়া সমস্ত জায়গা থেকে ৪৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে মাননীয় হেলথ্ মিনিষ্টারও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বসেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্যার, শ্রীজে. সি. সেন প্রেসিডেন্ট আই. এম টি. ইউ. সি. উনি সেখানে ছিলেন।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— স্যার, জে. সি সেন বলে কোন প্রেসিডেন্ট নেই।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— এই ৪৩ জন বিভিন্ন গণ সংগঠনের মোটর শ্রমিক প্রতিনিধি, বিধানসভার প্রতিনিধিরা এবং মাননীয় মন্ত্রী এবং নগর পঞ্চায়েতের উপস্থিতিতেই এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই সিদ্ধান্তেই ডি এম এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন এবং আমি আমার উত্তর সেখানে বলেছি, রাজারবাগে যেখানে বাসষ্ট্যাণ্ড করা হয়েছে সেখানে যাতায়াতের জন্য অটোরিক্সা, রিক্সা পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখা হয়েছে। যাতে করে জনসাধারণের কোন অসুবিধা না হয়।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী জানেন কি না যে মানুষ যেতে পারে না বাসে কিংবা জীপে ছাগল আসতে পারে, কারণ, যে ব্যবসায়ীরা মানুষ নেয় না ছাগল নিতে পারবে। ছাগলের প্রবেশ অধিকার আছে, মানুষের নেই। এই তথ্যগুলি আপনি জানেন কি না? এটা কি রকম। আর ট্রাকে করে যে গরু নিয়ে যায় এইগুলির তথ্য আপনার জানা আছে কিনা? সুভাষ সেতু হইতে পুরোনো মোটরষ্ট্যাণ্ড হয়ে ব্রহ্মাছড়া রাজরবাগ মোটরষ্ট্যাণ্ড যেতে হবে এবং চলার পথে জগন্নাথ দীঘির উত্তর পাড়ে পুরোনো মোটরষ্ট্যাণ্ড, অফিস চত্বর হাসপাতাল ব্রহ্মাবাড়ীর কনজাংশনে ৫ মিনিট দাঁড়িয়ে উঠা নামানোর জন্য সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। পুরোনো মোটরষ্ট্যাণ্ড-এর জন্য যাত্রীদের আসন সংরক্ষণ এবং একটি বুকিং অফিসের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। এই হলো একটা দিক। দ্বিতীয়ত হলো, উদয়পুর শহর অঞ্চলে জীপগাড়ীগুলিকে যাত্রীসহ কাকড়াবন, মির্জা, তুলামুড়া, কৈনানী, শালগড়া, মহারাণীটিলা, আটারমুড়া, বাগমা, ধ্বজনগর, মাতাবাড়ী, চন্দ্রপুর, শান্তিরবাজার, বিলোনীয়া, ও অমরপুর এই সব জায়গায় জীপগুলিকে পূর্বের ন্যায় শহরে যাওয়া আসার সুযোগ দিতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি ক্ল্যারিফিকেশনে কি চাইছেন বলুন। এটা উনার কাছে আছে তো।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, এইগুলি কমিটির ডিমাণ্ড, আপনি জানেন তো এটা। আগরতলা থেকে জগন্নাথ বাড়ী এবং উদয়পুর থেকে রাজারবাগ মোটরস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত ব্যবস্থা করার জন্য এই ডিমাণ্ডগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি বলুন স্বাস্থ্য মন্ত্রীর উপস্থিত নির্দেশে এইগুলি হয়েছে কিনা। এবং আপনি জানেন কি না।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন উনি যে দাবিগুলির কথা নাগরিক কমিটির এখানে উল্লেখ করেছেন আমি সেটা জানি না। আমি বলেছি সেখানে নাগরিক কমিটি যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে দাবি সনদ সহ, যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার কাছে পাঠিয়েছেন। এটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য, এবং আমি এটা দেখছি, দেখে আমার দপ্তরের কাছে পাঠিয়েছি, জেলা শাসকের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য যে, তারা সেখানে যে ডিমাণ্ডগুলি তুলেছে এবং এটার যুক্তি কি? এবং জেলা শাসকের নির্দেশে যে মিটিং করেছে, সেটা

সব মিলিয়ে দেখার জন্য বলা হয়েছে। স্যার, এই ডিমাণ্ডগুলি সম্পর্কে আমি অবগত আছি। যেহেতু জেলা শাসক একক কোন সিদ্ধান্ত নেননি এই ৪৩ জন জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত, সেখানে জেলা শাসক নিয়েছে। উনি এককভাবে নেননি এবং আইনগতভাবে মোটর ভ্যাহিকেল অ্যাক্ট যে কথাগুলি আমি বলেছি তা হল ১১৫, ১১৬, ১১৭। মোটর ভ্যাহিক্যাল অ্যাক্ট ১৯৮৮ আইনের ধারা মোতাবেক সেখানে জেলা শাসক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহনবাবু আপনি বসুন।

শ্রীদীপককুমার রায় :— স্যার, পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন, আমি শুধু বলতে চাই যে, মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন এবং জানাবেন কি ? এই উদয়পুর শহরটা রাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আলাদা নয়। রাজ্যের প্রতিটি শহরের উপর দিয়ে যান চলাচল করে। আগরতলার বটতলার মত ট্রাফিক জ্যাম্ আর কোথাও নেই। আর মোটরস্ট্যাণ্ডের মত ট্রাফিক জ্যাম্ কোথাও হয় না। এটার বাইপাশ হয় না। উদয়পুরে বাইপাশ রোড আছে, একদিকে প্রবেশ করে আর একদিকে বাহির হয়। এমন কোন কারণ নাই যে, এটাকে রাজারবাগ দিয়ে ঘুরিয়ে নিতে হবে টাউনকে বাদ দিয়ে এখানে একটাই জিনিস যে, এই ঘটনার ফলে ঐ অঞ্চলে এটা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। সেখানে সমস্ত ছাত্রছাত্রী থেকে ব্যবসায়ী এক কথায় সবাইকে ১০ থেকে ২০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। মাননীয় রতিমোহন জমাতিয়া বলেছেন যেটা স্বাস্থ্য মন্ত্রীর এলাকা উন্নত করার জন্য। এবং রাস্তাটাকে ঘুরিয়ে নিজ এলাকা উন্নয়নের জন্য একটা বাহবা নিয়েছেন। আর এখানে উদয়পুরের হাজার হাজার জনগণ এই কারণে ডিপ্রাইভ্ হচ্ছেন। ঘটনাটা হচ্ছে, আগরতলা শহরের বটতলার কথা তো আপনারা সবাই জানেন। বহু পত্রিকায় লেখালেখি হয়। মোটরস্ট্যাণ্ডের কথাও সবাই জানেন। মোটরষ্ট্যাণ্ড, বটতলা দিয়ে মানুষ চলতে পারে না। স্বাধীনতার পর থেকে যান চলাচল করছে রাস্তায়। এক রাস্তা আসছে আরেক রাস্তা যাচ্ছে। এটাকে বের করে নিল রাজারবাগ দিয়ে। স্যার, আইন কানুন দেখ'ছ ওটার সঙ্গে প্রতারণা করে যাচ্ছে এটা যাতে না করা হয়, রাজ্যের সমস্ত শহরে গাড়ি চলে এটাকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে যাতে এটাকে চালানো যায় এই ব্যাপারে প্রযোজনীয় পদক্ষেপ নেবেন আমি কতগুলি মিটিং-এ এটেণ্ড করেছি সে মিটিংগুলিতে স্পেসিফিক প্রস্তাব আছে। কয়েক মাস আগে এই রাস্তা বন্ধ ছিল, দেড় মাস আগে আবার চালু করা হয়েছে রাজারবাগ দিয়ে ঘুরিয়ে টাউনে এনেছে। তিন বারের সময় কাকে আইনজ্ঞ বানানো হল আর কাকে অফিসার বানানো হল, কাদের শ্রমিক বানানো হল আমি জানিনা। সবটা আড়াল করে কেশববাবুর স্বার্থে এটা করা হয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আই, এন, টি, সির যে প্ল্যান হয় এটা আমার জানা ছিল না। কারণ, ঐ মিটিং-এ আই, এন, টি, সির লিডার ছিল। মাননীয় মন্ত্রী নামও বলেছেন এটা ব্লক হয়ে গেলে কি করব।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য একটা কথা বলেছেন যে, মানুষ যেটা পারে না গরু ছাগল হয়তো পারে। যদি এই নিয়মটাকে অমান্য করে থাকেন নিশ্চয়ই আমরা জেলা শাসকের সাথে যোগাযোগ করব যে নির্দেশ সেখানে দেওয়া হয়েছে এটা যদি অমান্য করা হয়। ঠিক আছে, আপনি যেটা বলছেন সবটা নিয়েই সেখানে জেলা শাসকের সাথে যোগাযোগ করব। মাননীয় সদস্য শ্রীদীপককুমার রায় যে কথাটা বলেছেন যে, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এলাকায় ডেভলাপমেন্টের জন্য সিদ্ধান্ত করা হয়েছে একক ভাবে। আমি এই কথা বলব এখানে শুধু মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন না ৪৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সোনামুড়া থেকে শুরু করে অমরপুর, বিলোনিয়া, সাব্রুম, বিশালগড়, আগরতলা এমনকি শ্রমিক প্রতিনিধিরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এটা মাননীয় বিধায়ক বলছেন যে, শ্রমিকদের সব সুবিধা দেখার জন্য উদয়পুর শহর রাজ্যের বাইরে না। সুতরাং উদয়পুর শহর রাজ্যের ভিতরে এবং উদয়পুর শহরের সুযোগ সুবিধা দেখার জন্য সেখানে যে নগর পঞ্চায়েত আছে এই নগর পঞ্চায়েতের কমিটি সহ সবাই মিলে তারা সেখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুতরাং এইখানে কারো ব্যক্তি স্বার্থ দেখার জন্য না সামগ্রিক উদয়পুর শহরবাসীর স্বার্থ দেখার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই সিদ্ধান্ত সেখানে শহরবাসীর যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য আমি বলছি, আমার উপরে যে অটোরিক্সা, রিক্সা এইগুলো রাখা হয়েছে যাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা মাল আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা না হয় এবং যাত্রী সাধারণের যাতে অসুবিধা না হয়। সেইগুলোর ব্যাপারে সেখানে পর্যাপ্ত রাখা হয়েছে। সুতরাং জন দুর্ভোগ এড়ানোর জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, এটা আমি হিমাচল প্রদেশের রাজধানীতে একটা রাস্তা সেখানে গাড়ি চলাচল বেশী থাকে। এটার একটা বিশেষ কারণ আছে। রিজার্ভেশনের জন্য পুরানো বাজার এলাকাটা লাইব্রেরী আছে আর ব্রিটিশ আমলের অনেকগুলি মিউজিয়াম আছে। এইগুলোর জন্য এই রাস্তা। উদয়পুরে এমন কি ঘটনা ঘটেছে যে পুরো বাজার এলাকাটাই গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ। এটা ঠিক আছে, শহরের বাইরে এখন মোটরস্ট্যাণ্ড হয়। রাজারবাগ খুব ভালই কিন্তু লাইট ভেহিকেল শহরে ঢুকতে কি অসুবিধা আছে এবং আমার মূল কথা হচ্ছে যে হেভি ভেহিকেল ছাড়া লাইট ভেহিকেল শহরে ঢুকার বিবেচনা করবেন কিনা?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন এখানে এনেছেন ঠিক আছে এই বিষয়টি নিয়ে আবার সেখানে যোগাযোগ করব দপ্তরের মাধ্যমে জেলা শাসকের সাথে সেখানে আলাপ আলোচনা করে লাইট ভেহিকেল ঢুকার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা আছে কিনা বিষয়টা খতিয়ে দেখা হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মন্ত্রীর ষ্টেটমেন্টটা শেষ হোক তারপরে বলবেন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) : আমি যেটা জানি লাইট ভেহিকেল ঢুকার ক্ষেত্রে কোন নিশ্চয়তা আছে বলে আমার অন্তত: জানা নেই। ঠিক আছে আবার বিষয়টা সেখানে দেখা হবে।

শ্রীজওহর সাহা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের সাউথ্ ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়াটার উদয়পুরে। আমরা অমরপুর থেকে আসতে হলে উদয়পুর দিয়ে আসতে হয়। স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে মোটর ভেহিক্যাল-এর কথা বলেছেন এতে আগরতলার সাউথের মোটরষ্ট্যাণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে প্রযোজ্য না। আমাদের যে মোটর ষ্ট্যাণ্ডের জায়গায় এই জায়গাটাকে আরও প্রসার করতে হবে, স্যার। সাউথের গাড়ীগুলি যেভাবে যানজট হয়ে থাকে কিংবা বাস, কমাণ্ডার জীপগুলি যেভাবে দাঁড় করে রাখে কোন ভি, আই, পি, গাড়ী বটতলা মোটর ষ্ট্যাণ্ড দিয়ে গেলে গাড়ী ভিড় কিংবা ট্রাফিক সিগন্যালের জন্য বেশীর ভাগই হয়রানি হয়। এই ব্যপারে এই তথ্য মনে হয় মাননীয় পরিবহণ মন্ত্রীর গোচরে আছে। স্যার, উদয়পুরের মোটরষ্ট্যাণ্ডের যে সমস্যা আছে এই সমস্যাকে দূর করার জন্য বর্তমানে উদয়পুর শহর থেকে মোটরষ্ট্যাণ্ড ব্রহ্মাবাড়িতে দেওয়া হোক। এর আগে উদয়পুরের মোটরষ্ট্যাণ্ড ছিল শিববাড়িতে। সেখান থেকে আগরতলাগামী গাড়িগুলি উদয়পুরে আসলে বেশীক্ষণ স্টপেজ না দেওয়ায় যাত্রীদের সুবিধার জন্য রাজারবাগে নিয়েছেন। এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। বিলোনিয়া থেকে অমরপুর বলুন কিংবা সাব্রুম সোনামুড়া দক্ষিণগামী গাড়িগুলি উদয়পুর দিয়ে যেতে চান। কাজেই, শিববাড়ির পাশে যদি গাড়ীগুলি ঘুরিয়ে নেওয়া যায় তাহলে অসুবিধার কারণ নেই। এই দক্ষিণ ত্রিপুরাতে সারাদিনে পঁচিশ থেকে ত্রিশটা গাড়ি চলাচল করে। এখানে এক্সিসিডেন্টের ব্যাপারও আছে এই যানজটগুলির জন্য। কাজেই, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে কতজন আহত এবং নিহত হয়েছেন। আমি অনুরোধ করব মাননীয় পরিবহণ মন্ত্রীকে যে রাজারবাগে মোটর ষ্ট্যাণ্ড সরিয়ে নেওয়ার জন্য। এবং এই ব্যাপারটা দয়া করে বিবেচনা করুন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই পয়েন্ট উদ্যোগের প্রশ্ন না। কারণ অনেক কথা এখানে বলা হয়েছে। এটা আমার নির্বাচনী এলাকা না। কারণ, তবুও কনস্টিটিউয়েন্সি সাধারণত ব্যক্তিগত এলাকায় এইসব বলেন। আমার নির্বাচনী এলাকা রাজারবাগ থেকে অনেক দূরে। পয়েন্ট অব অর্ডার। স্যার, অনেকগুলি কথা এখানে বলা হয়েছে। যার যার এলাকা বলতে কোন জায়গা নেই। তথাপি আমি বলছি, কন্সটিটিউশানকে সাধারণত ব্যক্তিগত এলাকা অনেকে বলে থাকেন। স্যার, আমি যে কন্সটিটিউয়েন্সি থেকে নির্বাচিত হয়েছি এলাকাটা তার থেকে অনেক দূরে। স্যার, আমার আর একটি পয়েন্ট অব অর্ডার হচ্ছে, আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেওয়ার কোন প্রশ্ন নয়।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, উনার কন্সটিটিউয়েন্সি নয়। কিন্তু আমার কাছে মিটিংয়ের কাগজ আছে, সব মিটিংয়ে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত থেকেছেন। গোপালবাবুর বাড়ী উদয়পুর হলেও তিনি আমন্ত্রিত নন। আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কিছু বলছি না। শুধু বলছি, বিবেচনা করুন। এটা চ্যালেঞ্জের কোন বিষয় নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, অনেক কথা বলেছেন। আপনি বসুন না।

শ্রীজওহর সাহা :— না. স্যার, আমাকে বলতে দিন। পরিবহণ মন্ত্রীর তাহলে সুবিধে হবে। মানিকবাবু শ্রমিক নেতা। তিনি আগরতলা থেকে গেছেন। সাব্রুম থেকে, বিলোনীয়া থেকে লোক এসেছে। কিন্তু উদয়পুরের লোক কোথায় ? যাদের মিটিংয়ে আনা হয়েছে তারা মোটর শ্রমিক নেতা, রাজনৈতিক নেতা। তাদেরকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু উদয়পুরের ব্যবসায়ী কোথায় ? তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি আবেদন করব, পাঁচ মিনিটের জন্য গাড়িটি ঘুরিয়ে শিববাড়ীর সামনে দিয়ে নিয়ে যেতে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, এব্যাপারে মানিকবাবু বলুন।

শ্রীজওহর সাহা :— আমি আমার রিপ্লাই পাই নি।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, জওহরবাবু আপনি বসুন। আমিও এ ব্যাপারে বলব।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— উদয়পুরের কোন মানুষ আপত্তি করেনি। ২/৪ জন ব্যবসায়ীর কথায় এখানে এ সব করা হচ্ছে।

শ্রীমানিক দে :— স্যার, আমি মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলাম। উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক সংগঠন ও বিভিন্ন সম্মানিত ব্যক্তি জেলা শাসকের কক্ষে মিটিংয়ে।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— পয়েন্ট অব অর্ডার। সব সংগঠনের শ্রমিক নেতা উপস্থিত ছিল বলে যা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয়। বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শী শ্রমিক সংগঠনগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ইনটাকের কাউকে বলা হয়নি। এই মিটিং ওয়ান সাইডেড্ হয়েছে। আমি এর বিরোধিতা করছি। এটা একতরফা সিদ্ধান্ত।

মিঃ স্পীকার :— এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না দীপকবাবু। মানিকবাবুকে বলতে দিন।

শ্রীমানিক দে :— স্যার, এই মিটিংয়ে আবেদন আসে এই ষ্ট্যাণ্ডকে কাজে লাগাতে। এই ষ্ট্যাণ্ডটি দশ বৎসর আগে রাজারবাগে বানানো হয়েছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক এর উদ্বোধন হয়নি। ১০ বছর পর দক্ষিণ জেলার সমস্ত প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে রাজারবাগ থেকে এটা চালু করা হবে। তবে এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই যে, রাজারবাগে ষ্ট্যাণ্ড চালু হওয়ার ফলে যাত্রীদের কিছু এ্যাকসেস পয়সা খরচ হয়। কিন্তু কোন জিনিষেরই শেষ কথা নেই। কারণ পপুলেশন, গাড়ী ইত্যাদির দিক চিন্তা করে তখন এই প্রশ্নটা আসে। ওখানে ষ্ট্যাণ্ড নির্মাণ করার পর শহরের সাথে কানেকটিভের জন্য চিন্তা ভাবনা করে সেই ভিত্তিতে অটো রিক্সা চালু করা হয়। বর্ত্তমানে ওখানে ষ্ট্যাণ্ড চালু হয়ে গিয়েছে এবং দক্ষিণ জেলার সাথে সুন্দর ভাবেই চলছে। তার মধ্যে মিনিমাম

যদি কিছু প্রবলেম থেকে থাকে সেটা আলোচনা করে শেষ করা যেতে পারে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা যেটা বলেছেন সে সম্পর্কে আমি বলছি যে লোয়ার কোর্টের যে অর্ডার ছিল সেটা হাইয়ার কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, হাইকোর্টে যাওয়ার পর গভর্ণমেন্ট এডভোকেট যিনি ছিলেন মিঃ এস দাস উনি হাইকোর্টে হলফনামা দিয়ে বলেছেন উদয়পুর শিববাড়ী ষ্ট্যাণ্ডে গাড়ী চলাচল করতে সরকারের কোন বিধিনিষেধ নেই। গভার্ণমেন্ট হাইকোর্টে যে এসুরেন্স দিয়েছিলেন হাইকোর্টে এটা মেনে নিয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় লীডার অব দ্য অপোজিশান আপনি বলুন।

শ্রীমানিক দে :— স্যার, একটা বাস ষ্ট্যাণ্ড ওখানে চালু হয়েছে, সমস্ত গাড়ীগুলি ওখান থেকে সুন্দর ভাবে চলাচল করছে। এখন শহরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও কিভাবে শক্তিশালী করা যেতে পারে তার জন্য পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে ষ্ট্যাণ্ড যেটা ওখানে চালু হয়েছে সেটা সেখানে চালু থাকুক। চালু ষ্ট্যাণ্ডকে বন্ধ করা কোন অবস্থাতেই সমিচীন হবে না।

মি ডেপুটি স্পীকার :— এমনিতে ব্যাপারটা খুব বেশী কনট্রাডিকটরী নয়। ষ্ট্যাণ্ড ওখানে থাকুক এটা সবাই চান। এখন প্রশ্নটা যেটা নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকেও প্রস্তাব নিশ্চয়ই এসেছে এবং বিভিন্ন দিক থেকেও প্রস্তাব এসেছে। এখানে মানিকবাবু বলেছেন, জওহরবাবু বলেছেন, দীপকবাবু বলেছেন, রতিবাবু বলেছেন। আমি মাননীয় পরিবহণ মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এমন একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা যে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে বাস ঘুরিয়ে চলে আসবে। এমন ধরনের একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় বিধায়করা রোগীর ব্যাপারে যে প্রশ্ন তুলেছেন লাইট ভেহিক্যালগুলি আটকানো হচ্ছে, সেটা আমার জানা নেই। আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে বলব উনি তো অমরপুর থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। অমরপুর শহর থেকে বাস ষ্ট্যাণ্ড অনেক দূরে। হেভী ভেহিক্যালগুলিকে সেখানে চলতে দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীজওহর সাহা : স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে অসত্য ভাষণ দিচ্ছেন। অমরপুর শহরে গাড়ী ঢুকছে।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— তারপর স্যার, হাইকোর্টের নির্দেশ সম্পর্কে উনারা যেটা বলতে চেয়েছেন বা কাগজপত্র দেখাচ্ছেন আমি যদি বুঝতে ভুল না করি, প্রথম যখন ষ্ট্যাণ্ড রাজারবাগে নিয়ে যাওয়া হয় তখন হাইকোর্ট থেকে স্টে অর্ডার হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে হাইকোর্ট সেটাকে ভেকেট করে দেয়। স্যার, বর্তমান বাস ষ্ট্যাণ্ডটি ভাল ভাবে সেখানে চালু হয়েছে। বাসগুলি খুব সুন্দর ভাবেই সেখানে চলাচল করছে। যদি ত্রুটিবিচ্যুতি কিছু থাকে সেটা আমরা খতিয়ে দেখব।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আপনি তো কথাগুলি বলেছেন স্যার, আপনি যে প্রপোজাল দিয়েছেন সামগ্রিক অবস্থার বিবেচনা করা হবে। আমরা তো আপনার এই প্রস্তাবের সঙ্গে এক মত।

(গণ্ডগোল)

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি ট্রেজারী বেঞ্চ—এই ভাবে অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে)।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী, আপনার বক্তব্য উনি ঠিক ভাবে কেন নিতে পারলেন না আমি বুঝতে পারলাম না। আপনি কিন্তু সহজ সরল ভাবে বলেছেন যে ষ্ট্যাণ্ড বাজারের পাশে থাকুক, আমরাও সেটাই চাই। কিন্তু দূরপাল্লার গাড়ী (বাস) মাত্র ২৫ থেকে ৩০টি।

(গণ্ডগোল)

মি ডেপুটি স্পীকার :— আপনারা বসুন এই ভাবে কি হাউস চালানো যায়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজয়গোবিন্দ দেবরায় :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, উদয়পুরের মানুষই বাস শিফট্ করার প্রস্তাব দিয়েছে, এটা সঠিক জায়গা কিন্তু কিছু দুর্ভোগ জনগণের হচ্ছে। কারণ, অটোর সংখ্যা কম, বাসও নেই। মাননীয় পরিবহণ মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন আপনার মাধ্যমে যেটা উনি বলেছেন যে, পর্যালোচনা হতে পারে, চিন্তা ভাবনা আমরা করতে পারি এবং এখানে দেখা যেতে পারে যে অসুবিধাগুলি হচ্ছে, সেগুলি দূর করার জন্য যে পর্যালোচনা সেটা যাতে হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে দেখার জন্য।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) : — স্যার, আমি তো বলেছি এই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, "গত ২৬শে জুন ২০০০ ইং তেলিয়ামুড়ায় ২ জন উপজাতি সহ তিন জন খুন ও অন্যান্যদের আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— গত ২৬-৬-২০০০ ইং তারিখে সকাল বেলায় ধন চাকমা গ্রামে ধীরেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস ও তার ছোট ভাই গীরেন্দ্র বিশ্বাস জমি চাষ করছিলেন। সকাল আনুমানিক ৯ টার সময় কিছু সংখ্যক উপজাতি দুষ্কৃতিকারী ঐ লোকদের উপর গুলি চালায়। এতে গীরেন্দ্র বিশ্বাসের গলায় ও মুখে গুলী লাগে এবং ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। এই মৃত ব্যক্তির দেহ তেলিয়ামুড়া

হাসপাতালে আনলে চারিদিকে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। শ্রীধীরেন্দ্র বিশ্বাসের অভিযোগ মূলে তেলিয়ামুড়া থানায় ৫৩/২০০০ ভি এস ৩০২/৩৪ পি. সি এবং ২৭ অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে তদন্ত করছে। উপরোক্ত ঘটনার কিছুক্ষণ পরে সকাল ১০-১৫ মিনিটের সময় আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়া যাওয়ার পথে ১টি যাত্রীবাহী বাসকে কিছু দুস্কৃতিকারী তেলিয়ামুড়াস্থিত কল্যাণপুর-এর শিশু বিহার চৌমুহনীর কাছে থামিয়ে উপজাতি যাত্রীদের জোর করে নামায় এবং আক্রমণ করে। এই আক্রমণে হরেন্দ্র সিং (৪৫) পিতা-মৃত নকুল সিং সাং-মিলিন চক্র, আগরতলা ঘটনাস্থলে মারা যায় এবং ১৩ ব্যক্তি আহত হন। আহতগণ হলেন—

১। শ্রীগোবিন্দ কলই পিতা-মৃত কৃষ্ণভক্ত কলই, তেলিয়ামুড়া।

২। শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মা, পিতা-মৃত গঙ্গারাম দেববর্মা, দেবতাবাড়ী, কল্যাণপুর।

৩। শ্রীরবি রাংখল পিতা-মৃত নবজয় রাংখল, রাঙ্খলপাড়া, তেলিয়ামুড়া।

৪। তপন দেববর্মা, পিতা-বসন্ত দেববর্মা, সাং—তুসকি।

৫। জগময় কুকি, সাং-হাওয়াইবাড়ী।

৬। ভূপেন সিং, পিতা-ললিত সিং, রাধানগর।

৭। সেনবাবু সিং, পিতা-লালবাবু সিং, সাং শিলচর।

৮। ব্রজময়ী সিং, পিতা-মহাবীর সিং, সাং শিলচর।

৯। রামচন্দ্র দেববর্মা, পিতা-মৃত কৃষ্ণমোহন দেববর্মা, সাং তুসকি।

১০। শশীমোহন দেববর্মা পিতা-সন্তোষ দেববর্মা, সাং-তুসকি।

১১। জয়সাধন জমাতিয়া, পিতা-হরিমোহন জমাতিয়া, সাং-মোহরবাড়ী।

১২। নগেন্দ্র দেববর্মা, পিতা-সোনাতন দেববর্মা, সাং মোহরবাড়ী।

১৩। সম্পাদ দেববর্মা পিতা-উমাচরণ দেববর্মা, সাং-তুসকি, তেলিয়ামুড়া।

ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়ার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং ১ থেকে ৯ নং ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য জি, বি, হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেন। গোবিন্দ কলই একজন ট্রেনি কনস্টেবল নং আর, সি, ২৪০৯ জি, বি, হাসপাতালে নেওয়ার পথেই প্রাণ হারান। ১০ থেকে ১৩ পর্য্যন্ত ব্যক্তিদের তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ব্যাপারে শ্রীমতি ব্রজেশ্বরী সিংহ স্বামী- ভানু সিং, রবীন্দ্র ভবন চৌমুহনী, থানা পশ্চিম, আগরতলা অভিযোগক্রমে তেলিয়ামুড়া থানায় ৫৪/২০০১ ইউ/এস ১৪৮/১৪৯/৩০২/৩২৬ আই, পি, সি, মামলা দায়ের করেন। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। এরা হলেন :- ১। রনজিত ভৌমিক, পিতা রেবতী ভৌমিক, কল্যাণপুর ২। সাধন রুদ্রপাল, পিতা-মৃত লক্ষ্মীকান্ত রুদ্রপাল। ৩। সমীর দেবনাথ, পিতা প্রহ্লাদ দেবনাথ। ৪। সোনাতন দাস, পিতা মৃত বনমালী দাস। এরা বর্তমানে জামিনে আছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। ঐদিন অর্থাৎ ২৬/৬/২০০০ইং বেলা সাড়ে দশটার সময় শ্রীমতি

শান্তিলক্ষ্মী জমাতিয়া স্বামী- কৃষ্ণধন জমাতিয়া সাং- দার্জিলিং টিলা এবং মতাইকতর জমাতিয়া, পিতা কৃষ্ণধন জমাতিয়া বাসে করে আগরতলা আসছিলেন। ঐ বাসটিকে কিছু বাঙ্গালী দুস্কৃতিকারী তেলিয়ামুড়ার শিশু বিহার চৌমুহনী এবং ইছারবিলের মাঝের রাস্তায় আক্রমণ করে, ফলে ঐ দুইজন মারা যায়। ঘটনার খবর পেয়েই তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং তিন অউপজাতি ১) হেমেন্দ্র দেবনাথ, পিতা- মৃত চন্দ্রকান্ত দেবনাথ করইলং ২) জানকী দেবনাথ পিতা- মৃত গৌরাঙ্গ দেবনাথ এবং ৩) সুভাষ দেবনাথ পিতা- প্রহ্লাদ দেবনাথ গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে তাহারা জামিনে আছেন। এ ব্যাপারে মানিকমোহন জমাতিয়া পিতা- ধনীমোহন জমাতিয়া, খামারবাড়ী, তেলিয়ামুড়া অভিযোগমূলে তেলিয়ামুড়া থানায় ৫৫/২০০০ইং ইউ এস ১৪৮/১৪৯/৩০২ আই, পি, সি, মোতাবেক মামলা দায়ের করা হয়। মামলার তদন্ত চলছে। পুলিশ তদন্তে আরো জানায় যে ঐদিন ১৬/৬/২০০০ইং সোমবার তেলিয়ামুড়া বাজারবার ছিল। বাজারে অনেক উপজাতি অংশের মানুষ ছিলেন। উপরোক্ত ঘটনাগুলিতে উত্তেজনা দেখা দেওয়ায় পুলিশ উপজাতি অংশের মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। পুলিশের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার ফলেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। যেহেতু উত্তেজনা বিরাজ করছিল তাই কার্ফু জারী করা হয়েছিল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, এই মহারাণী রাস্তায় বোমা হামলা হওয়ার পর জাতি উপজাতির মধ্যে চলাফেরা অনেকাংশে কমে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে জমাতিয়া হদা উপজাতিদের তরফ থেকে ২৫ তারিখে খামারবাড়ীতে একটা বৈঠক হয় যে আমরা এভাবে অচল অবস্থায় কতদিন থাকব, আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি আবার গড়ে তুলতে হবে। আগামীকাল বাজারবার আছে, সবাই যাবে। এই নিয়ে তেলিয়ামুড়ার এস, ডি, পি,ও-র কাছে এই মর্মে সংবাদ পাঠানো হয় যে আমরা কালকে আমাদের একটা লার্জ অংশ বাজারে যাব আপনারা যেন তৈরী থাকেন, তাতে উনিও রাজী। তারপর আশে পাশের যারা অউপজাতি নাগরিকবৃন্দ ছিলেন তাদের কাছেও খবরটা পৌছেছিল। আগামীকাল আমরা প্রচুর সংখ্যায় যাব এবং এই খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পরার ফলে জাতি উপজাতি সকলের মধ্যেই একটা উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল যে, আমরা আবার একটা সম্প্রীতির উদ্যোগ নেব। সেদিন আমিও যাচ্ছিলাম তৈদুর দিকে এবং ঠিক আধা ঘণ্টা আগে তেলিয়ামুড়া ক্রস করি, আমিও দেখেছি একটা বিরাট সংখ্যক উপজাতি সেখানে হাঁটাহাঁটি করছে ঐ বাজারে, আর অফিসে গিয়ে আমি এই ঘটনাটা শুনি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকাশ্য দিনের বেলায় এবং বাজারের দিন যে সময়টার সিডিউল সকলের জানা ছিল এবং সেখানকার বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তি যারা তাদেরও এই খবরটা জানা ছিল, এমতাবস্থায় সেখানে কেন পুলিশ প্রিকশন্যারি মেজর নেওয়া হল না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আমি চিঠি দিয়ে বলেছি যে, শান্তিলক্ষ্মী জমাতিয়া উনি হলেন কৃষ্ণধন জমাতিয়ার স্ত্রী এবং তার ছেলে মতাই কতর জমাতিয়া সে খুব মেধাবী ছাত্র, এবার রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ৮৩

পার্সেন্ট নাম্বার পেয়ে সে মাধ্যমিক পাশ করে নেবিষ্টে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সুযোগ পায়। স্যার, এই পরিবারের সবাই বিভিন্ন হিন্দু ধর্মের সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল, বিশেষ করে বাঙ্গালীদের সঙ্গেই তাদের সম্পর্কটা বেশী ঘ'নষ্ঠ ছিল এবং এই কারণে এই পরিবারটার মানসিকতা ছিল অন্য রকম। এমন অনেক ট্রাইবেল আছে যারা সেদিন এই খবরটা পেয়েও সেখানে আসেনি কিন্তু তারা সবাই এসেছিল এবং তাদের সঙ্গে সাত হাজার টাকাও ছিল, ছেলেকে বাহিরে পাঠানোর জন্য এই টাকাটা তারা সঙ্গে রেখে'ছল। স্যার, তারা যখন আসছিল তখন তাদের বাস থেকে টেনে যখন আনা হয় তখন মতাইকতর-এর মা তাদেরকে বলেছিল যে আমাকে মেরে ফেল, আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও, কিন্তু ওরা কাউকেই ছেড়ে দেয়নি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ধন চাকমা থেকে কয়েকজন বাঙ্গালী যখন গুলি বিদ্ধ অবস্থায় বাজারে আসে তখন সেখানে একটা উত্তেজনা চড়ায় যে, একজন ট্রাইবেলকেও ছাড়বো না বলে এবং এই করে সেখানে তাদেরকে খেপিয়ে দেওয়া হয়, ফলে সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেছে সমগ্র তেলিয়ামুড়াতে আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। স্যার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখছি যে, উনি যেন ভাল করে তদন্ত করান। কারণ যখন একটা জমাতিয়া সোসাইটি সম্প্রীতির সিদ্ধান্ত নিয়ে এবং এত বড় একটা দায়িত্ব নিয়ে সেখানে কর্মসূচী নিয়েছিল সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছিল সেই সময় ধন চাকমাতে বা বাঙ্গালীর উপর হামলা করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এত বড় বাজারে যেখানে ট্রাইবেলরা পিপড়ার সারির মত ছিল বাঙ্গালীদের কাছে এমন অবস্থায় এদের উপর আক্রমণই বা সম্ভব হল কি করে, তারপর পুলিশ প্রিকশণ্ডারী মেজর নিল না কেন, এটা তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে একটা বড় আঘাত এসেছে এই যে কলই যাকে উনি উল্লেখ করেছেন মারা গেছে বলে সে এই এলাকার বাসিন্দা এবং সে সেখানে টেলিফোন করতে এসেছিল অম্পি চৌমুহনীতে, সেখানে আরও প্রচুর লোক এসেছে এবং শুধু জমাতিয়া নয়, কলই এবং দেববর্মারাও প্রচুর এসেছিল, কারণ এই খবরটা ছড়িয়ে পরেছিল চারিদিকে। কাজেই এমন একটা উৎসাহের উপর এমন একটা আঘাত পড়ল। যেখানে এমন একটা মানে এত বড় একটা সম্প্রীতির প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সরকারী ভাবে নয়, বে-সরকারী ভাবে একটা সামাজিক সংস্থার মাধ্যমে এবং তাতে সবাই সাড়া দিয়েছিল। অথচ সরকার বা প্রশাসন এই উদ্যোগকে এভাবে আঘাত করল যেটা বিশ্বাসের উপর চরম আঘাত হানল। কাজেই, এই ঘটনায় ইনভলভ কারা কারা আছে এবং তার পেছনে কোন ষড়যন্ত্র ছিল কিনা এটা তদন্ত করে দেখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। কারণ, এখানে যতটুকু আহত বা নিহতের হিসাব বলা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী আহত হয়েছেন জনগণ। কারণ, পান যে বিক্রী করছিল তাকে পানের যে কাটারী মানে সর্তা তা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। যে মাছ বিক্রী করছিল তাকে মাছ কাটার দা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। এইভাবে আহত বহু আছে যারা হাসপাতালে আসেনি। কাজেই এটাকে সহজ ভাবে নেওয়াটা ঠিক হবে না। কাজেই, এই যে বিরাট একটা উদ্যোগের উপর আঘাত এসেছে এটা সহজভাবে নেওয়া উচিৎ নয়। আমরা যারা সদস্য এখানে আছি, আমি মনে করি আমাদের

কৃতজ্ঞতা জানানো উচিৎ যে যারা এই ১৫ দিন ধরে অচল অবস্থার মোচনের জন্য সম্প্রীতির জন্য একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে উদ্যোগ নিয়েছিল আমরা প্রশাসনিকভাবে তাদের সেই উদ্যোগকে সফল করতে দেইনি। এটা তদন্ত করা উচিৎ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি না যে এই সমুদয় ব্যাপারটা তদন্ত করে এর পেছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে কি না সেটা খতিয়ে দেখবেন কি না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ঘটনার আগের দিনের যে জমাতিয়া সম্প্রদায়ের উদ্যোগের কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন এটা আমি এই প্রথমই শুনলাম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— কিন্তু এই ব্যাপারে তো আমি আপনাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি সেটা পাইনি। যাইহোক্ এই ধরণের যে উদ্যোগ এটাকে নষ্ট করার জন্য একটা প্রচেষ্টা কাজ করছে, এটা বুঝা যাচ্ছে। এবং এটা গভীরভাবে অনুসন্ধান করে যারাই এটার পেছনে কাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং এই সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নেই। তারজন্য সমস্ত রকম তদন্ত নিশ্চয়ই আমরা করব। জমাতিয়া হদাদের এই যে উদ্যোগ এবং সিদ্ধান্ত এটা তুলনাহীন। এবং শুধু তা নয়, জমাতিয়া হদারা সাউথ ত্রিপুরাতেও এর আগে ধর্মান্তরিতকরণ ইত্যাদি নিয়ে যে সমস্ত উস্কানীমূলক পদক্ষেপ সন্ত্রাসবাদীরা নিয়েছে তার বিরুদ্ধে তারা প্রতিরোধ করেছেন। কারণ ধর্ম তাদের নিজস্ব ব্যাপার। এই ব্যাপারে কারোর উপরে চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। এবং তারা আমাকে কতকগুলি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তাদের প্রস্তাবগুলি আমরা গ্রহণ করেছি। এবং তাদের বিভিন্ন ব্যাপারে প্রশাসনিক দিক থেকে সাহায্যের জন্য বলেছেন, আমরা জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন তাদের মাধ্যমে আমরা তাদের সাহায্য করেছি। এবং তারা এরপরে আমাদের কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী সময়ে তারা আরেকটা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিল্লা থানার ব্যাপারেও। সেখানে একটা কমপ্লেক্স ডেভেলাপমেন্ট করতে চান এবং তারজন্য জায়গা চান। তখন এ. ডি. সি.-র নির্বাচনের আগের ঘটনা। তখন আমি তাদের সমস্ত কাগজপত্র রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের কাছে পাঠায়-যে নিশ্চয়ই তারা আপনাদেরকে সব রকমের সাহায্য করবেন। কাজেই. এই যে ঘটনা, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন নিশ্চয়ই আমরা সেটা তদন্ত করে দেখব। এবং সেই জায়গায় প্রকৃত ষড়যন্ত্র যদি থেকে থাকে তাহলে সেটা বের করে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আমরা গ্রহণ করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না, এই যে শান্তিলক্ষ্মী জমাতিয়া এবং তার যে সন্তান মতাইকতর জমাতিয়া এই পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন। তার পরিবারের একজনকে চাকুরী দেওয়া এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কি না? ২। জমাতিয়া হদা যারা এই ধরণের উদ্যোগ নিয়েছিল তারা যাতে অন্তত হতাশ না হয় যে, এই সরকার জেনেশুনে এই ধরণের উদ্যোগগুলিকে প্রতিহত করছে বা

বাঁধা দিচ্ছে, এই যে ইম্‌প্রেশন সেটা যাতে তাদের মনে না জাগে পরবর্তী সময়ে তারা যাতে এই ধরণের উদ্যোগ নিতে পারেন এবং যখন তারা উদ্যোগ নেবেন তখন সরকারী তরফ থেকে ফুললি কো-অপারেশন করা হবে। এবং শুধু জমাতিয়া নয়, আদার কমিউনিটি যদি এই ধরণের উদ্যোগ নেন্ তারজন্য তাদের ডেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করবেন কি না?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :-- মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, নিশ্চয়ই আমি আলোচনা করব। গত দুই বছরে তাদের সঙ্গে চার-পাঁচবার আলোচনা হয়েছে এই প্রসঙ্গ গুলিতে। কাজেই, মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব আপনিও সাহায্য করুন তাদের সঙ্গে। আর এই বিধানসভার সেশনের পরেই আমি তাদের সঙ্গে আলোচনা করব। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব আপনারাও সহযোগীতা করুন। আপনাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যদি শান্তি ফিরে আসতে পারে তাহলে আমরাও সহযোগীতা করব। আর সাহায্যের প্রশ্ন যেটা করেছেন, এই সমস্ত পরিবারকে সাহায্যের ক্ষেত্রে সরকার সহানুভূতির সঙ্গে দেখছেন এবং খুব সহসাই আমরা এই সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে উদ্যোগ বিশেষ করে জমাতিয়া হদা নিয়েছে তারা আজকে সম্প্রীতি বিরোধী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তারপরেও তারা সম্প্রীতির জন্য কাজ করছে। এই জায়গায় অন্তত তাদের উদ্যোগগুলি যাতে আরো বেশী করে কার্যকরী করা সম্ভব হয়, এই ব্যাপারে সরকার তাদের আরো বেশী করে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য প্রস্তাব রাখবেন কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্য মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, আমি তো বলেছি যে এই ব্যাপারে বিধানসভার বর্তমান সেশনের পর তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসব। তারপর তারা যদি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেন যে এই এই করলে ভাল হবে সেখানে নিশ্চয়ই সেই সেই বিষয়গুলি প্রশাসনিক দিক থেকে সাহায্য করা হবে, তাতে আমাদের কোন অসুবিধা নাই। সেগুলি নিশ্চয়ই উনাদের সাহায্য সহযোগীতা নিয়ে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সহযোগীতা করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই উদ্যোগে যারা যারা অসহযোগীতা করেছে যার ফলে এই ঘটনা ঘটে গেলো তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই সম্পর্কেও আলোচনা করব, নিশ্চয়ই করব।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন এখন আমি স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :-

"৩রা জুলাই, ২০০০ ইং ছাওমনু প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের বেতনের টাকা লুট হওয়া এবং তৎপরবর্তী উদ্ভুত সমস্যা সম্পর্কে।"

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, গত ৩রা জুলাই ছাওমনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ নরেশ ত্রিপুরা, এম. ডি, এস, শ্রীরসিকলাল দাস, নাইটগার্ড শ্রীআনন্দমোহন ত্রিপুরা এবং গাড়ির চালক শ্রীমাতাজয় রিয়াং কমলপুর উপস্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস থেকে ছাওমনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের বেতন বাবদ মোট ৮০,৭৫৮ টাকা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম্বুলেন্স গাড়ি (টি, আর, ০১-০৮৮২) করে ছাওমনুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সন্ধ্যা ছয়টা পনের মিনিট নাগাদ মানিকপুর-ছাওমনু ট্রাইজংশনের কাছে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত কতিপয় উপজাতি দুস্কৃতীকারী তাদের গাড়িটি থামিয়ে আক্রমণ করে বেতনের সমস্ত টাকা সহ শ্রীরসিকলাল দাসকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ডাঃ ত্রিপুরা এই ঘটনাটি ছাওমনু থানায় এফ, আই, আর করেন। রেডিও মেসেজ করে ধলাই জেলার সি, এম, ও-কে ঘটনাটি জানান। সি, এম, ও বিষয়টি পরিবার কল্যাণ ও প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা, ধলাই জেলার জেলা শাসক, এস, পি, এবং সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের গোচরে আনেন। পরিবার কল্যাণ ও প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা এই বিষয়টি জানার পর ধলাইয়ের জেলাশাসক এবং এস, পির-সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন। এই ঘটনা শোনার পর ছাওমনু প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং স্বাভাবিক কাজ-কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। এই খবর জানার পর চার তারিখে, এই ঘটনা হওয়ার পর আমরা ধলাই জেলার সি, এম, ও-কে ৫ তারিখেই সেখানে পাঠাই যাতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির কাজ-কর্ম পুনরায় চালু করা যায়। সি, এম, ও (ধলাই) ৫-৭-২০০০ ইং ছাওমনু যায়। তিনি স্বাস্থ্যকর্মী এবং এলাকার জনগণের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। কথাবার্তা বলে ওখানকার কর্মীদের দিয়ে উনি একটা সাময়িক ব্যবস্থা করেন। ইর্মাজেন্সী ওয়ার্ড চালু করা হয়। কিন্তু হাসপাতালের অন্তর বিভাগের কাজকর্ম ইত্যাদি বন্ধ থাকে এটা তারা চালু করেননি। এই খবর এখানে আসার পরে পরিবার কল্যাণ দপ্তর-এর উপ-অধিকর্তা ডাক্তার অরূপ দেওয়ানকে ৮-৭-২০০০ ইং তারিখে আবার ছাওমনুতে পাঠানো হয় যাতে করে হাসপাতালের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু হতে পারে। ডাক্তার দেওয়ান সেখানে গিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন, এলাকার জনগণের সঙ্গেও কথা বলেন, কথা বলে ১০-৮-২০০০ ইং তারিখ থেকে অন্তর বিভাগের কাজও সেখানে চালু হয়, রোগী ভর্তি হতে থাকে এবং স্বাভাবিক কাজকর্মও চলতে থাকে এবং আজও স্বাভাবিক কাজকর্ম চলছে। রসিকলাল দাস এখনও উগ্রপন্থীর কবল থেকে মুক্তি পাননি। পরিবার কল্যাণ দপ্তর-এর অধিকর্তা ব্যাপারটাকে আরও একবার খতিয়ে দেখবার জন্য ১৪-৭-২০০০ ইং তারিখে উপ-অধিকর্তা ডাক্তার যোগেশ দাস সহ সেখানে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা খোঁজখবর নিয়ে এখানে আসেন। এখন সেখানে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলছে। পরবর্তী কাজগুলির জন্য এখন অপেক্ষা করা হচ্ছে। আমাদের স্বাস্থ্য কর্মী রসিকলাল দাস উগ্রপন্থীর

হাতে রয়েছেন তারও মুক্তির জন্য সেখানকার পুলিশ সুপার-এর নজরে বিষয়টি নেওয়া হয়েছে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, ৯-৭-২০০০ ইং তারিখ ডাক্তার দেওয়ান যখন সেখানে যান, তখন একটি সর্বদলীয় বৈঠক হয়েছিল। এই সর্বদলীয় বৈঠকে প্রতিনিধিরা ডাক্তার নরেশ ত্রিপুরা এবং তার স্টাফকে অনুরোধ করে যে হাসপাতাল যেন খোলা রাখা হয়, নিয়মিত করা হয়। ডাক্তার এবং তার স্টাফ খুলতে রাজী হন কয়েকটি শর্তে-

১) তাদের বেতন দিতে হবে। এখন পর্য্যন্ত তারা বেতন পান নাই।

২) আগামী মাস থেকে সি, এম, ও নিজে গিয়ে অথবা যে কোন ভাবে যাতে ডাক্তার এবং স্টাফদের বেতনের ব্যবস্থা করা হয়।

৩) রসিকলাল দাসকে মুক্তি করা।

মূলত: দুইটি দাবী একটা হচ্ছে, অনতিবিলম্বে বেতন দেওয়া এবং আগামী মাস থেকে সেখানে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এই দাবীগুলি জানি না ডেপুটি ডাইরেক্টর সাহেব সরকারকে অবহিত করেছেন কিনা? তবে তাদের এই দাবী ১৮ তারিখ পর্য্যন্ত সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এরপর থেকে আবার তারা বন্ধ করবে এই তথ্য জানা আছে কিনা, জানা থাকলে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা স্বাভাবিক কি কারণে টাকা পয়সা গেল সেটা অন্য কথা। কর্মীরা কাজ করছেন স্বাভাবিক তারা বেতন চাইবেন। এটা তাদের অধিকার। এবং আমরা সরকার তাদের বেতন পরিষ্কার করব এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এক-দুই দিন হয়ত দেরী হতে পারে। কারণ, মাঝখানে যেসব বিষয়গুলি আছে সেগুলি ব্যবস্থা করেই এই বিষয়ের মধ্যে যা হবে আমাদের অধিকর্তা সেখানে গিয়েছিলেন যেসব কথাবার্তা শুনেছেন, তাদের দাবীদাওয়া এই সম্পর্কে কথাবার্তা বলার জন্য। আগামী মাস থেকে বেতন যেভাবে দেওয়া হবে এই বিষয়টি নিয়েও দপ্তর আলোচনা করেছে। আলোচনা করে দেখা গেছে অসুবিধা খুব বেশী হওয়ার কথা নয়। যাতে তারা বেতন পেতে পারে সেই, ব্যাপারে দপ্তর নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবেন, না করার বিষয় না।

শ্রীমানিক দে :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা, যেদিন টাকা লুট হয়, সেই দিন ডা: বাবু হাসপাতালে গিয়ে উনার লোকদের সঙ্গে নিয়ে সব রোগীদের টেনে হিচড়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। বের করে দিয়ে হাসপাতাল বন্ধ করে দিয়েছেন। এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখবেন কিনা? দ্বিতীয়ত: এতগুলি টাকা পয়সা নিয়ে এইভাবে যাচ্ছেন কোন সিকিউরিটি ছাড়া। আমরা সবাই জানি রাজ্যে অপহরণ বানিজ্য চলছে। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে কোন আগাম অনুমতি নেওয়া হয়েছে কিনা? তৃতীয়ত: আমি ধর্মনগর থেকে ফিরার পথে মানুষের মুখে শুনলাম, যে গাড়ী থেকে টাকা লুঠ হয়েছে, সেই সময় ডা: বাবুর পকেটে টাকা ছিল না। টাকা লুঠ করতে এসে

তারা গাড়ীতে যেখানে টাকা রেখেছেন সেই জায়গা থেকে টাকাটা নিয়ে গেছেন। এই বিষয়টা তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— ঘটনা ঘটলে তো ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের কথাবার্তা হয়। এই সব কথাবার্তার জন্য সেখানে দপ্তরের অধিকর্তা তদন্ত করে দেখার জন্য গেছেন। এই প্রশ্নটা আমার কাছেও আছে। যে সব জায়গায় বেশী টাকা পয়সা নিয়ে যেতে হলে পুলিশের সহায়তা নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ডা: ত্রিপুরা এই ধরণের কোন পুলিশের সহায়তা চাননি। অবশ্য এর কারণও আছে ডা: ত্রিপুরা আগেও এইভাবে টাকা পয়সা নিয়ে যেত। এটা উনার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। একইভাবে সেইদিনও পুলিশ সহায়তা তিনি চাননি। গাড়ী থামিয়ে কোন জায়গা থেকে টাকা নিয়ে গেছে এইসব খুটিনাটি অবশ্য আমার জানা নেই। বিষয়টা তদন্তের পর্যায়ে আছে। তদন্ত হলে পরে জানা যাবে। তবে এটা ঠিকই হাসপাতাল বন্ধ করে দিয়েছেন। এটা আমার স্ট্যাটমেণ্টেও বলেছি যে হাসপাতাল বন্ধ ছিল। অন্তর বিভাগ সহ গত ১০ তারিখ থেকে স্বাভাবিক কাজ চলছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মানিকবাবু ঠিকই বলেছেন রোগীদের বের করে দেওয়া এটা অমানবিক। ছৈলেংটা ছাওমনু রাস্তায় বাস চলাচল স্বাভাবিকভাবে বিকাল পাঁচটার পরে বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে দুইটা গেইট আছে। সেই গেইট ডা: ত্রিপুরা কি করে পাশ করে গেলেন যেখানে পাঁচটার পরে কোন গাড়ী যেতে পারেনা এই ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : এই যে প্রশ্ন সেটিও এসেছে দপ্তরের কাছে আসেনি তা নয়, এসেছে। এই সমস্ত ব্যাপার তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, আমার শেষ পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশানটা হচ্ছে, এই জায়গাটা ছাওমনু, মানিকপুর ট্রাই জংশন উগ্রপন্থী জোন এরিয়া বলে চিহ্নিত। আগে সেখানে সবসময় পেট্রোলিং-এর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সেদিন কেন সেখানে পেট্রোলিং-এর ব্যবস্থা ছিলনা এই জিনিসটা আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে তদন্ত করে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার এই ব্যাপারটা আমরা হোম ডিপার্টমেণ্টের নজরে নেব।

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR.

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বিধানসভার কার্য্য পরিচালন বিধির ৯৭ নং ধারা মোতাবেক আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুরজিৎ দত্ত মহোদয়ের নিকট থেকে একটি প্রাইভেট মেম্বার মোশানের নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, "রাজ্যের একমাত্র জুটমিলের শ্রমিক কর্মচারীদের দুই মাস ধরে বেতন না পাওয়া সম্পর্কে।" উপরোক্ত নোটিশটি পরীক্ষা

নিরীক্ষান্তে উহা অনুমোদন করেছি এবং উক্ত বিষয়বস্তুটির উপর এই সভায় আলোচনা করার জন্য আগামী ১৯শে জুলাই, বুধবার, ২০০০ ইং, তারিখ ধার্য্য করেছি।

MATTER RASED BY MEMBER

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আজকে রেফারেন্স এবং কলিং এটেনশানের পর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে একটা বিষয়ে আলোচনা করার অনুমতি দিয়েছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনার আলোচনাটা কিসের উপর হবে ?

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন : — স্যার, আমার এটা ইউসুফ কমিশনের রিপোর্টের উপর।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না, এটা আপনি এখানে করতে পারবেন না। কারণ, এখানে কোন সময় নির্ধারণ নেই।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— স্যার, স্পীকার তো আমাকে সময় দিয়েছেন। এখন আপনি কেন না করছেন ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না, না, এটা তো এখন আলোচনা করার সময় না। এখানে যে কার্য্যসূচী আছে সেটা তো বাদ দিয়ে তা করতে পারবেন না।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— স্যার, আমি বিষয়টা এখানে তুলতে চাইছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না, না, আপনি এখন সেটা তুলতে পারবেন না।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— স্যার, তা না হলে আমি এটা কি ভাবে তুলব ? স্পীকার তো আমাকে বলে গেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি রেফারেন্স বা কলিং এটেনশান আগামী কালকে আনুন। এই ভাবে সময় নষ্ট করবেন না।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— স্যার, আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন কি ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সেটা আমি বুঝেছি এবং শুনেছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— স্যার, সেটা আমাদের রাইট।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটা এই ভাবে দেওয়া যাবেনা স্পেশাল ডিসকাশন নিন। এই ভাবে সময় নষ্ট করবেন না। এই ব্যাপারে আপনি আলাদা নোটিশ আনুন।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— স্যার, এটা ডিসকাশন না। এটা এই হাউজে প্লে করার দাবী।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, মাননীয় সদস্য উনি যখন এই প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন তখন স্পীকার

মহোদয় বলেছিলেন যে, রেফারেন্স পিরিয়ড এবং কলিং এটেনশানের পর আপনি বিষয়টা তুলবেন। এই কথাটা স্পীকার মহোদয় বলেছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ডিসকাশনের সময় এখন আমি দিতে পারব না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— স্যার, আমি তো আলোচনা করব না। আমি এখানে উৎথাপন করব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি যতটুকু শুনেছি স্পীকার মহোদয় বলেছেন যে এটা জিরো (•) আওয়ারে। এ্যাকচুয়েলি জিরো (•) আওয়ার আমাদের নেই। জিরো আওয়ারে এই ইস্যু তোলা যাবেনা।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— কোথায় জিরো আওয়ার নেই ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি রুলস্ অব্ প্রসিডিউর দেখুন। জিরো আওয়ার-এর কোন প্রভিশান নেই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— স্যার, স্পীকার আমাকে বলে গেছেন। তখন আপনি ছিলেন না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, স্পীকার মহোদয় তো এলাউ করেছেন। যেহেতু আপনি সেটা ডিস-এলাউ করতে পারেন না। স্পীকার মহোদয়কে আসতে বলুন।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, স্পীকার বলেছে পরে তুললে দেখা যাবে।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— স্যার, আপনি যদি বলতেন যে, এই মেটারটা শেষ হওয়ার পরে আপনি এটা উৎথাপন করুন।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শুনুন বর্মন সাহেব, আপনি স্পেশাল ডিস্কাশান আনুন, আমি এটা এলাউ করব। আমি বলেছি তো এলাউ করব।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন : - আমি বলেছি স্যার, আই কেন নট গেট টু-এ ডিস্কাশান এজ লং এজ নট টেবিল ইন দ্যা হাউস। স্যার, এটাকে টেবিলে লে করার জন্যই বলছি। এবং গভর্ণমেন্ট যেন এই রিপোর্ট সাবমিট করে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— গভর্ণমেন্টের রিপোর্টে সাবমিট করার জন্য কি অ্যাপীল করেছেন ?

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— না স্যার, আপনিই তো করবেন।

মি: ডে: স্পীকার :— আমি শুনেছি তো।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :-- স্যার, ৩১শে জানুয়ারী জাষ্টিস্ কে. এম. ইউসুফ উনার ফাইন্যাল রিপোর্ট এনেছেন...... ।

মি: ডে: স্পীকার : — শ্যামাবাবু কি বলছিলেন ?

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— উনার একটা পয়েন্ট স্যার, হি হেজ এ পয়েন্ট টু রেইজ এ্যাণ্ড স্পীকার হেড এডমিটেড আফটার রেফারেন্স অর কলিং এটেনশান পিরিয়ড। এখন উনি মেনশান করবেন, বিষয়টা সরকার পক্ষ গ্রহণ করবে, না বর্জন করবে সেটা আলাদা ব্যাপার। বাট হি হেজ রাইট টু রেইজ এজ হেজ বীন অথারাইজ বাই দ্যা স্পীকার।

মি: ডে: স্পীকার :— এটা হয়েছে কিনা। আমার তো ব্যাপারটা আনতে হবে।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— স্যার, মাননীয় সদস্য যখন প্রথম দিকে কথাটা তোলার চেষ্টা করছিলেন তখন হাউসের মধ্যে যে ভাবে কথাবার্তা চলছিল কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। মি: স্পীকার তখন ছিলেন। এটা এখন না এটা রেফারেন্স এর পরে বলুম।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মি: ডে: স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা যেটা তুলেছেন এটা নোটিশ দিয়ে আসুক, এটা নোটিশ দিলে পরে গভর্ণমেন্ট সে সম্পর্কে তার বক্তব্যটা এলাউ করবে না করবে সেটা আলাদা ব্যাপার।

মি: ডে: স্পীকার :— আপনি প্রস্তাবটা রেইজ করুন।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— এইভাবে হস্তক্ষেপ করলে বেরী বেড। ৩১শে জানুয়ারি ২০০০ইং, সালে বিমল সিংহ মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন করার জন্য যে ইউসুফ কমিশন গঠিত হয়েছিল তার ফাইন্যাল রিপোর্ট ৩১শে, জানুয়ারী ২০০০ইং সালে এই সরকারের কাছে জমা দেওয়ার কথা। ১১ই ফেব্রুয়ারী ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী আমাদের এখানে এসেম্বলী চলছিল তখনও এটা টেবিল হয় নাই। এবার সেশানেও টেবিল হয় নাই। নিয়ম হয়েছে স্যার, এজ পার কমিশন অব অনকোয়ারী দ্যাট ১৯৫২ সেক্শান থ্রি ক্লজ ফোর, এখানে উল্লেখ করা আছে দ্যা এপ্রোপ্রিয়েট গভর্ণমেন্ট সেল কস্ টু বি রেইজ বিফোর দ্যা হাউস অব দ্যা পিপল অর অব দ্যা কেইস মে বি দ্যা লেজিশলেটিভ এ্যাসেমলী অব দ্যা ষ্টেট রিপোর্ট অব পোন অব দ্যা কমিশান আণ্ডার সাব সেকশান ওয়ান টুগেদার উইথ এন মেমোরেনডাম অব দ্যা একশান টেকেন দেয়ার অন উইথ ইন এ পিরিয়ড অব সিক্স মানথ অব দ্যা সাবমিশান অব দ্যা রিপোর্ট বাই দ্যা কমিশন টু দ্যা এপ্রোপ্রিয়েট গভর্ণমেন্ট। গভর্ণমেন্টের কাছে ৩১শে জানুয়ারী এটা জমা দেওয়া হয়েছে। তা নাহয় এক্সপেরী আরোও ৬ মাস। ২০শে জুলাই আমাদের হাউস শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই, ছয় মাস পার হয়ে যাবে. ইট ইজ নট বী টেবিল এমন দৃষ্টান্তও হয়েছে, ফুবোরা ১৯৮০ সালে

যে কমিশন গঠন করা হয়েছিল এটাও জাসটিস্ এ কে ১৯৮০ সালে কমিশন গঠন হওয়ার পরেও ৪ বছর পর টেবিল করা হয়েছে এবং এটাও রিজেকটেড। কারণ কি অন হ্যাপ্পি। স্যার, আপনার কাছে অনুরোধ করছি, এটা ১৯শে জুলাই ২০০০ইং তারিখের মধ্যে প্লেস করার জন্য এবং এটার সম্বন্ধে ডিসকাশন করার জন্য এটা আপনি বলে দিন।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এসে বলবেন।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— স্যার, তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কল্ করে আমাদের বলুক স্যার।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— বলবে। আমাদের হাতে তো সময় খুব বেশী নেই, এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট, তাহলে আপ'ন কুড়ি মিনিট পাচ্ছেন।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মন :— স্যার, তাহলে আপনি সময় বাড়ান না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— না, স্যার, এটা যা খুশি করার জন্য তো হাউস না। রাত্রি ১২টা ৩ টা করার মত তো হাউস না, বাড়িতে তো কাজ আছে। যা হচ্ছে এখানে তা উচিৎ না।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR—2000-2001

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই।

শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই :— মাননীয় সদস্যা কক্বরক্ ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন।

কক্বরক্

শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই :— মানগীনাং ডেপুটি স্পীকার স্যার, অ জুলাই মাসনি থাংনাই ১০ তারিখঅ মানগীনাং অর্থমন্ত্রী বিধানসভাঅ ২০০০-২০০১ সালনি যে বাজেট পেশ খীলাইমানি অম'ন আং সমর্থন খীলাইঅ। স্যার, চিনি ত্রিপুরা রাজ্য আংখা কাইসা উংকলক কীলাইজাক রাজ্য। অর, ২৩ লক্ষ জাতি উপজাতি বরক বাস খীলাইঅ। বনি বিসিংঅ দারিদ্র সীমারেখানি নীচে বাস খীলাইনাইনি সংখ্যা আংখা (৮০) আশি শতাংশ। অ বাজেটেঅ মানগীনাং অর্থমন্ত্রী পিছিয়ে পড়া উপজাতিরগনি বাগাই রাং বরাদ্দ খীলাইখা আশি কোটি চৌদ্দ লক্ষ। থাংনাই বিসিঅ পয়তাল্লিশ হাজার ছয়শ একজন ছাত্রছাত্রীন' স্কলারশীপ, এক লক্ষ একাত্তর হাজার পাঁচশ নিরানব্বই জনা ন পড়েনানি বই, তেই চারশ সাতান্নটা পরিবারন পুনর্বাসন রিনানি বাগাই আর্থিক সাহায্য রিহরজাকখা। পি: জি: পি কর্মসূচীনি তাই পাঁচশটা রিয়াং পরিবারন আর্থিক সাহায্য রিহরজাকখা।

মানগনাং মুখ্যমন্ত্রীনি পঁচিশ দফা গুচ্ছ প্রকল্পনি বিসিংতৌই এ, ডি, সি এলাকাঅ একশ বাইশটা জে, বি, ইস্কুল খীলাই জাকখা। তেই পঁচানব্বইটা ইস্কুল নক্ তিসানানি সামুং চলিতংঅ, উপজাতি এলাকাঅ এক হাজার ছয়শ ছয়ত্রিশ হেক্টর জায়গাঅ চাষ খীলাইনানি জায়গা খবজাকখা। অ'ব প্রমাণ আংখা যে বামফ্রন্ট পিছিয়ে পড়া বরকনি স্বার্থে সামুং তাংঅ প্রত্যন্ত অঞ্চলঅ সাকহামকীরাইনি বাগাই ছৈলেংটা, গণ্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর, টাকারজলা, বিলোনিয়া বতৌই জায়গাঅ উন্নত মেশিন আচুক জাকখা। তেই অ বাজেট আংখা জনসাধারননি হামকীরাইনি লামা। আং বিরোধি দলনি যত সদস্য রগন অনুরোধ খীলাইনাই অ যে অ বিধানসভাঅ যে বাজেট পেশ খীলাই জাকখা অ বাজেটন সমর্থন খীলাইঅই রাজ্যনি উন্নয়ননি স্বার্থে সামুং তাংনা বাগাই। অ কক্ সাঅই আং আনি কক্ অর' মীথাকখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই : — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ১০ই জুলাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় ২০০০-২০০১ ইং সনের যে বাজেট পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করছি। স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে একটি পিছিয়ে পড়া রাজ্য। এখানে ২৩ লক্ষ জাতি উপজাতির লোকের বসবাস। তার মধ্যে দারিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাস করছে ৮০ শতাংশ লোক। এই বাজেটে মাননীয় অর্থমন্ত্রী পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের জন্য বরাদ্দ করেছেন মাত্র আশি কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকা। গত বছর পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শ একজন ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশীপ, এক লক্ষ একাত্তর হাজার পাঁচশ বিরানব্বই জনকে পড়ার বই, এ ছাড়া চারশ সাতান্নটা পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পঁচিশ দফা গুচ্ছ প্রকল্পের মাধ্যমে এ, ডি, সি এলাকাতে একশ বাইশটা জে, বি, ইস্কুল তৈরী করা হয়েছে। এছাড়া পঁচানব্বইটা ইস্কুল ঘর তৈরীর কাজ চলছে। উপজাতি এলাকাতে এক হাজার ছয়শ ছয়ত্রিশ হেক্টর জায়গা চাষের আওতায় আনা হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, বামফ্রন্ট সরকার পিছিয়ে পড়া জনগণের স্বার্থে কাজ করছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনস্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য ছৈলেংটা, গণ্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর, টাকারজলা, বিলোনিয়া ইত্যাদি জায়গায় উন্নত মেশিন বসানো হয়েছে। এ ছাড়া এই বাজেট হল জনগণের উন্নয়নের পথ। আমি বিরোধী দলের সকল সদস্যদের অনুরোধ করব যে, এই বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সে বাজেটকে সমর্থন করে রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করার জন্য। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতি সন্ধ্যারাণী দেববর্মা।

শ্রীমতি সন্ধ্যারাণী দেববর্মা :— স্যার, গত ১০ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ২০০০ এবং ২০০১ সালের যে বাজেট পেশ করছেন, এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি। ভারতের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সবচেয়ে পিছিয়ে পরা এবং তার মধ্যে নানা সমস্যা

জর্জরিত। এই পিছিয়ে পরা রাজ্য দীর্ঘকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা এবং নানা সমস্যার প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী করবিহীন বাজেট পেশ করেছেন। এর জন্য আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের বলছি এখানে ৬ জনের নাম দেওয়া হয়েছে, কি করে অ্যাডভাইজ করব ?

শ্রীরতনলাল নাথ :— এখানে অপজিশনের টাইমটা আমরা ঠিক করব স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এর মধ্যে আমি ২০ মিনিট সময় দেব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— আমরা বক্তব্য রাখার পর উনি অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী বক্তব্য রাখলে রাখবেন বেশী ইচ্ছা করলে তো পারবেন না। আমি ৫ টার মধ্যে শেষ করে দেব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, আমরা চুপ করে বসে থাকি তাহলে তারাই বলুক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না, না প্রশ্ন তো এটা না।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, আমরা যে কথা বলি তার উপর ভিত্তি করে উত্তর দেবেন। আর না হলে কি উত্তর দেবে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটা কি করে সম্ভব বলুন বাজেটের কথা বলতে যদি হাউস এক্সটেন করতে হয়, তাহলে সবটা সময় চলে যাবে। মাননীয় সদস্য শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য ১০ মিনিট বলুন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য (বড়দোয়ালী) :— স্যার, ২০০০ এবং ২০০১ সালের যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তা হল ২২৩৯'৬৫ লক্ষ টাকা এটা একটা বিরাট অংশ। এখন আমার প্রশ্ন হল এই টাকাটা কি করে খরচ হবে। এই রাজ্যের চার ভাগের তিন ভাগ অংশ উপজাতি যারা উগ্রপন্থী তাদের দ্বারা উপদ্রুত টাকাটা কোথায় খরচ হবে। বিভিন্ন খাতে দেখানো হয়েছে বিরাট বিরাট অংশ। বিভিন্ন খাতে দেখানো হয়েছে উন্নয়ন-মূলক পরিকল্পনা, কিন্তু কি করে হবে পরিকল্পনাটা ? এই পরিকল্পনাটা কি ভাবে রূপায়িত হবে বা গত বছরের যে বাজেট তার কত অংশ খরচ হয়েছে ? আর কত অংশ পেপার অ্যাডজাষ্টমেন্ট হবে ? কাজেই, এই রকম বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। কাজেই, একটা পেপার এডজাষ্টমেন্ট হবে এইরকম একটা বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারিনা। একটা ডিসট্রিকট লাইট ষ্টেটের বিরাট একটা দৃশ্য প্রায় ২২ কোটি টাকা এটা একটা বিরাট টাকা। ভারতবর্ষের কোন ডিস্ট্রিক্টের মত এটা কল্পনা করতে পারি না। ২২শ কোটি টাকা একটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে খরচ হবে। কিন্তু খরচা তো হয়না। পেপার এডজাষ্টমেন্ট হচ্ছে। বলুন কোন সরকারী কর্মচারী, কোন কর্মী, কোন্ উন্নয়নমূলক বিষয়ে যারা কাজ করেন সরকারী কর্মী তারা কোথায়

উপদ্রুত এলাকায় যেতে পারেন, কোথাও কাজ করতে পারেন, সবাই শহরের মধ্যে বসে বসে পেপার এড্‌জাষ্টমেন্ট করেন। পেপার এড্‌জাষ্টমেন্টের টাকাগুলো কোথায় যায় ? পঞ্চায়েতের কথা চিন্তা করুন। পঞ্চায়েত সেক্রেটারী কি করেন, পঞ্চায়েত কমিটিগুলো কি করে। আমি তাদের দোষ দিচ্ছি না। তারা যেতে পারে না। মানুষ কাজ করে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য, পরিবারের জীবন বাঁচাবার জন্য। তারা জানে সেখানে গেলে আর ফেরত আসবে না। কাজেই, বসে পেপার এডজাষ্টমেন্ট করে। পি. ডাব্লিউ. ডি-র ইঞ্জিনিয়ার যারা কাজ করেন, বিভিন্ন কর্মী যারা কাজ করেন তারা জানেনা যে এই রাস্তাঘাট যেগুলো দেখানো হয়েছে বা যেটা কাজ করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে সেই কাজগুলো হবে না। কিন্তু দেখাতে হবে আমরা কাজ করছি। টাকাটা কি হচ্ছে পেপার এড্‌জাষ্টমেন্ট হচ্ছে। আপনারা জানেন শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশাল একটা অংশ করা হয়েছে রাজ্যের অধিকাংশ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ, রাজ্যের অধিকাংশ প্রাইমারী সেক্শান বন্ধ, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল বন্ধ। এ করেও শিক্ষার একটা অংশ দেওয়া হয়েছে শিক্ষার প্রতিফলনের জন্য। কোথায় টাকাটা খরচ করবে তারা ? রাজ্যের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি কোথায় যে টাকা খরচ করবে। আর যেখানে টাকা খরচ হওয়া উচিৎ সেই জায়গাতে কিন্তু টাকা খরচ হচ্ছে না। কারণ উগ্রপন্থীর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে গেলে যে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সেই পুলিশ ডিপার্টমেন্টের টাকা কম। আবার আমাদের যে তথ্য জানা আছে ত্রিপুরা পুলিশের যে হাতিয়ার আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিত্যক্ত থ্রি নট থ্রি রাইফেলস আছে। সেই রাইফেলস নিয়ে উগ্রপন্থীদের প্রতিরোধ করা যায় না। কাজেই, সেই জায়গার মধ্যে আমরা বুঝতে পারি না আজকের ত্রিপুরার স্বাভাবিক অবস্থা যদি থাকে তাহলে পুলিশের বাজেট বাড়িয়ে ধরতে কোন আপত্তি নেই। উন্নয়ন খাতে বাজেট বেড়ে যাক কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আজকের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে পুলিশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। পুলিশের যে অস্ত্র তা আধুনিকতম করতে হবে এবং পুলিশের হাতে দিতে হবে সেই অস্ত্র যে অস্ত্র দিয়ে এখন দূর করা যায় উগ্রপন্থীদের। এই না হলে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থার পরিবর্তন হবে না। আমি জানি না এই সরকার পরিকল্পিত ভাবে উগ্রপন্থীদের অগ্রগতি বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশের বাজেটকে কম করে দিয়েছে। এই হচ্ছে, এই রাজ্যের পরিস্থিতি। আজকে যে পরিস্থিতি ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে এটা স্বীকার করার উপায় নেই ত্রিপুরা রাজ্য আজকে গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে উগ্রপন্থীরা গুলি করে মানুষ হত্যা করত এখন জোর করে ধরে মানুষ নিয়ে যায়। তারপরে বাড়িঘরে আগুন লাগায়। এখন পাল্টাপাল্টি হচ্ছে। অর্থাৎ একটা জাতিগত দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে এবং শুধু জাতিগত দ্বন্দ্ব নয় এর পরিস্থিতি রয়ে গেছে ধর্মগত পরিস্থিতি। আপনারা জানেন যে উগ্রপন্থীদের একটা হুলিয়া জারী করা হয়েছে যে এ ডি. সি এরিয়াতে খ্রীষ্টান ছাড়া থাকতে দেওয়া হবে না। এরা কারা ? আমরা জানি যে এই রাজ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বৈদেশিক যারা এজেন্ট এরা মানুষে মানুষে খুনাখুনি লাগাবার চেষ্টা করছে। এদের কনুটেন্

করতে হলে এই রাজ্যের অভ্যন্তরে শক্তিশালী ফোর্স গঠিত করতে হবে। এবং রাজ্যের বর্ডারগুলিতে নিরাপত্তাবলয় জোরদার করতে হবে। যেটা দিয়ে উগ্রপন্থা রোধ করতে পারবেন। বিদেশী চর আই, এস, আই, এবং সি, আই, এ সংস্থাগুলি বিদেশী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই, এই শক্তিগুলিকে রোধ করতে হবে। এটা না হলে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট দিয়ে কি হবে ? বাজেটের সবটা খরচ করার দরকার পুলিশ ডিপার্টমেন্টের জন্য। আমরা পত্রপত্রিকায় কিংবা লোকমুখে শুনেছি কিংবা দেখেছি সেই সংবাদ সি, আর, পি, এফ, বাহিনীর দ্বারা তাণ্ডব। নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। উগ্রপন্থী সহযোগী সন্দেহে মারধোর করা হচ্ছে।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— স্যার, শেষ করছি, কাজেই, সেখানে মানুষের নিরাপত্তা পুলিশের উপর কি দাঁড়িয়েছে। আপনারা জানেন যে প্রাচ্যভারতী স্কুলের শিক্ষকা নকল ধরার অপরাধে তাকে আক্রমন করা হয়েছে। সে আহত অবস্থায় এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— কনক্লুড করুন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— পৌরসভায় ১৩ জন কংগ্রেসী মেম্বার আছেন। কাজেই সেই টাকা পৌরসভায় দিলে কংগ্রেসী সদস্যদের সুনাম হয়ে যাবে তার জন্য টাকা দেওয়া হচ্ছে না। আপনারাতো দিল্লী থেকে টাকা আনেন। কিন্তু টাকা পৌরসভাকে দেন না। এটা খুবই পরিতাপের কথা। আপনারা টাকা না দিলেও মানুষ কংগ্রেসীকে ভোট দিয়ে যাবে। মানুষ বোকা না। কংগ্রেস কাজ করছে না এটা মানুষ বিশ্বাস করবে না। স্যার, খোশবাগানে জল নেই। পৌরসভা থেকে গাড়ী করে সেখানে জল দিচ্ছে। আধ বালতি করে জল। গিয়ে দেখুন, কি বিভীষিকাময় অবস্থা। একটা প্রশাসন চালাতে গেলে রেসপন্সিবল গভর্ণমেন্ট দরকার। সেটার কোনটাই এই বাজেটে প্রতিফলিত হয়নি। কাজেই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারিনা। এই টুকু বলেই, আমি আমার সংক্ষিপ্ত বাজেট বক্তৃতা এখানেই শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ। মাননীয় সদস্য আপনি ১৫ মিনিট সময় পাবেন। এই সময়ের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার বাজেট আলোচনা শুরু করার আগে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব, অ্যাসেম্বলী বাজেট স্ক্রুটিনী গঠন করার জন্য। এর মূল উদ্দেশ্য, বিভিন্ন দপ্তর যে বাজেট করেন, তাতে সহায়ক হবে এবং সেখানে বিভিন্ন দপ্তরের অফিসাররা থাকবেন। স্যার, বাজেট আলোচনার শুরুতেই 'বিসমিল্লাতেই

গলদ'। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আমি একথা বলছি। আমি অর্থনীতিবিদ নই। আমি কলা বিভাগের ছাত্র। মুখ্যমন্ত্রী বাণিজ্য বিভাগের এবং অর্থমন্ত্রী বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। স্যার, বাজেট এট-এ গ্ল্যান্স এই বইয়ের পেজ নাম্বার ৫ এ যে চার্ট দিয়েছেন সেখানে ওপেনিং ব্যালেন্স দেখান হয়েছে, ৮৯'৫০ লক্ষ টাকা। স্যার, এই বাজেট এট-এ গ্ল্যান্স বইয়ের পেজ নাম্বার, ১৪ এ রিসিপট এবং অ্যাক্সপেন্ডিচার একটি গ্রাফের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। এখানে মোটা দাগ রিসিপ্ট এবং চিকন দাগ অ্যাক্সপেন্ডিচার। স্যার, আমি এখানে ক্যালকুলেটর এনেছি। এই ক্যালকুলেটর দিয়ে আমি দেখেছি, ১৯৯৯-২০০০ সালে অ্যাক্সপেন্ডিচার হয়েছে ১৮৭৪.০৬ এবং রিসিপ্ট. ১৯৮৫'০২। ক্যালকুলেটর আমাকে বলছে, ৮৯.৫০ লক্ষ টাকা নয়, ওপেনিং ব্যালেন্স হবে ১১০'৯৬ কোটি টাকা। কাজে কাজেই, এটা ঠিক না হলে এই বাজেট-এ কোন আলোচনা চলেই না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ব্যাপারটি একটু বুঝিয়ে দিবেন এখানে আরো ২৭৫২ টাকা থাকার কথা। সেটা কোথায় গেল? মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট এট-এ গ্ল্যান্স বইয়ের পেজ নাম্বার ১৪ এ গ্রাফ আঁকতে গিয়ে বাহাদুরি দেখাতে গিয়েই এই প্রবলেম তৈরী করে ফেলেছেন। আর দুই নাম্বার হচ্ছে, পূর্ব অভিজ্ঞতায় বলতে হবে, এই বাজেট সামঞ্জস্যহীন, করযুক্ত এবং উদ্বৃত্ত বাজেট। স্যার, বাজেট এট-এ গ্ল্যান্স-এর পেজ ফাইভে তিনি বলেছেন রিসিপ্ট সাইটে রাজ্যের আয় ১৮৮'৭৪ কোটি টাকা। তাহলে দেনা কত? বাজেট ভাষণে উনি বলেছেন ১৪৪৭'২৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূল হল ৪৫ কোটি টাকা। এটা বাজেট এট-এ গ্ল্যান্স পেজ ১৭-এ। এবং এই মূল টাকা যেটা ঋণ বাবদ আনলেন ওটার সুদ দেবেন ২০৫ কোটি টাকা। টোটাল ২৫০ কোটি টাকা। আমার রাজ্যের রোজগার হলো ১৮৮'৭৪ কোটি টাকা আর দেনা দেবেন ২৫০ কোটি টাকা, দেনা আরও রয়ে গেলো ৬১'২৬ কোটি টাকা। এই টাকা কোথা থেকে আসবে? উনার বাজেট ভাষণের পেজ ৩-এ উনি সুনির্দিষ্ট ভাবে একটা কথা বলেছেন যে—"বাজেট রচনা করার মতো চাতুর্য্যপূর্ণ কূট-কৌশল সরকারের হাতে নেই।" কিন্তু উনার হাতে আছে। টাকা উনি আনলেন। এটা টাকা দিয়ে একখানের দেনা দিয়ে ৩ জনের কাছ থেকে আবার দেনা করলেন। একবার দেনা দিতে গিয়ে উনি বারবার দেনা করলেন। দেনার পর দেনা। তারপর পেজ ১৭ বাজেট এট-এ গ্ল্যান্সে উনি বললেন বাজার থেকে তোলা তুলবেন ৮০'০৫ কোটি টাকা। এটা কিসের জন্য প্ল্যানের জন্য উনি ৬১'২৬ কোটি টাকা উনার দেনা দিয়ে দিলেন। তাহলে উনার কাছে রইল কি? কিছুই না। স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় বাজেট ভাষণের পেরা ৫-এ বলছেন "আর্থিক অবস্থার এই দুরূহ পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি বর্তমান বাজেট পেশ করছি। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, অনেক রাজ্যের আর্থিক অবস্থারই এক লাফে দ্রুত অবনতি ঘটেছে" তার পরে উনি আবার বলেছেন, "তবে ত্রিপুরায়, আমরা আমাদের প্রাপ্ত সহায়-সম্পদ দিয়েই আমাদের আর্থিক অবস্থা সামলাতে পেরেছি। এবং এর মধ্যে দিয়ে রাজ্যে আর্থিক সুস্থিতির পরিবেশ আনা সম্ভব

হয়েছে। রাজ্যের হাতে যে আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে, বিচক্ষণতার সাথে এর পরিচালনার সুবাদেই প্রধানত: এই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।" ভারতবর্ষের কোন রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরা পারেননি, উনি পেরেছেন। স্যা'র, আমার কাছে ইনফরমেশান আছে উনাকে দিল্লী নিয়ে যেতে পারে এর জন্য। তাহলে ১৩৭৩'৮৫ কোটি টাকা যে বাজেট করেছেন সেটা কোথা থেকে আনবেন? হয়ত এই টাকা কেন্দ্র অনুদান দেবেন, নয় ঋণ বা প্ল্যান এর টাকা তাই যদি হয় তাহলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এত গালাগাল কেন? তাদের উপর নির্ভর করেই চলবেন, আবার এখানে আপনারা রিজলিউশান এনেছেন রাজ্যের হাতে ক্ষমতা দেবার জন্য। এটা আমি বুঝতে পারছি না। এই পদ্ধতিতে বাদলবাবুর পক্ষেই সম্ভব। অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়। স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়ের বাজেট ভাষণের একটা লাইন আমি বুঝতে পারছি না এবং কর্মচারীরা যারা বাজেট ভাষণ দেখেছেন তারাও আমাকে এই লাইনটি সম্পর্কে বলেছেন যে, "চলতি বছরের বাজেটে লক্ষ্যনীয়, রাজ্যের মোট ব্যয়ের ৬০ শতাংশেরও অধিক খরচ হবে সরকারী কর্মচারীদের বেতন, অবসরকালীন ভাতা, ঋণ পরিশোধ বাবদ।" এই লাইনটা এক সাথে করেছেন কেন আমি বুঝি না। উনারা মাঠে কর্মচারীদের কাছে বক্তৃতা করেছেন যে, কর্মচারীদেরকে টাকা দিতে ফতুর হয়ে যাচ্ছেন। কর্মচারীদের সম্পর্কে উনিই বলেছেন নীট অর্থ কত খরচ হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার: মাননীয় সদস্য এই রকম করতে করতে আপনি আসল কথা বলতে পারবেন না।

শ্রীরতনলাল নাথ:-- আসল কথার দরকার নেই, আসল কথা বলব না, এটাই আমার আসল কথা। পেইজ ৬-এ কর্মচারীদের সেলারী সম্পর্কে উনি বলেছেন ৪০,৯৬৮.৯৯ টাকা খরচ হয় যদিও এটা ঠিক নয়। তবুও উনার পারসেন্টেইজ হিসাবে আমার কেলকুলেটারে এসেছে ৪০'৮২ টাকা। তাহলে কেন এই সেন্টেন্সটা এখানে কি মনে করে আনা হয়েছে? এটা পড়লেই তো মনে হয় কর্মচারীরা সব নিয়ে যায়, এই কর্মচারীদের দিয়েই তো কাজ করানো হবে, স্যার অথচ তারা কিছুই পাবেন না। উনার ভাষণে ঋণ পরিশোধের কথা বলেছেন, এটা তো ফিনান্সের ব্যাপার উনি করতে বাধ্য, সেজন্য তো টাকাই রাখা হয়েছে। তাহলে এটার মধ্যে এনে এই সেনটেন্স এক সাথে করাতে এটা মনে হয় কর্মচারীরা ৬০ পারসেন্ট নিয়ে গেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মেনপাওয়ার মিনিষ্টার উত্তর দিতে গিয়ে আমার প্রশ্নের সময়, দেখা গেছে পরিসংখ্যান দিতে পারেননি। এই কর্মচারীর সংখ্যা কত কি করে দেবেন? আমি তো কমপিউটার টিপ দিয়েই পেয়ে গেছি। কমপিউটারে সংখ্যা কত এখানে বলতে গিয়ে বললেন এই সংখ্যা নেই। টাকা যখন আনতে যান দিল্লীতে তখন পরিষ্কার ভাবে এখানে লেখা আছে যে, রেগুলার এমপ্লয়ী তার সংখ্যা হলো ৮৪,৮,৪৮ জন। আর কি আছে? আর

আছে ফিনান্স ক্লিয়ারেন্স ? অথচ ফিক্সড্ এমপ্লয়ী বিভিন্ন রকম গ্র্যাজুয়েট টিচার আছে, জুনিয়র এস. ডি' ও. আছে এদের সংখ্যা হচ্ছে ৯ হাজার, ৯২ জন এইগুলি ফিনান্সের এপ্রুভ্যাল আছে। তারপর আছে ৭৪২ জন তারা হল জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার এদেরও এপ্রুভ্যাল আছে। আর আছে অনিয়মিত কর্মচারী তাদের সংখ্যা ১৬ হাজার ২ শত ৯৮ জন। সুতরাং প্রযুক্তি যুগে কমপিউটারের এই রকম ব্যাখ্যা করলে চলে না স্যার। স্যার, এটা আশা করি ৯৯২ জন কর্মচারীদের ফিনান্স এপ্রুভ্যাল আছে কিন্তু তারপরও এই সেনটেন্সটা কেন বিবৃতি দিলেন ? এটা কাইগুলি ক্লিয়ার করুন নতুবা এটা কর্মচারীদের মিসআণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং করবে এবং তাদের কাছ থেকে হেল্প পেতে অসুবিধা হবে। স্যার, এখানে একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন সেটা হল অউপজাতি, মনে হয় আমি যত দূর বুঝতে পেরেছি যারা উপজাতি নয় কিন্তু বাংলা ভাষায় এই ভাবে কোন শব্দ গঠন করা ব্যাকরণ বিরুদ্ধ এবং অশুদ্ধ শব্দ হবে। অনু উপজাতি, ন উপজাতি, অ উপজাতি যদি হতে পারে তাহলে অউপযুক্তও হতে পারে। অনুচিত না বলে অউচিত না বলতে পারি কিন্তু ইট ইজ নট কারেক্ট। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বলব নৈ তৎপুরুষ সমাসটা কাইণ্ডলি একটু পড়ে দেখুন তাহলে কোনটা শুদ্ধ কোনটা অশুদ্ধ বুঝতে পারবেন। যারা উপজাতি নয় তাদেরকে অউপজাতি বলা ব্যাকরণগত ভাবে অশুদ্ধ। অশুদ্ধ নয় ? নৈ তৎপুরুষ সমাসে বলা আছে ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্বে অ বসিয়ে কোন্ কোন্ জায়গায় সাধারণতঃ পুরুষ সমাস করা যায় যেমন, নয় হিন্দু হবে অহিন্দু, নয় মুসলমান, হবে অমুসলমান, নয় খ্রীষ্টান হবে অখ্রীষ্টান কিন্তু নয় উচিত হবে অনুচিত। নয় উপযুক্ত হবে অনুপযুক্ত, নয় এক হবে অনেক, নয় ইচ্ছা হবে অনিচ্ছা। এখানে স্যার, বলতে আমরা ভুল বলতে পারি, কিন্তু লিখতে গেলে শুদ্ধ করে লিখতে হয়। সুতরাং এগুলি সম্পূর্ণ ব্যাকরণ বিরুদ্ধ। এগুলি লেখা উচিত না। এখানে স্যার, টোট্যাল প্রশাসনকে বাদলদা হাতের কব্জায় নিয়ে এসেছেন। বাজেটের সব মিলিয়ে উনার অর্ধেক আর সব মিলিয়ে অর্ধেক। তারপরও আর অ্যাকসাইজের একটা টুকরো বোধহয় পেয়েছেন সেটা গভর্ণমেন্ট ডায়েরীতে পাইনি। সব মিলিয়ে অর্ধেক আর উনি অর্ধেক। স্যার, মন্ত্রীসভার মধ্যে গ্রুপিজম বা দলাদলি আছে বলে আমি মনে করি। কারণ, লোকে বলে উনি দক্ষিণের মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু কাগজেপত্রে উনি প্রমাণ করে দিয়েছেন উনি এখানকারও মুখ্যমন্ত্রী। আমি কাউকে আঘাত করার জন্য বলছি না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে এসেছেন উনাকে দেখেছি উনি খুব টেনশান ফিল করছেন। দেখা যাচ্ছে বাদলবাবু খুব কৌশলে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডানা ছাঁটাই, পবিত্র বাবুর ডানা ছাঁটাই, কেশব বাবুর ডানা ছাঁটাই, পঞ্চায়েত মন্ত্রীর ডানা ছাঁটাই। এটা খুব কু-লক্ষণ। কারণ, যারা ঝগড়া করবে, তাদের পক্ষে রাজ্যের উন্নয়ন, রাজ্যের মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারেনা।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ। আপনি শেষ করুন।

শ্রীরতন লাল নাথ :— বীরজিৎবাবু বলবেন না, উনার সময়টা আমি বলছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — আপনাকে এমনিতেই ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে, তারপরে আর ৫ মিনিট মোট ২০ মিনিট হয়ে গেছে। এমনিতে-তো ৬ মিনিট সময় মাননীয় সদস্য আপনি শেষ করুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, পুলিশ উন্নয়নে অ্যাক্সপেনডিচার মাত্র ১২ পারসেন্ট সংস্থান রাখা হয়েছে। মাত্র ২৩ লক্ষ টাকার মত। পুলিশ দপ্তরে এত বড় আয়োজন, হাউ ইট ইজ পসিবল্? স্যার, পুলিশের জন্য যা বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেই টাকা দিয়ে পুলিশ উন্নয়ন সম্ভব না। বাদলবাবুর দপ্তরগুলির জন্য মোট বরাদ্দ ১০১২.০৭, বাজেটের মোট বরাদ্দের ৪২.৬৩ শতাংশ, আর বাকী সবাই মিলে। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরের মোট ২২৭ কোটি ৭৪ লক্ষ ৭৫ শতাংশ হিসাবে মাত্র ৯.৩৮ শতাংশ। গত বৎসরের তুলনায় মাত্র ৮ কোটি ৫৫ লক্ষ বাড়ানো হয়েছে। স্যার, উনারা নাকি কৃষিতে বিপ্লব আনবেন। পঞ্চায়েতে বাড়িয়েছে ৩ পারসেন্ট, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারে ৩ পারসেন্ট, হেল্‌থে ৪ পারসেন্ট, অ্যাগ্রিকালচারে ৪ পারসেন্ট এটা দিয়ে উনারা বিপ্লব আনবেন ১০ বৎসরে। পাওয়ারে উনি এনেছেন ১১ পারসেন্ট, হায়ার এডুকেশানে ১ পারসেন্ট, প্ল্যান, সি, সি, এফ, এন, ই, এস, ই তিনটি মিলে ৩২ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা রেখেছে। আর একটা জিনিস এখানে রাখা হয়েছে রিলিফ এ্যাণ্ড রিহেবিলিটেশান। বাস্তুচ্যুত ব্যাপার নিয়ে প্রতিদিনই আলোচনা হয়। আজকেও তেলিয়ামুড়া নিয়ে কাজলবাবু বলেছেন, ট্রেজারী বেঞ্চের অনেকে বলেছেন। রিলিফ অ্যাণ্ড রিহেবিলিটেশানে ১০ লক্ষ টাকা মাত্র বাড়ানো হয়েছে। তেলিয়ামুড়ার জন্যই ১০ লক্ষ টাকা লাগবে। তারপরেও কি আমাদের বাজেটটাকে বাস্তবমুখী বলতে হবে? স্যার, আমি অনুরোধ করব যেগুলি এখানে বলেছি, সেই ব্যাপারগুলি উনি যেন ক্লিয়ার করেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এই ওপেনিং ব্যালেন্সটা ক্লিয়ার না করেন, তাহলে মাননীয় সদস্যরা কিভাবে পারটিসিপেট করবে? আমি অনুরোধ করব অনুপজাতি শব্দ অউপজাতি যেটা লিখেছে সেটা প্রত্যাহার করা হোক। কালকেও বললে হবে। এটা যদি ব্যাকরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারেন, তাহলে ঠিক আছে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদীপককুমার রায়।

শ্রীদীপককুমার রায় :— ধন্যবাদ স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০০০-২০০১ইং সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন এই বাজেট শুধুমাত্র যারা পেশ করেছেন ট্রেজারী বেঞ্চের তাদের স্বার্থে তাদের মনোনীত বাজেট এটা জনস্বার্থে নয়। কাজেই, এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। আমি শুধু দুই চারটা কথা বলেই শেষ করব, ৫ মিনিট সময় আমার লাগবে না। এখানে আপনাদের বইতে লেখা আছে পরিবহণ, পরিবহণের সুযোগ সুবিধার উন্নয়নে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমে আরো ৮টি নতুন বাস যুক্ত করা হয়েছে। কোন গাড়ী দুর্ঘটনায় পড়লে তা তুলে আনার জন্য বা

দুর্ঘটনার ফলে আহত ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য একটি ১৬ এম, টি, ক্ষমতাসম্পন্ন ক্রেন ও একটি অ্যাম্বুলেন্স কেনা হয়েছে। তা এই গাড়ীগুলি কোথায় আছে, কিভাবে আছে, কার কাজে লাগে আমরা জানিনা। স্যার, এই সব কারণেই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারি না। আপনারা সংখ্যা গরিষ্ঠের জোরে পাশ করিয়ে নেবেন। কিন্তু এই ক্রেন পড়ে রয়েছে ক্রেনের জায়গায়, এটা দিয়ে চলছে অন্য ব্যবসা, এটাকে যে উদ্দেশ্যে কেনা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে না এই হল বাজেটের নমুনা, সব ভুল তথ্য। আর শিল্প দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলাম একটা কথা লেখার জন্য, কিন্তু উনি সেটা লেখেননি, লিখলে আরও সুন্দর হত। এটা তিনি কি কারণে উল্লেখ করেননি আমি জানি না। স্যার, আমি আই, এন, টি ইউ, সি-র মেম্বার এবং অল ইণ্ডিয়া লেবার মিনিস্ট্রি মিটিং-এ গিয়েছিলাম গত দুই মাস আগে. আমি সাব কমিটির মেম্বার হিসাবে গিয়েছিলাম ওখানে সেই মিটিং-এ ত্রিপুরার ইণ্ডাষ্ট্রির একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি পরশু দিনের আগের দিনও বলেছিলাম এবং দিল্লী থেকে আমি এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কাগজও পাঠিয়েছিলাম। যাই হোক ঘটনাটা হয়েছে কি, যখন প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য ডেভেলাপমেণ্ট ওয়ার্কের ঘোষণা করছিলেন সেখানে তখন ত্রিপুরার জন্য চারটা আই, টি আই, ঘোষণা করেছেন, এই চারটা আই, টি, আই-কে সেংশন দিলে আপনার এখানকার বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে পারতেন এবং এটার জন্য আমি ১৫ লক্ষ টাকা সেংশনও করিয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন আরও দশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন, ওনার এই প্রস্তাবটা কিন্তু আমি আবার গিয়ে প্লেইস করব। আমি তিন মাস পর পর মিটিং-এ যাই দিল্লীতে। এটা একটা বিরাট ব্যাপার, চারটা আই, টি, আই. হবে আপনার ষ্টেটে, এটাকে আপনি ইনক্লুড করলে খুব ভাল হত। আমরা সবাই জানতাম কি হচ্ছে, না হচ্ছে। কিন্তু এটা আপনার এখানে নেই। স্যার, কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ থাকবে না আবার কিছু অপ্রয়োজনীয় অবাস্তব জিনিষ থাকবে তো এই ধরণের বাজেট তো আমরা সমর্থন করতে পারি না। তারপর হচ্ছে, হেলথ ডিপার্টমেণ্টে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সব অত্যাধুনিক মেশিনের কথা বলেন। অথচ এগুলির অপারেটর নেই, এগুলিকে সঠিকভাবে চালানোর মত কোন অপারেটর নেই এবং এগুলিকে উল্টাপাল্টা চালিয়ে মানুষ মারা হচ্ছে, কিভাবে মানুষ মারা হচ্ছে তার তথ্য স্যার, আমি কালকে দেব। স্যার, বিমলবাবু স্বর্গে চলে গেছেন, তিনি যে কি জিনিষ এই হাসপাতালে এনেছিলেন, আমি ব্যক্তিগত ভাবে ওনাকে শ্রদ্ধা করি। হাসপাতালটাকে ঢেলে সাজানোর ক্ষেত্রে ওনার যে কি উদ্যোগ ছিল, ডান সিটিস্কেন মেশিন, তারপর আরও অনেকগুলি মেশিন আছে এগুলি সব ওনার কন্যাগ্রেট এসেছিল। আর এখন এগুলি সব জংকার ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এগুলিকে ভালভাবে চালু করার ব্যবস্থা করুন। আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন ফুলবডি স্কেনিং মেশিন আনবেন, তা ফুলবডি স্কেনিং মেশিন তো এখানে

নূতন কিছু না। সুতরাং অ্যাজ এ হেল্থ মিনিষ্টার ডাক্তারদের কোথায় কোথায় অসুবিধা আছে এই সব সুবিধার জন্য রোগীরা মারা যাবে, এইগুলির প্রতিবাদ হবে না, এইভাবে বহু রোগী ভুল চিকিৎসার জন্য, চিকিৎসকের গাফিলতির জন্য মারা যাচ্ছে। আমি আগামী কালকে স্পেসিফিক তথ্য এই হাউসে দেব। এইগুলির প্রয়োজন আছে। কাজেই, এই ত্রুটিগুলিকে রেখে ঢেকে আপনারা বাজেট এনে বলেছেন যে আমরা এই এনেছি, সেই এনেছি, এই করছি, সেই করছি, আসলে কাজ কিছুই হচ্ছেনা। এই অবস্থায় এই বাজেটকে তো আমরা সমর্থন করতে পারি না। এই রকম অবস্থা হলো স্বরাষ্ট্র দপ্তরের-সমস্যা। এখানে আপনারা দেখুন পুলিশের নতুন নতুন ব্যাটেলিয়ন খোলা হচ্ছে, অত্যাধুনিক টাস্কফোর্স গঠন করা হবে, এটা যখন এর আগের ডি, জি, যিনি ছিলেন তিনি এখন চলে গেছেন, উনি সেই প্রস্তাব দিয়েছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এটাকে কার্যকরী করবার জন্য, উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান করবার জন্য এটা করেছিলেন। দীর্ঘদিন পরে হলেও এই ব্যবস্থা নিতে চলেছেন। কিন্তু কতটুকু এটা কার্যকরী করতে পারবেন, তা জানি না। নাকি শুধু এইগুলি গঠন করে তাদেরকে এখানে বসিয়ে রেখে দেওয়া হবে আর উগ্রপন্থী সমস্যা যেভাবে চলছে সেটা চলতে থাকবে। আর শুধু সি, আর, পি, সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখবেন। আমি সি, আর, পি,-র বিরুদ্ধে কিছু বলছি না, কিন্তু সারা রাজ্যের মানুষ আজকে এই কথা বলছে। গ্রামে যান, ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক কৃষক, থেকে আরম্ভ করে অফিসের কর্মচারী সকলেই বলছে, এই সি, আর, পি,র কাজের ভূমিকা। আমি কোন যৌক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে কোন বক্তব্য রাখতে চাইনা। কাজেই, আজকে এই সমস্যাকে এই উগ্রপন্থাকে দমন করতে হলে কিভাবে করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সেই ব্যবস্থাটা হলো-এইসব নতুন নতুন টাস্কফোর্স গঠন করে ব্যাটেলিয়নের কমাণ্ডেটদের স্পটে পাঠানো দরকার। ঘরে বসিয়ে রেখে সি, আর, পি, দিয়ে রং দেখার ব্যবস্থা করবেন না। আর এখানে সদরের মধ্যে পুলিশ, মিলিটারী দিয়ে আপনাদের চারিদিকে ঘেরাও করে রেখেছেন, আপনাদের নিরাপত্তার জন্য, এবং এজন্য আরো পুলিশ দাবী করছেন। এই যদি হয় তাহলে রাজ্যের উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান কোন দিনই হবে না। কাজেই, এই সমস্ত বাজেট এটা সমস্যার সমাধানের জন্য বাজেট নয়। কাজেই, এই বাজেটকে কোন অবস্থাতেই সমর্থন করা যায় না। আমি দুই চারটি তথ্য দিয়ে বললাম। এইগুলিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে এই বাজেটকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। এই বলে আমার বাজেটের উপর আলোচনা শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে গত ১০ই জুলাই, ২০০০ইং মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তার তীব্র বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। কারণ এই

বাজেট এটা-ত্রিপুরা রাজ্যের জনস্বার্থ বিরোধী এবং জনমুখী নয়। এটা আমরা দেখছি, সন্ত্রাসমুখী বাজেট। বিশেষ করে মাননীয় সদস্য শ্রীরতনবাবু বলেছেন যে, এটা বিলোনীয়ামুখী বাজেট। আমরা যখনই দেখি বিভিন্ন কাজ, পরিকল্পনার মধ্যে অ্যাট্-এ-প্ল্যান্স পি, ডব্লিউ, ডি, এবং উনার কাছে যত দপ্তর আছে সব বিলোনীয়াতে। ওয়াটার ট্যাঙ্ক পানীয় জলের-সবচেয়ে আগে হবে বিলোনীয়াতে। এক কোটি টাকা খরচ হবে তাতে। এবং এটা অটোম্যাটিক্যালী আমরা বলতে পারি এটা বাদলবাবুমুখী বাজেট। স্যার, এই বাজেটের মধ্যেও উপজাতিদের জন্য মায়া-কান্না করা হয়েছে, উনার বাজেট ভাষণেই সেটা উল্লেখ করা হয়েছে। বামফ্রন্টের লোকেরা সর্বদাই বলে যে, উপজাতিদের উন্নয়ন করতে হবে, পিছিয়ে পড়াদের উন্নয়ন করতে হবে। না হলে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হবে না। এই ধরণের কথা। ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠনের জন্য ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করেছিল এবং দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী সেটাকে বাস্তবরূপ দিয়েছিলেন। স্যার, আমরা দেখলাম, উনারা উপজাতিদের নিয়ে শুধুমাত্র মায়া-কান্নাই করেন। কিন্তু বাস্তবে এর কোনও মূল্য নেই। গত বছর এ,ডি,সি-র যে বাজেট ছিল এবারেব বরাদ্দ সেখানে অনেক কম ধরা হয়েছে। গতবার ছিল ৬৫,৬০,৭২,০০০ টাকা। এবার ধরা হয়েছে ৬৪,৫২,৫৩,০০০ টাকা অর্থাৎ এক কোটি আট লক্ষ উনিশ হাজার টাকা কমিয়ে দেওয়া হল। আপনারাই বলছেন জাতি-উপজাতি সম্প্রীতির স্বার্থে বন্দুক ছেড়ে যেন মূল স্রোতে ফিরে আসে। একদিকে এ. ডি সি-কে টাকা কম দেওয়া হচ্ছে এবং অন্যদিকে অন্য কিছু। তাহলে মুখের কথাটাকে বাস্তব রূপ কিভাবে দেওয়া যাবে। এটাতেই একটি জিনিষ পরিষ্কার হয়ে গেল যে আপনারা উপজাতি স্বার্থ বিরোধী। উপজাতিদের আপনারা তিলে তিলে মারতে চান। গত বছরের তুলনায় ৫০ পয়সাও যদি এ ডি -সির জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি পেত তাহলে বুঝতে পারতাম উপজাতিদের জন্য আপনাদের দরদ এক ফোঁটা বেড়েছে। বরং কমেছে যে এটাইতো আজ প্রমাণিত।

স্যার, বাজেট এখানে হলেও এই বাজেট বরাদ্দের টাকা দিয়ে পার্টি অফিসের নাম রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে স্বর্ণ মন্দির তৈরী হচ্ছে। পাকা দোতালা বাড়ি হচ্ছে। এই টাকা কোথা থেকে আসে? পার্টির জন্য কি দিল্লী থেকে আলাদাভাবে কোন বরাদ্দ আসে ঐ সব বিল্ডিং বানানোর জন্য? আপনারা বলেন না, এটা আমরা চাঁদা সংগ্রহ করে তৈরী করি। না, চাঁদা সংগ্রহ করা হয় না। ছাওমনু-গণ্ডাছড়াতে কাঁচা কূয়ার জন্য টাকা থাকে না। এই টাকা সম্পূর্ণভাবে গিলে ফেলা হয়। ১৯৯৮ সালে তৎকালীন আর.ডি. কমিশনার অনিল মিশ্রের কাছে কিছু অভিযোগ করার পর তিনি তদন্তে গেলেন। গিয়ে কি দেখেছেন? ডি এমের কাছে দেওয়া এনকোয়ারী রিপোর্টে তিনি ৫-৬টি গাঁওসভা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন এর ফটোকপি আমার কাছেও রয়েছে। সেই রিপোর্টের মধ্যে থেকে আমি শুধুমাত্র একটি বিষয়ই এখানে উল্লেখ করতে চাই। আই.এ. ওয়াই স্কীমে ১৯৯৬-৯৭ সালে ২৫টি আবাসনের মঞ্জুরী ছিল 'মানিকপুর' গাঁও পঞ্চায়েতের। এইগুলির কাজ এখনও ইনকমপ্লিট। এই রকম করে কাঁচা কূয়া, টিনের ঘর, রাস্তা সব

গায়েব। উনার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে পূর্ণজয় রিয়াং নামে একজন পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর নাম। ২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা এই পঞ্চায়েত সেক্রেটারী তার নিজ নামে খোলা গ্রামীণ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট একাউন্টে জমা রেখেছেন। তারিখ সহ এখানে সবই রয়েছে। এই সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় উঠেছে—"গরীব দরদী বাম রাজত্বে এবার সন্তান বিক্রি হল। অভাবের তাড়নায় লংতরাইয়ে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি" ফটো সহ ছাপানো হয়েছে। তারপরেও কি এখানে দাবী করতে হবে, চিৎকার করে বলতে হবে উপজাতিদের দরদীর জন্য ওদের কত মায়া কান্না এটা বাস্তবিক রূপ দিয়েছে। স্যার, এখানে বাজেট হয়ত গায়ের জোরে পাশ করে নিয়ে যাবে। উগ্রপন্থী সন্ত্রাসের কারণে কোন কাজ করা যায় না বলে একটা নতুন বাহানা। যদি কাজ করা না যায় তাহলে টাকাগুলিতো ফেরত যেত, না হয় আনস্পেণ্ট হিসাবে থাকত বা কোন ব্যাংকে জমা থাকত। তাহলে বলতে পারতাম যে এই টাকাগুলি জমা আছে। ঐ এলাকার উন্নতি করা যায় না উগ্রপন্থীর জন্য। কিন্তু গত কয়েকটি বছর ধরে এই উগ্রপন্থীর নাম করে এই উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে কাগজেপত্রে। কিন্তু বাস্তবে তা নেই। আবার এখানে আমরা যদি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ আনি তাহলে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিচ্ছেন হ্যাঁ, এটা সত্য কিছু জায়গায় কাজ করা যাচ্ছে না উগ্রপন্থীর কারণে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের বুঝতে হবে। স্যার, সব সময় এই জায়গায় এখানে দাঁড়িয়ে এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে আর জায়গা থাকবে না দাঁড়ানোর আগামী দিনে দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে না এই দিন আসছে। স্যার, এখানে শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে, হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। অথচ উপজাতিদের পাশের হার কমে যাচ্ছে কেন? বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে উপজাতিদের পাশের পারসেণ্টটিজ কমে যাচ্ছে কেন? গতবার ছিল ৭.৫ শতাংশ, এবার হয়েছে ৪.২ শতাংশ এরপরে থাকবে তিন, এরপরে দেখা যাবে নেই। এইরকম ভাবে কমে যাবে। স্যার, ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল এলাকাতে মোট ১২৭৭টি স্কুল আছে এর মধ্যে ৭৫৫টা স্কুল বন্ধ। তাহলে কোথায় থেকে এম. এ, বি এ পাশ আসবে? এখানে মাননীয় সদস্য রতিবাবুর এক প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট কয়টি শূণ্যপদ রয়েছে? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়েছেন, মোট শূন্য পদের সংখ্যা ১৪ হাজার ৩৩৮টি। এরমধ্যে তফশিলী উপজাতিদের জন্য আছে ৭ হাজার ৩৭৭টি, তফশিলী জাতি তাদের আছে ২ হাজার ৫৫৭টি, সাধারণ জাতির আছে ৪ হাজার ২৬৯টি, এক্স সার্ভিসম্যান তাদের আছে ৫৭টি এবং বিকলাঙ্গদের জন্য আছে ৭৮টি শূণ্যপদ। স্যার, এত পোষ্ট খালি আছে অথচ আমরা যদি চাকুরীর জন্য কাউকে পাঠাই তাহলে বলা হচ্ছে কি? কোয়ালিফিকেশন নেই, এজ পারপোস্ট কোয়ালিফিকেশন কাভার করে না। করবে কি করে, কোথা থেকে আসবে এম. এ, ; বি. এ পাশ তাদের পড়াশুনার সুযোগ সুবিধা না থাকলে কোথা থেকে আসবে। স্কুলগুলি

দিনের পর দিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অন্ধকারের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এরপরে কি করবে এই সমস্ত উপজাতিদের জন্য শূন্য পদগুলি ? ডি রিজার্ভ করবে ?

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য সংক্ষিপ্ত করুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, শেষ করছি। সময় কম অনেক কিছু বলার ইচ্ছা ছিল। স্যার, এখানে শিক্ষা দপ্তর, শিক্ষা দপ্তরের টাকা কোথায় যায় ? কাঞ্চনপুরের স্কুল পরিদর্শকের কথা বলছি। স্যার, মনোজ চাকমা আই. এস (কাঞ্চনপুর) এখন কোথায় আছে জানিনা। একজন স্কুল ইন্সপেক্টর যে কিভাবে একটা টেবিল কেলাগুারের মধ্যে লিখতে পারে প্লিস পে ফাইভ থাউজেণ্ড, প্লিস পে সিক্স থাউজেণ্ড, প্লিস পে সেভেন থাউজেণ্ড, সিক্সটিন থাউজেণ্ড দেয় বা কি করে আর নেয়ই বা কি করে ? সরকার কোথায় আছে ? এইভাবে ১৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ২১১ টাকা ২০ পয়সা হাপিজ। স্যার, আমি শুনেছি এর সঙ্গে আরও বোয়াল মাছ জড়িত আছে এটার সঙ্গে ডেপুটি ডাইরেক্টরও জড়িত। এগুলির ফটোস্টেট কপি আছে। এই ভাবে কি করে টাকা দেয়া বা কি করে টাকা নেয় ? এরজন্য এখানে এই বাজেট, এটাকে সমর্থন করতে হবে বোগল বাজিয়ে। স্যার, আরও তথ্য আছে আপনি দেখলে চোখ মাথায় উঠে যাবে। সময় অনেক কম আর একটু সময় দিলে ...।

মিঃ চেয়ারম্যান :— আপনার সময় শেষ, দুই মিনিট বেশী বলেছেন

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, যে দেশে একজন মহকুমা শাসক থেকে শুরু করে মন্ত্রী তারপরে সাধারণ মানুষ প্রতিদিন খুন হচ্ছে, নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে সেই জায়গায় এই বাজেট কোন কাজে লাগবে না। পুলিশ আধুনিকিকরণ করা হবে তার জন্য প্রতি বৎসরই টাকা লাগে। স্যার, উগ্রপন্থী অস্ত্র নিয়ে যায় তা আমি মানলাম। এই নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং সেণ্টার থেকে অস্ত্র উধাও হয়ে গেল। মোট ২৮টা অস্ত্র। এখন পর্যন্ত এই অস্ত্রগুলির কোন হদিশ নেই। উদয়পুর পুলিশ ট্রেনিং সেণ্টার থেকে ৮টি অস্ত্র উধাও হয়ে গেল। এস. পি -এর গাড়ী থেকে অস্ত্র উধাও হয়ে গেল। এইগুলির কোন হদিশ নেই। স্যার, এর পরেও কি বলব যে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা আছে। স্যার, এই বাজেট সাম্প্রদায়িক বীজ ছড়ানোর বাজেট। এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জাতীয় ঐক্য বিনষ্টকারী বাজেট এবং রাজ্যের ৩০ লক্ষ মানুষের স্বার্থ বিরোধী বাজেট সুতরাং, এই বাজেটকে সমর্থন করা যায়না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস মহোদয়।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এরমধ্যে বাস্তব সম্মত কোন পরিকল্পনা এবং রাজ্যের উন্নয়নের কোন এই পরিকল্পনা বাজেটের মধ্যে নেই। আমি মৎস্য দপ্তর নিয়ে কিছু বলতে চাইছি কিন্তু

এখানে মৎস্য দপ্তরের মাননয়ী মন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত নেই। এই মৎস্য দপ্তর নিয়ে কি বলব সেটা তো রাজ্যের মানুষ জানে এবং আপনি নিজেও জানেন। বাজেটে দেখলাম যে কিছু মাছের পোনা সৃষ্টি করার জন্য বাজেটে ধরা হয়েছে। মাছের পোনা দিয়ে রাজ্যের মানুষের মাছের যে চাহিদা সেটা মেটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা জানি রাজ্যের মৎস্য দপ্তরের বাজেট বইয়ে এর অস্তিত্ব থাকলেও আমরা গ্রামেগঞ্জে, হাটে বাজারে এর অস্তিত্ব আমরা খুঁজে পাইনা। যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই দেখছি যে শুধু অন্ধ্রের মাছ আর অন্ধ্রের মাছ। এই অন্ধ্রের মাছ ছাড়া এই রাজ্যের মানুষের কোন গতি নেই। বিয়ে বলুন, অন্যান্য যে কোন অনুষ্ঠান বলুন যেখানেই যাবেন শুধু অন্ধ্রের মাছ। এই রাজ্যে যে মাছ উৎপাদন হয় সেটা এই রাজ্যের মানুষ ভুলেই গেছেন। কাজেই, এই যে মৎস্য দপ্তরের অবস্থা তার জন্য বাজেটে এর জন্য টাকা ধরা হয়েছে। আজকে যারা জেলে, যারা এর উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছে আজকে তাদের অবস্থা কি? সেটা এই রাজ্যের মানুষের অজানা নয়। রাজ্যে ডুম্বুর যে জলপ্রপাত আছে যেখান থেকে মৎস্যজীবিরা মাছ ধরে তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতিপালন করত তারা জীবিকা নির্বাহ করত কিন্তু আজকে তারা সেখানে যেতে পারছেনা। তারা সেখান থেকে মাছ ধরতে পারছে না। যারা যাচ্ছে তাদেরকে কিডন্যাপ করা হচ্ছে, অপহরণ করা হচ্ছে এবং অনেক সময় তাদেরকে মেরে ফেলা হচ্ছে। এই হচ্ছে অবস্থা। এই জেলেদের জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না। আজকে যেখানে একটা বিরাট অংশ মাছ ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত আজকে উগ্রপন্থী কারণে ও অন্যান্য কারণে সেখানে যেতে পারছে না। তাদের যে জীবিকা সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে। এই ডুম্বুর জলাশয় এই জলাশয়ের মাছ কোথায় যাচ্ছে, সেটা রাজ্যের মানুষ জানেনা।

এস, সি, দের ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করেছি এখানে শুধু স্টাইপেণ্ডের কথায় বলেছেন। যে স্টাইপেণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, বি, আর, আম্বেদকরের পুরষ্কার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই যে আছে, সেখানে কতজন ছাত্রছাত্রী স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে বা পাচ্ছে না এটা অবশ্যই অর্থ দপ্তরের মন্ত্রীর জানা আছে, শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীর জানা আছে এবং এস সি ওয়েলফেয়ার দপ্তরের মন্ত্রীর জানা আছে। অনেকগুলি ছাত্রছাত্রী স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না এই ব্যাপারে কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা নিচ্ছে না। যারা স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না তাদের পাইয়ে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। আজকের বাজেটের মধ্যে কোন অর্থের সংস্থান রাখা হয় নাই। আর এস, সি-দের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা আছে, কৃষি যোগ্য জমি এবং অকৃষিযোগ্য জমিতে আজকের বাজেটে সেইগুলি উল্লেখ নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে এস, সি, ওয়েলফেয়ার এর যে সমস্ত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা আছে সবটাই প্রায় বন্ধের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আজকে রিসেটিলমেন্টের প্রোগ্রাম নেই বললেই চলে। আগামী ১০ বছরে এই রাজ্যকে কৃষিক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে বলে আজকের বাজেট বইয়ে উল্লেখ আছে। কিন্তু বাস্তবের চিত্রটা কি, আজকে যারা

সত্যিকারের কৃষক প্রকৃত কৃষকরা সার বীজ পাচ্ছে কিনা? যদি সেখানে সার পাওয়া যায় তাহলে সেখানে বীজ পাওয়া যায় না। আর যখন যে বীজ প্রয়োজন তখন সেই বীজ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ কৃষিকাজের সুব্যবস্থার কোন উদ্যোগ নেই এই সরকারের। গ্রামেগঞ্জে যেখানে ভি, এল, ডব্লিউ অফিস আছে সেখানে কর্মীরা যাচ্ছে না। সেখানে কৃষিকাজ প্রায় বন্ধের পথে। আর আজকের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাও একেই অবস্থা। গ্রামেগঞ্জে যে স্কুলগুলি আছে, সেখানে যে এস, সি, এস, টি, এবং পিছিয়ে পরা ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করত প্রায় স্কুলই বন্ধ। সেগুলিকে খুলে পুনর্বার চালু করে শিক্ষার সুব্যবস্থা করার কোন উদ্যোগ এই সরকারের নেই। আর বিশেষ করে গ্রামেগঞ্জে জলের যে সংকট, সেই পানীয় জল সংকট নিরসনে বাস্তব কোন পরিকল্পনা লক্ষ্য করতে পারছি না। আর পি, এইচ, ই দপ্তর বলছে যে, ডিপ টিউব-ওয়েল করার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু কোথায় কতটা করা হবে তার কোন সুনির্দ্দিষ্ট তথ্য নেই। এবং কতগুলি ডিপ টিউব-ওয়েল অচল হয়ে আছে এইগুলিকে সারাই করার কোন পরিকল্পনা এই বাজেটে উল্লেখ নেই। আর কত টাকা ধরা হয়েছে, তার কোন চিত্র নেই। নেই কোন বেকারদের জন্য কোন শ্রমিকদের জন্য, নেই কোন অংশের মানুষের জন্য। এই অবস্থার মধ্যে এই বাজেটকে কিভাবে সমর্থন করা যায়। আরও অনেক সমস্যা আছে সেই সমস্যার কথা বলতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করা যাবে না। যাই হউক, এর মধ্যে বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। আগামী দিনে এই রাজ্যের মানুষের মুখে হাসি ফুটাবার মত কোন পরিকল্পনা এই বাজেটের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই সম্পূর্ণ স্বার্থ বিরোধী বাজেট, এই বাজেটকে কোন মতেই আমরা সমর্থন করতে পারি না। সরকার সমর্থক লোকদের পাইয়ে দেওয়ার জন্য যে বাজেট সেই বাজেটকে কিভাবে সমর্থন করা যায়। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত সাতবোড়িয়া গাঁও পঞ্চায়েতে সেখানে কিছুদিন আগে বেনিফিসারী সিলেক্শন হয়েছে সেখানে দেখা গেছে সি, পি, এম-এর প্রাক্তন বিধায়কের স্ত্রী এবং প্রাক্তন প্রধানের স্ত্রীর নাম লেখা হয়েছে। এবং প্রাক্তন উপ-প্রধান এবং স্থানীয় নেতাদের নাম সেখানে লেখা হয়েছে। এবং প্রাক্তন উপপ্রধান এবং স্থানীয় নেতাদের নাম সেখানে লেখা হয়েছে। এটা নিয়ে সেই পঞ্চায়েতে মারামারিও হয়েছে। এখানে বাজেট বইয়ে লেখা থাকবে বাজেট করা হয়েছে রাজ্যের মানুষের জন্য কিন্তু যখন কার্য্যকরী হবে সেখানে শুধু পার্টির লোকদের নাম থাকবে সেই কারণেই এই বাজেটকে সমর্থন করা যায় না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় মন্ত্রী, অঘোর দেববর্মা মহোদয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) : - মাননীয় চেয়ারম্যান, আমি প্রথমেই গত ১০ই জুলাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ২০০০-২০০১ইং সালের জন্য এই হাউসে যে বাজেট উপস্থিত করেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে এই বাজেটের উপর কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করতে চাই এবং এই বাজেটে আলোচনা

করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। এবং এটা অত্যন্ত ভাল যে বাজেটটা সমর্থন বা বিরোধিতা তো করেননি এটা বাস্তব সত্য যে, আলোচনায় অংশগ্রহণ করে যে বিষয়গুলো ধরা তুলে দরকার সে চেষ্টা করছেন এটা বাজেটকে সঠিকভাবে চলতে সাহায্য করবে সেই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এখানে ২০০০-২০০১ সালের জন্য বাজেট বরাদ্দ করেছেন ২৩৭৩'৮৫ কোটি টাকা মানে গত বাজেটের তুলনায় ২৬ শতাংশের কিছু বেশী বাড়ছে। এবং এটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে উত্থাপন কালে বলবার চেষ্টা করেছিলেন যে, বর্তমান দেশের কি অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্যের বাজেট করতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় জন বিরোধী কতকগুলো সিদ্ধান্ত বা তার অর্থনীতি ইত্যাদি নিয়ে চলবার চেষ্টা করছে, সেখানে আমাদের রাজ্যের চাইতেও ভাল বাজেট করতে পারে এটা আমার বিশ্বাস হবে না তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে, যেটুকু আমরা বাজেট করি না কেন এই বাজেটটাকে সংব্যবহার করা, এবং মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ায় আমাদের মূল উদ্দেশ্য। বাজেটের প্রতিটি পয়সা যাতে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারি, সেটাই হচ্ছে বড় প্রশ্ন। করার পরে করা যাবে না সেটা তো হবে না, করার পর দেখা যাবে করা যায় কিনা। আলোচনা এই ভাবে আসা উচিৎ ছিল যা করা দরকার কিন্তু এটা ঘটনা যে বাজেট তো আমরা প্রতি বৎসরই করছি বাজেটের যে সংব্যবহার করার ক্ষেত্রে কোথাও কোন ব্যতিত বামফ্রন্ট সরকারের নীতিগত বিরোধীতা করছে বা নীতিগত ভাবে এর বিরুদ্ধে আচরণ ঘটেছে এমনতো ঘটনা না। যেমন ধরুন, রাজ্যের কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখানে ৯০ দশকের অর্থাৎ ৩য়, ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই রাজ্যের কৃষি উন্নয়ন ঘটানোর জন্য কি কি পদক্ষেপ বা কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এটার সঙ্গে মিলিয়ে ১৯৯৩ সালের আগ পর্যান্ত মিল থাকলে দেখা যাবে কি কি ব্যাবস্থা সেখানে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে কেউ বলেছেন, উৎপাদন কমে গেছে কিন্তু না উৎপাদন তো কমে নি। এখানে মাননীয় সদস্য তৎকালীন কৃষি মন্ত্রী ছিলেন নগেন্দ্রবাবু, তিনি প্রতিটি অধিবেশনে একটি কথাই আমরা শুনতে পাই যে আমাদের কাছ থেকে শিখুন। নিশ্চই আমরা শিখব, যদি ভাল রাস্তায় যান। কিন্তু আপনারা ভাল কাজ কোনটা করে গেছেন এটা তো উল্লেখ করা দরকার। যে কৃষি বিপ্লব ঘটে দেওয়ার জন্য কয়েকটা জায়গার নাম বলেছেন। কোথায় আঠারমুড়ায় কাকরাছড়াতে আবার মৈনাকে এই সমস্ত কয়েকটা জায়গাতে মনে হচ্ছে কৃষি বিপ্লব, রাজ্যের উৎপাদন ঘাটতি মিটানোর জন্য কৃষি বিপ্লব তথা এই চারটি জায়গায় ত্রিপুরার পিছিয়ে পরা জায়গা। কিন্তু আমি তো জানি না যে এখানে খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণতার কোন নীতি অবলম্বন করা হয় নাই। আমরা বলেছি ১০ বছরের জন্য খাদ্য স্বয়ংবর করার জন্য সার, ঔষধপত্র এবং উন্নতমানের বীজ এই সমস্ত রাজ্যে ছিল না। ১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য নিয়ে এইগুলো করা হয়েছে। কারণ, এর নিয়মটা হচ্ছে প্রতিটি বীজ ৩ বছর পরপর রিপ্লেসমেন্ট করা। কিন্তু এটাতো এখানে কোন ব্যবস্থা নেই, মানে আমাদের যে প্রতি বছর কোটি টাকার বীজ আনতে হচ্ছে

এই টাকাটা সাশ্রয় হবে এবং এখানে বেশী উন্নত মানের বীজ তাদের কাছে পেয়ে যাব। হয় নি তো, আর যদি ৮৮ সাল থেকে যদি করা হত তাহলে কোন ত্রুটি দেখা যেত এবং এটাকে ত্রুটি মুক্ত করা যেত। ডিরেক্টর এগ্রি রিসার্চ করে একটা নূতন সংস্থা করেছে, এটা হচ্ছে একনং, এটা করে আমরা এটাও করব যেটা সংস্থা বাইরের এক হেক্টর জমিতে ৩৯ মন ধান সে পেতে পারে। এটা আমরা চালু করেছি। আমরা নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ করে আমাদের লোক দিয়ে এইগুলি করবার চেষ্টা করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরও আলোচনা রয়েছে, এছাড়া আরও দুইজন মন্ত্রী মহোদয় আলোচনা করবেন। তাই এই সময় হাউসটা বাড়িয়ে নিতে চাইছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আগে আমরা দেখেছি আপনিও দেখেছেন এই যে বাজেট আলোচনা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সহকারে আলোচনা হত যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবুর আমলে দেখেছেন উনি ৪২ মিনিটের নিচে কখনই জেনারেল বাজেটের রিপ্লাই দিতেন না। তার পরে দশরথবাবু উনিও ৩০-৪০ মিনিট দিতেন এবং যে সমস্ত মেজর দপ্তরের সিনিয়র মিনিষ্টার তারাও গুরুত্ব দিয়ে উত্তর দিতেন। আমাদের এখানে ৩ দিন ধরে জেনারেল ডিসকাশন্ হয়েছে, অনেকে অনেক সাজেশান তুলেছেন অনেক দোষত্রুটি ধরেছেন। শুধুমাত্র ফিনান্স মিনিষ্টার রিপ্লাই দেবেন তা না।

মিঃ চেয়ারম্যান :— এটা তো হয় নি। মাননীয় সদস্য এটা বলা হয়নি যে ফিনান্স মিনিষ্টার বলবেন এটাই হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিনিয়র মিনিষ্টার যিনি আছেন অনিল সরকার এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রিপ্লাই দেবেন কি না ?

মিঃ চেয়ারম্যান :— এখানে তালিকা আছে সেই তালিকায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নামও আছে।

শ্রীজগেন্দ্র জমাতিয়া :— একজন বিধায়ক স্যার, এই দিক থেকে বললেন আমাদের দিক থেকে বললেন আমাদের দিক থেকে আরেকজন বললেন এই ধরণের কি মিনিষ্টারদের বক্তব্য হবে।

মিঃ চেয়ারম্যান :— আরও কয়েকজন আলোচনা করবেন বলে সময়টা বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র নমাতিয়া :— স্যার, তাদের বক্তব্য হবে রিপ্লাই।

মিঃ চেয়ারম্যান : – আপনি যা চাইছেন মাননীয় মন্ত্রী বলুন তারপরে অন্য মন্ত্রীরও আলোচনা হবে মন্ত্রী মহোদয় বলুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) **:–** স্যার, এখানে কৃষি খাদ্য স্বয়ংভরতা করার জন্য যে সরকারেরই তরফ থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মাননীয় বিধায়ক তা বলেছেন, তা কিছুই না, যেমন জুমকে কোন কৃষি হিসাবে চিহ্নিত করা হয় না। কিন্তু এটা এমনি বললে তো হবে না। রাজ্যে বিরাট

অংশ জুম এলাকা, এটাকে দিয়ে এই রাজ্যের খাদ্যের স্বয়ংভরতা আনা যায় না, এটাকে বাদ দিয়ে তো হয় না। কাজেই এলাকায় যুক্ত করতে হলে ভেকেশানালী যারা জুম করে এই জুমটাকে কৃষি আয়ত্বের মধ্যে আনতে হবে। এটাকে মাথায় রেখে আমরা এই জুমটাকেও কৃষি হিসাবে আমরা এটাকে সিদ্ধান্ত নিয়ে জুমিয়াদের একটা উন্নত মানের জুম করে তাদের জন্য আমরা একটা প্রকল্প চালু করছি এটা হচ্ছে, জুম বীজ তাদের দেওয়া এবং সেই জুমের ভাল প্রোডাকশন করা,। পদ্ধতিগত ভাবে যদি তারা ভাল চাষ করতে পারে তার জন্য কোন সময় ঔষধ দিতে হবে তার ব্যবস্থা করা। আমাদের ট্রাইবেলরা সার ব্যবহার করে না। আমরা সারটা তাদেরকেকাজে দেই পরীক্ষামূলক ভাবে তিন বা চারদিন দিয়ে আমরা এই কাজটা করছি এবং ফলটাও ভাল পাওয়া যাচ্ছে। মাননীয় সদস্যদেরকে জিজ্ঞাসা করুন নর্থ এর বিভিন্ন জায়গায় যারা স্কীম আওতায় যাচ্ছে এবং পেয়েছে তাদের জিজ্ঞাসা করুন তারা তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখছে মোটামোটি রেজাল্ট ভাল। এইজন্য আমরা জুমটাকে বাদ দিয়ে এগোবার চেষ্টা করছি না তা না। এবং সেই বিষয়ের উপর আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। আমাদের এখনে কয়েকটা খামার এইগুলি প্রোডাকশন হচ্ছে এতে আমরা যাতে বীজ পেতে পারি ফার্মের জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। কাজেই, এই ব্যাপারে আমরা একেবারে উদাসীনতা না। এবং কৃষকদের সার সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যে অনেক আলাপ আলোচনা করেছি। আমাদের লেভেলে ইভেন যারা সার বিতরণ করে তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। আমাদের কৃষকরা যাতে সার পেতে পারে এইবার, কারণ আমাদের আর্থিক এমনই দুর্বল যে আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে একটাই রাজ্য আমরা সাবসিডি চালু রেখেছি, আর কোথাও সাবসিডির ব্যবস্থা নেই ভারতবর্ষের মধ্যে। কেন্দ্রীয় সরকার সারের ভর্তুকি আবার তুলে দিয়েছে এই অবস্থার মধ্যে আমরা এই সমস্ত মাথায় রেখে সার যাতে কৃষকরা পেতে পারে তার জন্য এপেক্স, কো-অপারেটিভ এবং মার্কেকেটিং সোসাইটি তাদেরকে এজেন্ট করেছি। কেন্দ্র হরটিক্যালচার কোরপোরেশন তাদেরকে করেছে তারা ইতিমধ্যে সার এনেছে। তারা বিলি বন্টন ও করছে কোথাও কোথাও। কারণ, এটার সঙ্গে যুক্ত সার ঔষধ, বীজ ধান। এইসব মাথায় রেখে আমরা খাদ্য স্বয়ম্ভরতার দিকে এগোচ্ছি। এই নীতি যদি ১০ বছর চালু রাখা যায় তাহলে নিশ্চয়ই ভাল ফল পাওয়া যাবে। আর কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিকে যদি ডাস্টবিনে ফেলে দেই তাহলে নাও হতে পারে নানা রকম প্রশ্ন আছে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের যেটুকু করার এই কাজটা আমরা করছি। আমরা কাউকে মগদানার বীজ, কুমরার বীজ দেই এই অবাস্তব নীতি করি না। তখন আমি শোনছি কাকড়াচড়া এখানে বিরাট একটা প্রজেক্ট আনা হচ্ছে কি ব্যাপার আমি তো জানি না, শোনছি আগের প্রাক্তন মন্ত্রী বলছে কি ব্যাপার। স্যার, বলব না এই সব ব্যাপারে কত মন্ত্রী মাঝে মাঝে আসেন কয়েকবার এসে গেছেন হাতে মগদানার বীজ, কিছু কুমরার বীজ নিয়ে আসতেন। কিন্তু সমস্যা হলো স্যার,

কোন জায়গায় ঐ কুমরার বীজ আর মগদানার বীজটা ছড়িয়ে দেওয়া হয় ঠিকই কিন্তু এটা আমরা আর ঘরে তুলতে পারি না। বলছে যে আর কি বলব জঙ্গলের বানর সব খেয়ে ফেলছে। ফলে ঐ বানর চাষ করার জন্য আমাদের এই সমস্ত যাতে দেয় আপনারা মন্ত্রীদের বলুন। তখনই বলল যে যাতে আর বানরের চাষ আর না হয়। তারা বলে আমরা যে জুমিয়া সেই জুমিয়াই রয়ে গেছি। দেখা গেছে যে এই জমিতে আর অন্য কোন চাষের ব্যবস্থা নাই কাজেই এখন আমাদের উপজাতি কৃষকদের যারা সমতল ভূমিতে আছে তাদের যাতে সেই জমিতে চাষ করতে পারে ভেজিটেবল বলুন কিংবা ধানই বলুন তাদেরকে আমরা ট্রেনিং দিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করছি। কেউ বলছে তিন পারসেন্ট, তিন পারসেন্ট প্রশ্ন না। আমার প্রোগ্রামটা কি। তিন পারসেন্ট যদি না হয় তাহলে আমরা অন্যভাবে করব। বছরের টাকা তো আটকিয়ে দেবে না। কিন্তু কেউ বলেন স্যার, সারের দাম যে বাড়িয়ে দিয়েছে এই সারের দাম বাড়ানোর জন্য আমরা কেন্দ্রের কাছে বলেছি। কিন্তু এই কথা বললেন না যে ঠিকই গরীব কৃষকরা, মধ্যবর্তী যে কৃষকরা আমাদের ত্রিপুরার যে কৃষকরা তারা যদি বেশী দামে বাজারে বিক্রি হয় সেই সার তাদের পক্ষে কেনা সম্ভব না। দাম কমান এই দাবী কিন্তু আসে নি। শুধু মাত্র সমালোচনা করে এই বাজেটের উপর আলোচনা করে কনসিলেইট করবার চেষ্টা করছে। পাশাপাশি ফল উৎপাদনের মাধ্যমে মাননীয় সদস্য বলবার চেষ্টা করেছেন। ডব্লিউ. পি. আর. আই স্কীমে কিছুতো হচ্ছে না। ঐখানে অফিসার বা ঐখানে দপ্তরের লোকগুলি নিয়ে এই স্কীমটা করা যায় এই জায়গার মধ্যে। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যেখানে যেখানে আমাদের প্রজেক্ট আছে সেই প্রজেক্টে আপনি দামছড়া যেগুলি আগে রাস্তায় দেখুন কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন কিনা। প্রায় ৪০ হাজার বেনিফিসিয়ারী তারা উপকৃত হচ্ছেন। কেউ আনারস, কেউ ফল বিক্রি করে পয়সা উপার্জন করেছেন কাজেই, এইভাবে আলোচনা করলে তো হবে না। ঐ কাজটা করার পরে কি ত্রুটি আছে এটা আলোচনায় আসতে পারে। এই কাজটা এইভাবে না করে ঐভাবে করলে পরে আর একটু বেশী উৎপাদন হত। কারো যদি জানা থাকলে থাকতে পারে এই সমস্ত কিছু আমাদের জানা নাই। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের কথা বলছে কেন বলছে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে কিছু হয়। আমার তো এখনো মনে আছে ছাত্রদের কোচিং দেওয়া দূরে থাক অথবা উপজাতি ছাত্রদের শিক্ষার আঙ্গিনায় আরো বেশী বেশী ছাত্র নিয়ে আসার জন্য আরো আবাসিক বিদ্যালয় দরকার আছে। তারপরে ট্রাইবেল এলাকায় আরো বডিং খোলা কিছুই তো হয় না কয়টা বডিং খোলা হয়েছে, কয়টা আবাসিক বিদ্যালয়। আপনারা তো দেখেছেন, বাজেট পেশের মধ্যে শুনেছেন তো আবাসিক বিদ্যালয় হচ্ছে। তাহলে বুঝতে হবে যে আমরাই করছি। ছাত্রদের কোচিং এর ব্যবস্থা, মাধ্যমিকের জন্য কোচিং এর ব্যবস্থা, তারপর আছে ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা কমপিউটার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা। শর্টহ্যাণ্ড শিক্ষার ব্যবস্থা, ছাত্রদের লেখাপড়ার জন্য বাইরে হোষ্টেল করার ক্ষেত্রে ৯২/৯৩ সালের আগে হয়নি। তাহলে বলুন আর কি

করতে হবে। আমাদের কোন আপত্তি নাই। এটা বাদ দিয়ে এটা করুন নিশ্চয় আপনাদের যদি ভাল হয় নিশ্চয়ই আমরা গ্রহণ করব। এই রাজ্যে উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য রাবারের মাধ্যমে কেউ বলছে কেউ রাবারে বিরোধীতা করছেন। রাবারের চাষ দিয়ে কি হবে। ইণ্ডাষ্ট্রি হয়নি। অদ্ভুত কাণ্ড সবে মাত্র রাবার চাষ করছে উপজাতিরা এবং সেই রাবার চাষ করে আজকে বাজারে কম দামেই হোক সেই রাবার চাষ করে আজকে দুইটা পয়সা উপজাতিরা পাচ্ছে। আমি জানিনা উপজাতি উন্নয়নের নমুনা কোনটা। করলে পরে এটা খারাপ, না করলে পরে এটাও খারাপ, এটা কোন ধরনের উপজাতি দরদী কোন সংবিধানে এটা পাওয়া যাচ্ছে না। বরঞ্চ এটা বলা যায় আরো বেশী রাবার চাষের উপর নির্ভর করুন, চা বাগান করুন এটা না বলে রাবার চাষ বন্ধ করুন রাবার চাষ হচ্ছে না। ১০ হাজার জুমিয়া উপজাতি পরিবারকে চাষের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। অতএব ২০০১ সালের মধ্যে আরো কয়েক হাজার উপজাতিরা উপকৃত হচ্ছে এই পরিকল্পনায় শুধু রাবার না এমন কি উপজাতিরা আর্থিক উন্নয়নের জন্য যে-কারণে নিঃস্ব হয়েছেন, যার কারণে তাদের সমস্ত জমি বাস্তুভিটে সমস্ত জায়গায় বঞ্চিত হয়েছেন সেই উপজাতিদের আর্থিক শক্তিটাকে আরো উন্নত করার প্রশ্নকে সামনে রেখে আমরা চা চাষের মাধ্যমে, কফি চাষের মাধ্যমে আরো বেশী পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। এটা বিরোধিতা করার কোন কারণ থাকতে পারে না। অথচ বিরোধিতা করা হচ্ছে। আসলে উপজাতিরা ধ্বংস হয়ে যাক। রাজনীতি করা যাবে। ব্যাপারটা এই জায়গায়। সবার গাড়ি বাড়ি হলে পরে গরীবের ছেলেমেয়েরা বি. এ. এম এ পড়লে পরে কাকে নিয়ে রাজনীতি করবে। সাম্রাজ্যবাদের এটাই ইচ্ছা সাম্রাজ্য উপজাতিদের ধ্বংস করার জন্য ঐ আই. এস আই, সি. আই-দের পরিকল্পনা হচ্ছে। ঐ ট্রাইবেল ডুবল জাতিগোষ্ঠী ওদের সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে দাও, ওরা যাতে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য তারা অস্ত্র ব্যবসা যাতে এখানে ঠিকভাবে পারমানেন্ট বাজার করতে পারে তার জন্য ওদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। ঠিক তেমনি আজকে যারা রাবারে বিরোধিতা করছেন, যারা চা চাষের বিরোধিতা করছেন যারা উপজাতিদের পুর্নবাসনের বিরোধিতা করছেন, তারাও চায় উপজাতিদের সর্বনাশ হোক। উপজাতিদের যারা কথা বলেনা তারা চায় উপজাতিদের কোমর ভেঙ্গে যাক। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আজকে যারা উপজাতি উন্নয়নের বিরোধিতা করার চেষ্টা করছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া আপনার বক্তব্য শুরু করুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া : মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্যের পরেই আমার বক্তব্য শুরু করব।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) : এখানে বলছে এ. ডি. সি-র টাকা বরাদ্দ কমছে, এখানে বলছে এ, ডি, সি-র বরাদ্দকৃত টাকা রাজ্য সরকার কমিয়ে দিচ্ছে। আমরা চাই এ, ডি, সি-র

ক্ষমতা বাড়িয়ে আরও অধিক উন্নয়ন এ, ডি, সি, এলাকায় করা হোক। মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু এই সমস্ত আলোচনার সময়ে এ ডি সি এলাকায় উন্নয়নের একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এ, ডি, সি, তাদের বাজেট বরাদ্দ করা এ, ডি, সি, এলাকায় তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এনকারেজমেন্ট করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছি। এবং কেন্দ্র থেকে আমাদের কাছে এই ব্যাপারে মতামত চেয়েছেন। কেন্দ্র বলছে যে, আপনাদের সরকার থেকে মতামত জানাও। আমরা বামফ্রন্ট সরকার আলোচনা করে পাঠিয়েছি। যেটা এর আগেও বিধানসভায় আলোচনা হয়েছে। আমরা মতামত পাঠিয়েছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। এখানে এটা করা না করা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এখন। কেন্দ্রীয় বিজেপি দলের সঙ্গে সু-সম্পর্ক থাকে তাহলে আমি অনুরোধ করব কেন্দ্রে গিয়ে এই বিষয়ে ব্যবস্থা করে আনার চেষ্টা করুন। তাহলে আমরা সবাই উপকৃত হতে পারি এই ব্যাপারে আমরা এতে বঞ্চনা করিনি। আমরা এ, ডি, সি-কে টাকা বরাদ্দ করেছি গত বছরে এই বার ইলেকশনের পারপাসে আরও কিছু টাকা পাঠিয়েছি এ, ডি, সি-কে এছাড়া সেখানে কনসট্রাকশনের জন্য ৭৪ কোটি টাকা বাজেট আছে এবং ৫০ কোটি টাকা এখনো আছে এ, ডি, সি-এর হাতে। আমরা বেশী টাকা দেয়নি। আর এ, ডি, সি এলাকায় যারা ডেপুটেশনে (ডেপুটেশন স্টাফ) কর্মচারী আছেন তাদের বেতন এ, ডি, সি-কে দিতে হবে। তার জন্য বলা হয়েছে এ, ডি, সি-র বকেয়া টাকার কথা, কর্মচারী বেতন এবং নন্ প্ল্যানের টাকা এই কেবিনেট ডিসিশনে আমার কাছে এসেছে। এ, ডি, সি-র ডেপুটেশনে যারা কিছু কর্মচারী স্মল ইনফ্রাকস্ট্রাকচার যেখানে ট্রান্সফার করা হয়েছে তাদের বেতন রাজ্য সরকার দেবেনা এতে এ, ডি, সি-কে দিতে হবে। এতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিন্তু মাঝখানে একটা গ্যাপ হয়ে গেল। আমরা এই ঘাটতি যাতে বাড়ানো যায় তার জন্য আমরা এ, ডি, সি, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছি। প্রাপ্য যে ২০ কোটি টাকা সেভেনথ সিডিউলের সেটা মিটিয়ে দেব। এবারও আমরা প্রভিশান রেখেছি। কাজেই এ. ডি. সি-এর ক্ষমতা কারটেল করার কোন প্রশ্নই আসে না। আমরা চাই, এ. ডি. সি-র উন্নয়ন করতে। উন্নয়ন আটকে থাকুক এটা আমরা চাই না। শুধু তা নয়, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের উন্নয়নের জন্য ২৫ দফা কর্মসূচী নিয়েছেন। এক বছর হয়ে গেছে। সব কাজ হয়ে গেছে তা নয়। আর আমাদের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরই শুধু এই ২৫ দফা কর্মসূচী করবে তা নয়। রাজ্য সরকারের সব দপ্তর যেমন, ওয়াটার রিসোর্স দেখবে ড্রিংকিং ওয়াটারের বিষয়টি, রাস্তার ব্যাপাটা দেখবে পূর্ত্ত দপ্তর, ইলেকট্রিফিকেশান দেখবে পাওয়ার, স্বাস্থ্য দেখবে, হেলথ্ ডিপার্টমেন্ট। কয়টা প্রাইমারী সাব সেন্টার খোলা হয়েছে আমাদের সময়ে সেটা দেখুন। কোথায় না করা হয়েছে? তুলাশিগর, বেহালাবাড়ি, ধূমাছড়া, খেদাছড়া কোথায় না হয়েছে? উপজাতিদের ঘৃণা করে আগে কিছুই করা হয় নি। আমরা তাদের জন্য করার চেষ্টা করছি। শুধু উপজাতিদের জন্যই নয় সমাজের সব অংশের মানুষের জন্য করার চেষ্টা করছি। সব হয়ে গেছে তা নয়। আমাদের কাজের লিমিটেশন

আছে। তাছাড়া আপনারা জানেন, ট্রাইবেল এলাকায় অনেক কাজ করা যাচ্ছে না, অ্যাক্সট্রিমিষ্টদের জন্য। আমরা তো বলেছি, উগ্রপন্থী সমস্যা মেটাতে সরকার সবার সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কেউ যদি এ ব্যাপারে সাহায্যের হাত প্রসারিত করত চায়, সরকার তা সাদরে গ্রহণ করবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি কনক্লুড করুন।

শ্রী অঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— হ্যাঁ, আমি শেষ করে ফেলছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমাদের বিরোধী দল থেকে বহু অভিযোগ আনা হয়েছে। এ. ডি. সি-এর জন্য কেন কম ধরা হল সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে। ৭৪ কোটি টাকা এ. ডি সি-এর আন-স্পেণ্ট রয়ে গেছে। এটা বাজেটের বাইরে। এ ডি. সি-এর বাজেট আরো বাড়ান হবে কিনা এবং কেন এ. ডি. সি-কে কম দেওয়া হবে সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীকে জবাব দিতে বলুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) : - এ. ডি সি-এর অর্থ কমানোর কোন কথা নয়। আমি বলেছিলাম, লাষ্ট ইয়ারে বাজেটে এ. ডি. সি-এর জন্য ৫০ কোটি ছিল। রাজ্য সরকার অতিরিক্ত আরো ২৪ কোটি টাকা বেশী দিয়েছে। আমরা কম দিলাম কোথায় ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমরা জানতে চাইছি, বাজেটে কেন কম দেওয়া হয়েছে ? ১৯৯৯-২০০০ সালে ছিল ৬৫ কোটি ৬০ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। আর ২০০০-২০০১ সালে ৬৪ কোটি ৫২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। কেন ১ কোটি টাকার উপর কমিয়ে দেওয়া হল ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, বাজেটের ব্যাপারে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলবেন। তবে আমি মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, অংকের হিসাবে আমি যাব না, এ. ডি. সি-কে কোন টাকা কম দেওয়া হয় নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—তাহলে কি, বাজেট ঠিক নেই ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এ ব্যাপারটি মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেবেন। এখন মাননীয় মন্ত্রীকে উনার ভাষণ শেষ করতে দিন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমরা বিষয়টি পরিস্কার হল না ?

মি : স্পীকার :— হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হবেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিষয়টি আপনাদের জানাবেন। এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে দিন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, উনি ভুল তথ্য দিচ্ছেন কেন ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি ভুল তথ্য দেই নি। আমি বলেছি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় কত টাকা, কত পয়সা তাঁর জবাবে উনি বলবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, এ ডি.সি উনার দপ্তর। সেখানে ১ কোটি টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯ নং ডিমাণ্ডে আছে। আপনি দেখুন। সেখানে এ.ডি.সি-কে এলট করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— ডিমাণ্ড ওয়াইজ যখন আলোচনা হবে তখন বলবেন। এখন নয়।

শ্রীরতনলাল নাথ : - স্যার, এই ১ কোটি ৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা কেন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা ক্লীয়ার করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ভাবে ভুল বলবেন কেন? কেন উনি হাউসকে মিসগাইড করবেন ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅনিল চাকমা :— এক পয়সাও কম দেবার প্রশ্ন নেই। কোটি কোটি টাকার বাজেট হচ্ছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, অনেক মেম্বার এখানে জানতে চেয়েছিলেন এই বছরে এ.ডি.সি বাবদ বরাদ্দ কমল কেন? যেহেতু উনি এ ডি. সি-র ভারপ্রাপ্ত মিনিষ্টার তাই উনার কাছে জানতে চাওয়া। এটা কোন অন্যায় নয়। উনি বলেছেন, ফিনান্স মিনিষ্টার বলবেন, ঠিক আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এ.ডি. সি-কে কম দেওয়া হয়নি। কিন্তু এখানে ফিজিক্যালী লেখা আছে ১ কোটি টাকা কম দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রশ্ন হচ্ছে গত এ ডি. সি বাজেট অধিবেশন যখন হলো সেই অধিবেশনে বাজেট দুই রকম ভাবে করা হয়েছে—একটা ট্রান্সফার স্কীম এবং একটা প্ল্যান স্কীম। প্ল্যান যেটা এটা আমাদের কাছে আসে। প্ল্যানের ২৩ কোটি টাকা বেড়ে এখন ২৭ কোটি টাকা হয়ে গেল। টোটাল বাজেটের কথা আলাদা। মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে টোটাল প্ল্যানের টাকা এখানে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ.ডি সি-র টোটাল বাজেট কমানো হয়নি। এটার ক্লীয়ার হিসাব মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় দেবেন আমি এই কথা বলেছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি দপ্তরের মিনিষ্টার ইনচার্জ। আমি উনার কাছে ব্যাপাটা পরিস্কার জানতে চাইছি। গতবার ছিল ৬৫৬০'৭২ কোটি টাকা। আর এবার বাজেট করা হয়েছে ৬৭১১'৫৩ কোটি টাকা। সেই জন্য আমরা বলেছি টাকার বরাদ্দ কমেছে এবং কমার ব্যাখ্যা মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় দেবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার মিনিষ্টার বলেছেন, মাননীয় সদস্যরা

হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। ওরা যদি এখানে দেখেন যে কয়েকটা ডিপার্টমেন্টের শুধু টাকা দেওয়া হয়েছে। গতবার কত টাকা পেয়েছে এবং এবার কত টাকা পেয়েছে। এই কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট শুধু টি.টি.এ এ, ডি সি-কে টাকা দেবে এবং আবার ডিপার্টমেন্ট তাদের কাছে এটা সো করা হয়। মাননীয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার বার বার বলার চেষ্টা করেছেন সমস্ত টাকা যখন এক সঙ্গে যুক্ত হবে তখনই টাকা অবশ্য বেশী হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— কয়েকটা দপ্তরের কথা বলা হয়েছে। কেন হৈ চৈ করছেন ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতন লাল নাথ :—আপনি যা বললেন, সেটা পরে গিয়ে আপনার বাড়ীতে বুঝাব, এটা হয় নাকি ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : - এইগুলি বলা হয়েছে তো, আবার কি হলো ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় মন্ত্রীকে আগে শেষ করতে দিন তারপর বলবেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— আপনারা যখন বলেন তখন তো আমরা কিছু বলি না। আপনার যদি বলার থাকে তাহলে পরে বলবেন।

মিঃ স্পীকার :— এই দিকে (মাননীয় বিরোধী সদস্যদের) তাকিয়ে বলবেন না, ঐ দিকে তাকিয়ে বলুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) : — এ, ডি. সি-র ক্ষমতা কমিয়ে দেবার কোন প্রশ্ন আসে না। কারণ এ, ডি. সি-র জন্য আমাদের আন্তরিকতা আছে এবং রাজ্যের উপজাতিদের উন্নয়নের প্রশ্নে আমরা ইতিমধ্যে বহু ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছি যাতে উপজাতি এলাকায় আমরা দ্রুত উন্নতি করতে পারি। কাজেই, মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করছি আপনারা সমালোচনা না করে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই একে অপরের বুঝা পড়ার মধ্য দিয়ে এই বিধানসভায় এক সঙ্গে পক্ষপাতিত্ব নিয়ে এই রাজ্যের উন্নয়ন করব। স্যার, সবশেষে আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে সমস্ত আলোচনা করেছেন তাদের আলোচনার বিরোধিতা করে এবং ২০০০-২০০১ সালের যে বাজেট এই বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে সেই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় অর্থমন্ত্রী।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) : — মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজেটের উপর মাননীয় সদস্যরা যারা আলোচনা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আলোচনার মধ্য দিয়ে মাননীয় সদস্যরা এমন কিছু বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমরা সেগুলি নিশ্চয়ই পর্য্যালোচনা করব এবং তার মধ্যে যেগুলি নিশ্চয়ই রূপায়ন করার মত হবে সেগুলি রূপায়ন করার জন্য আমরা আগামী দিনে গুরুত্ব দেব। আমাদের বাজেট স্যার, মূলত: কেন্দ্রীয় সরকারেরর সাহায্যের উপর নির্ভর করে বাজেট তৈরী করেছি। কয়েক বছর যাবৎ পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে যে আলোচনা হচ্ছে, এটা ঠিক সময়ে হচ্ছে না কারণ যে সময়ে বাজেট করার কথা, বাজেটের আগে পরে ঠিক সময়ে হচ্ছেনা। সেই কারণে বাজেট করার ক্ষেত্রে আমাদের বিলম্বিত হয়ে যাচ্ছে। এবারও তো আমরা দেখেছি এবার বাজেটের সঙ্গে ইলিভেনথ্ ফিনান্স কমিশন যুক্ত ছিল তাই ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা যখন বিধানসভায় বসি তখন ভোট অন্ একাউন্ট করতে বাধ্য হয়েছি। নরমেলি একাদশ অর্থ-কমিশন ৯৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার কথা। এটাই চলে আসছে সবসময়। ডিসেম্বরের মধ্যে তারা দিতে পারেন নি। তারপর প্ল্যানিং কমিশন আমরা মনে করেছিলাম তারা আলোচনা করবে। ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত তারা জানাননি। পরবর্ত্তী সময়ে তারা জানালেন, এখন তারা জানাচ্ছেন একাদশ অর্থ-কমিশনের রিপোর্ট না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা প্ল্যানিং কমিশন মিটিং করে কি হবে ? আমরা যখন অপেক্ষায় রইলাম, চার মাসের ভোট অন আকাউন্ট আমরা নিয়েছিলাম। এর মধ্যে এই পর্বগুলি শেষ হয়ে থাকে। এই সময়ের মধ্যে একাদশ অর্থ-কমিশন তার রিপোর্ট দিয়েছে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ৭ তারিখ। এটা রাষ্ট্রপতির কাছে দিয়েছেন, এখন রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার কাছে পাঠাবেন। তারপর পার্লামেন্টে প্রেইস করার পর আমরা সমস্ত রাজ্যগুলি তখন জানতে পারব এই একাদশ অর্থ কমিশনের রিপোর্ট কার ভাগ্যে কত জুটেছে। এখন পর্যান্ত এটা আমাদের কাছে অন্ধকারের মধ্যে আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কমিশনের আলোচনা এখনও হয়নি। এর মাধ্যমে আসে আমাদের বাজেট বা আমরা যা খরচ বা পরিকল্পনা করি, এটা নেই। এই বাজেটের মধ্যেও সেই কারণে সব বিষয়গুলি সমানভাবে রিফ্লেক্ট হচ্ছে, এই কথা গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায়না। আমরা যখন এগুলি পাব, তারপর আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের রিসোর্স কি আমাদের হাতে আসছে। যখন একাদশ অর্থ-কমিশনের রিপোর্ট আমরা হাতে পাব বা পরিকল্পনা কমিশনের যখন আলোচনা হবে, যেহেতু এখনও হয়নি, সেই আলোচনা হবে, তখনই প্রকৃতপক্ষে আমাদের রিসোর্স কি আছে, আমরা তখনই একমাত্র সেটা জানতে পারব, এটা বুঝতে পারব। সেজন্য আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে এই কারণে আমাদের বাজেট করাটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা ঠিক যে, এর আগে সবাইকে স্বীকার করাটা খুব কঠিন হত এই যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, সেটাকে কাজে লাগিয়ে এখানে উন্নয়নের কাজটাকে ত্বরান্বিত করা, বেকার যুবক যারা আছেন তাদের কাজের সংস্থান করা এইসমস্ত বিষয়গুলি। এখন

মোটামোটিভাবে সবাই স্বীকার করছেন। বিশেষ করে যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় এল দেবগৌড়া, গুজরালরা, তারা দায়িত্ব নিলেন, তারাই প্রথম ভারতবর্ষের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে এই অঞ্চলের প্রতি স্বাধীনতার পরবর্ত্তী সময়ে থেকে কি করা উচিত ছিল. কেন্দ্রে যে সরকার দায়িত্বে ছিলেন তাদের দায়িত্ব নেওয়া দরকার ছিল, কিন্তু তারা করেননি। যে কারণে আজকে উত্তর পূর্বাঞ্চলে এই সমস্যার সৃষ্টি করেছে, দেশ বিরোধী শক্তিরা এটাকে কাজে লাগাচ্ছেন। অন্তত:পক্ষে দেশে যেসমস্ত অঞ্চলগুলি অগ্রসর হয়ে গেছে, তার সঙ্গে অন্ততঃ সমান পর্যায়ে কিভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে আনা যায়। সেটাকে দৃষ্টির মধ্যে রেখে দেবগৌড়া সাহেব এই শুক্লা কমিশন গঠন করেছেন। সেই শুক্লা কমিশন তারও সুপারিশ কার্যকরী করেছেন। শুক্লা কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পরে, কেন্দ্রে আজকে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে, তাদের কাছ থেকে রিপোর্ট কার্যকরী হবে, সেই সম্পর্কে কিন্তু কোন অনেষ্ট প্রচেষ্টা নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার অন্তত: আমাদের সামগ্রিক আলোচনার মধ্যে বা বিভিন্ন সময়ে যখন আমরা যাচ্ছি সেটা অন্তত: কোন অবস্থার মধ্যে ফুটে ওঠেছেনা। বাজেট তৈরী করার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি আমাদের ছিল, বাজেট যখন আমরা প্লেইস করলাম এখানে অনেক বলার চেষ্টা করেছেন এই বাজেট দিশাহীন, লক্ষ্যহীন। এই বাজেট দিয়ে কি হবে, এই বাজেটের কোন টারগেট নাই। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম যে শ্যামাচরণবাবুর বক্তব্য দিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করব, কিন্তু মাঝখানে রতনবাবু আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেছেন যে এই বাজেটটাই ভুল। ওপেনিং ব্যালেন্সের যে ফিগারটা সেটা যদি ঠিকভাবে না হয় তাহলে ভুল। এটা যদি ঠিক না হয়, তাহলে বাজেটটা কিভাবে হবে। স্বাভাবিক কারণে সদস্যদের মধ্যে কিছু সন্দেহ থেকে যেতে পারে এই সম্পর্কে। তা রতনবাবু সেটা বলেছেন, এখানে সবার দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা করেছেন বিশেষ করে বাজেটের গ্রান্টস্-এর তথ্যকে এখানে হাজির করে। রতনবাবু এটা ঠিকভাবে ধরেছেন, এখানে ১৩ পাতায় বলা হয়েছে ১৯৯৯-২০০০ সালের রিসিভ্ মানি ১৯৮৫.০২, এটা ঠিক হয়নি, এটা ঠিক। এটা হবে ২১ পাতায় দেখুন সেখানে আছে ১৯৬৩.৫৭। ১৩ পাতার ওটা প্রিন্টিং মিসটেক হয়েছে। ২১ পাতায় আমাদের যে ফিনানশিয়্যাল ষ্টেটমেন্ট বা আমাদের যে টোটাল রিসীট্ তার মধ্যে আছে ১৯৬৩.৫৭, এটা সেখানে দেখানো হয়েছে। আপনারা দেখুন প্রথমে আছে কনসলিডেট ফাণ্ড বা আমাদের যে ওপেনিং ব্যালান্স মানে গত বছর ছিল সেখানে দেখুন চার নাম্বার কলামে আছে ওপেনিং ব্যালান্স ১২৫ কোটি টাকা সেখানে দেখানো হয়েছে। কনসলিডেট ফাণ্ড যেটা আছে ফিনানশিয়্যাল ষ্টেটমেন্টের ২১ পাতায় সেখানে এটা দেখানো হয়েছে যে, ১৭৬০.৩৪ টাকা এবং এটা পাবলিক অ্যাকাউন্ট্স তাতে দেখানো হয়েছে প্রফিডেন্ট ফাণ্ড অর্থাৎ বেসিক্যাল পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ এবং এটা ডিসভার্সমেন্ট ফ্রম দা পাবলিক অ্যাকাউন্টস্। তাকে বাদ দিলে পরে ৭৮.২৩ কোটি টাকা ফিনানশিয়্যাল ষ্টেটমেন্টে যে বক্তব্যটা এখানে রাখা হয়েছে বা যে ষ্টেটমেন্টটা এখানে পড়া হয়েছে সেটা ঠিক আছে। শুধু ওখানে

প্রিন্টিং মিসটিক হয়ে গেছে। আশা করি রতনবাবুর আর এই সম্পর্কে সন্দেহ থাকার কথা না। বাজেটের উপর নিশ্চয়ই আমরা এর পরবর্তী সময়ে যেতে পারি। আলোচনার প্রথমেই শ্যামাবাবু যে কথাটা বলার চেষ্টা করেছেন যে, বাজেটের ঘাটতি দেখানো বা বছর শেষে আবার এসে ওপেনিং ব্যালান্স এই সমস্ত খুব কায়দা করে দপ্তরগুলি যে টাকা পাওয়া উচিৎ বা যে দপ্তরগুলির জন্য যে পরিমান টাকা খরচ হওয়া দরকার বা খরচ হতে পারে তাকে সেই জায়গা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ওপেনিং ব্যাল্যান্সের দিক থেকে। তা এটার মধ্যে কোথায় আমরা কিছু কারসাজি করেছি বা লুকায়িত কোন একটা বিষয় এর মধ্যে রেখে দিয়েছি, অন্তত: শ্যামাবাবুর কথা এটা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— অ্যাডিশন্যাল রিসোসের সম্পর্কে আমি বলার চেষ্টা করেছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— হ্যাঁ, অ্যাডিশন্যাল রিসোর্স-এর কথাই আপনি বলার চেষ্টা করেছেন। সেখানে আমরা যেটা বলেছি প্রথমত ১৯৯৯-২০০০ সালে যখন আমরা বাজেট তৈরী করি, ফেব্রুয়ারী মাসে এই বাজেটটা আমরা করেছিলাম। তখনও আপনি দেখেছেন যে, প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে তখন আমাদের যোগাযোগ হয়। কিন্তু আমরা বাজেট করেছিলাম এবং রিসীট্‌স্‌ও তখন ১৬৮১.৪৬ সেখানে আমরা দেখিয়েছিলাম। এটা আমরা যখন করি তাদের সঙ্গে আমাদের প্যানেল ডিস্‌কাশন হয়নি। সেন্ট্রাল বাজেট যেটা পাশ হয়, যেহেতু আমরা ভেবে বাজেট করেছি। সেন্ট্রাল বাজেট যখন পাশ হয়নি এবং শেয়ার অব্‌ সেন্ট্রাল ট্যাক্সেস্‌-এর থেকে কি টাকা পাব, এটা আমাদের কাছে পরিস্কার ছিলনা। কিন্তু যখন প্ল্যানিং কমিশন বললেন বা সেন্ট্রাল বাজেট যখন পাশ হলো এবং শেয়ার অব্‌ সেন্ট্রাল ট্যাক্সেস্‌ তখন কি হবে সেটা আমরা যখন পরিস্কার বুঝতে পারলাম তখন আমরা বাজেটে যে রিসোর্স দেখিয়েছিলাম সেটা আমাদের বেড়েছে। এবং অভার অ্যাণ্ড এভাব্‌ বাজেট এস্টিমেট আমাদের যেটা বেড়ে হয়েছে সেটা হচ্ছে ২৮২.১০ কোটি টাকা। এটা আমাদের বাড়তি হয়েছে। আমরা বাজেট ঘাটতি দেখিয়েছিলাম ১৫০ কোটি টাকা। এই এক্সট্রা একসপেণ্ডিচার অভার দ্যা বাজেট এস্টিমেট সেটা থেকে আমাদের খরচ বেশী হয়েছিল ৪২.৬০ কোটি টাকা। স্বাভাবিক কারণে আমাদের এবারকার ওপেনিং ব্যালেন্স মনে হচ্ছে আমাদের যেটা ১২০ কোটি টাকা ঘাটতি ছিল সেটা মেক্‌-আপ হয়ে গেলো। তাহলে ২৮২ থেকে ১৫০ গেলে থাকছে ১৩২ কোটি টাকা। আমরা একস্‌পেণ্ডিচার করেছি অভার বাজেট ৪২.৬০ কোটি টাকা। তো ১৩২.১০ কোটি থেকে আপনারা যদি ৪২.৬০ টাকা কোটি বাদ দিয়ে দেন তাহলে আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্স থাকছে ৮৯.৫০ কোটি টাকা। এবং আমাদের রিসোর্স কোথায় কোথায় বেড়েছে সেটা আমার বাজেট ভাষণে বলেছি। তারপর স্টেট শেয়ার অব এক্সাইজ ডিউটি আমি এটা বলতে পারি যে ৪১৭ কোটি টাকা ছিল। সেটা শেষ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি ৪৬৬ কোটি টাকা। এবং আমাদের বাজেটে শেষ পর্যন্ত ওপেনিং ব্যালেন্স হয়েছে ১২৫ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে আমাদের রিসোর্সটা বাড়ার জন্য আমাদের পক্ষে এটা করা সম্ভব হয়েছে। এখন সমস্যা যেটা হয়েছে,

মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে, আমরা টাকা খরচ করিনি এবং সেটা জমিয়ে রেখেছি এই ওপেনিং ব্যালেন্স বেশী দেখানোর জন্য। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে শেয়ার অব্ সেন্ট্রাল টেক্সেস্ এর টাকাটা সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্ট আমাদের ১৪টা কিস্তিতে দেন। এবং প্রতি মাসে এক কিস্তি করে দিলেও মার্চ মাসে এসে তারা তিন কিস্তির টাকা দিয়ে দেন একেবারে শেষের দিকে। এবং গতবারেও যখন কেন্দ্র মার্চ মাসের শেষের দিকে এডিশন্যাল সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টেন্স ৭৭ কোটি টাকা এবং পরে আরো ৭ কোটি টাকা মোট ৮৪ কোটি টাকা আমরা পাই। তো এই কারণে মার্চ মাসে যখন টাকাটা আসে সে টাকাটা আমাদের পক্ষে খরচ করা সম্ভব হয় নি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন টাকাটা কেন্দ্র থেকে দেরীতে আসে সেজন্য সেটা খরচ করা যায়নি। আজকেও আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, যেসব ক্ষেত্রে কেন্দ্র বৎসরের শেষে টাকা দেয় সেগুলি মেনশন করেছেন। কিন্তু অন্যগুলির ক্ষেত্রে টাকাটা টাইমলি এসেছে শুধু দুই একটা দপ্তর ছাড়া। দেখা গেছে দুই তিনটা দপ্তর ছাড়া বাকি সবগুলির ক্ষেত্রে আগেই টাকা দেওয়া হয়েছে, এই উত্তর আমি আগে পেয়েছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, আমি অস্বীকার করছি না। আমি এখন বলছি শেয়ার অব্ টেক্সেস্ এর কথা। আদার ডিপার্টমেন্টের কথাতো বলছি না। তাদের টাকা কখন এসেছে সে ব্যাপারে আমি কিছুই বলিনি। এখন আমরা গতবারে যে টাকাগুলি পেয়েছিলাম এটা এডিশন্যাল সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টেন্স পেয়েছি, মার্চ মাসের শেষের দিকে। এই টাকাটা প্রথম কিস্তি সাধারণত: এপ্রিল মাসে আসার কথা কিন্তু সেন্ট্রাল বাজেট তখন সবে মাত্র পাশ হয়, ফলে প্রথম মাসে সময় মত টাকা পাঠাতে পারে না। ফলে এই ওপেনিং ব্যালেন্স থাকার ফলে এপ্রিল মাসে আমাদের কর্মচারীদের বেতন এই টাকা থেকে দেওয়া যায়, যদি এই টাকা না থাকতো তাহলে এপ্রিল মাসে তাদের বেতনের টাকা দেওয়া সম্ভব হতো না। কাজেই ওপেনিং ব্যালেন্সে কিছু টাকা থাকলে সুবিধা হয়। দ্বিতীয়ত: প্ল্যান ডিস্কাশনে আমরা যাই তখন আমরা সেই প্ল্যান ডিস্কাশনে রিসোর্স এর ক্ষেত্রে আমরা শো করতে পারি যে আমাদের ওপেনিং ব্যালেন্স এই আছে সেই টাকাটা রিসোর্স মোবিলাইজেশনের জন্য আমাদের সাহায্য করবে। যেমন এবারের বাজেটে আমরা পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ ধরেছি ৫৮৫.৬৫ কোটি টাকা সেই টাকার মধ্যে ওপেনিং ব্যালেন্স ৮৯.৭৫ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত। রিসোর্স মোবিলাইজেসানের দিক থেকে সেটা আমাদের সাহায্য করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা যদি সময়মত আসে তাহলে ওপেনিং ব্যালেন্স এত থাকার কথা নয়। তৃতীয় হচ্ছে, নন-প্ল্যান গ্র্যান্ট যদি এবার বেশী আসে, এখন পর্যন্ত দেখা গিয়েছে ফার্স্ট ইনস্টলমেন্টটা একটু বেশী আসে। এবারে কি থাকবে না থাকবে এক্ষুনি সেটা আমাদের পক্ষে বলা মুশকিল। এটা আসলে পরে আমাদের বাজেটে যে ঘাটতি রয়েছে সেটা আশা করছি খুব একটা থাকবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে

টাকা যদি সময় মত না আসে তাহলে আমাদের কিছুটা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। এখানে এটাও কেউ কেউ বলতে পারেন যে, আপনারা যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা পাবেন তাহলে এখন ওভার ড্রাফট্ করছেন না কেন ? কেন্দ্রীয় সরকার কখন টাকা দেবে না দেবে সেটা নিয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই। আর ওভার ড্রাফট নেওয়া মানে ৯ শতাংশ হারে সুদ দেওয়া। এটার মধ্যে সমস্যা অনেক বেশী থাকবে। যদি আমি ৯ শতাংশ হারে সুদে ওভার ড্রাফট নেই এবং তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যদি সময় মত টাকাটা না পাই তাহলে পরিস্থিতটা কি হবে ? যে অর্থনীতি ব্যবস্থাটা বর্তমানে রয়েছে সেটা ভেঙ্গে চুরে যাবে। এই জন্য ওপেনিং ব্যালেন্স একটু বেশী হয়ে যায়। তাতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আমরা কর্মচারীদের বেতন নির্দিষ্ট সময়ে দিয়ে যেতে পারছি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলির অবস্থাটা কি ? আসামে গত ৬ থেকে ৭ মাস ধরে শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছেন না। নাগাল্যাণ্ড এবং মনিপুর সরকার কর্মচারীদের পে-কমিশনের ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্তই নিতে পারছে না। কিন্তু আমাদের এখানে পে-কমিশনের রিপোর্ট যতটুকু সম্ভব কার্যাকর করা হয়েছে। কাজেই, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় আমাদের রাজ্য যে প্রশাসনিক দক্ষতার মাধ্যমে ভাল ভাবে চলছে এই সম্পর্কে তো কোন দ্বিমত থাকার কথা নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বছরের শেষ সময়ে টাকা বরাদ্দ দেয় বলে কাজ করা যায় না। এই জন্য টাকা ওপেনিং ব্যালেন্সে থেকে যায়। এটা যদি সত্যি হয় তাহলে ১৯৯৮-৯০ অর্থ বছরে ওপেনিং ব্যালেন্সে ৬৫ ৩১ কোটি টাকা থাকল কি করে ? স্যার, এটা ইন্টারন্যাল রিসোর্স অর্থাৎ টেক্স কালেকশান সেটা আগে ছিল এবং আপনারা দেখেছেন এবারের বাজেটে যেটা রিফ্লেকট্ হয়েছে। ২৭ কোটি টাকার উপর আমরা ইনটারন্যাল রিসোর্স মোবালাইজ করতে পেরেছি। বেশ কয়েকজন সদস্য বলেছেন যে, কয়েকটা দপ্তরকে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা বৈষম্য করেছি। কম টাকা দিয়েছি। ফিনান্স মিনিস্টার তার দপ্তরের জন্য বেশী টাকা রেখে দিয়েছেন। এই নিয়ে অনেক কথা বলার চেষ্টা তাঁরা করেছেন

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমি প্রথমত: বলি যেগুলি আপনারা বলেছেন যে বিভিন্ন দপ্তরকে আমরা বঞ্চিত করেছি। স্কুল এডুকেশন গতবারের মোট বাজেট ছিল প্লেন-নন-প্লেন মিলে ৩১২'১৪ কোটি টাকা। এবার সেই স্কুল এডুকেশনে আমরা দিয়েছি ৩৭০'২৪ কোটি টাকা। হায়ার এডুকেশন গতবার ছিল ৩১'৫৪ কোটি, টাকা আমরা এবার দিয়েছি ৩৪'৯১ কোটি টাকা। পাবলিক ওয়ার্কস (রোড এণ্ড ব্রীজেজ) গতবার ছিল ১৫৯'৮৪ কোটি টাকা এবার বরাদ্দ করা হয়েছে ১৭৪'৫৮ কোটি টাকা। পাবলিক ওয়ার্কস (ওয়াটার রিসোর্স এণ্ড পি. এইচ. ই) এই দুইটি এক সঙ্গে আছে গতবার ছিল ৮৭ ৯০ কোটি টাকা আর এবার বরাদ্দ করা হয়েছে ১১৮'৩৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে একটা সবচেয়ে বড় এইড লোনের টাকা এটার মধ্যে বেশী। পাওয়ার গতবার ছিল ১৩৩ কোটি এই ব্যাপারে আমি পড়ে বলব। এবার বরাদ্দ করা হয়েছে ২৫৪'৯৩ কোটি টাকা।

পুলিশ গতবার বাজেটে ছিল ১৬৫.৫৭ কোটি টাকা মানে রিভাইজড বাজেট যেটা আমাদের হয়েছিল আমি সেটা বলছি। রিভাইজড বাজেটে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এবার আমরা বাজেট বরাদ্দ করেছি ১৮৫.৭৩ কোটি টাকা। আর. ডি গত বার ছিল ৪৭.১৮ কোটি টাকা এবার বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৮৫.৪৪ কোটি টাকা। ৫৫ পারসেন্ট-এর মত বৃদ্ধি বা বেশী হতে পারে। এগ্রিকালচার গতবার যেখানে ছিল ৭১.৩৮ কোটি টাকা এবার এগ্রিকালচার এবং হর্টিকালচার দুইটা মিলে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭৭.২১ কোটি টাকা। তার পরে হেলথ এণ্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার কেন্দ্রীয় সরকার কতগুলি স্কীম পরিষ্কার বলেছেন এবার এই খাতে কোন টাকা পাওয়া যাবে না। তাতে আমাদের ১০ লক্ষ টাকা গত বারের বাজেট যেটা কেন্দ্রীয় সরকার আগেভাগে বলে দিয়েছে। সুতরাং বাজেটে আমরা এটা অন্তর্ভুক্ত করব এই সি এস, এস স্কীম যেটা ছিল। সেই কারণে হর্টিকালচারে কিছু টাকা কমেছে। তেমনি হেলথ এণ্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার গতবার ছিল ৮৬.৮১ কোটি টাকা এবার সেখানে রাখা হয়েছে ৯০.০৮ কোটি টাকা। ট্রাইবেল ওয়েলফয়ার যেখানে ছিল ৭৪.৮৪ কোটি টাকা এবার রাখা হয়েছে ৮০.১৪ কোটি টাকা। রেভিনিউ গতবার যেখানে ছিল ৪৬.৬৮ কোটি টাকা এবার রাখা হয়েছে ৪৯.৯৭ কোটি টাকা। পঞ্চায়েত আর. ডি দুটো এক সঙ্গে মিলালে অন্যান্য দপ্তর গতবার যেখানে ২৫৯.৩৮ কোটি টাকা ছিল এবার আদার ডিপার্টমেন্ট ২৩৭ কোটি এখানে যেটা আপনারা বলেছেন কিছু কিছু দপ্তর-এর ক্ষেত্রে এই ফিগারটা যখন রিভাইজড বাজেট ১৯৯৯-২০০০ইং সালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যখন রিভাইজ বাজেট ১৯৯৯ সালের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন তখন আমরা দেখিয়েছিলাম হায়ার এডুকেশনে ২ শতাংশ ছিল এবার ১ শতাংশ হয়ে গেছে। বা পি, ডব্লিউ, ডি, রোড কনস্ট্রাকশনে গতবার ৯ শতাংশ ছিল এবার ৭ শতাংশ হয়ে গেছে। পাওয়ারে ৭ শতাংশ ছিল সেখানে ১১ শতাংশ হয়ে গেছে। পাওয়ার দপ্তরে আমরা সব চেয়ে বেশী বরাদ্দ করেছি। পাওয়ারে এবারের বাজেটে টাকা বাড়ানোর মূল কারণ হচ্ছে বড়মুড়া প্রজেক্টে এ, ডি, সি, টাকা দেবে। সেই কারণে সেখানে ৫০ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। নন্ লেপস এবল সেখানে আমরা ৫৫ কোটি টাকা রেখেছি যেহেতু রুখিয়ার গতবারের প্রজেক্ট ২১ মেঃ বিদ্যুৎ তারজন্য সেখানে ৫ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে এবার আমরা দেখছি কম করে হলেও ৫০ কোটি টাকা আমরা পাব। গতবারের প্ল্যান এবং নন্-প্ল্যান এবং এবারের প্ল্যান এবং নন-প্ল্যান যদি আমি তুলনা করি পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে গতবার প্ল্যানে ছিল ৩৬.৮৮ কোটি টাকা। আর এবারের প্ল্যানে রাখা হয়েছে ২১.২২ কোটি টাকা, নন-প্ল্যানে গতবার ছিল ৯৫.১৯ কোটি টাকা এবার নন্-প্ল্যানে রাখা হয়েছে ১২৮.৭০ কোটি টাকা। মূলতঃ আমাদের বকেয়া এন, আই, পি, সি ও, পাওয়ার গ্রীড ঐ সমস্তগুলির জন্য। বকেয়া যদি পরিস্কার না করি তাহলে পাওয়ারের কি অবস্থা হতে পারে মাননীয় সদস্য না বুঝার কোন কারণ নাই। আর এখানে যেটা বলার চেষ্টা করেছি এ, ডি, সি-র ব্যাপারে। আমি সেই সময়ও

বলেছি কয়েকটা দপ্তরের টাকাটা এখানে দেখানো হয়েছে। স্কুল এড়ুকেশন গতবার তারা নন-প্ল্যানে দিয়েছিলেন ২১.৯৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা এবার দেওয়া হয়েছে ২১ কোটি ৭০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আর বাকী অন্য খাতে যে টাকা কম হলেও কিছু কিছু বেশী আছে। যেমন ধরুন ওয়াটার রিসোর্স সেখানে ৭ কোটি টাকা তাদের দিয়ে রেখেছি। যেটা এখানে এখনোও হয়নি। পি, ডব্লিউ, ডি, গতবার ২ কোটি টাকা। পি, ডব্লিউ, ডির টাকাটা এখানে দেখানো হয় নাই। এ, ডি, সি, কোন অবস্থায় গতবারের চাইতে কম পাবে না। আমি মাননীয় সদস্যদের এটা অ্যাসিউর দিতে পারি। তারা যে গতবার টাকা পেয়েছে তার চেয়ে অন্তত: এক কোটি টাকা তারা বেশী পাবে এবং তাদের টাকা কমিয়ে দেওয়ার অবস্থার মধ্যে সরকার নেই। দু'টি ফাণ্ড আমরা করেছি, একটি হচ্ছে রিডামশান আরেকটি হচ্ছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলাপমেণ্ট ফাণ্ড। সেইগুলিতে ১০ কোটি ১০ কোটি টাকা করে মোট ২০ কোটি টাকা সেটাও ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট থেকে আসবে। তারপরে বিভিন্ন সময়ে এড্‌ভান্স আমাদের দিতে হয় হাউজ লোন বলুন, মেডিক্যাল লোন বলুন এই সব কিছু মিলিয়ে আমরা ১০ কোটি টাকা, আমরা সব সময় রাখি। আর এখানে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের এম-এল এ রা বলেছেন এম.এল.এ-দের প্রোগ্রাম। সেখানেও টাকা রাখতে হবে। ফিনান্স দপ্তরকেই তার ব্যবস্থা করতে হবে সেই সমস্ত অতিরিক্ত টাকা। সুতরাং টাকার পারিমাণ আমরা এখানে যা রেখেছি এবং বর্তমানে যা প্রয়োজন এইগুলি না করে আমরা পারবনা। ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টকে যে ব্যয়ভার বহন করতে হয় সেই টাকাটা এর মধ্যে রাখা হয়েছে। সেই জায়গার মধ্যে বিলোনীয়া সাক্রম বা আলাদাভাবে কিছু করা তার কোন সুযোগ তার মধ্যে নেই। এখন আপনারা এখানে যেটা বলার চেষ্টা করেছেন যে পুলিশ দপ্তরে আরো বেশী টাকা রাখার প্রয়োজন। এটা ঠিক যে আমরা এবার ১২ শতাংশ টাকা বৃদ্ধি করেছি। টাকা কিন্তু সব জায়গায় সমানভাবে বেড়েছে। গতবার যে টোটাল বাজেটটা ছিল তার উপরে ২৬.৬ শতাংশ বৃদ্ধি করেছি। স্বাভাবিক কারণে এই যে ২৬.৬ শতাংশ এই বৃদ্ধিটা আমরা যেটা বাড়তি দেখিয়েছি সব ডিপার্টমেণ্টে কিন্তু এর প্রতিফলন হয়। প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টে টাকা বেড়েছে। কোন ডিপার্টমেণ্টে ৩০ শতাংশ কোন ডিপার্টমেণ্টে ১২ শতাংশ, কোন ডিপার্টমেণ্টে ১৫ শতাংশ আবার কোন ডিপার্টমেণ্টে ১৭ শতাংশ করে বেড়েছে। আমরা এখানে বাজেট এট এ গ্লেন্স এর মধ্যে এক টাকাকে বেইস করে বা একশত টাকাকে বেইস করে যে ডাটাটা আমরা দেখিয়েছি সেখানে আপনারা দেখবেন যে ইমফ্রেকশানটা মনে হবে কোন কোন দপ্তরে গত বার থেকে পারসেন্টিজ কমে গেছে। এখানে পারসেন্টিজটা কমে গেছে এই কারণে আমি বলছি যেহেতু ইনক্রিজটা আমাদের ২৬.৬ শতাংশ সব ডিপার্টমেণ্টে কিন্তু এর প্রতিফলন হয়নি সব জায়গার মধ্যে। স্বাভাবিক কারণে গতবারের সঙ্গে পারসেন্টিজ কম্পেয়ার করলে সেই জায়গায় রিফ্লেক্ট হবে যে, গত বার থেকে কোন দপ্তরে পারসেন্টিজ কম হবে। সেটা মনে হলেও বাস্তবে তা কমেনি তারা কম টাকা পাচ্ছেন না। কিন্তু টাকার পরিমাণ বেড়েছে। আমি পুলিশের ক্ষেত্রে যেমন বলতে পারি, যেমন ধরুন ১৯৯৭-৯৮ এ ২৯

শতাংশ বেড়েছে আগের বারের তুলনায় ১৯৯৮-৯৯ইং, সনে ২২ শতাংশ বেড়েছে আর গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৯৯-২০০০ এ বেড়েছে ৩১ শতাংশ। গত বারই আমরা বেশী বাড়িয়েছি। এই যে ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি এর উপর আমরা এখানে ১১ শতাংশ এবার বৃদ্ধি করেছি। হোম ডিপার্টমেন্ট নিশ্চই জরুরী যে সমস্ত কাজ আছে, সেই হিসাবে এটা এসেছে। গতবারের বাজেটের মধ্যে অনেক কিছুই ছিলনা। জরুরী হিসাবে যেটা এসেছে আমরা নিজেরা বসে হোম ডিপার্টমেন্ট, ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট প্রয়োজনে কেবিনেট বসে হোম ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত রিকিউজিশান আছে রাজ্যের যা অবস্থা তাতে যে অতিরিক্ত খরচগুলি হচ্ছে, সেইগুলিকে আমরা মিটাবার চেষ্টা করেছি। এখন সিকিউরিটি রিলেটেড এক্সপেনডিচার সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের তাদের কাছ থেকে কিছু টাকা পয়সা পাওয়া যায় কতগুলি বিষয়ে। সেইগুলি তো এই বাজেটে কোথাও এর প্রতিফলন হয়নি। সুতরাং আপাতত দেখলে মনে হবে বৃদ্ধি কম, কিন্তু হোম ডিপার্টমেন্টের গুরুত্বের কথা বিবেচনার মধ্যে রেখে আমরা সেখানে আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা রেখেছি। এখানে আপনারা হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের কথা বলেছেন। আমরা প্লেন এবং নন-প্লেন মিলে বাড়তি টাকা রেখেছি এবার স্বাস্থ্য দপ্তরে। স্বাস্থ্য দপ্তরের রিভাইসড বাজেট গত বৎসর যেটা ছিল ৮৬ কোটি ৮১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। এবার প্লেন এবং নন্-প্লেনে আমরা বলছি হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের বাজেট আরো বাড়বে। যখন এই ৮৬ কোটি ৮১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা এর অন্তর্ভুক্ত করি তখন দশম অর্থ-কমিশন থেকে ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা আরো অতিরিক্ত হেল্‌থ-এ যোগ করা হয়েছে। এই ৮৬ কোটি ৮১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার মধ্যে এবার যখন আমরা বাজেট করছি হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের জন্য, একাদশ ফিনান্স কমিশন তো এই বৎসর টাকা দেয়নি, সেই টাকা আমরা এখানে দেখাতে পারিনি। একাদশ ফিনান্স কমিশনের টাকা হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টের জন্য অবশ্যই আসবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমি অর্থ মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে, তিনি কি করতে চান এই রাজ্যের বেকারদের জন্য, উপজাতিদের জন্য, পিছিয়ে পড়া লোকদের, জন্য এবং দারিদ্র সীমার নীচে যারা আছে তাদের জন্য এবং শিল্প স্থাপন করার জন্য কি করবেন এখানে বলুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী): এখানে আমি আসছি পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যুক্ত করবেন। কিন্তু আপনারা যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর যখন চেয়েছেন সে প্রশ্নগুলোর জবাব না দিলে আপনারাই বলবেন যে, এগুলোর উত্তর দেয়'ন। আমরা বলেছি যে হেল্‌থ্ ডিপার্ট'মেন্টের বাজেট আমাদের আরোও বাড়বে। সদস্যরা যে বিষয়গুলোকে সন্দেহ প্রকাশ করছেন, তাদের সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ইলেভেনথ ফিনান্স কমিশন তাদের রির্পোট যখন হবে সেই রিপোর্ট এ এই হেল্‌থ্ দপ্তর সঙ্গে যুক্ত রাখবেন। সেটাও তার সঙ্গে যুক্ত হবে। কিন্তু ৯০ কোটি টাকা যে কথাটা এখানে বলা হয়েছে সেই সন্দেহটা থাকবে না। মাননীয় সদস্য সুদীপ রায় বর্মণ তিনি

উল্লেখ করেছেন, সেখানে তিনি বার বার জোর দিয়ে বলবার চেষ্টা করেছেন যে লাইবেলিটিস ১৯৯৫-৯৬ সেটা ৮৫২'৩৩ না হয়ে ৮৫২'০১ টাকা হবে। কেগ রিপোর্টে এখনও অব্দি প্রকাশ হয় নাই। আমি জানিনা মাননীয় সদস্য এই কেগ রিপোর্ট এই অংশটা কোথায় কিভাবে পেয়েছেন আমি জানিনা। কিন্তু এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল (অডিট) আর এন ঘোষ তিনি আমাদের কাছে একটি চিঠি দিয়েছেন আমাদের ফিনান্স সেক্রেটারীকে, কারণ এরাই এই হিসাব রাখেন লাইবেলিটিস্-এ কি থাকে বা না থাকে সেখানে লাইবেলিটিস্ কি তার যে চিঠি দিয়ে এখানে জানিয়েছেন আমি শুধু এটাই বাজেটের মধ্যে এনেছি এবং সেই বাজেটের মধ্যে ১৯৯৪-৯৫ সেখানে তারা বলেছেন ৮৫২'৩৩ কোটি টাকা। আমরা সেটাই এই বাজেটের মধ্যে উল্লেখ করেছি।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ : - পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, যে পয়েন্টটা ৮৫২'৩৩ কোটি টাকা এটা কেগ্ এটা তো স্যার, নতুন না, এটাতো স্যার, পুরানো ১৯৯৮ সালের। ১৯৯৮ সালের ফিনান্সসিয়াল ইয়ারে বইটা এখানে তো আমি একরডিং প'জশান অব দ্যা বুক। এটা তো আমি পেইজ বলে দিয়েছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—আমাদের কাছে লেটেষ্ট যে চিঠি দিয়েছে। নিশ্চই আমি কাকে বিশ্বাস করব। এই হচ্ছে আর, এন, ঘোষ এ্যাকাউটেন্ট জেনারেল (অডিট) তার সর্বশেষ চিঠি যেটা আমাদেরকে দিয়েছে। ফাইনান্স দপ্তর থেকে বলা এটা খুবই কঠিন। তারা আমাদের যা জানিয়েছে আমি সেই ব্যাপারটা বলেছি স্যার,। সেই চিঠির কপি আমি দিচ্ছি তারপর 'বিলু প্রভারটি লাইন' সম্পর্কে তিনি এখানে তুলেছেন। প্রভারটি লাইনের বলেছেন যে ১৯৬০ সালে আমরা দেখেছি টেনথ ফিনান্স কমিশনের কাছে তারপর ইলেভেনথ ফিনান্স কমিশনের কাছে এবং এই ভাবে সবাইকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। কিছু ট্রাইবেল এলাকা সেখানে এভাব ৯০ পারসেন্ট আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি। প্রথমত: বিলু প্রভারটি লাইন যেটা এটা ঠিক করেন প্লেনিং কমিশন থেকে। টাইম টু টাইম তারা বিভিন্ন গাইড লাইন দেয়। প্রথমত তারা ঠিক করে যে কারা বিলু প্রভারটি লাইন নিয়েছে তাদেরকে যেন ডেফিনেশনটা দেন সেটা নেয়ার এভাউট প্রায় ৬ হাজার এই রকম ভাবে তারা ঠিক করেন যে এর নীচে যারা তারাই বি, পি, এল-এর আওতায় আসবে। প্রথমত: তারা যে ডেফিনিশানটা দিয়েছিল নিয়ার এবাউট্ ৬,০০০ এইরকম তারা একটা ক্রাইটেরিয়া ঠিক করেন যে এর নিচে যাদের বাৎসরিক আয়, তারাও বি পি এল এর মধ্যে আসবে। ১৯৯২ সালে আবার একটা নূতন গাইড্ লাইন দেন এবং সেখানে তারা এটা বলেন, এটা হবে ১১,০০০ টাকা। এটা ৯১ সালের। ফিনান্স কমিশান যেমন দেন তাদের কাছে যখন এপ্রোচ্ করা হয় কেন্দ্রীয় সরকার ৫,৬০০ টাকা যেটা ঠিক করে দিয়েছিলেন সেই সার্ভের ভিত্তিতে তথা হচ্ছে ৬৩ ৬৯। সেটাকে টেনথ্ ফিনান্স কমিশানের সামনে প্লেস করা হয় সেইভাবে এপ্রোচ্ করি। ইলেভেনথ ফিনান্স কমিশান মানে বি পি এল, এর সম্পর্কে আমরা কোন নির্দিষ্ট সম্পর্কতা করেনি। কিন্তু এটা ঠিক যে আমাদের সেই ইলেভেনথ ফিনান্স

কমিশানে যে মেমোরেণ্ডাম আমরা সাবমিট্ করেছি। আমাদের ১০তম ফিনান্স কমিশান এর মেমোরেণ্ডাম এখানে আছে। সেই সমস্ত জায়গার লোকদের পরিস্কার ভাবে বলা আছে শুধু ৭৩ বা ৭৪ বিলো পার্সেন্ট সংখ্যা আমরা বলিনি। যে এখানকার যে অংস্থা ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে এই রাজ্যের মধ্যে কিছু এরিয়া আছে, যেখানে ট্রাইবেল পপুলেশান ১০ পার্সেন্ট হচ্ছে, সেটা আছে। আমরা এভারেজ বি পি. এল সেটা আমরা কোথাও উল্লেখ করেনি। শুধু আমি বলছি রুরাল পপুলেশান তার উপরে বলতে গিয়ে টেনথ্ ফিনান্স কমিশান রিপোর্ট আমি বলেছি ৫১ পাতায় আছে। Tripura is the most one of the backward state in the Entire country as far as servey conducted in the recent fast it has been related revel deabt 74 /. of the rural population of the state are B P L. While the position is such the following stretegy has been adopted for the internal issues poverties The current estimates of the rural population B P L is 63·69 আমাদের যে মেমোরেণ্ডাম। এক্স পার এক্স এষ্টিমেট্ মেইড বাই দ্যা স্ট্যাটিস্টিক্যাল্ ডিপার্টমেন্ট অন্ দ্যা বেসিস্ অব্ ৮৩ ৮৪ এখন ৯৬-৯৭ সালে আবার সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট বি. পি. এল, সম্পর্কে নূতন সন্ধান দিয়েছেন। এটা এখন তারা ঠিক করেছেন ১৬,৫৮১, এই টাকার নীচে যারা থাকবে তারাই বি. পি. এল, বলে চিহ্নিত হবে। যাই থাকুক আমাদের রাজ্য সরকার ৭১-৭৩ ধরেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি। আমাদের এক্স পার এক্স সেটেষ্ট সার্ভে, এখন নূতন করে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবং হাউস টু হাউস এই সমস্ত করে ব্লকগুলিকে কাজে লাগিয়ে সেই জায়গার মধ্যে এবং আমরা আশা করছি, প্রকৃত যে মোটামুটি যে বিতর্কটা যেটা নিয়ে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট প্লেনিং কমিশান বিভিন্ন সময় বিতর্ক হচ্ছে আমরা আশা করছি আগামী ২ মাসের মধ্যে এই বি. পি এল-এর যে বিতর্কটা এটা সম্পর্কে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারব। আমাদের সার্ভে প্রায় শেষের পথে। এটা সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারব। আমাদের সার্ভে প্রায় এই রকম কম্পজিশন। সেই দিক থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ : - স্যার, দশম ফিনান্স কমিশনে যে রিকমেণ্ডশন ফেইস করা হয়েছিল, ওয়াইড অব্ ইনক্রিজ, সেইটা আমার প্রশ্ন ছিল।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা দশম অর্থ কমিশনের কাছে যখন গিয়েছিলাম, তখন শুধু ৫,০৬০ টাকা যেটা বাৎসরিক ইনকাম। আর যখন আমরা ফিনান্স কমিশনের কাছে যাই, তখন সেণ্টাল গভর্ণমেণ্টের যে গাইড লাইন ছিল সেটা ছিল ১১,০০০ টাকা। সেটাকে বেসিস করে একটা স্যাম্পল্ সার্ভে হলো সেই স্যাম্পল্ সার্ভের ভিত্তিতে আমাদের রুরাল পপুলেশন এর ৭৩·৭৯ পার্সেন্ট বিলো প্রভারটি হিসাবে চিহ্নিত, সেটাই আমরা গিয়েছি। প্রথমত: আয়ের যে উৎস এটা বেড়ে গেল তাতে কিছু লোক বাড়তি এখানে এসেছে, কিছু পারসেন্টেজ এখানে বাড়ছে। এটা সেই ভাবে ঠিক

করা হয়েছে। আমরা বলছি আগামী ২ মাসের মধ্যে প্রকৃত চেহারাটা বেরিয়ে আসবে। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, এন. পি. সি. সি. ম্যাকানড়ু এন. পি. সি. সি.রুপ অব্ ব্রীজ এই গুলি নামে মাত্র ব্যবহার করছি। ব্যক্তিগত ভাবে আমরা কিছু কিছু কনট্রাকট্রারকে দিয়ে দিচ্ছি। সেন্টাল গভর্ণমেন্টে এইগুলি হচ্ছে পি, এইচ, ই তাদের আনডারটেকিং কোন বড় কাজ বা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ যখন থাকে আমরা তাদেরকে ডাকি কনট্রাকট্রার হিসাবে। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের পি, এইচ, ই তারা সেখানে টেণ্ডার দেন, কনটেস্ট হয়, তার ভিত্তিতে সেখানে এই রেইট ফিকসেশন হয়। তারা কাজ কাকে দিয়ে করাবেন সেটা তো স্টেট গভর্ণমেন্টে দেখে না। এটা তো সব সময় হয়, তারা তার মধ্যে কিছু, এখন ধরুন বি, আর, ও তারা কাজ করছে। অনেক জায়গার মধ্যে প্রাইভেট কনট্রাকট্রার নিয়োগ করেন, তাদের দিক থেকে সেই সমস্ত জায়গার মধ্যে করেন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— স্যার, পয়েন্ট অব্ অর্ডার, এইখানে একটা প্রভলেম হয়ে গেছে স্যার, আমি সেই দিনও এখানে আলোচনা করেছিলাম। কাজটা রেষ্ট্রিক্ট হওয়ার দরুন, এটা ফিজিশিয়ান সার্ভিং হওয়ার দরুনে নেগোশিয়েট রেইট হয়ে গেছে। ফলে এখন তারা নিউ সিডিউলে গভর্ণমেন্ট কাজটা দিল ৪৫ পারসেন্ট এভাব, ডিমাণ্ড ১৫ পারসেন্ট এভাব। এরা আমার কাছে সাব-কনটেক্ট দিল, ২ পারসেন্ট এভাব অথচ আমি যদি কাজটা পাইতাম, ১ পারসেন্ট এভাবেই কাজটা করতাম। সেটা আমাকে যদি পারটিসেপেট করতে হত এই টেণ্ডারে আমি ১ পারসেন্ট এভাব নিউ সিডিউলে করতে রাজি ছিলাম। এজ এ একস্ট্রা পেমেন্ট অব্ মানি ফর দ্যা গভর্ণমেন্ট। সেটাই আমার উৎথাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এবং বার্নিং এগজাম্পল ইজ এন. পি সি. সি., এন, পি, সি. সি ইজ দ্যা বার্নিং এগজাম্পল্ অব্ অল দিজ থিংস।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য, যেটা বলছেন বেসরকারী, তাতে আমরা কয়টা কাজ পেয়েছি। যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ বড় কাজ সারা ভারতবর্ষে তারা কাজ করেন, তাদের অভিজ্ঞতা আছে। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ওদের দিয়ে কাজ করান, তাদের সমস্ত বড় বড় ওয়ার্ক গুলি গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এটার আণ্ডার টেকিং। তাদের যখন এই ধরণের বড় বড় কাজ আসে সবটাই টেণ্ডার হয়। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এর যে সমস্ত পি এইচ ই, গুলি আছে তারা টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করেন, তারাই সেখানে কাজ পান। পরবর্তী সময় তারা কি ভূমিকা নিচ্ছে সেটা তো আমাদের। সবটা দেখার বিষয় না। আমাদের কাজ হল কোয়ালিটি মেনটেইন করা, কাজটা তুলে আনা। আমরা যখন তাদের সঙ্গে কনট্রাক হয় আমি যদি এ, পি. সি সি. পাই এন পি সি সি. সঙ্গে কথা বলি, আর সেখানে যদি ম্যাকানড়ুস পাই ম্যাকানড়ুসের সঙ্গে কথা বলি। সেখানে চীফ ইঞ্জিনিয়ার আছেন, ম্যানিজিং ডিরেক্টর আছেন তাদের সঙ্গে আমাদের সমস্ত কথাবার্ত্তা হয়। আর এটা তো আমরা নতুন করি না, গভর্ণমেন্টে অব ইণ্ডিয়া করছেন। তারা আণ্ডারটেকিংস তাকে সেখানে কাজ দেওয়া হয়।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ :— কি কাজ করে আপনার এগজিকিউটিভ সুপারভিশন সুপারভাইস, দে হ্যাভ নাথিং। আপনারা সমস্ত কিছু জিনিসটা জানেন, আপনার সেক্রেটারী পুরোনো বিল্ডিং এর কাজ সম্পর্কে জানেন এটা কোথাই গেছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, না ঠিক আছে, এন. পি. সি. সি. কি করছে তা ইন্টারনাল কি ব্যাপার আছে, আমরা বিধানসভায় তা দেখতে পারব না, আপনারাও দেখতে পারবেন না, আমিও দেখতে পারব না। এন. পি সি সি তাদের বোর্ড আছে, তাদের কমিটি আছে। গভর্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া তদারকি করবে, এটা তাদের ব্যাপার।

মি স্পীকার : মাননীয় সদস্য, এখন আমার মনে হয় সবটারই ইনডিটেলস্ ছাত্র শিক্ষকের মত। আমি বলছি যে বাজেট পিসের উপর যে জবাব আমার মনে হয় ইনডিটেলস এটা একটা রূপরেখা এবং তা এই পক্ষেরই দেওয়া উচিৎ। কেননা আপনারা প্রশ্ন করছেন আপনারা সন্তুষ্ট না, আপনারা বুঝতে পারছেন না। কাজেই, বিপদ তো এইখানেই। আপনারা বলবেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সভাতে আরো যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন যেটা আই. জি. এম-এ করতে যাচ্ছে। তিনি বলেছেন পুরানো ওয়ার্ডটার ছাদ ভেঙ্গে ফেলেছে। আমরা নূতন কাজটা টেণ্ডার করেছি সেই কাজটা হবে। এই সমস্ত তথ্য ঠিক না। পুরানো ওয়ার্ড এর কোন দেওয়াল ভাঙ্গা হয়নি। বরং সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট এখানে আরো নতুন করে ৪০টি বেড যুক্ত বিল্ডিং তারা তৈরী করবেন সেই কাজে তারা অগ্রসর হচ্ছেন। কাজ কন্ট্রাক্টরের কাছে অর্ডার হয়েছে এই বছর থেকে সেটা পুরো দমে কাজ শুরু করা যাবে। অন্যান্য যে প্রশ্নগুলি মোটামুটি ভাবে সদস্যরা বিভিন্ন ভাবে তোলার চেষ্টা করেছেন আমি সেই সমস্ত কথাগুলি এখানে বলছি বিশেষ করে কিছু কিছু মাননীয় সদস্য এখানে আমাদের সমালোচনা করেছেন যে, বিদ্যুতের মাশুল কেন বাড়ানো হল ? আমি প্রশ্নোত্তরের সময় বলেছি যে বিদ্যুৎটা যখন কিনে আনি ৪০ থেকে ৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমাদের কিনতে হয়। আমরা যখন বিদ্যুৎ কিনে আনি আমাদের প্রতি ইউনিটে খরচ পরে ২ টাকা ৯১ পয়সা। আর আমি যখন বিক্রি করছি এমনও আমরা যে মাশুল নির্ধারণ করেছি ইট ইজ চিপ্ রেইট ইন্ দি কান্ট্রি। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা বিদ্যুৎ এখনও আমাদের এই রাজ্যের মানুষ পাচ্ছে। সেখানে আমি বিক্রি করছি ১ টাকা ২১ পয়সা করে। প্রতি ইউনিটে আমাদের ভর্তুকী দিতে হচ্ছে ১ টাকা ৭০ পয়সা। এছাড়া আমাদের রাজ্যেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। তাতে আমাদের খরচ পরে যায় প্রতি ইউনিটে প্রায় ১ টাকা ৯০ পয়সা। আমি সেখানেও ১ টাকা ২১ পয়সা করে বিক্রি করছি। সেখানেও আমাকে প্রায় ৬৯ পয়সা ভর্তুকী দিতে হচ্ছে প্রতি ইউনিটে। এইখানে

মাশুল বৃদ্ধি আমরা করছি প্রায় প্রত্যেক মাসে সাড়ে তিন কোটি টাকার বিদ্যুৎ আমরা কিনি। আর জেনারেশনের জন্য তিন কোটি টাকার গ্যাস আমরা কিনি সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা প্রতি মাসে। শুধু আমি এটাই যদি ধরি তাহলে তা আমাদের লাগছে প্রায় ৬৪ কোটি টাকা। আপনি দেখেছেন গতবার আমরা অনেক চেষ্টা সত্ত্ব করে কিন্তু সর্বশেষ গত পরশু দিন আমাদের এ. জি এই ৯৯-১০০০ সালে রেভিনিউ প্রায় ৩৩ কোটি টাকার উপরে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাজেটে আমরা ১৯ ২৮ কোটি তখন আমাদের কাছে ছিল। কারণ, টোট্যাল হিসাবটা এ.জি-র কাছে থাকে। তারা এটা কম্পাইল করে এবং প্রত্যেক বছর ১ মাস বা দেড় মাস সময় লাগে তারা সেটা জানিয়ে দিতে। আমরা সেটাকে করছি কিন্তু আমার যদি ৩৩ কোটি টাকার হিসাব থাকে তাহলে অন্য সব এষ্টাব্লিশমেন্ট কস্ট, এমপ্লইজ সেলারী বা তার যে অন্যান্য যা আছে সব কিছুকে বাদ দিলে পরেও যে বিদ্যুৎ আমরা কিনি আর যে গ্যাস কিনি তারা ৬৪ কোটি টাকার মত, আমাকে প্রায় ৩১ কোটি টাকা সেখানে সাবসিডি দিতে হচ্ছে, পুরানো সব কিছুর। সুতরাং বিদ্যুৎ মাশুল কমানোর যে দাবী এখানে করেছেন আমি মাননীয় সদস্যদের বলব যে, এটা তো বাস্তব সম্মত না। বরং আজকে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার নামে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সি. এস.সি হয়েছে আমাদেব এস.এস সি ষ্টেইট ডেপুটি কমিশনার। আমাদের করতে হবে এবং এটা না করলে পরে তারা বলছে সব সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। এস. আর. সি ষ্টেইট ডেপুটি কমিশনার হবে মানে বি. এ সি এক্সপেনডিচার এবং রেভিনিউ এই সবটা মিলে বি এ. সি-র মধ্যে আনতে হবে। আমরা তো সবচেয়ে বেশী আশঙ্কিত হচ্ছি এস এস. সি যখন করব আমরা এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এটা পালন করব। বিদ্যুতের প্রতি ইউনিটে যা দাম পরবে আমার তো নিজের ধারণা ৪ টাকা বা ৫ টাকা প্রতি ইউনিটের দাম পরতে পারে এবং সেটা করার পরে আমাদের রাজ্যে প্রতি মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবেন, এখান থেকে বলা খুব কঠিন। সুতরাং পাওয়ার সেকটারেজ কেন্দ্রীয় সরকার রিসিপশনের নামে যে সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি আজকে নিচ্ছেন এটা আগামীদিন আরো ভয়ানক অবস্থা আমাদের সামনে নিয়ে আসছে এবং আরো কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পাওয়ারকে নিয়ে আমাদের তার সামনে উদ্যোগ নিয়ে যেতে হবে। এখানে অনেক সদস্য এটা বলার চেষ্টা করেছেন যে, আমরা স্বয়ংবরতার কথা বলছি বাজেটের মধ্যে কিন্তু বাজেটে স্বয়ংবর হওয়ার কথাটা কোথায়। এই বাজেটের মধ্যে কোথাও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। যেটা সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে যেটা সাহায্য করে এটা মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর আমি উনার বক্তব্যের মধ্যে দেখি আমি শুধু বলব অন্যতম যে উৎপাদন এই উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ইরিগেশন। আমরা যখন সমস্ত আর. ডি আমাদের এগ্রিকালচার, এ. ডি সি সব মিলে যারা ইরিগেশনের কাজ করছে। সব মিলে যখন তদন্ত করা হল রিপোর্ট আমরা আনলাম সমস্ত জায়গা থেকে আমরা সেখানে দেখেছি যে মাত্র ৩০ হাজার হেক্টার জমিতে আমরা এসিউড্ ইরিগেশান সেটা আপাততঃ সক্ষম হয়েছে। এখানে চাষের যোগ্য জমির পরিমাণ হচ্ছে

২ লক্ষ ৮০ হাজার হেক্টার। যে সমস্ত জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হবে জমির পরিমাণ হচ্ছে ১ লক্ষ ১৭ হাজার হেক্টার। আমরা সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই সেচ ব্যবস্থাকে আমাদের সরকার অন্যতম প্রধান গুরুত্ব সেখানে দিয়েছি। আমাদের প্ল্যান হেডে যে টাকা আছে সেই টাকা আমরা খরচ করেছি, আই, আর, ডি, পি, খাতে। আমরা সেখানে ৬০ কোটি টাকা তার সঙ্গে আরও ২০ কোটি টাকা মোট ৮০ কোটি টাকা গত বছরে বরাদ্দ করেছি। আমরা এই আর্থিক বছরেও সেই পরিমাণ এই বাজেটের মধ্যে রেখেছি। এখানে নগেন্দ্রবাবু আছেন। উনি কৃষি মন্ত্রী ছিলেন সেই সময়ে। তিনি হয়তো অস্বীকার করবেন। তিনি চেষ্টা করেছিলেন সোনাইতে ডাইভারশন স্কীম করার জন্য। কিন্তু উনি এটা করতে পেরেছিলেন? আমরা সেটা বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে, আমরা সেই কাজগুলি শুরু করেছি। সোনাইছড়া, করমছড়া দামছড়া এবং মোহরছড়া এই সমস্ত নদীগুলির মধ্যে অলরেডি আমাদের কাজ হয়ে গেছে। আমরা এখানে গত বছর লিফট্ ইরিগেশন করেছি ১৬২ টি। ডিপ-টিউবওয়েল আমারা করেছি ৪টি। এই বছর আমাদের আছে প্রায় সমপরিমাণ এবং গত বছরের ১৬২টি মিলে প্রায় নতুন ২০০টির মতো লিফট ইরিগেশন আমরা বসাব। মাটির উপরে যতটুকু জল আছে এই সব জল যাতে সেচের কাজে ব্যবহার করা যায় আমরা এই কর্মসূচীকে সামনে রেখে যাতে ১১৭ লক্ষ হেক্টার জমিতে কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের কাজ সেখানে নেওয়ার চেষ্টা করছি। তারপর আমাদের সরকার আসার পর যে সমস্ত মাঝারী প্রকল্প আছে, এই প্রকল্পগুলিকে আমরা সেখানে চালু রাখতে সক্ষম হয়েছি। এখানে যে সমস্ত মাঝারী ধরনের প্রকল্প বা যে ড্রেনগুলি আছে সেইগুলির কাজ বাড়বে। এখানে মাননীয় সদস্যরা আছেন আমি তাদের অনুরোধ করব এই উদয়পুর মহারাণীপুর সেই গভীর জল কিভাবে আগে আমরা শিবসাগর তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মধ্যে দিতে পারব। আমরা যদি সেখানে আণ্ডার গ্রাউণ্ড লিফট করা যায় তাহলে আমরা শিবসাগরের জল আনার ব্যবস্থা করতে পারব। টাকা যাই লাগুক সরকার সেখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমাদের প্রাইওরিটি মধ্যেও এটা গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা সেচের দিক থেকে সেখানে আমরা সেচের যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেই সমস্যাগুলিকে সমাধানের ব্যবস্থা করছি। আগরতলা পৌর পরিষদ-কংগ্রেসী হাতে ক্ষমতা বলে এখানে যে আলোচনা হয়েছে এটা প্রশ্ন নয়। আগরতলা শহর আমাদের রাজধানী, আমাদের প্রাণ কেন্দ্র সুতরাং রাজধানী এখানে আছে। আমরা কি বলেছি। এখানকার রাস্তা, ড্রেন্ এবং পানীয় জল ব্যবস্থা অটুট রাখার জন্য আমরা সরকার থেকে আগেও বলেছি। আপনারা শুনেছেন নিশ্চয় যে শুধু বিদ্যুতের জন্য কত টাকা বকেয়া পরে আছে। সুতরাং উন্নতির জন্য শুধু কংগ্রেসকে দোষারোপ না করে, আমি মাননীয় সদস্যদেরে আগে অনুরোধ করেছি এটা আমাদের রাজধানী সবার গর্ব এখানে সমস্যা অনেক সেইগুলি যদি সমাধান করতে পারি তাহলে কিছুটা সুরাহা হবে। তারপরেও আমরা এই ব্যবস্থাগুলি চালু রেখেছি কাজেই,

আগরতলার উন্নতির জন্যে, আগরতলার অগ্রগতির জন্যে আমরা সবই করব। এখানে কে আছে, সেটা বড় কথা নয়। আগরতলা আমাদের রাজধানী। এর সমস্যা অনেক আছে। সেগুলি যাতে সমাধান করতে পারি, আগরতলাকে সুন্দর করে সাজাতে পারি, সে জন্য সমস্ত উদ্যোগ নেব।

স্যার, আমি শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা বলতে পারি, এখানে কে এম. বি. বি. কলেজে পড়েছেন আমার জানা নেই। তবে আমি এম.বি বি. কলেজের ছাত্র। এম বি বি কলেজ আমাদের গর্ব। আপনারা দেখেছেন, কলেজটা কোন্ জায়গায় চলে গেছে। এটাকে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। স্যার, ১৯৮৬ সাল থেকে এখানে ইউনিভার্সিটি চালু হয়েছে। কিন্তু টাকার জন্য সূর্যমনিনগরে কাজ করতে পারছি না। এই আর্থিক বছরে যাতে ঐ সূর্যমনিনগরে সমস্ত বিভাগগুলি নিয়ে যাওয়া যায় সেজন্যে বাজেটে টাকা রাখা হয়েছে। রাস্তার দিক থেকে বলছি, আমাদের পরিকল্পনা খাতে এত টাকা নেই। রোড কমিউনিকেশনে প্রচণ্ড সমস্যা। আমাদের এখানে ৯০০টি উপজাতি পাড়া আছে যেখানে রোড কানেকশন নেই। এখন সেন্ট্রাল পেট্রোল এবং ডিজেল থেকে এক টাকা করে নিচ্ছেন এবং বলেছেন এর শেয়ার সব রাজ্যগুলিকে দেওয়া হবে। এতে প্রায় ১৮ কোটি টাকার মত আমরা পাব। সেই টাকা দিয়ে কানেকটিভ রোড বাড়ানোর চেষ্টা করব। ব্রীজের কথা আর কি বলব। কাকড়াবন, দশমীঘাট, রাঙ্গামাটি ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় ১১টি কাজ শুরু হয়েছে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :—অভয়নগর ব্রীজ)

স্যার, অভয়নগরের ব্রীজ আগেই শুরু হয়েছিল। আমরা ১১টি ব্রীজ করার জন্য স্থান চিহ্নিত করেছিলাম। সবগুলির কাজ শুরু হলেও কল্যাণপুরেরটা শুরু হয়নি। এখন কল্যাণপুরে টেণ্ডার কল করা হয়ে গেছে। এইবার এই ধরনের বড় বড় ব্রীজ, মনুঘাট, বদরমোকাম, মোহনপুর ইত্যাদি ইত্যাদি জায়গায় ১৬টি ব্রীজ করার জন্য কনসাল্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে। নাবার্ড থেকে টাকা নিচ্ছি। কানেকটিভ রোড করার জন্য বাজেটে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কাজেই, বাজেটে কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না তা ঠিক নয়। আমি আপনাদের বলব, আবার বাজেট পড়ুন। আমরা কাজ কিছু কম করতে পারছি কারণ, আপনারা জানেন, বর্তমান উগ্রপন্থার কারণে সব জায়গায় কাজের পরিবেশ নেই। যেখানে যেখানে অবহেলা ছিল, বঞ্চনা ছিল সেখানেও কাজ করার জন্য এইবারের বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে। অন্যান্য দপ্তর যেখানে মেহনতী মানুষের কাজ হয়, সেখানে টাকা ধরা হয়েছে সেজন্য আমরা আর ডি-তে ১১ পারসেন্ট টাকা ধরেছি। সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও এই ধরনের বাজেট করতে পেরে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে গর্ববোধ করছি। উন্নয়নমূলক কর্মসূচীগুলি রূপায়ন করার জন্য সবার সাহায্য চাই। সামগ্রিক ভাবে যাতে কাজ করতে পারি সেজন্য সবাই সহযোগীতা করুন। নানা অসুবিধা, বাধা আছে। সবাই সহযোগিতা করলে আমরা অবশ্যই উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারব এই বিশ্বাস রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিরোধী দলের সবার বক্তব্য খণ্ডন করলেও বিরোধী দলের মাননীয় নেতার বক্তব্য খণ্ডন করতে একটি বাক্যও বলেননি। এটাই আমাদের বড় জয়। এতেই আমরা সেটিসফাইড।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী একটু ভুল বলেছেন। সেটা হচ্ছে, সোনাইছড়া, করমছড়া এবং মৈলাকছড়া ডাইভারশন স্কীম ১৯৯২তে গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৯৩তে ৩য় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর তাঁরা কোন কাজ করেননি। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মৈলাকছড়ায় সামান্য কাজ ধরা হয়েছে। কাজেই, উনি ভুল তথ্য দিচ্ছেন। এটা শুধু ডাইভারশান স্কীমের জন্য, ট্রাইবেল এলাকার জন্য ১৬ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১০ তারিখে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে বাজেট উপস্থিত করেছেন, তার উপর গত ১৩ তারিখ থেকে আলোচনা শুরু হয়েছে। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি এখানে সরাসরি উপস্থিত থেকে সমস্ত আলোচনা শোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। কারণ, আমাদের রাজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটা জরুরী সরকারী কর্মসূচীতে আমাকে রাজ্যের বাইরে থাকতে হয়েছে। নিশ্চয়ই সভার মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ এ সম্পর্কে অবহিত আছেন। কিন্তু তা সত্বেও মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং উপজাতি যুব সমিতির গ্রুপ লীডার মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়ের বিস্তৃত বক্তব্য নোট করার জন্য আমরা বন্ধুদের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলাম যাতে তাঁদের দুইজনের পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য জানার আমার সুযোগ ঘটে এবং আমি সেটা দেখেছি। হয়তো এখানে সেখানে নিশ্চয়ই কিছু বাদ পড়তে পারে নোটে, কিন্তু সেটা আমি অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি এবং আজকে স্বল্প সময়ের ডিসকাশনেও বিভিন্ন বিধায়ক মহোদয়রা যে আলোচনা করেছেন সেটা আমার পক্ষে শোনবার সুযোগ হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে একটা বাজেট এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। বিরোধী সদস্য মহোদয়রা সবটা বাজেট কি করে সমর্থন করবেন? আপনারা যদি এখানে থাকতেন এবং আমরা যদি আপনাদের জায়গায় থাকতাম তাহলে আমরাও সবটা বাজেট সমর্থন করতে পারতাম না। ঘটনা হচ্ছে, বাজেট হচ্ছে একটা দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন। আপনাদের একটা দৃষ্টিভঙ্গী এবং আমাদের আরেকটা দৃষ্টিভঙ্গী। কাজেই, এই দুই বৈপরীত্যের প্রতিফলন এখানে ঘটবেই। কাজেই এক সাথে সবটা বাজেটকে গ্রহণ করা চারটি খানি কথা নয়। কাজেই এই জায়গায় বিরোধ থাকতেই পারে। তা সত্বেও সংখ্যা, তথ্য ইত্যাদি মিলিয়ে এখানে বাজেট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মাননীয় সদস্য মহোদয়দের উপস্থিত যে প্রসঙ্গগুলি, এগুলি থেকে আমরা যে কাজটা করতে চেষ্টা করছি,

তাতে যদি ত্রুটি, দুর্বলতা, গ্যাপ থেকে থাকে সেগুলি অনুধাবন করে সংশোধন করে যে লক্ষ্যে আমরা যেতে চাইছি সেটা যাতে আমরা কার্য্যকরী করতে পারি সেই দিক থেকে এই ডিভাইট নিঃসন্দেহে আমাদের হেল্প করবে। তার জন্য আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আলোচনা দীর্ঘ হয়েছে এবং সময়ের বাইরে চলে যাচ্ছে। সুতরাং আমি দীর্ঘ সময় নেব না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এখানে ফিগার দিয়ে জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। আমি এখানে কয়েকটি বিষয় বলবার চেষ্টা করব। আমার বন্ধুবর মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া এখানে বার বার বলবার চেষ্টা করছেন এবং মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়কে বলবার চেষ্টা করেছেন, এই বাজেট নিয়ে আপনারা কি করতে চান? আমি এটা দিয়ে শুরু করব। আমাদের সরকার একটা পয়েন্টেই কাজ করতে চান। সেটা হচ্ছে, আমাদের রাজ্যে ৭৪ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে। সেখান থেকে তাদের টেনে তুলে আনতে হবে। এখানে পার্সেন্টেজ নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। টেনথ্ ফিনান্স কমিশনে এক রকম ফিগার, ইলেভেন্থ ফিনান্স কমিশনে এক রকম, আবার প্ল্যানিং কমিশনে আরেক রকম। প্ল্যানিং কমিশনে যে পার্সেন্টেজ করেছে ৭ পার্সেন্ট বিলো দ্যা প্রভারটি লাইন। স্ট্যাণ্ডার্ড কি? আসামেও ৭ পার্সেন্ট। জোট সরকারের আমলেও আমরা বিরোধীতা করেছি যে এই পার্সেন্টেজ কি করে হয়। তাহলে তো ত্রিপুরা ভারতবর্ষে মধ্যে স্বর্গ। আর কেউ প্রতিবাদ করুক আর নাই করুক আমরা প্রতিবাদ করেছি। হাওএভার আমি সে জায়গায় যাচ্ছি না। এটা ৬০ হোক বা ৭০ হোক হোয়াটএভার ইট মাইট বী, ইট ইজ মোর দ্যান ৬০ পার্সেন্টেজ এ্যাণ্ড লেস দ্যান ৮০ পার্সেন্ট। স্বাধীনতার এটাই লক্ষ্য ছিল যে বিদেশীরা আমাদের দেশ থেকে যাবে এবং আমাদের দেশের মানুষ নির্বাচিত হয়ে সরকার গড়বে যারা মানুষের স্বার্থে কাজ করতে চান। তাদের জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করবেন। এটা করতে পারলে বিলো দ্যা প্রভারটি লাইন কারোর থাকার কথা নয়। কিন্তু স্বাধীনতার ৫১ বছর পরেও বিলো দ্যা প্রভারটি লাইন আমাদের দেশে একটা বিরাট সংখ্যা। এর আগে আমি একটা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে বলেছিলাম যে ইউ. এন. ও তরফ থেকে সাম্প্রতিক যে রিপোর্ট দেওয়া হয়, তারা প্রতি বছর বছর হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলাপমেন্ট থেকে একটা রিপোর্ট সাবমিট করেন।

আমি কোন একটা সমালোচনায় অংশ গ্রহণ করে বলেছিলাম আমাদের ইউ. এন. আই. এর তরফ থেকে প্রতি বছর হিউম্যান ডেভেলাপমেন্টের উপর তারা রিপোর্ট সাবমিট করেন। লাষ্ট যে রিপোর্ট তাঁরা সাবমিট করেছেন তাতে বলেছেন প্রায় ৫০ পারসেন্ট হচ্ছে ইণ্ডিয়ান পপুলেশান বিলো প্রভারটি লাইন এবং ফোরটি পারসেন্ট হচ্ছে পোয়েষ্ট, তারা আমাদের ভারতবর্ষে বাস করেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা বুঝা কঠিন নয়। এখানে আমরা চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার এসেই প্রথম বলেছি এই কথা যে বিলো প্রভারটি লাইন যারা জাত, ধর্ম, বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে তাদেরকে উপরে টেনে তুলতে হবে। এটা করতে হলে আমরা কিভাবে করব সেটার স্কেল-আপ

আউট করেছি আমাদের প্ল্যানিং-এর মধ্যে তার ফলো-আপ যে সমস্ত ষ্টেপগুলি আমরা নিয়েছি সেখানেও আমরা করেছি। সেটা কি? ৮৫ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং তারা হয় কৃষক অথবা কৃষির উপর নির্ভরশীল। যদি কৃষকের উন্নতি না করা যায় তাহলে এটা কোন সময়ই সম্ভব হবে না। মাননীয় সদস্য সুদীপবাবুর তোলা একটা প্রস্তাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে বলেছিলাম ভূমি সংস্কার হয়নি এবং এটা হচ্ছে বেসিক ল্যাকিউন্যা। ভূমি সংস্কার হয়নি যার ফলশ্রুতিতে দেশটা আজকে এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের রাজ্যে তো ভূমি সংস্কার হচ্ছে, এটার মানে কি? সেখানে স্মল ল্যাণ্ড হোলডিং ৮৫ থেকে ৯০ পারসেন্ট। এখানে ল্যাণ্ড মানে হচ্ছে ফরেষ্ট, ৬০ পারসেন্ট হচ্ছে হিলি এরিয়া, ৯০ পারসেন্ট হচ্ছে রিজার্ভ ফরেষ্ট। তাহলে আমাদের ল্যাণ্ড কোথায়? ল্যাণ্ড নেই, কাজেই এরাই হচ্ছে ল্যাণ্ড লর্ড কারণ স্কুল করতে গেলে, হাসপাতাল করতে গেলে, এমন কি বি. এস. এফের ক্যাম্প করতে গেলেও ওদের পারমিশান লাগে ছ্যাট ইজ দি সিচুয়েশান। এখন দেখা যাচ্ছে টি এস. আর ব্যাটেলিয়ানের হেড কোয়াটারস্ করতে পারি না তাদের পারমিশান ছাড়া। কাজেই, এখন এটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান-এ ল্যাণ্ড রিফর্ম করতে যারা যে জায়গা চাইছেন ল্যাণ্ড সিলিং বহির্ভূত ল্যাণ্ড তারা উদ্ধার করছেন। আমাদের এখানে প্রশ্নটা কিন্তু এই রকম নয়। যাই হোক আমরা এখানে বলেছি কৃষকদের উন্নতি করতে হবে সেই জায়গায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী একটা তথ্য এখানে দিয়েছেন এবং মাননীয় সদস্যরা অনেকেই এইগুলি জানেন বা আমাদের চাইতে বেশী যারা তথ্য নিয়ে আলোচনা করেন হয়তো তারা আরও বেশী তথ্যে সমৃদ্ধ আমি সেই জায়গায় যাচ্ছি না। সেই জায়গার এই মূল পয়েন্ট সামনে রেখে আমরা বলছি যে, প্রাইমারী সেক্টারে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। প্ল্যানিং-এর আউট লুকে অথবা অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সামগ্রিক অর্থ-নীতির কাঠামোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করেছি, প্রাইমারী সেক্টার, সেকেণ্ডারী সেক্টার এবং পারশিয়্যালি সেক্টার। তারপর স্পেশাল সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য এবং ট্রাইবেল ডেভেলাপমেন্ট করার জন্য আলাদা একটা ভাগ করেছি আমরা এবং সেটা ৪টা সেক্টারে ভাগ করেছি। ল্যাণ্ড কম আয়তনে আমাদের বাজেটে যেটা, সেটা হচ্ছে ১০ হাজার ৪০০ বর্গ কিলোমিটার। দিস ইজ দি স্মল ষ্টেইট ইন নর্থ ইষ্টার্ণ রিজিয়ন নট অনলি নরদান রিজিয়ন আই থিংক ইট ইজ ওয়ান অফ স্মল ষ্টেইট ইন দি কানট্রি অ্যাজ এ্যাহোল আউট অফ ৩১ স্টেট্। এখানে আমাদের এই রাজ্যে এত কম জমি, জমির উপর এত চাপ মানুষের সেই জায়গায় এই জিনিসটা যেটা চাষাবাদ যোগ্য সেই জায়গায় আমরা এই জমিটাকে চাষের আওতায় আনতে পারছি না। এখানটায় মূল পয়েন্টে আমরা পৌঁছার জন্য বলছি তাই জমিকে চাষাবাদ যোগ্য করতে হবে। চাষাবাদ যোগ্য করার মানে কি? ক্রপ ইনটেনসিটি আরও বাড়াতে হবে এক ফসল নয়, দুই ফসল নয়, তিন ফসল করতে হবে। এই ইনটেনসিটি বাড়ানোর প্রশ্নে আমাদের তিনটি কাজ করতে হবে একটা হচ্ছে সেচ, একটা

হচ্ছে ভাল বীজ আর একটা হচ্ছে সার। সেচের জন্য আপনারা দেখেছেন এটা বিতর্কের উর্দ্ধে যে, একটা ম্যাকসিমাম কমপ্রেহেনসিভ আমরা ট্রাইবেল এরিয়াতে দিচ্ছি। আপনারা যখন কোয়ালিশান গভর্ণমেন্ট চালাচ্ছিলেন সেখানে আপনারাও চেষ্টা করেছিলেন সব তথ্য আমার কাছে নাও থাকতে পারে, আপনারা চেষ্টা করেননি এই কথা আমি কখনও বলব না। থার্ড লেফ্‌ট ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট যখন আসে তখন ফিনান্স মিনিষ্টার যিনি তিনি ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার ছিলেন, প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রণববাবু তখন ছিল প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান। ২৬ কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট সাবমিট করেছিলেন এবং সেটা মাইনর ইরিগেশনের জন্য। সেখানে বলেছেন এ. আই. ডি. পি. স্কীমে মাইনর ইরিগেশান-এ কোন টাকা দেওয়া যাবে না, তাই আপনারা সেখানে মিডিয়াম এবং বড় সাইজ করুন। আমরা তখন বলেছি আমরা যে তীর্থমুখে করেছিলাম সেটার সর্বনাশ হয়ে গেছে, কারণ এখন তো আমরা ওটা ভাঙ্গতে পারব না। কত পরিবার সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, তাদেরকে আমরা খুঁজে পাচ্ছিনা এবং আমাদের এখানে এটা করা সম্ভব না। আমরা বলেছি, প্লীজ, নর্থ ইস্টার্ণ রিজিওনে বিশেষ করে ত্রিপুরার কথা চিন্তা করে এই স্কীমে আমাদের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। আমরা ফোর্থ লেফ্‌ট গভর্ণমেন্ট আসার পরে মিঃ পন্থের (তিনি ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন) সাথে প্রায় আড়াই ঘন্টা তর্ক করলাম, সেখানে আমরা বললাম কোনমতে হবেনা, আমাদের টাকা দিতেই হবে। ৬০ কোটি টাকা দিতে বাধ্য হল। তাও অনেক শর্ত। ১৪ পারসেন্ট সুদ, তারপর ১৫ পারসেন্ট ষ্টেইটকে দিতে হবে, তারপর আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়াটার রিচ্‌ করা যাবে না। তারপর বলছে পার হেড ১ লক্ষ টাকার বেশী খরচ করতে পারবেনা। অদ্ভুত সেই সমস্ত শর্ত। টাকা আমরা আনছি, খরচা করব। এখানে এটা হয় নাকি ? আমাদের টিলা-টংকরে করতে হবে, ১ লাখ টাকা দিয়ে কি করব ? এইভাবে লড়াই করতে করতে গত বৎসর আমরা ৬০ কোটি টাকার মধ্যে বোধহয় গত বৎসর ২৯ থেকে ৩০ কোটি টাকা আমরা আনতে পেরেছি এবং ইট ইজ গোয়িং অন। ফলে এখানটায় আমরা সবচেয়ে বেশী জোর দিচ্ছি। সেকেণ্ড যেটা, সেটা হচ্ছে সীড্‌স, সারটিফাইড সীড্‌স। আমাদের ষ্টেইটে যে সীডটা আছে, আমরা যদি বেশী উৎপাদন করতে চাই, সেটা থেকে পারা যায়না। মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু জানবেন, তিনি আমাদের প্ল্যানিং বোর্ডের মেম্বার। অনেক জায়গায় গেছেন, অনেক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন ফ্রুটফুল ডিসকাশান হয়েছে। তাতে এই দুই বৎসরে বিরাট কিছু আমরা জাম্প করেছি ঘটনা তা না। কিন্তু আমাদের এখানে ল্যাবরেটরী থেকে শুরু করে, বিভিন্ন এরিয়া আইডেনটিফাই করে, প্রোগ্রেসিভ ফার্মারসকে আইডেনটিফাই করে, আমরা সেই জায়গায় কতগুলি সীড্‌স ডেভেলাপ করার জন্য, সারটিফাই সীড দেওয়ার জন্য আমরা হাত দিয়েছি। থার্ড হচ্ছে, ফার্টিলাইজার। ফার্টিলাইজার আমাদের হাতে নাই। কিন্তু ফার্টিলাইজারের উপর সাবসিডি তুলে দিলেন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট। আমরা স্টেট গভর্ণমেন্ট এখনও দিচ্ছ এবং এই ফার্টিলাইজারের সাবসিডি থেকে অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট, ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের

কাছে প্রায় ১২ কোটি টাকা দেনা হয়ে আছে। সে যে টাকা নিয়ে ফার্টিলাইজার কিনছে, কিনে সে বিক্রী করছে সাবসিডিতে। তাতে গিয়ে কম দামে যিনি ইউজারস্ তিনি নিচ্ছেন, তাতে গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে। গ্যাপের টাকা-ত এগ্রিকালচারের কাছে নেই। এগ্রিকালচারকে সেখানে ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট চাপ দিচ্ছে, তুমি তোমার গ্যাপ পূরণ কর। এগ্রিকালচার বলছে, আমি কোথা থেকে করব? তার জন্য আমাদের ডিসিশান নিতে হল এখান থেকে এগ্রিকালচারকে বাঁচাতে একটা থোক টাকা দিতে হবে। সেই জায়গায় তা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু তারপরেও সারা দেশে পার হেড ইউটিলাইজেশান হচ্ছে আপনার ৭৫ থেকে ৮০ কিলোগ্রাম, আমাদের এখানে হচ্ছে ১৮ থেকে ২২ কিলোগ্রাম। কি করে হবে? শুধু জল দিলে হবেনা, তার সঙ্গে ফার্টিলাইজার লাগবে। এখন ফার্টিলাইজার নিয়ে আমরা ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেছি। এতদিন ফার্টিলাইজার ছিল টোট্যালি গভর্ণমেন্ট কন্ট্রোল। আমরা এখানে গভর্ণমেন্ট কো-অপারেটিভ প্রাইভেট সেক্টরে যাচ্ছি। ফলে আস্তে আস্তে এটা আমরা একটু ডিসেন্ট্রালাইজ করছি। তার অর্থ এই না ডিসেন্ট্রা-লাইজ করলে পরে ইউজারস্ যারা, যেহেতু তারা গরীব কৃষক, প্রান্তিক চাষী তাদের পক্ষে টাকা দিয়ে ফার্টিলাইজার কেনা কঠিন। সেন্ট্রাল যেখানে সাবসিডি বন্ধ করে দিয়েছে, স্টেট গভর্ণমেন্টের পক্ষে সাবসিডি দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাউএভার ৩টা কমপোনেন্টকে নিয়ে আমরা এগ্রি সেক্টরে অ্যাক্সচেঞ্জে আনার চেষ্টা করছি। তার সঙ্গে ফরেষ্ট্রী আছে, অ্যানিমেল হাজবেণ্ড্রী আছে, হর্টিকালচার আছে হর্টিকালচারের সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের তার যে স্পনসর্ড স্কীম আছে, কতগুলি স্কীম তারা বন্ধ করে দিয়েছেন, বলেছেন এগুলির জন্য আমরা টাকা দেবনা। কিন্তু আমাদের স্টেটে হর্টিকালচারে জোর দিতেই হবে, না দিয়ে আমরা কৃষি সেক্টরে ডেভেলাপ করতে পারবনা। একেবারে আপনার বাঁশের চাষ থেকে আরম্ভ করে ফল-ফসারী সমস্ত জায়গায় আমাদের নজর দিতে হবে। এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এই জায়গায় আমরা জোর দেওয়ার চেষ্টা করছি। সেকেণ্ড যেটা হচ্ছে, আমাদের প্রব্লেম, আমাদের এখানে কোন ইনফ্রাকট্রাকচার নেই। এর জন্য রাজ্য সরকারকে কেউ দায়ী করতে পারবেনা, মানুষকে কেউ দায়ী করতে পারবেনা। কংগ্রেস এক নাগাড়ে ৩২ বৎসর চালিয়েছে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে শচীন সিং যখন ছিল তখন টেরিটোরিয়েল কাউন্সিল ছিল, সেন্ট্রালে জওহরলাল নেহেরুর গভর্ণমেন্ট ছিল। কংগ্রেস যখন শাসন ক্ষমতায় ছিল তখন থেকে উপেক্ষিত অবস্থায় আছে, লেফটফ্রন্ট যখন সরকারে তখনও উপেক্ষিত। সেই জায়গায় নর্থ ইস্টার্ণ রিজিওনে যেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী রেফার করার চেষ্টা করেছেন শুক্লা কমিশন। এই প্রস্তাবটা শুক্লা কমিশনকে রিকমেণ্ড করতে বলেছে। আর উপাধ্যায় কমিটি একটা আছে শিক্ষিত বেকারদের কাজের সংস্থানের জন্য। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট শুক্লা কমিশনকে কিছু বলছেন না, হোয়েদার ইট ইজ অ্যাগ্রিড আর অ্যাক্সেপটেড আবার বিরোধীতাও করছেন না। ইনফ্রাকট্রাকচার গুলি ডেভেলাপ করার জন্য শুক্লা কমিশনের

রিকমেণ্ডগুলি কার্যকরী করছেন না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যেটা বলছি রাস্তা, পাওয়ার এগুলি ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার এবং দুইটা জায়গায় আমরা গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করছি। আদার দেন ইরিগেশন। তাহলে ইরিগেশন পাওয়ার এবং রাস্তা এই তিনটা আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে, যেটা আপনারা বলেছেন, মাননীয় অর্থমন্ত্রী নিজের দপ্তরের জন্য বেশী টাকা রেখেছেন। এটা ওনার পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট নয়। ইট ইজ নট এ পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট। ইট ইজ দা এক্সপ্রেশন অর ডিমনস্ট্রেশন অফ দ্যা পলিসি অফ দ্যা গভর্ণমেন্ট কাজেই, এটাকে তা এভাবে মনে করার কোন কারণ নাই। অর্থমন্ত্রী বরং ভাগ করে দিয়ে নিজেরটাকে টেকেল করার চেষ্টা করেছেন এবং এটাই হচ্ছে মূল পলিসি, রাজ্য চালাতে গেলে এই জায়গাটাকে জোর দিতেই হবে। পাওয়ার ইরিগেশন ও রাস্তার জন্য আমরা সেখানে টাকা ধরার চেষ্টা করেছি। ধার দেনা করে আমরা টাকা আনার চেষ্টা করছি, হ্যাঁ, তাতে কিছু অসুবিধা হবে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে আমরা যাচ্ছি। আমি একটা পত্রিকায় দেখেছিলাম বাহিরে থেকে এসে তারা বলেছিলেন আত্মঘাতিমূলক পদক্ষেপ। আমার মনে হয়, পত্রিকার বন্ধুরা যারা লিখেছেন তারা সমস্ত তথ্য না জেনেই লিখেছেন। এটা শুধু আমাদের রাজ্যে নয় ভারতবর্ষের বড় বড় রাজ্যগুলিতে যেমন, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র, কর্ণাটক রাজ্যগুলি যারা নাকি আপনার এখন এই কয়েক মাসেই আমেরিকাকে সেখানে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করছেন। ক্লিনটন সাহেব এসেতো এই রেট কার্পেট সংবর্ধনা নিয়ে চন্দ্রবাবুকে প্রায় ওনার সমকক্ষ করার চেষ্টা করছেন। তারাও কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ছাড়া মুভ করতে পারছেন না আমরা কোথায় যাব, সেখানে ৭৮ পারসেন্ট পিপল্ বিলো প্রভার্টি লাভ হয় তাহলে টেক্স বসবে যার নাই তার পকেট কাটব কি করে? আগেতো জামা পরাতে হবে, জামা ছাড়াতো পকেট কাটা যাবে না। কাজেই, এই জায়গায় ওয়াল্ড ব্যাঙ্কের কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই আমাদের। বরং অভিযোগ হচ্ছে যে, এক্সটারন্যাল এইড প্রজেক্টকে নর্থ ইস্টার্ণ রিজনে দুই একটা স্টেট পায়, আমরা একদম পাচ্ছি না। আমাদের একটা এডুকেশন প্রজেক্ট ছিল ৫০ কোটি টাকার ওপেন কাস্টি, তাতে রাজী হল, কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট তাতে রাজী হলেন না, বললেন ওপেন কাস্টি থেকে আমরা কোন টাকা নেব না। ভেরি রং কনসেপ্ট, ভেরি নেগ্যাটিভ আউটলুক। আমরা সেখানে তার আগে প্রেসিডেন্টকে চিঠি দিয়েছি, প্রাইম মিনিষ্টারকে চিঠি দিয়েছি, হোমমিনিষ্টারকে চিঠি দয়েছিলাম এবং হোমমিনিষ্টার এখানে শেষ যখন এসেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, ঠিক আছে তোমরা যদি এটা নাও পাও, অন্য কোন দিক থেকে তোমরা টাকা পেতে পার দেখি, আমরা তোমাদের সাহায্য করব। অ্যালটিমেটলি যে ব্রীফ এখন এই জায়গা কাভার করার জন্য আমরা হায়ার এডুকেশন থেকে শুরু করে প্রাইমারী এডুকেশন পর্যন্ত প্রায় ১১৭ কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট সাবমিট করেছি এবং সেই প্রজেক্টের কিছু কিছু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আমরা পাব। তাতে টেকনিক্যাল এডুকেশনের ডেভেলাপমেন্ট-এর জন্য আমাদের এডুকেশন সেক্রেটারী এখন ওয়াশিংটন যাচ্ছেন। আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা

করেছিলাম যে, এটা এই পত্রিকার লেখা থেকে পেয়েছি যে, এই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক করে কিছু লোকের ওয়াশিংটন যাওয়ার সুযোগ হয়ে যাচ্ছে। প্রথম আমি ফাইল ফিরিয়ে দিয়েছিলাম এই বলে যে, ওয়াশিংটন যাবে তো তার ভাড়া দেবে কে ? তখন বলেছে যে, না এই টাকাটা রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে যাবে না। প্রথম যাবে পরবর্তী সময়ে তার যে হোল স্কীম তাতে করে সেটা অ্যাড্জাস্টেড হবে। এখন উনি ওখানে না গেলে এবং এই এগ্রিমেন্টটা যদি সাইন না করে তাহলে পরে আমরা এই টাকাটা পাবনা। এখনও আমরা প্রায় ১১ থেকে ১৬ কি ১৭ কোটি টাকা পাব। এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের আর কোন রাস্তা নেই এবং কনসাল্ট্যান্টস কারা হবে এটাও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক-এর কতগুলি প্রেসক্রাইপ কন্সাল্ট্যান্টস আছে তাদের কাছে না গেলে আবার দুই বছর আড়াই বছর আমাদের ঘুরতে হবে। কি যে অবস্থা, আমাদের তো আর কোন রাস্তা নাই, আমরা কি করব। যদি কেউ গৌহাটি যান তো দেখবেন ওখানে প্রচুর কাজ হচ্ছে গৌহাটী শহরে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোথা থেকে তারা টাকা পাচ্ছে, আর আগে আমি যখন শিলং গিয়েছিলাম তখন আমার সঙ্গে ফিনান্স সেক্রেটারী ছিলেন, উনি বললেন ওরা ওয়াল্ড ব্যাংক থেকে টাকা নিচ্ছে। ওখানে মাটির তলায় ড্রেন হচ্ছে, রাস্তাগুলি এমন প্রশস্ত হচ্ছে যে চার পাঁচটা গাড়ী একসঙ্গে যেতে পারে, তারপর বিদ্যুতের লাইন টানছে মানে, বিরাট স্কীম তারা হাতে নিয়েছে এবং এটা ওয়াল্ড ব্যাংক স্কীম। আমরা আর কি করব, আমাদের কোন রাস্তা নেই ওখানে যাওয়া ছাড়া। তাছাড়া আমরা যে জায়গায় জোর দিচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের মূল রিসোর্স এবং এটাকে ডেভেলাপ না করলেতো কিছু লাভ হবে না। এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী হিসাব দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, ওখানে আমরা টাকা বাড়ানোর চেষ্টা করছি। তারপর হচ্ছে, স্বাস্থ্য সেবা, এ ব্যাপারেও আমরা জোর দেওয়ার চেষ্টা করছি। এই দুইটা জিনিষকে যদি আমরা একটা জায়গায় আনতে পারি তাহলে আমরা সেটা মনে করছি যে, এই ৭৪ ভাগ মানুষ যারা দারিদ্র সীমার নীচে আছেন তাদেরকে উপরে তোলার ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করবে। আমি এটা বলছি না যে, সবাইকে উপরে তুলে আনতে পারব, তবে কিন্তু পারসেন্টেজটা কিছুটা কমিয়ে আনতে পারব, এটাকে যদি ৫০ শে বা ৪০ শে আনতে পারি তো এটা এই রাজ্যের জন্য ভালই হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে আমাদের ইচ্ছাটা এটাতো আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় দাঁড়িয়ে পুরোটা করা সম্ভব না। মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন হিসাব দিয়ে, এখানে লুকোচুরির কিছু নেই। আমাদের রিসোর্স নিজেদের কালেকশন করে ফ্রম দা স্টেট ডেইলী ৮ টাকা এটাকে কম করার কোন উপায় নেই। এই জায়গায় দেশের যে বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করে আমাদের বাজেট করতে হচ্ছে। সেই পরিস্থিতিটা কি, কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে চলেছেন সেটা সর্বনাশা নীতি। বিশ্ব ব্যাংক, আই, এম, এফ, ডব্লিও-টি, ও

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, বিদেশী পুঁজিপতি ও দেশীয় পুঁজিপতি এবং মালটিন্যাশানাল কর্পোরেশান এদের যে নির্দেশ ও কনডিশন্ তার রিফ্লেকশন্ হচ্ছে আমাদের বাজেটের মধ্যে এবং তার প্রতিফলনটা কি? তার প্রতিফলনটা হচ্ছে যে, অর্থনৈতিক উদারীকরণ, অর্থনৈতিক সংস্কার, বে-সরকারীকরণ এই কথাগুলি বলে তারা কি করছেন আমি তার দুই একটা শুধু উদাহরণ দেব। আমি তার দুই একটা উদাহরণ দিচ্ছি। প্রথমত: হচ্ছে আমাদের যে ইন্স্যুরেন্স সেক্টর বৃহত্তম লাভজনক একটা এরিয়া-এটাতে কি হলো-মাল্টিন্যাশানাল করপোরেশনকে ঢুকার সুযোগ করে দিলেন। তাতে কি দাঁড়ালো—এই ইন্স্যুরেন্স সেক্টরকে ইউজ করে জনকল্যানমুখী সেবামূলক পানীয় জল, ঘরবাড়ী তৈরী করা, ড্রেনেজ সিষ্টেম এইগুলির উন্নতির জন্য আমরা টাকা পাই। এখন এই সেবামূলক কাজে তারা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে না। এইন ৩৩ পারসেন্ট শেয়ার বেসিক সেক্টরে বেসরকারী মালিকানাধীন দিয়ে দিলো। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আজকে তারা যে অর্থ সংগ্রহ করবে সেটা বিনিয়োগ করবে না-আস্তে আস্তে তার পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে। যেমন আমাদের স্টেটে ব্যাংকগুলির বিনিয়োগ দুই তিন বৎসর আগেও ছিল ৩৪ শতাংশ। কিন্তু এখন সেটা কমে হয়েছে ২৯ শতাংশ। এবং সমগ্র নর্থ ইষ্টার্ন রিজিওনে সেটা হচ্ছে মাত্র ১৪ পার্সেন্ট। আমরা আগে ছিলাম ৩৪ পার্সেন্টে-এই বছরে এটা ২৯ পার্সেন্টে নেমে গেছে। এই জায়গায় যখন বেসরকারী মালিকানাধীনে ৩৩ পার্সেন্ট শেয়ার চলে যায় তখন এই ব্যাংকগুলোকে দিয়ে কি আর আমরা কিছু করাতে পারব-খুব কঠিন ব্যাপার। তারপর সারের ক্ষেত্রে, খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ভর্তুকী তুলে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে বেকার সমস্যা একটা বিস্ফোরক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বর্তমানে ১৪ কোটি ছেলেমেয়ে বেকার। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী লেখাপড়া জানা শিক্ষিত এবং অর্ধ শিক্ষিত তো অগুণিত-১৮-৪০ বছর বয়সের বেকারের সংখ্যা ১৪ কোটির মত হবে। এই জায়গায় এখন কেন্দ্রিয় সরকার বলছেন যে, নতুন নিয়োগ করা যাবে না, খালি জায়গা পূরণ করা যাবে না এবং যারা আছেন তাদের ১০ পার্সেন্ট কমাতে হবে এবং কেন্দ্রিয় সরকার সেটা করতে শুরু করেছেন। তারা এখন এই সোনালী করমর্দন এই শ্লোগানটা আর বলছে না-এখন তারা অন্য শ্লোগানে চলে যাবার চেষ্টা করছেন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে-আরেকটা হচ্ছে একসাইজ ডিউটি কালেকশনটা আস্তে আস্তে সেটার কালেকশন কমিয়ে দিচ্ছেন। বিদেশী পুঁজিপতি যারা তাদের দেশে ঢুকার জন্য সমস্ত রকমের বাঁধাগুলি তুলে দিচ্ছেন। যারা বড় বড় পুঁজিপতি ধনী তাদের উপর ট্যাক্স না বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের উপর ট্যাক্স বাড়াচ্ছেন। ব্যবসায়ী, বা পুঁজিপতিদের উপর যে ট্যাক্স সেটা যদি কমে যায় তাহলে আমাদের স্টেটের যে শেয়ার অব টেক্সেস্ সেটা কমবে এবং তাতে আমরা আরো টাকা কম পাব। এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে শুধু ত্রিপুরা নয় বড়

বড় রাজ্যগুলির পক্ষেও আজকে সমস্যা রয়েছে সেগুলি দূর করে একটা কার্যকরী বাজেট তৈরী করা কঠিন হয়ে পড়েছে কাজেই বুঝতে পারছেন আমাদের পরিস্থিতিটা কি? খুবই খারাপ। এই রকম জায়গায় একটা লক্ষ্য স্থির করে সেটাকে অ্যাচিভ্ করে যে জায়গায় আমরা যেতে চাইছি সেটা দুরহ ব্যাপার। আপনারা মনে করবেন না যে এই বাজেটটা উপস্থিত করতে পেরে আমরা খুবই খুশী। আমরা খুশী না। আমরা পারলে দ্বিগুণ টাকার বাজেট করলে গরীব মানুষের উন্নয়ন করা সম্ভব হত।

এন, ই, সি, র যোজনার লাষ্ট মিটিংএ আমরা বলেছি যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট যেখানে কিছু করতে পারছে না আমরা তো বাজেট প্রস্তাব পাশ করলাম। সেখানে আমিই একটা প্রস্তাব করেছি যে, আমাদের নর্থ ইষ্টার্ণ রিজিওনের জন্য একটা প্যাকেজ করতে পারি কি না। উই শ্যাল অ্যাপ্রুভ ইট এবং চেয়ারম্যান তিনি আসামের গভর্ণর। তিনি এটা এপ্রিশিয়েট করেছেন এবং বলেছেন যে টাইমে আপনারা যখন বসবেন তখন এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। নর্থ ইষ্টার্ণ রিজিওনের বাজেটের মধ্যে আমাদের প্রাপ্তি যা হয় তার পার্সেন্টেজ মাত্র ৫.৫৮। সেখানে আসামের হচ্ছে ৭৮ পার্সেন্ট, অরুণাচল প্রদেশের ৩৩ পার্সেন্ট, আর আমাদের হচ্ছে ৫.৫৮ পার্সেন্ট। আমরাই সবচেয়ে লোয়েষ্ট। আগে এটা ছিল ১.৪৩ পার্সেন্ট। তারপর অনেক লড়াই করে সেটাকে বাড়িয়ে ৫.৫৮ পার্সেন্টে করেছি। তারপরও আমরা ঝগড়া করেছি, আমরা ৫০ কোটি টাকা বলেছি। যাইহোক এন, ই, সি-র বাজেট পাশ হয় নি। তারা এখানে ভোট অন্ এক-উন্টস পাশ করেছেন ৬ মাসের জন্য। বাকিটা একমাস পরে আবার বসব এবং তখন ঠিক হবে। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা ডিপ্রাইভ্‌ড্-সব জায়গায় একেবারে প্রথম থেকেই। এই রকম একটা অবস্থার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা আমরা করছি।

এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলতে চাইছি যে-এটা ঠিক এখানে কিছু টাকা বেড়েছে যেটা আপনারা বলেছেন যে, খরচ না করে রেখে দেওয়া হয়েছে ওপেনিং ব্যালেন্স বেশী দেখানোর জন্য। এটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন তবে ঠিক খরচ না করে টাকা জমিয়ে রাখার মধ্যে কি ক্রেডিট থাকতে পারে। এটার ক্রেডিট নাই। কেন রাখা হয়েছে এটা বলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু মূল কথা যেটা আমরা এই বাজেট বক্তৃতার মধ্যে বলার চেষ্টা করেছি এবং আমিও বলেছি-আবার বলছি-বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরে যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা দরকার-আমরা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী সেখানে টাকা বরাদ্দ করতে পারিনি। কোথ থেকে রাখবো আমরা। ফলে ডোন্ট থিংক-উই আর হাইলি সেটিস্ফাইড উইথ দিস বাজেট। আমরা এই বাজেটে একেবারে দারুণভাবে খুশী এটা মনে করার কোন কারণ নেই।

আপনারা সমালোচনা করেছেন, কিন্তু বিকল্প কিছুই বলেন নাই। আমি দেখেছি মাননীয় বিরোধী দল নেতা এবং বিধায়ক শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা কতগুলি পলিটিক্যাল পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা

করেছেন। উনারা বলেছেন আগে নিরাপত্তা দিতে হবে ভয়মুক্ত করে সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে মানুষদের মুক্ত করতে হবে। না হলে এই বাজেটকে যতই ভাল বলা হউক কিভাবে তাহলে কার্যকর করবেন? আমরাও তাতে একমত। আমার সরকার এই ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করছে। নর্থ-ইষ্টার্ণ রিজিওন্যাল কাউন্সিল মিটিং-এ পি. এম-এর থাকার কথা ছিল। কিন্তু তিনি থাকতে পারেন নাই। সেখানে হোম মিনিস্টার, ফিনান্স মিনিস্টার এবং প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানও উপস্থিত ছিলেন। তিন জনেরই এক বক্তব্য। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আজকে যে সমস্যা, ব্যাকওয়ার্ডনেস এবং অনুন্নতার থেকে যে এই সন্ত্রাসের জন্ম, এই সন্ত্রাবাদীদের জন্য উন্নয়ন-মূলক কাজ করা যাচ্ছে না। এটা আমাদের রাজ্যে ফেইস করছি হারে-হারে। কাজেই, এই জায়গাতে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু যদি বলা হয় শান্তি সম্প্রীতি না এনে উন্নয়ন-মূলক কাজ হবে না তা হলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। সন্ত্রাসবাদীদের হাত শক্তিশালী হয়ে যাবে। ৩০ বছর আগে ওরা ব্যাকওয়ার্ডনেসের কথা বলে শুরু করেছিল। এখন ওরা কি করছে? আপনারা বলুন। পঞ্চায়েত, এ. ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সমস্ত উন্নয়ন-মূলক কাজ থেকে তারা শেয়ার চাইছে। তারা শেয়ার চাওয়ার পাশাপাশি কর্মচারীদের খুন করছে। তারা কর্মচারীদের অপহরণ করছে। তারা ইঞ্জিনীয়ারকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। সেটা গ্রীফেরই হোক্ বা ও. এন. জি. সি-রই হোক্ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এই যারা সমস্ত কাজে যুক্ত তারা কি করে উপজাতিদের কল্যাণে কাজ করবে? তারাই আজকে সবচেয়ে বেশী উপজাতিদের ক্ষতি করছে। আগরতলায় স্কুল বন্ধ থাকে না। আগরতলায় হাসপাতালে ডাক্তারবাবুর অভাব হয় না। আগরতলার বিদ্যুৎ সমস্যা অন্তত ছাওমনুর মত না। সমস্যা হচ্ছে, গণ্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর, অমরপুর, সাব্রুম সহ অনেক জায়গাতেই সমস্যা রয়েছে। এই সমস্ত জায়গাতে ৮০ ভাগ উপজাতি অংশের মানুষ বসবাস করছেন। সেই জায়গাতে আমরা ঢোকার চেষ্টা করছি কিন্তু ঢুকতে পারছি না। এটা কিসের চ্যালেঞ্জ। আমরা আমাদের দারিদ্রতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছি তারজন্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচী নেওয়ার চেষ্টা করছি। এখন যেতে গেলে সন্ত্রাসবাদীদের পদক্ষেপকে মোকাবিলা করে যেতে হবে। দুইটা কাজ এক সঙ্গে আমাদের করতে হবে একদিকে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে যারা যে কারণগুলিকে সামনে রেখে একদিন অস্ত্র হাতে নিয়ে ভুল পথে গিয়েছিল এই কারণকে ভিত্তি করে নতুন করে আর যাতে কেউ না যেতে পারে সেই জন্য আজ সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। দুটি কাজই আমাদের এক সঙ্গে চলবে। নর্থ ইষ্টার্ণ স্টেট কাউন্সিল মিটিং এটা আমরা এগ্রি করেছি। যত বিরোধীতাই থাকুক, এই জন্য আমরা যাতে সবাই মিলে অগ্রসর হতে পারি তাহলে বোধ হয় ন্যূনতম লক্ষ্যটাকে সামনে রেখে আমরা অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছি সেই লক্ষ্যে আমরা সাফল্য অর্জন করতে পারব। এক বছরে সেটা নাও হতে পারে। পাঁচ বছরে হতে পারে। রোড বা স্টেডিলি একটা স্টেপ নেওয়ার ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করছি।

সেইজন্য আমাদের অনুরোধ, মাননীয় সদস্যরা আপনারাও আমাদের সহযোগিতা করুন। এটা ঠিক যে, রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীরা আজকে নিজেদের ক্ষতি করছেন। নিজেদের পরিবারগুলিকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে। উপজাতি জনগণের সর্বনাশ করছে এবং রাজ্যের গরীব অংশের মানুষ যারা গ্রাম ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাস করছেন তাদেরকেই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করছেন। আপনারা এই পথ পরিহার করুন। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন। দাবি-দাওয়া থাকতেই পারে। আপনারা স্বাধীন ত্রিপুরার কথা, স্বাধীন উত্তর পূর্বাঞ্চলের কথা এবং এ. ডি. সি এলাকা থেকে অনুপজাতিদের তাড়ানোর যে কর্মসূচী সেটাকে আমরা সমর্থন করি না। দেশে আইন আছে, সংবিধান আছে। আইন সংবিধান এবং কাঠামোর মধ্যে থেকে উন্নয়নের প্রশ্নে, উপজাতিদের উন্নয়নের প্রশ্নে আমরা ১৫ দফা কর্মসূচী করেছি। তবে এই দিয়ে আমরা উপজাতিদের রাজা বানিয়ে দিতে পারব না। কিন্তু এটা হচ্ছে, চেষ্টা। তাই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বসুন কথা বলুন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়নি। এখনও যুদ্ধ ছোটখাটো হচ্ছে। কিন্তু আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখা যায়। কাজেই, কঠিন কঠিন সমস্যা আলোচনা করে সমাধান করা যায়। এটা কেন করা করা যাবে না? আসুন কথা বলুন। একজন সাংবাদিক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেউ যদি এই ব্যাপারে সাহায্য করতে চায় অথবা কাউকে এখানে এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব দিতে চান কিনা? এখানে মাননীয় সদস্য বি. কে. রাংখল আছেন তিনি মাঝে মধ্যে পত্রিকায় বলেন এই সমস্ত কথা। আমি এখানে স্কয়ার্লি বলতে চাইছি যদি তিনি এগিয়ে আসতে চান আমাদের কোন বাধা নেই। প্লিজ আসুন কথা বলুন। আপনি যেমন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন, আপনাকে আমরা অভিনন্দন জানাই, ত্রিপুরার মানুষ অভিনন্দন জানাই। আপনি আবার নতুন করে আর একটা পার্টিতে যুক্ত হয়েছেন এবং যাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তারা গত এ ডি সি. নির্বাচনে কি কি করেছে সেই অভিজ্ঞতা সবার আছে। আমি সেই আলোচনায় যেতে চাইনা। যে কেউ আমাদের সাহায্য করতে চান রাজ্যের ইনটারেস্টে আসুন। এই যে তেলিয়ামুড়ার ঘটনা আমার বন্ধু কলিং এটেনশনে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বলেছেন কি হচ্ছে? সেখানে উগ্রপন্থীরা করছে আর এখানে সমতলের মধ্যে আর একটা ছোট্ট অংশের মিসক্রিয়েট তারা কিছু অল্প স্বার্থান্বেষী শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা এগুলি করছে। এগুলিতো সর্বনাশ এই আগুন জ্বালিয়ে রাখলে পরে সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হয় গরীবের। টাকা পয়সা বাড়ীঘর যাদের আছে, তাদের কোন অসুবিধা হয় না। গরীব মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা তাদের ক্ষতি হয় সব চেয়ে বেশী। কাজেই এই জায়গায় আমি বলব প্লিস কাম ফরোয়ার্ড। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি নর্থ-ইস্টার্ণ রিজিওন কাউন্সিলের মিটিংয়ের বাইরে আমাদের নর্থ ইস্ট রিজিওনের সাতটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের যে ফোরাম করেছি সেই ফোরামে আলাদা মিটিং করে আমরা সিদ্ধান্ত

নিয়েছি যে, গত ৮ তারিখ আমরা যে মিছিল করলাম তাতে আপনারা অনেকে অংশ গ্রহণ করেননি। আমি সেখানে তারপরও অনুরোধ করছি, করেননি আপনারা স্ট্যাণ্ড নিয়েছেন। কিন্তু শান্তির কোন পূর্ব শর্ত হয় না। আমরা এরপরে আবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে গৌহাটী এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এটা কেন্দ্র না এটা আসলে অরুণাচল কিন্তু গৌহাটী এটা থেকে তো আমাদের দুইটা রাজ্য বাদ দিলে বাকিগুলি ভাগ হয়েছে। সেখানে পিচ কনফারেন্স আমরা করব এবং সেখানে এই সাত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা অংশ গ্রহণ করবেন, বিভিন্ন এন. জি ও যারা শান্তির জন্য কাজ করছেন তারা অংশ গ্রহণ করবেন বিভিন্ন রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশন তাদেরকে আমরা আহ্বান করব। ইভেন যারা আত্মসমর্পণ করেছে গত দুই, চার, পাঁচ বছরের মধ্যে এবং আত্মসমর্পণ করার পর যারা পজেটিভ ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করেছেন তাদেরকে কাউকে কাউকে ইনভাইট করার চেষ্টা করব তারাও আসুক, তারাও কথা বলুক। এই ধরনের পিচ কনভেনশন আমরা সেখানে করব। সমস্ত এন ই. রিজিওন এবং দেট উইল বি ফলোউড বাই স্টেট লেবেল কনভেনশন। কাজেই মূল কথাই হচ্ছে এন. ই. সি-র যে আলোচনা তার স্প্রীটের ভিত্তিতে এটা শান্তি চাই উন্নয়নের জন্য এবং উন্নয়ন না হলে পরে এই সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করা এবং তাদেরকে যারা ব্যবহার করছে আই. এস. আই, সি.আই তাদেরকে ব্যবহার করে আমাদের দেশের মধ্যে অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরী করার যে চক্রান্ত এই চক্রান্ত পর্যাভূস্ত করা যাবে না। তারজন্য এই কম্প্যারসিভ এটিসিউট আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি। আমি আশা করব এই বিষয়গুলি আপনারা উপলব্ধি করবেন। পার্থক্য থাকবে, কি করে আপনারা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সব কিছুর সঙ্গে আপনারা একমত হবেন? অথবা আপনারা যে বিষয়ে সমালোচনা করবেন সব বিষয়গুলি আমরা সেইভাবে গ্রহণ করতে পারব না। কারণ, দৃষ্টিভঙ্গীগত একটা পার্থক্য যে আছে শ্রেণীগত যে অবস্থানটা এটাই পার্থক্যটা তৈরী করে দিয়েছে। এরমধ্যেও যতটা জায়গা আমরা একটা জায়গার মধ্যে আসতে পারি সেই জায়গায় বোধহয় দাঁড়ানোর সময় এসেছে। এটাই আমাদের দাবী। আমি আশা করব বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এটা বুঝাবার চেষ্টা করবেন এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাজেটকে দেখবেন এবং আমাদেরকে সাহায্য করবেন। এই কথা বলে আমাকে সময়ের বাইরেও কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অধ্যক্ষ মহোদয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ এই সভা আগামীকাল বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

PAPER'S LAID ON THE TABLE ANNEXURE—'A'

(Questions and Answers)

Admitted Starred Question No. 76

Name of the Member :—Shri Sudip Roy Barman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Depatment be pleased to state :-

Question

1. Is a fact that there are Government employees in various departments who are having links with the extermists outfits.

2. If so, what is the number of such collaborators as extremists outfits among the Govt. employees (Mention department wise)

3. Whether any criminal prosecution has been initiated against them ?

4. If not, why ?

উত্তর

১, ২, ও ৩নং : কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মচারী উগ্রপন্থী বা উগ্রপন্থী সংগঠনগুলোর সাহায্যকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ পর্য্যন্ত ১৫ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে সুনির্দ্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই কর্মচারীদের দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

ক)	শিক্ষা দপ্তর	—	১০ জন
খ)	পঞ্চায়েত দপ্তর	—	৪ জন
গ)	গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর	—	১ জন
		মোট—	১৫ জন

৪নং : উল্লিখিত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No. 109

Name of the Member :— Sri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Jail Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কোন কোন মহকুমা সদরে এখনও জেলখানা স্থাপন করা হয় নাই ?

২। বর্তমানে জেল বন্দীদের কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে ?

উত্তর

১। i) গণ্ডাছড়া মহকুমা।

ii) কাঞ্চনপুর মহকুমা।

iii) লংতরাই ভ্যালি মহকুমা।

iv) বিশালগড় মহকুমা।

২। রাজ্যের জেলবন্দীরা (কয়েদী) তিন বেলা ভাত, জামা কাপড় হাওয়াই চটি ও চিকিৎসার জন্য সবরকম সুবিধা পায়। যে সব বন্দীরা সাধারণ কাজ করেন প্রতিদিন ৬ (ছয়) টাকা এবং যেসব বন্দী বেশী পরিশ্রম করে তাদেরকে প্রতিদিন ৭ (সাত) টাকা হারে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। এছাড়াও রাজ্যের প্রতিটি কারাগারে নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধাগুলি বন্দীদের জন্য রয়েছে :-

i) জেলের ভেতর বন্দীরা কেরাম, দাবা, লুডো, ভলিবল, তাস প্রভৃতি খেলাধুলার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

ii) জেলের ভেতরে গান, নাচ, নাটক প্রভৃতি শিল্পচর্চাও বন্দীরা করতে পারেন। গান শোনা T. V. দেখার ব্যবস্থাও জেলের ভেতরে আছে।

iii) বন্দীদের পড়াশুনার জন্য প্রতিটি কারাগারেই বই-এর ব্যবস্থা আছে, এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তর থেকে শিক্ষক নিয়োজিত আছে, বন্দীদেরকে পড়াশুনা শেখানোর জন্য।

iv) তাছাড়া বাঁশ বেতের কাজ, তাঁতের কাজ, কৃষি, মৎস্য, মুরগী, শুকর পালনের শিক্ষাও দেওয়া হয়।

v) কেন্দ্রীয় কারাগারের ছাপাখানায় বন্দীদেরকে ছাপার কাজ মেশিনে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বই বাঁধার কাজেরও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

Admitted Starred Question No. 178

Name of the Member :—Sri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state :-

প্রশ্ন :

১। ১৯৯৮-১৯৯৯ ইং অর্থবর্ষে কারাগার আধুনিকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত টাকার মধ্যে ২.৮০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকার কারণ কি? এবং উক্ত কেন্দ্রীয় বরাদ্দের অর্থ কোন কোন তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে রিলিজ করা হয়েছিল?

২। বিগত অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের মধ্যে কত টাকা অব্যয়িত ছিল?

উত্তর :

১। ১৯৯৮-১৯৯৯ ইং অর্থ বর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অর্থ বরাদ্দ দেরীতে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ২.৮০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত ছিল।

কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ ১৯৯৮-১৯৯৯ ইং অর্থ বর্ষের ১৮ই জানুয়ারী ১৯৯৯ইং ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ইং তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা রিলিজ করা হয়েছিল।

২। বিগত অর্থবর্ষে (১৯৯৯-২০০০)ইং কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয় নাই।

১৯৯৮-১৯৯৯ইং অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বরাদ্দের অব্যয়িত অর্থ বিগত অর্থবর্ষে (১৯৯৯-২০০০)ইং ব্যয়িত হয়েছিল।

Admitted Starred Question No. 202

Name of the Member :- Sri Ratan Lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সাম্প্রতিক কালের কোন্ কোন্ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ইউ. বি. এল. এফ নামক বৈরীদলটি যুক্ত রয়েছে?

উত্তর

১। ইউ. বি. এল. এফ নামক তথাকথিত বৈরী দলটি ২০টি ঘটনার সাথে জড়িত। এর মধ্যে ৭টি খুনের, ১টি অগ্নিকাণ্ডের এবং ১২টি অন্যান্য আক্রমণের ঘটনা। ঘটনাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো :-

পেচারথল থানা

গত ১৮-১২-১৯৯৯ ইং তারিখে ১টি মামলা দায়ের হয়। মামলা নং ২৫/৯৯ ধারা ৩০২/৩২৬ IPC এবং ধারা ৩ Expiosive Substanec Act. ঘটনার বিবরণ কৃষ্ণটিলায় রামদুলাল পাড়ায় রাস্তায় কতিপয় উপজাতি জনগণের উপর তথাকথিত U. B. L. F নামধারীরা বোমা এবং দা দিয়ে আক্রমণ করে। এতে ৪ জন নিহত ও ৬ জন আহত হন।

গত ২৫-৩-২০০০ইং তারিখ পেচারথল থানাধীন জয়কুমার পাড়ায় বিক্রম রিয়াংকে সন্দেহভাজন U. B. L. F সদস্যরা দেশী বন্দুক থেকে গুলি করে। ফলে তার মুখে আঘাত লাগে। এই ঘটনায় পেচারথল থানায় ৯/২০০০ নং মামলা ভা: দ: বি: ৩২৬/৩৪ এবং অস্ত্র আইনে ২৭ ধারায় নথীভূক্ত হয়।

কল্যাণপুর থানা :

১। গত ১৩-১২-৯৯ ইং তারিখে একটি কমাণ্ডার জীপ নং ০১-এ-২২১৫ উত্তর মহারাণী থেকে তেলিয়ামুড়া যাচ্ছিল তখন U. B. L. F নামধারীরা গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করে। এতে ৪ জন উপজাতি আহত হন এই ঘটনায় কল্যাণপুর থানায় ৬৫/৯৯ নং মামলা ভা: দ: বি: ১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩০৭ এবং ৩/৫ বিস্ফোরক পদার্থ আইন মোতাবেক নথীভুক্ত হয়।

২। গত ১৪-১-২০০০ইং তারিখ কল্যাণপুর থানাধীন বাতাপুরা এলাকায় তীর্থমুখগামী একটি জীপের উপর তথাকথিত U.B.L F এর লোকেরা বোমা হামলা করে। এই ঘটনায় ঘটনাস্থলে ২ জন উপজাতি নিহত এবং ৩ জন আহত হন। কল্যাণপুর থানায় ভা: দ: বি: ১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩০২/৩০৭ এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনে ৩/৫ ধারা মোতাবেক ২/২০০০ নং মামলা নথীভূক্ত হয়।

৩। গত ২৮-১-২০০০ইং তারিখ কিরণ মালাকার পাড়ায় তথাকথিত U.B L.F এর লোকেরা TRT -2316 নং জীপগাড়ীর উপর বোমা হামলা করে। এই ঘটনায় ৪ জন উপজাতি গুরুতর ভাবে আহত হন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভা: দ: বি: ১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩০৭ এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনে ৩/৫ ধারায় ৮/২০০০ নং মামলা নথীভুক্ত হয়।

৪। কল্যাণপুর থানার O/C, SI শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ভা: দ: বি: ১৫৩/A/২১৬ ধারায় কল্যাণপুর থানায় অভিযোগ নথীভুক্ত করেন যে সুভাষ সরকার পিতা ইন্দ্রভূষণ সরকার এবং অন্যান্যরা খোয়াই মহকুমায় U.B.L.F-এর পক্ষে চাঁদা সংগ্রহ করে আসছিল। যার ফলে জাতি-উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি নষ্ট হয় এবং শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

৫। গত ১৯-৫-২০০০ইং তারিখ কল্যাণপুর থানাধীন গদাইবাড়ী গ্রামে সন্দেহভাজন U.B.L F. উগ্রবাদীরা গদাইবাড়ীর গ্রামটির তিন দিক থেকে বোমা/দা/দেশী বন্দুক নিয়ে হামলা সংগঠিত করে। এতে ৩ জন উপজাতি ঘটনাস্থলে নিহত এবং ৫ জন উপজাতি গুরুতর ভাবে আহত হন। ভা: দ: বি: ১৪৮/১৪৯/৩০২/৩২৬/৩৭৯ ধারা মোতাবেক ৫৪/২০০০ নং মামলা নথীভূক্ত হয়।

সিধাই থানা :

১। গত ৩০-১২-৯৯ ইং তারিখ নওয়াগাঁওয়ের (তৈরাজবাড়ী) এলাকায় TR-01-3482 নং জীপগাড়ীর উপর U B.L.F. উগ্রবাদীরা বোমা নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় ৪ জন উপজাতি নিহত হন এবং ২১ জন উপজাতি যাত্রী গুরুতর ভাবে আহত হন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভা: দ: বি: ১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩০৭/৩০২ এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনে ৩ ধারা মোতাবেক ৮৮/৯৯নং মামলা নথীভূক্ত হয়।

২। গত ১-৩-২০০০ইং তারিখ আগরতলা মোহনপুর রাস্তায় বোয়ালীয়া এলাকায় TR-01-A-2503 জীপগাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় ৫ জন গুরুতর আহত হন। পরে আহতের মধ্যে ২জন মারা যান। এই ঘটনার সঙ্গে U B L.F-এর উগ্রবাদীরা জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়। ভা: দ: বি: ধারা ৩২৬/৩০৭/৩০১/৩৪ এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনে ৩ ধারা মোতাবেক ১১/২০০০নং মামলা সিধাই থানায় নথীভূক্ত হয়।

৩। গত ১৩-৪-২০০০ইং তারিখ সিমনা দাইগ্যাবাড়ীর রাস্তায় বড়টীলা এলাকায় TR-01-3414 কমাণ্ডার জীপের উপর সন্দেহভাজন U.B L.F উগ্রবাদীরা পটকা নিক্ষেপ করে। এই জীপটি ব্রহ্মকুণ্ড মেলা থেকে খোয়াই যাচ্ছিল। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। এই ঘটনায় ৭৮২ নং U/S 157 (1) Cr.Pe. জি. ডি. এন্ট্রি হয়।

বিশালগড় থানা :

গত ১০-২-২০০০ ইং তারিখ বিশালগড় থানার বাগমারা এলাকায় TR-01-2386 জীপগাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করে। ফলে ২ জন নিহত এবং ৫ জন আহত হন। এই ঘটনার সঙ্গে U.B L F উগ্রবাদীরা জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভা: দ: বি: ৩০২/৩২৬ এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনে ৩/৫ ধারায় ২০/২০০০নং মামলা নথীভূক্ত হয়।

টাকারজলা থানা

১) গত ২১-২-২০০০ ইং তারিখ টাকারজলা থানাধীন বীরচন্দ্র সর্দারপাড়ায় প্রিয়লাল দেববর্মার চায়ের দোকানে U. B. L. F-এর অনুগামীরা বোমা নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় ৫ জন গুরুতর আহত হন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভা: দ: বি: ৩২৬ ধারা বিস্ফোরক পদার্থ আইনে ৩/৫ ধারা মোতাবেক ৭/২০০০ নং মামলা নথীভূক্ত হয়।

২) গত ১৯-৪-২০০০ ইং তারিখ পাইপবোমা ও অস্ত্র নিয়ে সন্দেহ ভাজন U. B. L. F উগ্রবাদীরা

বর্মন পাড়ায় উপজাতি বাসিন্দাদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করে। এই ঘটনায় Constable করুয়াজীৎ দেববর্মা নামে DAR আহত হন। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ১টি তাজা বোমা উদ্ধার করে। ভাঃ দঃ বিঃ ৩২৪ এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনে ৩/৫ ধারায় ১৬/২০০০ নং মামলা নথীভূক্ত হয়।

কাঞ্চনপুর থানা

গত ৮-৩-২০০০ ইং তারিখ লালজুরিগামী TRT-165 জীপের উপর সন্দেহ ভাজন U.B L F. উগ্রবাদীরা দেশী বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ে এবং হাতে তৈরী বোমাও নিক্ষেপ করে। এই হামলায় একজন উপজাতি নিহত, ১ জন গুরুতর আহত এবং সামান্য আহত ২ জন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভাঃ দঃ বিঃ ১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩০২ ধারা, অস্ত্র আইনে ২৭ এবং ৩ ধারা এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৩ ধারা মোতাবেক ১৯/২০০০ নং মামলা নথীভূক্ত হয়।

বীরগঞ্জ থানা

১) গত ২৬-১-২০০০ ইং তারিখে U. B. L. F উগ্রবাদীরা অমরপুর দ্বাদশ শ্রেণী (বালক) বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে বোমা নিক্ষেপ করে। এতে ১ জন ছাত্র আহত হন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বীরগঞ্জ থানাতে একটি জি ডি এন্ট্রি করা হয়। এই জি, ডি, নম্বর ৭৬৪।

২) গত ১২-৩-২০০০ ইং তারিখ রাত্রে আনুমানিক ৩-টার সময় অমরপুর MIFC-র Work Assistant চিন্তামণি দেববর্মার ভাড়া বাড়ীতে সন্দেহ ভাজন U B.L F-এর লোকেরা অগ্নি সংযোগ করে। এতে শ্রী দেববর্মার ভাড়াকৃত বসত ঘরটি পুড়ে যায়। ঘটনা স্থলে U B.L.F-এর পোষ্টার পাওয়া যায়। পোষ্টারে বাড়ীর মালিককে হুঁশিয়ারী দেওয়া হয় যে, কোন উপজাতি ব্যক্তিকে ঘর ভাড়া দেওযা যাবেনা। ভাঃ দঃ বিঃ ৮৩৬ ধারা ২০/২০০০নং মামলা নথীভূক্ত হয়।

মনু থানা :

গত ২৮-১-২০০০ইং তারিখ মনু থানাধীন তারাবনছড়ায় ছৈলেংটা বাজারগামী উপজাতিদের উপর সন্দেহভাজন U B L.F-এর লোকেরা বোমা নিক্ষেপ করে। এতে ১জন অল্পবিস্তর আহত হন। বিস্ফোরক পদার্থ আইনে ৩/৫ ধারা ১০/২০০০নং মামলা নথীভুক্ত হয়।

খোয়াই থানা :

গত ২৩-৩-২০০০ইং তারিখ চেবরী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে সন্দেহভাজন UBLF-এর লোকেরা বোমা নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় ছাত্রাবাসের সামান্য ক্ষতি হয়েছে। ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। পুলিশ ঘটনাস্থলে ২টি তাজা বোমা উদ্ধার করে। বিস্ফোরক পদার্থ আইনে ৩/৫ ধারায় খোয়াই থানায় ২৭/২০০০নং মামলা নথীভুক্ত হয়।

জিরাণীয়া থানা :

গত ১০-৪-২০০০ইং তারিখ ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নিকট চকবস্তায় TR-01-A-2341 জীপের উপর সন্দেহভাজন UBLF-এর লোকেরা বোমা নিক্ষেপ করে। এই জীপে কিছু মাধ্যমিক

পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রে যাচ্ছিল। এই ঘটনায় ভা: দ: বি: ১৪৭/১৪৮/৩২৬/৩০৭ এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনে ২ ধারায় ৫০/২০০০নং মামলা লিপিবদ্ধ হয়।

আর. কে, পুর থানা :

গত ১৩-৪-২০০০ ইং তারিখ TR-10-2176 কমাণ্ডার জীপ উদয়পুর থেকে কিল্লা যাচ্ছিল। জীপটি পূর্ব গকুলপুর পৌঁছানোর পর দেখা যায় কাঠের লগ ফেলে রাস্তাটি অবরোধ করে রেখেছে। গাড়ীর চালক এবং সহচালক নিজেরা লগ সরিয়ে রাস্তা পরিস্কার করছিল। এমন সময় কিছু সন্দেহ ভাজন UBLF উগ্রবাদী গাড়ীর সামনে বোমা নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় কোন হতাহত ছিলনা। কিন্তু গাড়ীর যাত্রীরা চিৎকার চেচামেচি শুরু করলে কিছু গ্রামের লোক ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাদের হাতে দা, লাঠি ইত্যাদি ছিল। গ্রামবাসীদের একজন গাড়ীর কাঁচে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। এতে জাহানারা বেগম নামে এক মহিলা আহত হন। ঘটনার তদন্তকালে স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলের কাছাকাছি ২টি তাজা বোমা উদ্ধার করে। এই ঘটনায় ভা: দ: বি: ৩১৪/৩২৪/৪২৭/৩৪ এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনে ৩/৫ ধারায় আর. কে, পুর থানায় ৭৫/২০০০ নং মামলা নথীভুক্ত করা হয়।

Admitted Starred Question No. 209.

Name of the Member : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। তৃতীয় ও ৪র্থ বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর যথাক্রমে ১০-৪-৯৩ ইং থেকে ১১-৩-৮৯ ইং পর্যন্ত কত জন বৈরী আত্মসমর্পণ করেছে ?

২। আত্মসমর্পণকারীদের কি ধরণের আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে ?

৩। এতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে ; এবং

৪। আত্মসমর্পণকারী বৈরী ললিত দেববর্মাকে (হর্টিকালচারের বর্তমান চেয়ারম্যান) কি ধরণের আর্থিক সুবিধা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১ উক্ত সময়ে মোট ২৪৬৭ জন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে।

২। আত্মসমর্পণের শর্ত অনুসারে আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে ; ক্ষেত্র বিশেষে আত্মসমর্পণের শর্ত ও চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই সহায়তা প্রদানের বিষয়ে কিছু তারতম্য ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে মাসিকভাতা, গৃহ নির্মাণের সহায়তা, এককালীন আর্থিক সহায়তা, অর্থনৈতিক পূর্ণবাসন ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে।

৩। এই জন্য ৩১-৩-২০০০ ইং সন পর্যান্ত মোট ৮৮৩.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৪। শ্রী ললিত দেববর্মাকে হর্টিকালচার কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসাবে নিম্নলিখিত আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হচ্ছে :

ক) ভাতা হিসাবে মাসিক ২০০০ টাকা।

খ) ব্যবহারের জন্য এম্বেসেডর গাড়ী।

গ) অফিস ও বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য টেলিফোন।

ঘ) কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্র।

Admitted Starred Question No. 217

Name of the Member :—Shri Shyama Charan Tripura and Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। টি. এস আর বাহিনীতে নিয়োগের সময় এস টি, এস. সি. দের নির্ধারিত ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার মানা হয় কিনা ;

২। না হলে তার কারণ ; এবং

৩। বর্ত্তমানে কোন বাহিনীতে কতজন এস. টি, এস. সি. জওয়ান রয়েছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, মানা হয়।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। কোন বাহিনীতে কতজন এস, টি. এবং কতজন এস. সি. জওয়ান রয়েছে তার হিসাব নিম্নরূপ :

টি. এস. আর	মোট	এস. টি	এস. সি.	সাধারণ
১ম বি. এন.	১০১১	২১৩	১৩৪	৬৬৪
২য় ,,	১০৮০	২৩৬	১৫২	৬৯২
৩য় ,,	৯১৭	২০৫	১০৬	৬০৫
৪র্থ ,,	৯১৯	২৫১	১৪৪	৫২৩
৫ম ,,	৯৬৯	২২২	১১৮	৬২৯
৬ষ্ঠ ,,	৮৮৯	২৫১	১৩৫	৫০৩
মোট—	৫৭৮৪	১৩৭৯	৭৮৯	৩৬১৬

Assembly Admitted Starred Question No. 282

Name of the Member :—Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে নূতন করে বি, পি. এল কার্ড ইস্যু করার ক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতি অনুসৃত হয় কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় সরকার বিরচিত নিয়মনীতি অনুসরণ করেই রাজ্য সরকার বি, পি, এল কার্ড ইস্যু করে থাকেন।

Admitted Starred Question No. 298

Name of the Member : - Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। বিচারাধীনবন্দী এবং কয়েদীদের মানোন্নয়নের জন্য জেল আইন সংশোধনের পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকলে কবে।

৩। না থাকলে কারণ।

উত্তর

১। এই রকম কোন প্রস্তাব ত্রিপুরা সরকারের নেই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। বর্তমানে প্রচলিত আইনে বন্দীদের মানন্নোয়নে যে সব সংস্থান আছে সেগুলো যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়। বর্তমানে রাজ্যের কারা বন্দীদের মানউন্নয়নের জন্য প্রতিটি কারাগারে পড়াশুনা করার জন্য বিভিন্ন ধরণের বই পত্র রয়েছে। শিক্ষা দেওয়ার জন্য সমাজ শিক্ষা দপ্তরের কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। গান, বাজনা, নাটক, খেলা ধুলার সুযোগ রয়েছে এবং হাতে কলমে বাঁশ বেতের কাজ, তাঁতের কাজ, ছাপা ও বই বাধার কাজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও কৃষিশুকর, মুরগী পালন, মাছের চাষ শিক্ষার সুযোগও রয়েছে।

Admitted Starred Question No. 348

Name of the Member :-- Shri Padma Kr. Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, খোয়াই বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্ত বরখেত, গৌড়নগর এলাকায় প্রকাশ্য চোর, ডাকাত এর উপদ্রপে কৃষকদের প্রায় ২০০ কানী নাল জমিতে এবার কোন ফসল করা সম্ভব হয় নাই ;

২। সত্য হলে উপরিউক্ত ব্যাপারে সরকারীভাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ; এবং

৩। যদি না করা হয়, তবে তার কারণ ?

উত্তর

১ পহরমুড়া B S.F. ক্যাম্প থেকে চার কিলোমিটার দূরত্বে এবং বেলছড়া B S.F. ক্যাম্প থেকে তিন কিলোমিটার দূরত্বে গৌড়নগর গ্রামের অন্তর্গত বরখেতে প্রায় ২০০ কানী জমি আছে যার

চারিদিকে উঁচু টিলা অবস্থিত এবং আশে পাশে কোন জনবসতি না থাকার দরুণ ভয়ে জমির মালিকেরা চাষ করতে যায় না। চোর, ডাকাতের উপদ্রপে কৃষকেরা জমি চাষ করতে পারছেনা বলে সুনির্দ্দিষ্ট কোন অভিযোগ থানায় নাই।

২। B.S.F. সীমান্তবর্তী এলাকায় সবসময় নজরদারী রাখছে।

৩। উপরোক্ত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No. 351

Name of the Member :— Sri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত কদমতলা বাজারটি পর পর দুইবার আগুনে ভস্মীভূত হয়েছিল ;

২। সত্য হলে, এই ব্যাপারে অতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে উক্তস্থানে ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে কিনা ;

৩। করা হলে, কবে নাগাদ তাহা চালু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কদমতলা ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছেন। বাড়ী তৈরীর জন্য •'৬• একর জমি বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

৩। বাড়ী তৈরী শেষ হলে কদমতলা ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন শীঘ্রই চালু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 353

Name of the Member :—Sri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Power Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমান বিদ্যুতের চাহিদা কত ?

২। বহিঃরাজ্য ও নীপকো থেকে কত পরিমাণ বিদ্যুৎ রাজ্যে সরবরাহ করতে হয় এবং

৩। বহিঃরাজ্য ও নীপকো থেকে রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রতি মাসে বিদ্যুৎ দপ্তরকে কত টাকা খরচ করতে হয় ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে বিদ্যুতের দিনের সর্বোচ্চ চাহিদা প্রায় ১৩৫ মেগাওয়াট এবং পিকঅফে চাহিদা প্রায় ৬৫-৭০ মেগাওয়াট।

২। রাজ্যের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে কেন্দ্রীয় সংস্থা (নীপকো, এন, এইচ, পি, সি) থেকে ৪০-৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানী করতে হয়।

৩। কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে প্রতি মাসে গড়ে ৩.৫ কোটি টাকার বিদ্যুৎ ক্রয় করতে হয়।

Admitted Starred Question No. 357

Name of the Member :—Shri Shyama Charan Tripura and
Shri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :-

প্রশ্ন :

১। ইহা কি সত্য, নর্থ-ইষ্টার্ণ পাওয়ার কর্পোরেশন (নেপকো) এর কাছে রাজ্যের প্রভূত বকেয়া দেনা রয়েছে ?

২। সত্য হলে কত টাকা দেনা রয়েছে এবং রাজ্য সরকারের কোন কোন দপ্তর বিদ্যুতের মাশুল বাবত বকেয়া কত টাকা পাওনা আছে ?

৩। এই বকেয়া দেনা থাকার কারণ কি ?

৪। বকেয়া পরিশোধে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন বা নিচ্ছেন ?

উত্তর :

১। হ্যাঁ।

২। বিদ্যুৎ ক্রয় বাবত নেপকোর কাছে বিদ্যুৎ দপ্তরের ২৭'০২ কোটি টাকা দেনা রয়েছে (জুন ২০০০ ইং পর্য্যন্ত)। বিদ্যুৎ দপ্তর রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রভূত বকেয়া বিদ্যুৎ মাশুল বাবত পাওনা নিম্নরূপ দেওয়া হল :—

	দপ্তরের নাম	বকেয়া মার্চ, ২০০০ ইং পর্য্যন্ত (লক্ষ টাকা)
ক)	স্বাস্থ্য দপ্তর	৩১'৮৭
খ)	ক্ষুদ্র জলসেচ	১০৫'১৩
গ)	জনস্বাস্থ্য	৬৩'৪৮
ঘ)	আরক্ষা	৬৭'৬৪
ঙ)	শিক্ষা	৫০'১১
চ)	নগরপঞ্চায়েত	৫৭'৮৪
ছ)	জুট মিল	৫৯'২৪
জ)	আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি	২৪০'৪৮

৩। রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যয় এবং বিদ্যুৎ মাশুল সংগ্রহের মাধ্যমে আয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকায় এই বকেয়া।

৪। বকেয়া পরিশোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা সমূহ নেওয়া হয়েছে :—

ক) বিগত অর্থ বৎসরের তুলনায় এই আর্থিক বৎসরে (২০০০-২০০১ ইং) বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

খ) বে-আইনী সংযোগ কেটে আইনী সংযোগ দেওয়ার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গ) রাজস্ব খাতে আয় বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কমপিউটারের মাধ্যমে আগরতলায় বিলিং ব্যবস্থার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়েছে যাতে ন্যুনতম সময়ে বিলিং ব্যবস্থা তদারকি করা যাবে। পরবর্তীকালে রাজ্যের অন্যান্য মহকুমায় এই ব্যবস্থা ধাপে ধাপে বিস্তার করা যাবে।

ঘ) বিদ্যুৎ মাশুল ব্যবস্থা পুনঃবিন্যাস ও পুর্ণগঠন করে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ঙ) যথাসময়ে বিদ্যুৎ বিল তৈরীর জন্য মিটার রিডার কাম বিল ক্লার্ক নিয়োগ করা হয়েছে।

চ) বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করার জন্য "ভিজিল্যান্স স্কোয়ার্ড" গঠনের জন্যে নীতিগত ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ছ) বিদ্যুৎ পরিবহন ও বিতরণে লোকসান কমানোর জন্য বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনে সারাইয়ের (রেনেভেশন) কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 392

Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে ন্যায্যমূল্যের দোকান কয়টি এবং।

২। উক্ত দোকানগুলিতে কি কি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হয় ?

উত্তর

১। ১,৪২৭ টি।

২। বর্তমানে সরকারী ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিতে নিম্নলিখিত দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়।

ক) চাউল।

খ) গম/আটা।

গ) চিনি।

ঘ) কেরোসিন তৈল

ঙ) লবন।

Admitted Starred Question No. 397

Name of the Member : Sri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be plased to state :-

প্রশ্ন

১। সাজা প্রাপ্ত আসামী এবং বিচারাধীন আসামীদের জেলের অভ্যন্তরে কি কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয় ; এবং

২। উক্ত আসামীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেন ?

উত্তর

১। এ রাজ্যের প্রতিটি কারাগারে সাজাপ্রাপ্ত আসামী এবং বিচারাধীন আসামীদের পড়াশুনার জন্য প্রতিটি কারাগারেই গ্রন্থাগার রয়েছে এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তর থেকে শিক্ষক নিয়োজিত আছে বন্দীদের পড়াশুনা শেখানোর জন্য। বন্দীদের ছাপাখানার কাজ, বই বাঁধানোর কাজ, বাঁশ বেতের কাজ, তাঁত এর কাজ, মৎস, মুরগী শুকর পালনের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা আছে। কাপড় কাটা এবং সেলাইযের কাজ ও শেখানো হয়। এছড়া সংগীত ও নাটক চর্চ্চার ও ব্যবস্থা রয়েছে।

২। উপরের ১নং প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষনের সরকারী ব্যবস্থাগুলি আসামীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সাহায্য করবে।

Admitted Starred Question No. 401

Name of the Member:— Shri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civii Supplies Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যে দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি হয়েছে, এবং

২। যদি সত্য হয় কি কারণে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, কিছু কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে।

২। উৎসমূলে দাম বৃদ্ধির কারণেই এই মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে।

ANNEXURE—'B'

Admitted Un-Starred Question No. 107

Name of the Member :—Shri Ratanlal, Nath, and
Shri Rabindra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১লা মে ২০০০ইং পর্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি উগ্রপন্থী হামলা সংঘটিত হয়েছে (থানা ভিত্তিক হিসাব) ;

২। এর ফলে উগ্রপন্থীদের হাতে এই সময়ের মধ্যে কতজন নিহত, কতজন আহত এবং কতজন একেবারে অসুস্থ হয়ে গেছে (উপজাতি এবং অ-উপজাতি লোকের আলাদা আলাদা মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ; এবং

৩। উক্ত সময়ের মধ্যে উগ্রপন্থী হামলায় যারা নিহত, আহত, এবং পঙ্গু হয়েছে তাদের মধ্যে মহিলা, নাবালক ও নাবালিকা কত (আলাদা আলাদা মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৪। বর্তমানে রাজ্যে কত ব্যাটেলিয়ান সি, আর পি এফ, বি, এস এফ, আসাম রাইফেলস্ ও আধা সামরিক বাহিনী আছে এবং মোট কত পরিমাণ ফোর্স হলে রাজ্য সরকার উগ্রপন্থী নির্মূল করতে পারবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১, ২, ও ৩নং : উক্ত সময়ে ৪২২টি উগ্রপন্থী হামলা সংঘটিত হয়েছে, ৭১২ জন নিহত হয়েছে, ৩৯০ জন আহত হয়েছে ও ১৩জন শারীরিক ভাবে অক্ষম হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১৪৭ জন উপজাতি আহত, উপজাতি ৬১ জন, নিহত মহিলা ৪০ জন, নিহত নাবালক ২ জন, আহত মহিলার সংখ্যা ৪২ জন আহত নাবালকের সংখ্যা ১২ জন, আহত নাবালিকা ৪ জন। মহকুমা এবং থানা ভিত্তিক তথ্য সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া গেল :—

৪। বর্তমানে রাজ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর সংখ্যা নিম্নরূপ : –

ক) আসাম রাইফেলস্—৪ ব্যাটালিয়ান

খ) সি, আর, পি, এফ—১৫ ব্যাটালিয়ান (Adhoc এক কোম্পানী সহ)

গ) টি, এস্, আর—০৬ ব্যাটালিয়ান

ঘ) ত্রিপুরা পুলিস—৮১৩৯ জন

ঙ) হোম গার্ড —২৫০৩ জন

রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা ও দমনে কেবলমাত্র আসাম রাইফেলস্, সি, আর পি, এফ এবং টি, এস্, আর নিযুক্ত রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দীর্ঘ সময় ধরে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা মোকাবিলায় দক্ষ ও যোগ্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী পাঠাবার জন্যে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

Name of Sub-Division	Name of PS	Ext incident took place	Killd								INJURED								Disablity
			ADULT				MINOR				ADULT				MINOR				
			Tribal		Non Tribal		Tribal		Non-Tribal		Tribal		Non-tribal		Tribal		Non-tribal		
			Male	Famale	Male	Famale	Boys	G	B	Girls	Male	Famale	Male	Famale	Boys	Girls	Boys	Girls	
1	2	3	4								5								
Udaipur	R K Pur	65	01	-	42	04	-	-	-	-	03	-	19	03	-	-	05	03	
	Killa	05	02	-	10	03	-	-	-	-	01	-	05	01	02	-	-	-	
Belonia	Belonia	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Santirbazar	47	02	-	10	-	-	-	-	-	03	01	15	03	-	-	-	-	
	Baikhora	33	05	-	12	-	-	-	-	-	03	-	21	02	-	-	01	-	
	P R. Bari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subroom	Subroom	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Manubazar	01	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ompi	14	02	-	04	-	-	-	-	-	02	-	04	-	-	-	-	-	
	Taidu	25	16	-	07	-	-	-	-	-	03	-	03	-	-	-	-	-	
Kailashahar	Kailashahar	04	-	-	03	-	-	-	-	-	-	-	05	03	-	-	01	-	02 (Non-trible male)
	Fatikroy	27	-	01	11	-	01	-	-	-	07	-	16	04	01	-	01	-	
Kanchanpur	Kanchanpur	20	18	-	01	-	-	-	-	-	03	-	06	03	-	-	-	01	01 Nt-boy
	Pecharthal	03	03	-	-	-	01	-	-	-	06	-	-	-	-	-	-	-	01 (Tribal male)
	Vangmun	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dharmanagar	Panishagar	03	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Damcharra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Churaibari	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	03	01	-	-	01	-	
	Dharmanagar	03	-	-	03	-	-	-	-	-	-	-	06	-	-	-	-	-	
Kamalpur	Kamalpur	05	06	-	14	-	-	-	-	-	03	-	05	-	-	-	-	-	
	Salama	02	-	-	03	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	
	Ambassa	04	04	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Longteraivally	Manu	17	06	-	22	01	-	-	-	-	02	-	26	01	-	-	-	-	
	Chamanu	06	03	-	10	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	
Total :—		294	70	01	155	10	02	-	-	-	33	01	136	21	03	-	09	04	04

1	2	3						4						5						
Gandachara	Ganganagar	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Gandacharra	03	01	—	06	—	—	—	—	—	01	—	01	—	—	—	—	—		
	Raishyabari	01	—	—	06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sadar	East Agt	01	—	—	02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tribal	Nontribal
	Jirania	65	35	—	44	—	—	—	—	—	03	—	12	—	—	—	—	—		
	Sidhai	08	05	—	24	04	—	—	—	—	05	—	15	—	—	—	—	—		
Bishalgarh	Bishalgarh	38	02	—	15	—	—	—	—	—	02	—	23	—	—	—	—	—	01	08= 09
	Amtali	01	—	—	05	—	—	—	—	—	—	—	01	—	—	—	—	—	(Male)	(Male)
	Takarjala	65	05	—	123	03	—	—	03	—	01	—	01	04	—	—	—	—		
Sonamura	Malagar	05	—	—	04	—	—	—	—	—	—	—	04	—	—	—	—	—		
	Kalamchewhara	02	01	—	02	—	—	—	—	—	—	—	02	—	—	—	—	—		
Khowai	Khowai	18	06	—	15	03	—	—	01	—	08	—	21	01	—	—	—	—		
	Kalanpur	26	14	—	86	13	—	—	04	—	04	—	20	10	—	—	03	—		
	Teliamura	24	07	—	27	06	—	—	02	—	03	—	32	06	—	—	—	—		
	Total :-	198	76	—	359	29	—	—	10	—	27	—	132	21	—	—	03	—		09
	B/F P-2	294	70	01	155	10	02	—	—	—	33	01	136	21	03	—	09	04		04
Grass total :—		492	146	01	514	39	02	—	10	—	60	01	268	42	03	—	12	04		13

Admitted Un-Starred Question No. 108

Name of the Member :— Shri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be plased to state :

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে গত ১৯৮০ সাল হইতে ৩১শে মে ২০০০ ইং পর্যান্ত কত জন উগ্রপন্থী রাজ্য সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে, (কি কি দল আলাদা হিসাব।)

২। ১৯৮০ সাল হইতে ৩১শে মে ২০০০ ইং পর্যন্ত কত জন উগ্রপন্থীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে, ও কত জনের শাস্তি হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৮০ ইং সাল হইতে ৩১-৫-২০০০ ইং সাল পর্যান্ত মোট ৬২৪৯ জন উগ্রপন্থী রাজ্য সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। দলভিত্তিক আলাদা হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেয়া গেল।

২। উক্ত সময়ে মোট ৯৩৯ জন উগ্রপন্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং এর মধ্যে মোট ৯ জনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

EXTREMISTS SURRENDERED FROM 1980 TO 2000 (UPTO JUNE)

Sl. No.	Name of extremists group	No. of Persons surrendered
1.	2	3
1.	All Tripura Peoples Liberation Orgn.	330
2.	Tripura National Volunteer	451
3.	All Tripura Tribal Force	1633
4.	National Liberation Front of Tripura	208
5	All Tripura Tiger Force	1072
6.	Tripura Liberation Organisation	460
7.	All Tripura Volunteer Force	284
8.	Tripura Tribal Volunteer Force	381
9.	Tripura National Sengkrak Force/Sengkrak	195
10.	Tripura Tribal Youth Force	276
11.	All Tripura Bharat Suraksha Force	52
12.	Liberation of Tripura Tribal Force	30

1.	2	3
13.	Tripura Humkurui Sepoy	6
14.	Tripura Rajya Suraksha Force	31
15.	Tripura Regiment Force	7
16.	Tripura Youth Rifle	59
17.	Tripura Tribal Suraksha Force	6
18.	Tripura Resurrection Army	154
19	Tripura Liberation Force	45
20.	Tripura National Army	24
21.	Tripura Tribal Democratic Force	218
22.	Tripura Tribal Association	46
23.	Tripura Upajati Samaj Sava Dal	20
24.	All Tripura Volunteer Association	59
25.	Tripura Tribal Armed Commando Force	165
26.	Social Democratic Front of Tripura	18
27.	All Tripura Suraksha Armed Force	7
28.	National Milinia Force	11

Total = 6,249

Admitted Un-Starred Question No. 109

Name of the Member :— Shri Pranab Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্যি, রাজ্যে ষষ্ঠ ব্যাটেলিয়ান পর্যন্ত টি. এস. আর বাহিনী গঠন করার পর এখনও অনেকগুলি শূণ্যপদ রয়ে গেছে, যদি সত্যি, হয়ে থাকে খালি পদগুলির মধ্যে এস. টি, এবং এস.সি-দের কয়টি শূণ্য পদ রয়েছে ? (ব্যাটেলিয়ান ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। গ। ব্যাটেলিয়ান ভিত্তিক এস. টি. এবং এস. সি দের শূণ্যপদ নিম্নরূপ :—

ব্যাটেলিয়নের নাম	শূণ্যপদ	এস. টি.	এস. সি.	অন্যান্য
টি. এস. আর				
১ম বি. এন.	৩৫৭ —	১৬০ —	৬৫ —	১৩২
২য় ,,	২৫৩ —	৯১ —	৩৮ —	১২৪
৩য় ,,	২৮৫ —	৭৪ —	৪০ —	১৭১
৪র্থ ,,	৩৭৬ —	১৪০ —	৬০ —	১৭৬
৫ম ,,	৩৯১ —	১৭৮ —	৬৯ —	১৪৪
৬ষ্ঠ ,,	৩২৫ —	১২৪ —	৬১ —	১৪০
মোট—	১৯৮৭	৭৬৭	৩৩৩	৮৮৭

Admitted Un-Starred Question No. 115

Name of the Member :— Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। চতুর্থ বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৫-৬-২০০০ ইং তারিখ পর্যান্ত উদয়পুর মহকুমায় কতজন খুন, কতজন অপহরণ এবং কয়টি অগ্নিসংযোগ হয়েছে, (নামসহ পূর্ণ ঠিকানা)।

উত্তর

১। ১০-৩-১৯৯৮ ইং সন হইতে ১৫-৬-২০০০ ইং সন পর্য্যন্ত উদয়পুর মহকুমায় ৬৬ জন খুন, ৯৬ জন অপহৃত হয়েছেন এবং অগ্নি সংযোগের ঘটনায় ৬ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই সব ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের বিস্তারিত তথ্য সঙ্গীয় তালিকায় দেয়া গেল।

Name & Particulars of Killed Persons	Name & Particulars or Kidnpaped Persons	Name & Paruculars of Arson of H/g
1. Smti Bina Rani D/Nath W/o Sri Nandalal D'Nath of West Kupilong, Ps—Killa	1. Nikhil Das (40) S/o Sri Nani Gopal Das of Kupi-long, Jalema, Ps—KLA.	1. Dr. Chaitan Debbarma, M/O, I/C, Killa PHC,
2. Nirati Bala Jamatia (18) D/o Sri Bhakti Sadhan Jamatia of Raiyabari, Killa.	2. Bipad Sarma (30) S/o Lt Joygobinda Sarma of Fast Gakulpur, Ps-RKP	2. Sanjib Kr. Dasgupta, H/M of West Kupilong J. B School.
3 Smti Saraswati Chakra-borty (14) W/o Paresh Chakraborty of Killa, Ps-KLA	3 Monoranjan D/Nath (26) S/o Lt Debendra of Amtali, Salkarah, Ps—RKP.	3. Niranjan Biswas (25) S/o Sudhir of Atharabholla, Ps-KLA.
4. Sudhir Das S/o Mukanda Das of South Brajendra Nagar, Ps-RKP.	4, Sahadeb Das S/o Lt. Raimohan of Rajnagar, Ps-RKP.	4. A.Murdila of 23 A/R Adjudent, DUP.
5. Braja Charan Jamatia (30) S/o Madhya Hari Jamatia of Howibari, Ps-KLA.	5 Satyajit Saha S/o Parimal Saha of Killa, Ps—KLA.	5. Milan Shil S/o Lt. Sundar Shil of Barabhya, Ps-RKP.
6. Rabau Dayal Jamatia S/o Sri Ranalal of North Saimarus—KLA.	6. Kanulal Sarkar (40) S/o Sri Sadhan of Pitra Ps-RKP.	6. Sadananda Biswas Principal, JNV, Kakrabon, South TPA.
7. Rfm. Sankar Kr. Chrting of 23 AR C/Dhwajanagar.	7. Ramendra Datta (28) S/o Jogesh of Photamati, Ps-RKP.	
8. Rfm. Sunil Kr Thapa of do.	8 Sudhan Das (40) S/o Lt. Atal Bihari of Giridhari Palli, Ps-RKP	
9. Kamal Sing of do.	9. Narayan Saha (37) S/o Raimohan of Killa Ps-KLA.	
10. LNK Kailash Devrani of do.	10. Anil Saha (60) S/o Lt. Prakash Saha of Bandowar, Ps-RKP.	
11. Tapan Sarkar, Civil Driver of do.	11. Direndra Ch. Saha S/o Lt. Chandra Mn. of Badarmokam, Ps-RKP.	
12. Durlav D/Barma (Jamatia) of Jainbari, Ps-KLA.	12. Chandan Deb S/o Haripada Deb of Rajnagar Ps. RKP.	

Name & Particulars of Killed Persons.	Name & Particulars of Kidnapped Persons
13. Mohan Miah (55) S/o Lt Magbal Hossan of Rajnagar, Ps—KLA,	13. Raimohan Das (32) S/o Jagabandhu of do.
14. Charfus Bibi W/o Lt. Mohan Miah of do.	14. Paneimal Shil of UDP, Ps-RKP.
15. Parija BiBi W/o Sri Juijalal Miah of Garjee, Ps-RKP.	15. Sahadeb Das. (39) E.E R. D. (S), South Divn. Udaipur, S/o Banamali of Harina SBM
16. Sonadhar Sarma S/o Lt. Anukul Sarma of Pitra, Ps-RKP	16. Samarendra Lal Roy, Asstt. Engr. of Joynagar, Ps-West Agt.
17. Aparna Sarma of do.	17. Titu Nag (25) S/o Milan Nag. of Fulkumari, Ps-RKP. (Driver)
18. Mr. Haidarali Poddar of Sonamura Ps-R. K. Pur.	18. Ramash D/Nath S/o Lt. Balaram of Killa.
19. Jantu Sarkar S/o Sri Amulya of Nutuntilla, Ps-R. K. Pur.	19. Babul Saha (30) S/o Birendra Saha of Badarmukam, Ps-RKP.
20. Sadhan Paul (55) S/o Lt. Panchanan Paul of Tulamura Ps—RKP	20. Abu Miah S/o Rasid Miah of Killa.
21 Bivash Baidya (25) S/o Rabi Baidya of Garjee Biadya Para, Ps-RKP.	21. Kanu Miah S/o Lt. Mukbal Hossan of Narayan Nagar Colony, Ps-KLA.
22. Abdul Kashem (46) S/o Lt. Majuddin of Kushmara, Ps-RKP	22. Abu Taher S/o Saheb Ali of do.
23. Fazar Ali of Lulunga Ps—RKP.	23 Jogandra D/Nath S/o Lt. Agni Kr. of No. 2 Fulkumari, Ps- RKP.
24. Binode Bihari Bhowmik of Photamati Ps—R.K.P.	24. Ratan Chandra D/nath (17) S/o Matilal of Killa Ps-KLA.

Name & Particulars of Killed Persons	Name & Particulars of Kidn Persons
25. Alok D/Nath S/o Piavat D/Nath of Sataria, Ps—RKP.	25 NHR Ishlam S/o Samau Miah of Chanban Ps—RKP.
26 Karmashal Jamatia (32) S/o Lt. Angadas Jamatia of Nowabari, Ps—RKP	26 Swapan D/Nath S/o Lt Upendra D/ Nath of Barabhya Ps—RKP.
27. Shyamal Karmakar S/o Lt. Khagendra Karmakar of Basanta Nagar, Ps—RKP.	27. Sukhen Miah S/o Ritu Miah of Khilpara. Ps—RKP
28. Siraj Miah (27) S/o Wab Miah of Natunbazar, Ps—NTB.	28. Ajit Datta (55) S/o Lt. Debendra of Barabhya, Ps—RKP.
29. Jiban Shil (35) S/o Lt. Manindra Shil of Tulamura, Ps—RKP.	29. Sukumar D/Nath (50) S/o Lt. Akhil of Dhwajanagar, Ps—RKP.
30 Balai Karmar (18) S/o Dhananjoy of No. 2 Fulkumari, Banduwar, Ps—RKP.	30 Chandra Sadhan Jamatia S/o Lt. Dharma of Jain Bari, Ps—KLA.
31 Jhutan Dey (22) S/o Sri Gouranga Dey of No. 2 Fulkumari, Ps—RKP.	31. Mukles̈h Miah S/o Hanif of Indrabashi Para, Ps—RKP.
32. Subash Kar (42) S/o Lt. Indra Mn. Kar of Barabhya, Ps—RKP.	32. Anath Das of Maharani, Ps—RKP.
33 Dhirendra D/Nath S/o Lt. Chandra Mn D/Nath of Chandrapur No. 4 Colony, Ps—R K Pur.	33. Ranjan Sutradhar S/o Narayan of Matabari, Ps—RKP
34. Helan D/Nath (40) S/o Narayan D/ Nath of Tulamura, Ps—RKP.	34 Sanjib Sarkar S/o Sri Narash of Gangachara, Ps—RKP. Hirendra Das S/o of Maharani, TNI, RKP.
35. Milan Kar (40) S/o unknown of do.	35 Khokan Dey S/o Sri Gopi Mn. Dey of No 2 Fulkumari, Ps—RKP.
36. Amal Paul S/o Unknown of do	36 Jhutan Dey S/o do of do.
37. Chandra Mn Paul S/o do of do.	37. Parimal Kar S/o Lt. Jamini Kar of Matabari, Ps—RKP.
38. Ful Miah (40) S/o unknown of Kushamara, All of Ps—RKP.	38. Kaya D/Roy (8) S/o Sri Bishnu D/Roy of Thakur Palli, MLG, Ps—MLG.
39. Bhabatosh Das (25) S/o Sri Monoranjan Das of East Gakulpur, Ps—RKP.	39. Sanjit Sen (36) S/o Sri Sashi Kr. of Shingarh, Ps—RKP.
40. Monoyara Khatun (15) D/o Lt. Adam Ali of Pitra, Ps—RKP.	40. Sushil Sen (32) of S/o do of do.

Name & Particulars of Killed Persons.	Name & Particulars of Kidnapped Persons
41. Litan Miah S/o Sultan Miah & Moleb Miah Palowan of Salgarah, Rs—RKP.	41. Dulal D/Nath S/o Lt Jogendra D/nath of Amarpur, Ps-BRG
42 Nitai Das S/o Jogash Das of Chandrapur, Ps -RKP.	42. Arjun D/Nath S/o Kali D/Nath of Sarbong, Ps-BRG
43. Amulya Das (45) S/o Lt. Mahim Das of Chaigaria, Ps—RKP	43. Subrata Das S/o Lt. Jitendra of Bampur, Ps-BRG.
44. Hiranayapravat Jamatia S/o Sri Broudhan Jamatia of Dakmura, P/s—RKP.	44. Nepal, Karmakar S/o Lt. Krishna of Fatiksagar, Ps-BRG.
45. Bhajan Deb (28) S/o Lt. Mahendra Deb of Laxmipati, Ps—RKP.	45. Kajal Sutradhar S/o Lt Gopal of Amarpur, Ps-BRG.
46. Mantu Das S/o Lt Nabadwip Das of do.	46. Narayan Das of AMP Block.
47. Rangmala Bibi (45) W/o Md. Hasan Ali of Putachara, Ps—RKP.	47, Satyabrata Roy of AMP town.
48. HC Sibapada Das of DAR (S).	48. Samir Sen S/o Sri Sashi Sen of Bandowar, Ps—RKP.
49. C/2974 Gopal Datta of do.	49. Chandra Kr. Nama S/o Lt. Akhil Nama of Barabhya, Ps-RKP.
50. C/4410 MD. Hanif Miah of do.	50. Samir D/Nath S/o Sri Bhajan D/Nath of Uttar Maharani, Ps-RKP.
51. C/4423 Manik Lal D/Nath of do.	51. Chandan Paul S/o Sri Sukhen of Laxmipati, Ps-RKP.
52. C/3005 Rupa Mn. Jamatia of do.	52. Rabindra Paul (17) S/o Krishna Paul of do.
23. C/4374 Pradip D/Nath of do.	53. Shyamal Chakraborty S/o Lt. Tapendra of Jamjuri, Ps--RKP.
54. C/2885 Suresh Paul of do.	54. Nripen Deb (40) S/o Sri Debendra of Malaghar, Ps BLG.
55 Driver Const. Sankar Malakar of do.	55. Gugranga Das (70) S/o Anil Das of Mirza Ps-RKP.
56. Badal Nag (16) S/o Sri Bahan Nag of Tatua Tilla Ps—RKP.	56 Sanjit Sharma (29) S/o Ranjit at do
57 Kishore Ranjan Datta S/o unknown of Ramnagar—6, Agartala.	57. Dhananjoy Malik (33) S/o Biphin do. Manik of do.
58. Manipal Singh of 23 A/R, Dhwajanagr (Rfm)	58. Uddav D/Nath (22) S/o Haripad of do.
59 Sukumani Nowatia (19) D/o Sri Bhagyaram Nowatia of Malsum Pathar, Ps-RKP.	59. Uttam Sen (20) S/o Manik of do.
60. Bachan Dabi Nowatia D/o do of do.	
61. Chinta Haran Chowdhary (65) S/o Lt. Mahendra of Pokta, Kalabon, RKP.	

Name & Particulars of Killed Persons	Name & Particulars of Kidn Persons
62 Ajit Dey S/o Ramani of South Mirza. Ps RKP.	60 Niteyanada Sarkar (23) S/o Ramash of do All of Ps-RKP.
63. Uttam D/Barma S/o Behal Chandra of do.	61. Subrata Sen S/o Kalipada Sen of No. 2 Fulkumari Bandowar, Ps-RKP.
64. Sanjoy Das S/o Surja Mn of do.	62 Kalipada Bhattacharjee (42) S/o Lt. Ganesh Bhattacharjee of Karaiyamura, Ps-RKP.
65. Nirmal D/Barma S/o Lt. Suesh of Samuk Charra, All of do Ps-RKP.	63. Sankar Dey (26) S/o Sri Bimal Kanti Dey of Dariya Bagna, Ps-RKP.
66 Jalil Miah S/o Lt Ajmat Ali of West Gakulpur, Ps-RKP.	64. Jiban D/Nath S/o Sri Niranjan of Gakulpur, Ps-RKP.
	65. Nirmal D/Nath S/o Aditya of do.
	66. Babul Das S/o Sri Debendra Das of Beltali, Ps-RKP.
	67. Nirmal Kanti Baidya (55) S/o Lt. Hemendra Baidya of Garjee, Ps-RKP.
	68. Dulal D/Nath S/o Lt. Raghunath D/Nath of Tulamura, Ps-RKP.
	69 Uttam Chakraborty S/o Ram-Krishna of do.
	70. Milan Mujumdar S/o Lt. Abinash of Garjee, Ps-RKP.
	71. Haradhan Roy S/o Lt. Siba Prasad Roy of Matabari, Ps-RKP.
	72. Nitai Gope (15) S/o Sri Nikhil of Chaigaria Ps-RKP.
	73. Bhabatosh Baidya S/o Lt. Sudhir of Garjee, Ps—RKP.
	74. Dulal Das (45) S/o Lt. Sachindra Das of Hirapur, Ps-RKP.
	75 Dilip Paul S/o Sri Sadhan Paul of Chaigaria, Maharani, Ps-RKP.
	76. Biplob Nandi (17) S/o Sri Babi Nandi of Kunjabon, Ps-RKP.

Name & Particulars of Kidnaped Persons

77. Silpi Mitra (11) D/o Lt. Lab Mitra of Laxipati, Ps-RKP.
78. Subash Datta S/o Lt. Mahendra Datta Maharani Gangachra, Ps-RKP.
79. Suman Deb (11) S/o Lt. Promod Deb of North Chandrapur, Tatuatilla, RKP.
80. Chandan Das (15) S/o Lt. Amrita of Hachupara, TNI, Ps-RKP.
81. Sankar Sarma (15) S/o Rakhal of do.
82. Indrajit Chakraborty (16) S/o Lt. Nara of do.
83. Fazar Ali (45) S/o unknown of do.
84. Jadu Das (35) S/o Lt. Sarada Das of Hirapur, Ps-RKP.
85. Animash Roy (14) S/o Sri Atal Kanti of Hirapur, Ps-RKP.

Name & Particulars of Kidnaped Persons

86. Bhuban Chowdhary (12) S/o Lt. Dilip of Pokta, Kalabon, Ps-RKP.
87. Dhirendra Paul (32) S/o Lt Deb nara Chaigaria, Ps-RKP.
88. Jitendra Paul (30) S/o do of do.
89. Tapan Paul (24) S/o Sri Nani Paul of Chaigaria, Ps-RKP,
90. Pulin Majumder (45) S/o Lt. Satish of Photamati, Ps-RKP.
91. Pijush & Priyatosh Majumder (10) S/o Pulin of do.
92. Laxman Saha (60) S/o Lt, Indra Mn, of South Mirza Ps-RKP.
93. Utpal Das S/o Lt. Jamini of East Mirza Ps-RKP.
94. Dulal Rudra (68) S/o Lt. Phanilal of Bhati Abhoynagar, Ps-East Agt.

Admitted Un-Starred Question No. 116

Name of the Member :—Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোন্ কোন থানায় ১৯৯৮-১৯৯৯, ১৯৯৯-২০০০ ইং সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সময়ে নারীধর্ষণ, নির্যাতন এবং খুনের অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং।

২। উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যে উপজাতিভূক্ত তপশিলিভূক্ত জাতি, সংখ্যালঘু মুসলিম, অন্যান্য নারীদের উপর ধর্ষণ, নির্যাতন, লাঞ্ছনা ও খুনের ঘটনা কয়টি ; এবং

৩। এই সকল অভিযোগের ভিত্তিতে সরকার কি কি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

উত্তর

১নং ও ২নং : উক্ত সময়ে রাজ্যের ৪১টি থানায় মোট ১৯৬টি নারীধর্ষণ ৬টি শ্লীলতাহানি, ২৮১টি খুন এবং ২৭০টি নারীনির্যাতনের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। উক্ত সময়ে উপজাতিভুক্ত, তপশিলিভুক্ত-জাতি, সংখ্যালঘু মুসলিম, অন্যান্য নারীদের উপর ধর্ষণ, নির্যাতন, খুন, লাঞ্ছনা প্রভৃতি ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সঙ্গীয় তালিকায় দেয়া গেল।

৩। এই সব ঘটনায় সংশ্লিষ্ট দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবার সবরকমের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং এই সব ঘটনার তদন্ত কাজ ত্বরান্বিত করার যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মোট ৩৮৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

DURING THE PERIOD FROM 1998-99, 1999-2000 to UPTO 15 6-2000.

Sl, No	Name of Police Station & Period.	RAPE						WOMEN MURDER						MOLESTATION						TORTURE UPON WOMEN					
		Case	ST	SC	Mus-Lim	Oth-ers	Arrest	Case	ST	SC	Mus-lim	Oth-ers	Arrest	Case	ST	SC	Mus-lim.	Oth-ers	Arrest	Case	ST	SC	Mus-lim	Oth-ers.	Arrest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Kailashahar P. S.																								
	1998—99.	8	—	—	4	4	6	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	15	1	1	4	9	11
	1999—2000.	6	—	1	2	3	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	2	4	2	15
	2000—15-6-2000	4	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	3
2.	Faticroy P. S,																								
	1998—99.	3	—	—	2	1	3	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	5	8
	1999—2000.	1	1	—	—	—	1	3	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
	2000—15-6-2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	Dharmanagar P.S.																								
	1998—99	1	—	—	—	1	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	6	—	1	3	2	9
	1999—2000.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	2	4	3
	2000—15-6-2000	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2
4.	Churaibari P. S.																								
	1998—99.	3	—	1	1	1	1	2	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	10	—	—	8	2	17
	1999—2000.	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	1	1
	2000—15-6-2000	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	5
5.	Panisagar P. S,																								
	19998—99.	3	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	2	1	7	25
	1999—2000.	2	—	—	—	2	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	7
	2000—15-6-2000.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	0	10
6.	Kanchanpur P.S.																								
	1998—99	3	3	—	—	—	3	4	—	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	8
	1999—2000.	4	1	—	—	3	4	1	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	3
	2000—15-6-2000.	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	Pacharthal P. S.																								
	1998—99.	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1999—2000.	4	3	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3
	2000—15-6-2000.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
8.	Dhamchara P.S.																								
	1998—99.	2	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	2	—	—
	1999—2000.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2000—15-6 2000.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

37. Kalyanpur P. S.																								
1998—99.	1	—	1	—	—	1	2	—	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	3	5
1998—2000.	1	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	3	2
2000—15-6-2000	1	—	1	—	—	—	10	—	4	—	6	13	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
38. Sadhai P. S.																								
1998—99.	1	—	—	—	1	2	25	11	3	—	11	35	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2
1999—2000.	2	—	1	—	1	—	2	9	1	—	8	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	2
2000—15- -2000.	1	—	1	—	—	1	8	5	2	—	—	9	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2
39. Airport P. S.																								
1998—99	1	—	—	—	1	1	4	—	—	—	4	9	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3
1999—2000.	1	—	—	—	1	1	2	—	1	—	1	5	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	10
2000—15-6-2000.	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	5
40. Jirania P. S.																								
1998—99	—	—	—	—	—	—	18	15	1	—	2	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
1999—2000	—	—	—	—	—	—	20	6	2	—	3	7	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3
2000—15-6-2000.	—	—	—	—	—	—	10	6	1	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41. Teliamura P. S.																								
1998—99.	3	—	2	—	1	1	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
1999—2000.	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	9	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2
2000—15-6-2000.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	6	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	2	1
42. Takarjala P. S.																								
1998—99.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2
1999—2000.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2000—15-6-2000.	1	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3
43. Sonamura P. S.																								
1998—99.	2	—	—	—	2	2	2	—	—	—	2	7	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	6
1999—2000.	1	—	—	—	1	1	3	—	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2000—15-6-2000.	3	—	—	—	3	3	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	7
44. Khowai P. S.																								
1998—99.	1	—	—	—	1	3	17	5	1	—	10	11	—	—	—	—	—	—	17	12	2	—	22	11
1999—2000.	—	—	—	—	—	—	12	2	—	—	10	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
2000—15-6-2000.	2	—	—	—	2	—	7	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—
1998—99	80	08	23	11	04	68	123	40	16	03	64	122	02	02	0	0	0	02	69	21	25	22	120	183
1999—2000	76	19	15	06	36	59	90	32	18	01	49	74	04	01	01	00	02	01	136	05	32	11	86	125
2000 up—to 15 June	40	04	10	05	22	23	68	22	16	01	25	57	00	00	00	00	00	00	65	30	13	07	46	81
Grand Total	196	31	48	22	62	150	281	94	50	05	138	253	06	03	01	0[illegible]	02	03	270	29	70	40	252	389

Admitted Un-Starred Question No. 120

Name of the Member :— Shri Manik Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে উগ্রপন্থী আক্রমণে নিহত এবং অপহৃত (অথচ ফিরে আসেনি) এই ধরণের কতটি পরিবারে সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী চাকুরী ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ; এবং

২। আবেদন করেও সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী চাকুরী অথবা আর্থিক সাহায্য পায়নি এই ধরণের কত পরিবার আছে (বিভাগ ভিত্তিক) ?

উত্তর

১। এই রকম ৪৮৬টি পরিবারকে চাকুরী দেবার এবং ২৬টি পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেবার অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

২। ৬৬টি পরিবারের ক্ষেত্রে এখনও চাকুরী কিম্বা আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়নি। এর মধ্যে ২০টি ক্ষেত্রে চাকুরী অথবা আর্থিক সাহায্য সরকারী নিয়ম অনুসারে দেয়া সম্ভব নয় বিধায় তাদের আবেদন পত্রগুলি বাতিল করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৬টি আবেদন পত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

Admitted Un-Starred Question No. 128

Name of the Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ডম্বুর হাইডেল প্রোজেক্টে প্রোজেক্ট রিপোর্টে উল্লেখিত এস্টিমেট কস্ট কত ছিল এবং ফাইনাল কমপ্লিসান হওয়া পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় হয়েছে,

২। ডম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কোন বছর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়,

৩। যে বছর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয় সেই বছর থেকে ১৯৯৯-২০০০ ইং পর্য্যন্ত আয়ের পরিমাণ কত (বছর ওয়াড়ী এবং সর্বমোট) এবং

৪। ১৯৯৯-২০০০ইং পর্যন্ত বার্ষিক রেকারিং এক্সপেনডিচার কত (বছর ওয়াড়ী এবং সর্বমোট) ?

উত্তর

১। ডম্বুর হাইডেল প্রোজেক্টের প্রোজেক্ট রিপোর্টে এস্টিমেটেড্ কস্ট ধরা হয়েছিল ৩৪৯.০০ লক্ষ টাকা। এই প্রোজেক্টের ফাইনাল কমপ্লিসান পর্য্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৬৯৫.০০ লক্ষ টাকা।

২। ডম্বুর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করা হয় ১৯৭৬-৭৭ ইং থেকে।

৩। ডম্বুর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ১৯৭৬ ইং সালের জুন মাসে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করার পর থেকে ১৯৯৯-২০০০ ইং পর্য্যন্ত আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ :— (বছরওয়ারী এবং সর্বমোট) আয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গৃহস্থালী ভোক্তাদের জন্য নির্দ্ধারিত দরের উপর ভিত্তি করে আয় নির্দ্ধারিত হয়েছে।

বছর	প্রতি বছরের রেকারিং এক্সপেনডিচার (লক্ষ টাকা)	বছরে উৎপাদিত বিদ্যুতের বিক্রয় মূল্য (লক্ষ টাকায় ডোমেষ্টিক কনজিউমারের দর অনুযায়ী)	বছরে মোট আয় (লক্ষ টাকা)
১	২	৩	৪
১৯৭৪-৭৫ ইং	নাই	—	—
১৯৭৫-৭৬ ইং	,,	—	—
১৯৭৬-৭৭ ইং	১৫'৯৬	৪৬'৯৫	৩০'৯৯
১৯৭৭-৭৮	৩৫'৭৭	১০৫'২০	৬৯'৪৩
১৯৭৮-৭৯	৩৯'৮৩	১৫৩'২০	১১৩'৩৭
১৯৭৯-৮০	৭০'৫৪	১৯৪'৪০	১৪৩'৮৬
৮০-৮১	৫৬'০৭	২০০'২৫	১৪৪'১৮
৮১-৮২	৫০'৭৭	১৯৫'২৫	১৪৪'৪৮
৮২-৮৩	৬২'১৯	৩১১'৪৬	২৪৯'২৭
৮৩-৮৪	৫৭'৯১	৩৪৭'৪৭	২৮৯'৫৫
৮৪-৮৫	৭০'৭৯	৩৫৩'৯৪	২৮৩'১৫
৮৫-৮৬	৯১'৬৯	৩৯২'৯৪	৩০১'২৫
৮৬-৮৭	৫৪'৭৫	২৩৪'৬৬	১৭৯'৯১
৮৭-৮৮	৫৪'৭২	২৭৩'৬০	২১৮'৮৮
৮৮-৮৯	৪৩'৫৭	৩২৬'৭৬	২৮৩'১৯
৮৯-৯০	৭৩'২৩	২৭৪'৬২	২০১'৩৯
৯০-৯১	১৩৮'৯৮	৩৩৩'৫৪	১৯৪'৫৬
৯১-৯২	১৪৫-৬৩	৩৬৪'০৭	২১৮'৪৪
৯২-৯৩	১৫৯'৯৮	২৮৮'৮৬	১২৮'৮৮

১	২	৩	৪
৯৩-৯৪	১৪৮·০৯	১৭৫·০১	১১৬·২৩
৯৪-৯৫	১৬৮·৬০	১৮০·৯৯	১১১·৩৯
৯৫-৯৬	২০৬·৪৪	১৫৮·০৫	৫১·৬১
৯৬-৯৭	২০১·০৫	২৭৯·৪৪	৭৭·২৯
৯৭-৯৮	২০৮·৩৩	১৯৪·৩৯	৮৬·০৬
৯৮-৯৯	১৪৬·৮১	৩৬৬·৫৭	১১৯·৭৫
৯৯-২০০০	২৮১·৯৮	৭৯৩·৮৮	৫১১·৯০
সবমোট :	১৫৬৪·৭৯	৬৯৪৫·৫০	৪৩৮০·৭১

৪। ৩নং প্রশ্নের উত্তরের দ্বিতীয় সারীতে ১৯৭৪-৭৫ ইং থেকে ১৯৯৯-২০০০ ইং পর্যান্ত বার্ষিক রেকারিং এক্সপেনডিচারের হিসাব দেওয়া হল। যার সবমোট দাড়ায় ২৫৬৪·৭৯ লক্ষ টাকা।

Admitted Un-Starred Question No. 129

Name of the Member :- Shri Kajal Ch. Dss

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে যে সকল নাগরিক উগ্রপন্থীদের দ্বারা অপহৃত হওয়ার পর ২'বছর এবং এর অধিক সময়কাল ধরে নিখোঁজ তাঁদের নাম ঠিকানা কি ? এবং

২। ৩১শে মে, ২০০০ পর্য্যান্ত রাজ্যে উগ্রপন্থী কর্তৃক অপহৃতের মোট সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। উগ্রপন্থী দ্বারা অপহৃত হবার পর দুই বছরের অধিক সময়কাল ধরে নিখোঁজ ব্যক্তির সংখ্যা মোট ৪৭ জন। তাদের নাম ঠিকানা সঙ্গীয় তালিকায় দেয়া গেল।

২। ১০-৪-১৯৯৩ ইং সন থেকে ৩১-৫-২০০০ ইং সন পর্য্যান্ত উগ্রপন্থী কর্তৃক অপহৃত ব্যক্তির সংখ্যা মোট ১২৬১ জন।

North District.

1. Santosh Shil S/o Jagabandhu Shil!, Manager, TSIC, Kumarghat.
2. Akhil Roy S/o Anukul Roy of Chantail, Ps-Kailashahar.
3. Ranjit Das S/o Lt. Rakesh Das of Kashirampur, Ps-Kanchanpur.
4. Akshaymani Roy, S/o Lt. Arun Roy of Poku Charra, Ps-Panishagar.
5 Krishna Sen S/o Fatik Sen of Dasda Ps-Kanchanpur.

6. Shri Jusanga Reang S/o H. Reang of Tuiram Ps-Kanchanpur.
7. Lian Zama S/o Lt. Dalongram of Tuiram Mizoram Ps-do-
8. Upendra Reang S/o Sri Binburam Reang of Gachirampara Ps-do-

South District.

1. Uttam Saha S/o-Driver of Center of Paultry Road, Udaipur.
2. Joydeb D/Nath S/o Shri Hemendra D/Nath of Chandrasekhar Colony, Ps-Birganj.
3. Pulin D/Nath S/o Sri Manmohan Debnath of-do-

Dhalai Diatrict

1. Patiram Reang S/o Lt. Dhanchaya Reang of Chaliapara, Ps-GNC.
2. Kartik Bijoy Reang S/o Lt Mankarai Reang of Jayrampara, Ps-do
3. Hiratya Chamka S/o Manaranjan Chakma of Bikramchan Karbari Para, Ps-Manu.
4. Jatandas Tripura S/o Lt. Padmasingh Tripura of Padmasingh Para Ps-Chamanu.
5. Dharma Kr. Tripura S/o Lt. Ultarai Tripura of-do-, Ps-do-.
6. Padmaram Reang S/o Lt. Sanjiram Reang of–do-, Ps-do.
7. Brikya Tripura S/o Lt. Sindhu Kr. Tripura of Bhagiratha Para Ps-Gandacharra.
8. Ujanrai Reang S/o Ashirai Reang of Murihumpara, Ps-Gandacharra,
9. Nitai Chowdhury S/o Naresh Chowdhury of Aghore Sarder Para. Ps-Manu.
10. Mayacharan Chakma S/o Dhaneswar Chakma, Ps-Manu.
11. Biswa Chakma S/o Narayan Chakma of Khetri Charra, Ps-Chamanu
12. Alendra Tripura S/o Lt. Handarai Tripura of Bhagiratha Para Ps-Gandacharra.
13. Dulal Sarkar S/o Monmohan Sarkar of Puracharra, Ps-Rashyabari.
14. Pradip Shilll S/o Dinabandhu Shill of Durgapur, Ps-Gandacharra.
15. Tipu Debbarma S/o Naradmani Debbarma of Santosia Para, Ps-KHP,

1995

1. Supal Roy S/o Sarada Roy of Chandrapur, under SDI ps was kidnapped on 21.5.95 from Latamura, ps SDI, which refers SDI ps case No. 59/95 u/s. 364 IPC and 27 Arms Act.

2. Chitta Sukla Baidya, Supervisor, Agriculture, Khowai, under KHW ps was kidnapped on 21. 9. 95 from Chankhola Bazar, ps-KHW, which refers KHW ps case No. 31/95 u/s. 365 IPC.

3. Dilip Nath Sharma S/o Lt, Jasada Nath Sharma of Durganagar under KHW ps was kidnapped on 30-9-95 from Bachaibari, ps KHW which refers KHW ps case No. 84/95 u/s, 365/54 IPC.

4. Benu Ghoah HG, No, 682029 of SDI ps, was kidnapped on 8-11-95 u/s; 364 IPC,

5. Bapi kar S/o Lt. Sodha Kar Bagabill, under KHW ps was kidnapped on 14-12-95 from Laxmicherra, ps KHW, which refers KHW ps case No, 106/95 u/s, 365 IPC,

1996

6, Jugabrata Chakraborty, Prop. of Megiliban Tea Garden, under SDI ps was kidnapped on 6 6-96 from Megliban Tea Estate ps-SDI which rafers SDI ps case No, 54/96 u/s, 364 IPC and 27 Arms Act.

7. Jiben Chowdhury S/o Dhananjoy Choudhury of Radhanagar under JRN ps was kidnapped on 13-7-96 from Radhamohanpur, ps-JRN whcih refers JRN ps case No, 87/96 u/s, 365 IPC,

1997

8, Sribesh Saha S/o Lt, Balaram Saha of Jampuijala under TKH ps was kidnapped on 26-1-97 from Jampuijala market, ps TKJ which rafers TKJ ps case No 4/97 u/s, 364 (A) IPC & 27 Arms Act

9, Susan Sarkar S/o Sri Subhash Sarkar of Barkathal under SDI ps was kidnapped on 6-2-97 from Du'kaibari, ps SDI which refers SDI ps case No, 18/97 u/s, 365 IPC.

10, Sankar Goswami S/o Lt, Prafulla Goswami of Barkathal under SDI ps

was kidnapped on 6-2-97 from Dulkaibari, Ps SDI which refers SDI ps case No, 18/97 u/s, 365 IPC.

11. Tarun D/Barma S/o Samprai D/Barma of Chhankhola under SDI ps was kidnapped on 17-5-97 from Chhankhola, ps-SDI which refers SDI ps case No, 41/97 u/s, 364 IPC and 27 Arms Act.

12. Ashish D/Barma S/o Samprai D/Barma of Chhankhola under SDI ps was kidnappad on 17. 5. 97 from Chhankhola, ps SDI which refers ps case No. 41/97 us. 364 IPC and 27 Arms Act.

13. Bimal Acharjee S/o Lt. Birendra Acharjee of Binapani under JRN ps was kidnappad on 19-2-97 from Binapani.

1998

14. Dilip Debbarma S/o Lt. Joy Chandra D/Barma of Badsaipara under TLM PS.

15. Deb Kumar Reang S/o Lt Dukhiram Reang of Tuithampui under TLM PS.

16. Mintu Deb S/o Lt. Sunil Deb of Sipaihawer under KHW PS.

17. Manmohan Debnath S/o Lt. Sudhir Debnath of Dighlia under SDI PS.

18. Ranjan Acharjee S/o Lt. Kartick Acharjee of Karaitilla under SDI PS.

19. Md. Dud Miah S/o Lt Abdul Mazid of Bahumanipara under TKJ PS.

20. Nitai Ghosh S/o Banamali Ghosh of Ramhari para, PS TKJ.

21. Ranjit Das S/o Ramani Das of Ramhari para, under TKJ PS.

Admitted Un-Starred Question No: 130

Nme of the Member :— Shri Kajal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১. ১. ১৯৯৮ ইং থেকে ৩১.৫. ২০০০ ইং পর্যন্ত উগ্রপন্থী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমনে কল্যাণপুর ও তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গাতে যারা নিহত ও আহত হয়েছেন তাদের নাম ঠিকানা কি এবং রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ঐ সমস্ত লোকদের অথবা পরিবারকে কি সাহায্য প্রদান করা হয়েছে ?

২। উক্ত সময়ে ঐ দুটি থানায় সন্ত্রাসবাদী কার্যাকলাপের ফলে যাদের বাড়ীঘর পুড়েছে তাদের নাম ঠিকানা কি ?

উত্তর

১। ১-১-১৯৯৮ ইং সন থেকে ৩১-৫-২০০০ ইং সন পর্যান্ত উগ্রপন্থী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে কল্যাণপুর এবং তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গাতে মোট ১০৮ জন নিহত ও ৭৭ জন আহত হয়েছেন। নিহত পরিবারকে ১৫,০০০ টাকা তাৎক্ষণিক অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়েছে এবং নিহত পরিবারের একজনকে যোগ্যতা অনুসারে সরকারী চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আর যারা আহত হয়েছেন তাদের প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। (আহত এবং নিহতদের নাম ঠিকানার বিবরণের তালিকা সভায় তালিকায় দেয়া গেল)।

২। উক্ত সময়ে উক্ত দুইটি থানায় সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের ফলে মোট ১৪৯২টি পরিবারের ঘরবাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যেক পরিবারকে নগদ ২০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। মোট ৩৪ এম. টি. জি. সি. আই সিট বিলি করা হয়েছে। বাড়ীঘর পুড়ে যাওয়া পরিবারদের নাম ঠিকানা বিস্তারিত তদন্তক্রমে নিরূপণ করা হচ্ছে।

বছর	নিহত	আহত	যাদের ঘরবাড়ী পুড়েছে তাদের নাম ও ঠিকানা
১	২	৩	৪
১৯৯৮	১) চান্দিস মজুমদার হোমগার্ড	১) অজিৎ দেববর্মা রাইফেলম্যান	
	২) নারায়ণ বণিক হোমগার্ড	২) রামসিং দেববর্মা ড্রাইভার	
	৩) কবীর রায় রাইফেলম্যান	৩) যতীন্দ্র দেববর্মা পি- লখা দেববর্মা শ্যামবাহাদুর পাড়া	
	৪) শচীন্দ্র পাল রাইফেলম্যান		
	৫) স্বপন ভৌমিক রাইফেলম্যান		
	৬) সুবাস দেববর্মা রাইফেলম্যান		
	৭) অমলেশ দেববর্মা পি-শ্রী শম্ভু দেববর্মা শ্যামবাহাদুর পাড়া		

১	২	৩	৪
	৮) সুখেন্দ্র দেববর্মা পি-মঙ্গল দেববর্মা ঐ		
	৯) সূযকুমার দেববর্মা পি-শ্রী লখা দেববর্মা ঐ		
	১০) প্রেম সিং ওরাং পি ৺মংকু ওরাং, প্রমোদনগর		
	১১) রতিয়া ওরাং পি- ৺মকা ওরাং, পঞ্চবটী		
১৯৯৯			
	১) গোবিন্দ সিং মেহতা আসাম রাইফেলস	১) বীরেশ দেববর্মা পি-শ্রী হিরণ, কল্যাণপুর	
	২) অনুকূল দেববর্মা পি-ব্রজেন্দ্র, মগলাথ বাড়ী	২) তপন দেববর্মা পি-শ্রী মুকুন্দ, কল্যাণপুর	
	৩) ব্রজেন্দ্র দেববর্মা পি- ৺মনিচন্দ্র, ঐ	৩) অনিল দেববর্মা পি- শ্রী পরচন্দ্র, দেবতাবাড়ী	
	৪) রবি চন্দ্র দেববর্মা পি- ৺অভিরঞ্জন ঐ	৪) রমেন্দ্র শীল পি- ৺ উপেন্দ্র, খাস কল্যাণপুর	
	৫) বীরেন্দ্র সরকার পি-৺নিবারণ, বৈষ্ণব কলোনী	৫) সুকুমার মালাকার পি-মাখন, তুইচিনবাড়ী	
	৬) স্বর্ণকুমার দেববর্মা পি-৺সুনিল, রাধাসাধুপাড়া	৬) সুধীর বর্মণ পি-৺মঙ্গল, দ: মহারাণীপুর	
	৭) নন্দদুলাল দাস পি-শ্রীস্বদেশ, কালীটিলা	৭) শৈলেন্দ্র দেববর্মা পি-রাজেন্দ্র ঐ	১) সুনীল দেববর্মা পি- ৺নালহা, কিরণনগর
	৮) সজল দাস পি- ৺প্রফুল্ল, পূর্ব হাওয়াইবাড়ী		২) বিশু দেববর্মা পি- ৺রাজেশ, ঐ
			৩) অজিৎ দেববর্মা পি-৺রাজচন্দ্র, ঐ

১	২	৩	৪
	৯) কালীকান্ত জমাতিয়া পি-শ্রী নক্ষত্র, ওয়াকসিমালাম ১০) অরুণ দেববর্মা পি-শ্রী উপেন্দ্র, কিরননগর ১১) কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব (দেবনাথ) পি-কৈলাশ দেবনাথ, খাস কল্যাণপুর	৮) রবীন্দ্র কুমার দেববর্মা পি-শ্রী শচীন্দ্র উ: মহারাণীপুর	৪) রাজচন্দ্র দেববর্মা পি- ৺রামজীবন চন্দ্রকান্ত পাড়া ৫) বিমল দেববর্মা পি- ৺কৈলাশ, ঐ ৬) সুবিমল দেববর্মা পি-শ্রী সুধন্য, কিরণনগর

১-১-২০০০ থেকে ৩১-৫-২০০০

১) বিকাশ দেববর্মা
পি- ৺বনমালী, হাতকাটা

২) নিমাই দেববর্মা
পি-শ্রী নিরমোহন, গৌরটিলা

৩) লক্ষণ দেববর্মা
পি- ৺কৃষ্ণ, অমর কলোনী

৪) অরুপ আচার্যী
পি-শ্রীহরেন্দ্র, কারিলং

৫) সুকুমার গড়
পি- ৺গয়াপ্রসাদ, নূতনভী

৬) পুলিশ দেববর্মা
পি- ৺চন্দ্রমনি
নূতন গড়িয়া দফাদারপাড়া

৭) নয়নেশ্বরী দেববর্মা
স্বামী- ৺পুলিন ঐ

৮) নির্মল দেববর্মা
পি- ৺পুলিন ঐ

৯) ক্ষিরোদ শুক্লদাস
পি- ৺কুঞ্জমোহন, খাস কল্যাণপুর

১) চিন্ময়ানী দেববর্মা
পি-নিরমোহন

২) মঙ্গলা দেববর্মা
পি-দুর্জয় দেববর্মা, সোনাতলী

৩) অনিমা দেববর্মা
পি-শ্রী চিত্তরঞ্জন আঠারবাড়ী

৪) সুজলা দেববর্মা
স্বামী-শ্রী চিত্তরঞ্জন, ঐ

৫) রেণু দেববর্মা
পি- ৺বিশ্বমনি, মহারাণীপুর

৬) নগেন্দ্র দেববর্মা
পি- রাজকুমার, ঐ

৭) উপেন্দ্র সরকার
পি- ৺রাজকুমার, ঐ

৮) বলনকুমার দেববর্মা
পি- ৺মঙ্গল, ঐ

৯) নকুল দেববর্মা
পি- মহেন্দ্র
দূর্গানারায়ন পাড়া

১	২	৩	৪
	১০) নিবাস দেবনাথ পি- শ্রী দেবেন্দ্র ঐ	১০) ঊষা দেববর্মা পি- শ্রী যতীন্দ্র দঃ মহারানীপুর	
	১১) ফনীন্দ্র শীল পি- ৺যোগেশ, ঐ	১১) প্রদীপকুমার দেববর্মা পি- শ্রীচরণীযা, ঐ	
	১২) সুশীল মালাকার পি- শ্রীউপেন্দ্র, ঐ	১২) বীর বাহাদুর রাইফেলম্যান	
	১৩) শন্তোষ শর্মন পি- ৺সুরেন্দ্র, ঐ	১৩) প্রবীর চন্দ্র দে পিঃ প্রফুল্ল, দুর্গাপুর	
	১৪) উত্তম মালাকার পি-৺শ্রীগো.পাল রামচন্দ্রঘাট	১৪) নরেশ দেববর্মা পিঃ-বলেন্দ্র শরৎঠাকুর পাড়া	
	১৫) লক্ষীবালা দাস পি- ৺রামচরণ খাস কল্যাণপুর	১৫) মাকরই দেববর্মা পি-শম্ভুরাম ককুটা চৌধুরী পাড়া	
	১৬) দেবেন্দ্র দাস পি- ৺অতুল, ঐ	১৬) কৃষ্ণচন্দ্র দেববর্মা পি- ৺নাকাশী পাড়া সোনারাই চৌধুরী	
	১৭) নিরবালা শুক্লদাস স্বামী- ৺কানতু,ঐ	১৭) প্রভাত দেববর্মা পি-শ্রীকৃষ্ণ, ঐ	
	১৮) সুধন্যাবালা দাস স্বামী- ৺দেবেন্দ্র, ঐ	১৮) নিকুঞ্জ দেববর্মা পি-রাবিয়া সুন্দরাই চৌধুরী পাড়া	
	১৯) জ্যোৎস্না মালাকার স্বা-শ্রী গোপেন্দ্র, ঐ	১৯) উষারঞ্জন দেববর্মা পি-মোহনীয়া, ঐ	
	২০) ফনীন্দ্র দেব পি- ৺মানিক, ঐ	২০) জয়ন্ত কুমার দেববর্মা, ঐ	

১	২	৩	৪
	২১) পদ্মসাধন জমাতিয়া রাইফেলম্যান	২১) উজ্জ্বলরঞ্জন দেববর্মা পি-রাবিয়া ঐ	
	২২) কালীপদ দেবনাথ রাইফেলম্যান	২২) মনোজ দেববর্মা পি-রাজেন্দ্র শুভরথ চৌধুরী পাড়া	
	২৩) শীতল সরকার কনস্টেবল	২৩) গৌরী পাল পি-শ্রী হরিভূষণ, কমলনগর	
	২৪) কাঞ্চনমালা দেববর্মা স্বা-৺পূর্ণ দাস বড়ইকুটা	২৪) সীতা দাস স্বা-শ্রী হরকুমার খাস কল্যাণপুর	
	২৫) নন্দলাল দেববর্মা পি-শ্রী অরুণ, জগাইফাং	২৫) পুতুলবালা শুক্লদাস স্বা-ক্ষিরোদ, ঐ	
	২৬) সুধারানী ভৌমিক স্বা-শ্রী ধীরেন্দ্র, কমলনগর	২৬) কুমারী প্রণতী দাস পি-শ্রীহরকুমার, ঐ	
	২৭) রাজেন্দ্র দেববর্মা পি-শ্রী নরেন্দ্র, জগাইপাড়া	২৭) ঝুমা ঘোষ পি-শ্রীসুনীল, দ্বারিকাপুর	
	২৮) কাতজ্যামনি দেববর্মা পি-৺রামচন্দ্র, ঐ	২৮) বিজয়কুমার নাগ, এস. ডি. পি ও	
	২৯) নন্দিতা দেববর্মা পি-শ্রী নরেন্দ্র, ঐ	২৯) মনীন্দ্র দেবনাথ এস. আই	
	৩০) নমিতা দেববর্মা পি- ৺বিজয়, ঐ	৩০) বিজয় দাস কনস্টেবল	
	৩১) হরেন্দ্র দেববর্মা পি-৺যুদ্ধরাম, উঃ মহারানী	৩১) মনোরঞ্জন নমঃদাস ঐ	
	৩১) সুকুমার দেববর্মা ঐ	৩২) অরুণ দেবনাথ ড্রাইভার	
	৩৩) অমূল্য দেববর্মা পি-অপরিচিত	৩৩) নির্মল দাস ঐ	
	৩৪) শ্যামলা দেববর্মা স্বা-শ্রী কর্ণ, ত্রিশাবাড়ী	৩৪) অভিজিৎ দত্ত রাইফেলম্যান	

১	২	৩	৪
৩৫)	ভুইথাং জমাতিয়া ঐ	৩৫) জীবন দত্ত বাইকেলম্যান	
৩৬)	লালমোহন সরকার পিঃ- বশ্বেশ্বর, কমলনগর	৩৬) পবিত্তোষ পাল ঐ	
৩৭)	বিনোদাবাসী সরকার স্বা- ঐ	৩৭) শরৎ দেবনাথ ঐ	
৩৮)	সুপ্রিয় দেবনাথ পি- শ্রী সুবোধ, বাগবেড়	৩৮) নিশিকান্ত সিং ঐ	
৩৯)	গৌরাঙ্গ সরকার বৈষ্ণব কলোনী	৩৯ সতীন্দ্র সিং ঐ	
৪০)	লক্ষীবালা সরকার স্বা- ৺যামিনী, উ. মহারানীপুর	৪০) তপন শুক্লদাস ঐ	
৪১)	রাশি দেবনাথ পি- শ্রী অরবিন্দ বাগবেড়	৪১) যমুনাবালা সরকার স্বা- শ্রী দীনবন্ধু বৈষ্ণব কলোনী	
৪২)	শিখা দেবনাথ স্বা- ভাবেশ্বর ঐ	৪২) সমর দেবনাথ পি- দিগম্বর শিকারী পাড়া	
৪৩)	অবলা দেবনাথ স্বা- শ্রী কৃষ্ণমোহন, ঐ	৪৩) সুধীন দেববর্মা, স্বা-কান্তমান, বগাইবাড়ি	
৪৪)	নবীন দেবনাথ পি-নিত্যানন্দ, ঐ	৪৪) বিজয় দেববর্মা পি-কান্তমনি, ঐ	
৪৫)	কাশি দেবনাথ স্বা-শ্রী নবীন, ঐ	৪৫) বিজলী দেববর্মা স্বা- শ্রী সুবোধ, ঐ	
৪৬)	নকুল দেবনাথ পি-নিত্যানন্দ, ঐ	৪৬) বিকাশ দেববর্মা পি-সুরেশ উঃ মহারানীপুর	

১	২	৩	৪
৪৭)	সুকলাল দেবনাথ পি-৮নীরেন্দ্র উ: মহারানীপুর	৪৭) স্বর্ণকুমার দেববর্মা পি ৮জলকাচরণ ঐ	
৪৮)	সুমিত্রা সরকার স্বা-৮যোগেন্দ্র উ: দিল তুলসী	৪৮) বিনোদ দেববর্মা পি-রবীন্দ্র ঐ	
৪৯)	প্রাণদা দেবনাথ স্বা-৮যামিনী, বাগবেড়	৪৯) মনোরঞ্জন দেববর্মা ঐ	
৫০)	কুন্দা দেবনাথ স্বা-৮অমরচান্দ ঐ	৫০) সাধী দেববর্মা পি-শ্রী বিশ্বচরণ, ঐ	
৫১)	নির্মলা নম দাস স্বা-৮ফুলকুমার, উ: মহারানীপুর	৫১) শৈলেন্দ্র দেববর্মা ঐ	
৫২)	ঊষা দেবনাথ স্বা-হরগোবিন্দ ঐ	৫২) শশীমোহন সরকার পি-শ্রীবিশ্বচন্দ্র, ঐ	
৫৩)	কমলারানী সরকার স্বা-৮কামিনী, বাগবেড়	৫৩) কৃষ্ণকান্ত সরকার পি-মিন্টু, ঐ	
৫৪)	সুরেন্দ্র দেবনাথ দেবনারায়ন পাড়া	৫৪) ব্রজেন্দ্র নমঃদাস পি-শ্রী নৃপেন, ঐ	
৫৫)	বীরেন্দ্র দেবনাথ ঐ	৫৫) সুধাংশু পাল পি-সুবোধ, ঐ	
৫৬)	রজনী দেববর্মা পি-শ্রী রাজেন্দ্র, জোতিলং		
৫৭)	বিরক্তিকুমার জমাতিয়া পি-৮ব্রজেন্দ্র, জ্যোতিলং		
৫৮)	রাকেশ দাস পি-৮রাজচন্দ্র তরণী দাস পাড়া		
৫৯)	সুধামনি দাস স্বা-৮শশীমোহন, ঐ		
৬০)	মনোরঞ্জন দাস পি-মানিক, ঐ		

তেলিয়ামুড়া থানা অন্তর্গত

১	২	৩	৪
১৯৯৮	১) গৌরাঙ্গ সরকার পি- ৺অনুকূল, প: হাওয়াইবাড়ী	১) মিলন বৈশ্য পি৺ মনমোহন, ত্রিশাবাড়ী	
	২) অমৃত চৌধুরী পি-৺প্রিয়নাথ, ত্রিশাবাড়ী		
	৩) অজয় চৌধুরী ঐ		
	৪) ধর্মপ্রসাদ জমাতিয়া পি-রমনী ঐ		
	৫) বীরচন্দ্র চৌধুরী পি-পি. এন চৌধুরী ঐ		
	৬) সুমালা পাল পি- ৺নগেন্দ্র ঐ		
	৭) মিঠু চৌধুরী স্বা- ৺অমৃত ঐ		
	৮) অভিজিৎ পাল পি-রবীন্দ্র ঐ		
	৯) মনমোহন বৈশ্য পি- ৺শ্যামচরণ, ঐ		
	১০) চিত্তরঞ্জন মল্লিক পি- ৺অনঙ্গমোহন, ঐ		

১	২	৩	৪
	১১) দিলীপ দেববর্মা পি-শ্রী শম্ভু প্রকাশ সর্দার পাড়া		
১৯৯৯	১) চন্দ্র সরকার পি- কালেন্দ্র দানিয়ার বিল	১) সুজিৎ ঘোষ পি-মতিতোষ সালেমা	
	২) পথবাসী মলসুম পি-লবরানী, চন্দ্রখোলা		
	৩) সিরাজ মিঞা পি- ৺বাদশা, দুর্গানগর		
	৪) অশোক দেববর্মা পি- ৺নবচন্দ্র দেবেন্দ্র চৌধুরীপাড়া		
	৫) শম্ভু দেববর্মা পি- ৺ভজন ঐ		
	৬) মনা সরকার পি-শ্রী নির্মল, মধ্য ব্রহ্মছড়া		
	৭) মহেন্দ্র দেববর্মা পি-শ্রী শান্তিয়া, তুক্ষি		
	৮) রসিদ দেববর্মা পি সোনামোহন, ঐ		
	৯) সুখরাই দেববর্মা পি- ৺কৃষ্ণ, মালাবতি		
	১০) কার্তিক দেববর্মা রাইফেলম্যান		
	১১) ইন্দ্রকুমার দেববর্মা পি-যামিনী, চৌকিদার পাড়া		

১	২	৩	৪

১-১-২০০০ থেকে ৩১-৫-২০০০

১) বাপী সরকার ড্রাইভার	১) রতন দেবনাথ পি-রবীন্দ্র সহ-ড্রাইভার
২) তরণী দেববর্মা পি-রামপদ, ঐ	২) গৌতম ঘোষ ড্রাইভার
৩) কৃষ্ণপতি দেববর্মা স্বা রবিচরণ, ঐ	৩) রবি রায় পি-অমর, চাকমাঘাট
৪) বিকাশ ভট্টাচার্য্য পি-কমল, চাকমাঘাট	৪) রতন ধর পি-রমেশ, চাকমাঘাট

Admitted Un-Starred Question No. 133

Name of the Member :—Shri Ratanlal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১১ই মার্চ ১৯৯৮ থেকে ৭ই জুন ২০০০ পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি যান-দুর্ঘটনা ঘটেছে (আলাদা হিসাব এবং থানা ভিত্তিক হিসাব)

২। উপরউক্ত সময়ে যান দুর্ঘটনায় কতজনের মৃত্যু হয়েছে, কতজন আহত হয়েছে এবং কতজন একেবারে পঙ্গু হয়ে গেছে, (পৃথক পৃথক হিসাব এবং থানাভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১১-৩-১৯৯৮ ইং সন হইতে ৭-৬-২০০০ইং সন পর্য্যন্ত রাজ্যে যান দুর্ঘটনার সংখ্যা-১১৯০টি।

২। এই সব দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির সংখ্যা ৩৪৫ জন, আহত ব্যক্তির সংখ্যা—১৯১৭ জন।

থানাভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য সঙ্গীয় তালিকায় দেয়া গেল।

REPLY OF A Q NO /2000

FOR THE PERIOD FROM 11 3 98 TO. 7 6.2000.

Sl No.	Name of P. S.	BUS			TRUCK			JEEP			TAXI			MARUTI			AUTO			OTHERS			TOTAL
		Case	Kill-ed	Inju-red	Case	Kill-ed	Inju-red.	Case	Kill-ed	Inju-red	Case	Kill-ed.	Inju-red	Case	Kill-ed	Inju-red	Case	Kill-ed	Inju-red.	Case	Kill-ed.	Inju-red	TOTAL CASE
1.	West Agt. P S.	11	1	13	19	2	21	57	9	54	5	—	7	9	1	9	11	1	12	2	1	1	94
2.	East Agt.	16	2	19	25	6	23	43	17	35	3	1	2	6	1	7	12	4	13	3	2	4	93
3.	Jirania.	13	4	73	30	11	34	50	21	87	5	2	4	7	3	9	—	—	—	—	—	—	113
4.	Bishalghar.	16	5	78	4	1	6	40	17	68	1	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	1	63
5.	Amtali	8	5	9	9	3	14	41	5	52	—	—	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1	61
6.	Takarjala.	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
7.	Sidhai.	2	—	4	2	—	3	10	2	13	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	15
8.	Airport.	2	—	5	3	1	4	11	2	14	—	—	—	3	—	3	2	—	5	2	—	4	22
9.	Khowai.	6	3	9	7	2	15	12	4	26	—	—	—	1	—	2	1	—	3	1	—	1	27
10.	Teliamura.	3	4	6	29	12	33	24	2	20	—	—	—	4	1	5	2	—	5	—	—	—	52
11.	Kalyanpur	3	1	3	1	1	13	4	1	12	—	—	—	1	—	4	—	—	—	1	—	1	10
12.	Sonamura.	5	1	13	3	1	7	17	4	33	—	—	—	—	—	—	2	—	10	1	—	2	28
13.	Melaghar.	2	3	3	3	1	4	30	16	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	36
14.	Kalamcharia.	7	2	9	—	—	—	5	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
15.	Jatrapur.	2	2	6	2	—	3	6	2	10	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	11
16.	P. R. Bari.	—	—	—	1	1	—	19	22	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
17.	Natunbazar.	—	—	—	1	—	3	5	1	14	—	—		1	2	—	—	—	—	1	—	3	8
18.	Ompi.	—	—	—	1	—	3	1	2	2	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
19.	Taidu	1	—	—	3	—	11	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
20.	Belonia.	4	—	12	—	—	—	40	8	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	47
21.	Sabroom.	1	—	—	—	—	—	4	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-5
22.	Manubazar.	2	—	—	1	—	1	18	4	82	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	16
		104	31	262	144	42	198	417	144	577	14	3	15	38	8	47	30	5	43	17	3	24	745

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

23. R. K. Pur.	28	3	55	20	2	11	78	18	152	—	—	—	7	1	4	17	—	13	9	1	19	159
24. Santirbazar.	2	—	17	3	—	5	15	8	15	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	21
25. Birganj.	1	—	7	1	—	5	6	1	25	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	—	10
26 Baikhora.	1	1	—	3	1	2	9	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	9	15
27 Killa.	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
28. Kamalpur.	—	—	—	2	—	3	5	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	9
29. Selama.	—	—	—	2	—	5	7	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
30. Ambassa.	3	—	5	12	2	29	16	7	18	—	—	—	3	1	4	—	—	—	1	1	—	35
31. Manu.	7	—	5	10	2	20	6	8	15	—	—	—	—	—	—	2	2	5	—	—	—	25
32. Chamanu.	—	—	—	—	—	—	2	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
33. Gandacharra.	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
34. Raishyabari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35. Ganganagar.	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
36. Kailashahar.	1	—	1	5	1	7	10	2	7	—	—	8	2	2	3	4	—	2	5	2	3	27
37. Fatikroy.	5	1	35	11	3	20	11	2	27	2	—	—	4	—	6	1	—	—	3	2	4	37
38. Dharmanagar.	3	1	3	2	9	5	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	5	—	—	—	9
39. Panisagar.	2	—	27	10	3	14	3	1	8	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	—	5	20
40. Pecharthal.	2	—	—	16	6	8	6	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	26
41. Kanchanpur.	1	—	1	3	2	1	7	1	6	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	—	1	16
42. Vangmong	—	—	—	—	—	—	1	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
43. Choraibari.	—	—	—	6	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
44. Dhamcharra.	1	—	1	4	2	2	3	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	9
	29	6	185	112	34	139	193	24	322	3	—	8	20	5	19	30	3	30	30	7	43	445
	+104	31	262	144	42	198	417	144	577	14	3	15	38	8	47	30	5	48	17	3	24	+745
	133	37	447	256	76	337	610	198	899	17	3	23	58	13	66	60	8	78	47	10	67	1190

Admitted Un-Starred Question No. 134

Name of the Member :—Shri Ratanlal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১১ই মার্চ ১৯৯৮ থেকে ৭ই জুন ২০০০ পর্যান্ত কয়টি আত্মহত্যার ঘটনা সারা রাজ্যে ঘটেছে (থানা ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। এর মধ্যে কয়টি ঘটনা তদন্ত করে পুলিশ চার্জশীট দাখিল করেছে (থানা ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১নং
২নং }—তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 135.

Name of the Member :-- Shri Ratanlal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে বিচারপতিদের জন্য শূন্য পদের সংখ্যা কত (প্রতিটি জেলা ভিত্তিক এবং গ্রেড অনুসারে) ;

২। উক্ত শূন্য পদগুলি পূরণের ক্ষেত্রে কি ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা জুডিসিয়্যাল সার্ভিসে শূন্যপদের সংখ্যা মোট ২৪টি। জেলাভিত্তিক গ্রেড অনুসারে শূন্য পদের সংখ্যা নিম্নরূপ :

	পশ্চিম ত্রিপুরা	দক্ষিণ ত্রিপুরা	উত্তর ত্রিপুরা	মোট
গ্রেড ওয়ান পদ	৪টি	নাই	১টি	৫টি
গ্রেড টু পদ	১টি	নাই	নাই	১টি
গ্রেড থ্রি পদ	৫টি	৩টি	১০টি	১৮টি

২। প্রত্যেকটি গ্রেডেই নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে এবং যথাশীঘ্র পূরণের চেষ্টা হচ্ছে।

Admitted Un-Starred Question No. 136

Name of the Member :— Shri Rrtanlal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১১ই মার্চ, ১৯৯৮ থেকে ৬ই জুন, ২০০০ পর্যান্ত নাসায় যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নাম ও ঠিকানা কি ?

উত্তর

১। ১-৩-১৯৯৮ ইং সন হইতে ৬-৬-২০০০ ইং সন পর্য্যন্ত নাসায় গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হইল :—

নাম ও ঠিকানা

১। শ্রী কৃষ্ণ দেববর্মা, পিতা-নরসিং দেববর্মা, ফটিকছড়া
২। শ্রী শম্ভু দেববর্মা, পিতা-জয়ন্তমনি দেববর্মা, সইদাছড়া
৩। উদয়রাম রিয়াং, পিতা-৺নীরেন্দ্র রিয়াং, বালিছড়া
৪। বলেন্দ্র দেববর্মা, পিতা-শ্রী সুরেন্দ্র দেববর্মা, দাঙ্গাবাড়ী
৫। নবদ্বীপ রিয়াং, পিতা-শ্রী হরিকান্ত রিয়াং, চৌকিদার পাড়া
৬ হ্রীংধনবিল হালাম, পিতা-হ্রীংকুটমনি হালাম, লাইখোপাড়া

Admitted Un-Starred Question No. 140

Name of the Member :—Shri Ratanlal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে কত সংখ্যক আধা সামরিক বাহিনী রয়েছে (আলাদা আলাদা হিসাব)
২। রাজ্যে বর্তমানে পুলিশের সংখ্যা কত ,
৩ রাজ্যে বর্তমানে হোমগার্ডের সংখ্যা কত ;
৪। রাজ্যে বর্তমানে কত সংখ্যক টি, এস, আর, রয়েছে ? (ব্যাটেলিয়ান ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে আধাসামরিক বাহিনীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

আসাম রাইফেল—১৬ কোম্পানী
সি, আর, পি, এফ—৭৫ কোম্পানী

২। বর্তমানে পুলিশের সংখ্যা—৮১৩৯ জন
৩। বর্তমানে হোমগার্ডের সংখ্যা—২৫০৩ জন

৪। বর্তমানে টি, এস, আর, এর সংখ্যা—৩৮ কোম্পানী ব্যাটেলিয়ান ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেয়া গেল :—

১ম বি, এন—৬ কোম্পানী
২য় বি, এন ৮ কোম্পানী (দুটি এডহক্ কোম্পানী সহ)
৩য় বি, এন—৮ কোম্পানী
৪র্থ বি, এন—৬ কোম্পানী
৫ম বি, এন—৬ কোম্পানী
৬ষ্ঠ—বি, এন ৬ কোম্পানী

মোট – ৩৮ কোম্পানী

Admitted Un-Starred Question No 142

Name of the Member :— Shri Rrtanlal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ক্রমাগত যান দুর্ঘটনা বৃদ্ধিরোধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ (ক) ধারাকে সংশোধন করে "অজামিনযোগ্য জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং দায়রা আদালতে বিচার" করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত ধারা সংশোধন করার জন্য বিধানসভায় বিল আনা হবে ?

উত্তর

১। ভারতীয় দণ্ডবিধি কেন্দ্রীয় আইন। তাই শুধু রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য এর সংশোধন করতে গেলে কেন্দ্রের সম্মতির প্রয়োজন আছে। তাছাড়া, একই অপরাধের জন্য দেশের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তির বিধান সম্ভব নয়, বিবেচনায় কেন্দ্রীয় সরকারকে উক্ত ধারা সংশোধনের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য রাজ্য সরকার অনুরোধ করেছেন।

২। বিধানসভায় বিল আনার কোন প্রস্তাব নেই।

Admitted Un-Starred Question No. 153

Name of the Member :—Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের হিসাবে বর্তমানে ২২শে জুন ২০০০, উগ্রপন্থীর সংখ্যা কত ; এবং তাদের হাতে কি ধরণের অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে ;

২। অদ্যাবধি কতজন উগ্রপন্থীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে (নামসহ পূর্ণ ঠিকানা)

৩। তন্মধ্যে কতজন অ-উপজাতি রয়েছে ;

৪। রাজ্য সরকার উগ্রপন্থীদের আত্মসমর্পণের জন্য কোন উগ্রপন্থী নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কি না ?

উত্তর

১। ১২-৬-২০০০ ইং সন পর্যন্ত রাজ্যে উগ্রপন্থীর সংখ্যা এবং অস্ত্রের নমুনা নিম্নরূপ :—

ক) এ টি টি. এফ.—আনুমানিক ৯০০ জনের বেশী নয়।

খ) এন, এল এফ টি—আনুমানিক ৮০০ জনের বেশী নয়।

এ টি টি. এফ	এন. এল. এফ. টি.
এ কে—৫৬ (SMG) রাইফেল	এ কে-৫৬ রাইফেল
এ, কে—৫৬ রাইফেল	এ কে-৪৭ রাইফেল
এল. এম. জি/AK-৮৬	বিদেশী এল. এম. জি.
৩০৩ রাইফেল	এস, এল, আর
এস. এল আর	কারবাইন
৯ এম. এম পিস্তল	৩০৩ রাইফেল
রকেট লাঞ্চার	চাইনিজ রাইফেল
গ্রেনেড	এম-১৬ রাইফেল
কারবাইন	স্টেনগান
৩৮ রিভলবার	এল. এম. জি.
	৫ ইঞ্চ মর্টর
	৫১ এম. এম মর্টর
	৯ এম. এম. পিস্তল
	রিভলবার, স্নেপার রাইফেল,
	গ্রেনেড, জি. পি. এম. জি-৪০ এম এম.

২। মোট ৯১ জন উগ্রপন্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নাম-ঠিকানা সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া গেল।

৩ এর মধ্যে একজনও অ-উপজাতি উগ্রপন্থী নাই।

৪। রাজ্য সরকার কারো সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। যদি কোন সংঘটন বা গ্রুপ আলোচনার জন্য এগিয়ে আসে তাহলে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নেবে

List of main Extremis arrested during the pariod from 10/3/98 to 3 /12/98

Sl No	Name	PS case reference
1	2	3
1.	Dukhiya Jamatia	ERG PS case No. 34/98
2.	Brataroy Tripura	CMN PS Case No. 7/98
3.	Mukti Ranjan Tripura	do--
4.	Patanjoy Tripura	—do—
5	Sanjoy Tripura	—do -
6.	Nongia Chakma	CMN PS Case No. 9/98
7.	Nripendra Debbarma	SDI PS Case No 16/98
8.	Sanjit Debbarma	SDI PS case No. 19 98
9.	Sanjib Debbarma	- do —
10.	Biswamani Debbarma	KLN PS case No 14/98
11.	Biswa Debbarma	SDI PS case No 48/98
12.	Nasuram Reang	FTK PS case No. 73/98
13	Narayan Debbarma	KLN PS case No. 31/98
14.	Jowagsa Tripura	Manu PS case No 30/98
15.	Krishna Debbarma	JRN PS case No 99/98
16	Bhupen Singh	East AGT PS case No 115/98
17.	Mahi Manik Malsom	GNC PS case No. 9/88
18.	Laxman Malsom	do—
19.	Farajoy Reang	GNC PS case No. 17/98
20.	Indra Mohan Tripura	RSB PS case No. 7/98
21.	Hriday Tripura	—do-—
22.	Padma Tripura	– do—
23.	Bira Kanta Tripura	—do—
24.	Aswini Tripura	Manu PS case No. 51/98
25.	Kunja Debbarma	JRN PS case No. 115/98
26.	Janash Marak	Manu PS case No 50/98
27.	Selim Marak	Manu PS case No 49/98
28.	Khushi Dungshu	—do—
29.	Nirajoy Tripura	RSB PS case No. 7/98
30	Kanchanjoy Tripura	—do—
31.	Bikram Singh Tripura	—do—
32.	Naithak Kr. Tripura	—do—

Note :—Full particulars are not available with us.

List of main extremists arrested during the year—1999

Sl No	Name	PS case reference
1	2	3
1.	Padma Mohan Tripura	Manu PS case No. Nil
2.	Parimal Debbarma	SDI PS case No. 72/98
3.	Biswa Mohan Tripura	PTL PS case No 47/99
4.	Durjoy Tripura	Manu PS case No 49/99
5.	Annalal Tripura	—do—
6	Buddha Charan Debbarma	—do—
7.	Gopal Debbarma	—do—
8.	Dharma Kr. Tripura	—do—
9.	Tabindra Tripura	—do
10.	Pulindra Tripura	—do—
11.	Santa Jiban Tripura	—do—
12.	Dhan Babu Tripura	—do—
13.	Kasa Mohan Tripura	—do—
14.	Piya Mohan Tripura	—do—
15	Sahadar Debbarma	FTK PS case No. 75/98
16	Janakram & Janakrai Reang	NTB PS case No. Nil.
17	Bisyaram Reang	—do—
18	Thoundam Nacbicha Netai Singh	DMN PS case No. 34/98
19.	Bichitra Jamatia	GR No. 235/98
20	Lalit Debbarma	ABS PS case No 38/99
21.	Nepal Debbarma	—do—
22	Anil Debbarma	Ompi PS case No. 23/99
23.	Modiram Tripura	BKR PS case No. 19/99, 33/98 38/98
24.	Brinda Pada Debbarma	R. K. Pur PS case No. 182/98
25.	Rabi Kr. Jamatia	—do—
26.	Arjun Debbarma	Ompi PS case No. 21/99
27.	Bijoy Singh	KHW PS case No/GDE NO. 873 dt. 20/10/99
28.	Sebderai Reang	ABS PS case No. 61/99

Note :—Full particulars are not available with us,

List of main extremists arrested during
the period from 1.1.2000. to 29/6/2000

SL No.	Name	PS case reference
1.	Bijoy Kr. Debbarma	RSB PS case No. 9 99.
2.	Bailya Rem Reang	BKR PS case No. 71/99
3.	Kishore Jamatia	R. K. Pur PS case No. 18/2000
4.	Dhambarai Reang	STB PS case No. 5/2000
5.	Belu Chakma	NTB PS case No 6/2000
6.	Sankarjoy Reang	—do—
7.	Santinarayan Tripura	— do —
8.	Dara Kr. Tripura	— do —
9.	Durga Chakma	—do—
10.	Harendra Tripura	— do—
11.	Hrindra Tripura	—do—
12	Malin Dabbarma	—do—
13.	Ranjan Hossain	NTB PS case No. 2/2000
14.	Kala Caran Chakma	GR-44/92
15.	Mantu Debbarma	SLM PS case No 7/2000
16.	Mangaljoy Reang	GNR PS case No. 1/2000
17.	Tabjiran Reang	—do—
18.	Khargaram Reang	GNC PS case No 3/2000
19	Lakduram Reang	—do—
20	Uttam Debbarma	SLM PS case No 7/2000
21.	Debsingh Reang	GNC PS case No 2/2000
22.	Santhaiya Tripura	CMN PS case No. 3/2000
23.	Megnath Jamatia	R K. Pur PS case No. 51/2000
24.	Bipad Sadhan Jamatia	BKR PS case No. 7/2000
25.	Panchal Mog	BKR PS case No 18/2000
26.	Jatna Kolai @ Behari	BRG PS case No. 21/2000
27.	Daharam Reang	NTB PS case No. 3/2000
28	Teya Kolai @ Raham	ABS PS case No. 18/2000
29	Saranjoy Reang	GR 181/96
30.	Surjya Mohan Tripura	ABS PS case No 22/2000
31.	Karna Mohan Jamatia	BRG PS case No. 61/99.

Note :—Full particulars are not available with us,

Admitted Un-Starred Question No. 156.

Name of the Member : - Shri Ratanlal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Planning & Co-ordination" Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বছরের জন্য ত্রিপুরা সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার কোন কোন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কত টাকা দিয়েছে ; এবং

২। উক্ত প্রদত্ত অর্থ প্রকল্প ভিত্তিক ৩১-০৩-২০০০ ইং পর্যন্ত কোন দপ্তর কত টাকা ব্যয় করতে সমর্থ হয়েছে।

উত্তর

১। উত্তর সঙ্গে দেওয়া ANNEXURE এর ১নং এবং ৩নং সারণি দ্রষ্টব্য। মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১৫০২৪.২০ লক্ষ টাকা।

২। উত্তর সঙ্গে দেওয়া ANNEXURE এর ১নং, ২নং এবং ৮নং সারণি দ্রষ্টব্য। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১২৪৩১.০০ লক্ষ টাকা।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক কর্তৃক আর্থিক বছরের শেষে ফান্ড রিলিজ করার কারণে বরাদ্দ অর্থ পুরোপুরি খরচ হয়নি।

ANNEXURE

(Rs. in lakh)

দপ্তরের নাম	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ	ব্যয়ের পরিমাণ
১	২	৩	৪
Food & Civil Supplies	Purchase of Computer	১.৩৫	১.৩৫
Relief and Rehabitation	আমতলী পি. এল হোমের উদ্বাস্তুদের ব্যবসা ও গৃহ নির্মাণ প্রকল্প	৪.৫২	০.০০
P.W.D (R&B)	Coustruction of R C C bridge over river Juri at Dharmanagar	৩.৯৪	৩.৯৪
ঐ	Coustruction of 4 RCC bridge on Khowai-Telia-muraAmarpur road at Saiduccherra, Taidu and Rangamati.	৫.০০	৫.০০
	Sub-total :	৮.৯৪	৮.৯৪

১	১	৩	৪
School Education	Operation Black-Bcard	২০.৭৪	২০.৭৪
'ঐ'	Scheme of Scholarships at Secondary Stage for talented children	০.২৮	০.২৮
'ঐ'	Grants to Modernisation of Muktab Madrassa.	৭৯.২৫	৭৯.২৫
'ঐ'	Award of Schoiarships to the student studing in Hindi in Non Hindi speaking states	০.১৪	০.১৪
'ঐ'	Financial Asistance to Sanskrit Pandit to indegent circumstances	৫ ৪১	৪ ১৭
ঐ	Developmeat of Sanskrit Education Moderanisation of Sanskrit Languges	০.৫০	০.৫০
	Sub total :	১০৬ ৩২	১০৫.০৮
Social Welfare & Social Education	এন, এ, ই, পি	২.৫০	২.৩২
	আই, সি, ডি, এস	৫৪০.৬০	৬১৯.৮৪
'ঐ'	আই, সি ডি, এস, ট্রেনিং	২০.০০	২১.১১
'ঐ'	বি, এস ওয়াই	১৩ ০০	১৯ ২৪
'ঐ'	আই, ই, ডি সি	৩১.১২	৯ ৪৪
'ঐ'	জুভেনাইল হোম	১ ০০	০ ০০
'ঐ'	এন, ও, এ, পি	১৭০.০০	১৬৪.১৭
'ঐ'	এন, এম, বি, এস	৫৫.০০	৬৫.৩১
'ঐ'	এন, এফ, বি, এস	৫৫.০০	৪৯.৪৪
	Sub-total :	৮৬০.৩২	৯৫০.৮৭
Economics & Statistics	চতুর্থ আর্থিক গননা	৪.৯৭	৪ ৯৭
'ঐ'	জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (NSS)	৪০.০০	৪৩.৬৭
	Sub-total :	৪৪.৯৭	৪৮.৬৪

১	২	৩	৪
Law	Centrally Sponsored Scheme (50 : 50) for Infrastruetural facilities for jdiciary	৪৫.০০	৪৫.০০
'ঐ'	Legal Aid Scheme	২.০০	২.০১
	Sub-total :	৪৭.০০	৪৭.০১
Youth Affaris & Sports	অনুন্নত উপজাতি যুবক যুবতীদের উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী	৫.২৯	৫.২৯
	বিদ্যালয়ে যোগা উন্নয়ন কর্মসূচী	১.০১	১.০১
	গনেশ চন্দ্র নাহার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম	১.৫৮	১.৫৮
	বিশ্ব জন দিবস	০.২১	০.২১
	Sub-total :	৮.০৯	৮.০৯
Urban Development	স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা	৬৩.৫৬	৯৬.১২
	ক্ষুদ্র মাঝারী শহরী উন্নয়ণ প্রকল্প (IDSMT)	৭১.০৬	
	Sub-total :	১৩৪.৬২	৯৬.১২
Power	ট্রান্সমিশন প্রকল্প (নন ল্যাপসেবল্ সেন্ট্রাল পোল অফ রিসোর্স)	৫০০.০০	৫০০.০০
I.C.A.T.	রিফারবিশমেন্ট মনুমেন্ট ফুলদংশাই	৮.০০	কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই প্রকল্পগুলির জন্য অর্থ পাওয়া গেছে ২০০০ সালের এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে এবং জুন মাসে। সরকারী নিয়মাবলী মেনে বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থা সমূহ প্রকল্পগুলি নির্মানের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
'ঐ'	রিফারবিশমেন্ট অফ শ্বেতমহল	৮.৩৩	
'ঐ'	সেটিং অফ এ হেরিটেজ ভিলেজ বগাবাসা	৯.০০	
'ঐ'	সেটিং আপ অফ ট্যুরিষ্ট রিসর্ট অনদা ব্যাঙ্ক অফ খাওয়া লেইক উইথ ওয়াটার স্পোর্টস ফেসিলিটিস্	২৮.৫০	
'ঐ'	ট্যুরিষ্ট কটেজ পিলাক	৮.১৩	
'ঐ'	ডেভেলাপমেন্ট অফ মহামুনি ট্যুরিষ্ট স্পট	১১.১৬	
'ঐ'	ডেভেলাপমেন্ট অফ উনকোটি	১৫.১২	
	Sub-total	৯৯.১২	

১	২ ৩		৪	
Handloom Handicrafts & Sericulture	হস্ত তাঁত শিল্পে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের জন্য		১০৮·০৩	১০৮·০৩
ঐ	রেশম শিল্পে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের জন্য		৪০·৬১	৩১·৮১
	Sub-total :		১৪৮·৬৪	১৩৯·৮৭
Co-oprative Socities	এগ্রি-ক্রেডিট স্টেবিলাইজেশান ফাণ্ড		৫০·০০	৫০·০০
'ঐ'	তপশীল জাতি উপজাতিদের সমবায়ের সদস্য ভুক্তির জন্য বিশেষ আর্থিক সাহায্য		৯·৬০	৯·৬০
'ঐ'	দুর্বল শ্রেণীর সমবায় সমূহের উন্নয়ণ প্রকল্পে		৩·০০	৩·০০
	Sub-total :		৬২·৬০	৬২·৬০
Health & Family welfare	P.O. (AIDS)		৭০·১৩	২৬·৬০
	P.O. (NLEP)		২৪·০০	৮·১৩
'ঐ'	P.O. (NAMP)		১৪৫·১১	৬১·৮৬
'ঐ'	P.O. (NPCB)		২৫·০৮	১৫·৪৩
'ঐ'	P.O. (FW)		১০১৭·০০	১২৭৪·০০
'ঐ'	P.O (TB)		১৭·০০	১২·০০
'ঐ'	P. O. (Cancr)		০·০০	০·০০
'ঐ'	P.O (NIDDCP)		৪·৭০	৪·৫০
'ঐ'	P.O. (RCH)		১৭২·০০	১৭২·০০
	Sub-total :		১৪৮৪·৯২	১৮৯১·৫১
Fisheries	National Welfare of Fishermen (Development of Model Fishermen Villages) (50 : 50 share)		১০·৫৮	০·০০

১	১	৩	৪
'ঐ'	Fresh Water Aquaculture under FFDA Programme (50 : 50 share)	৩১·০০	২০·৫০
'ঐ'	Training on traditional Fisherpersons for upgradation of skill in fish processing (100% share)	৯·০৫	৩·৮৯
'ঐ'	Conservation and Management of Rudrasagar wetland in Tipura (100% share)	১০·০০	৫·০০
'ঐ'	Development of Inland Fisheries Statistics (100% share)	৭·০০	৫·৭৭
ঐ	Fisheries Training and Extension (80 . 20 share)	৯·০০	০·০০
	Sub total :	৮৬·৬৩	৩৫·১৬
PWD (PHE)	Accelarated Rural water Supply	১৬৬১·০০	১৬৬২·৮০
	Aceelarated urban water Supply	৪২·৬০	৪৫·৬০
	Sub-total :	৭১০৭·৬০	১৭০৭·৬০
Town and Country Planing	Scheme of IDSMT for implemeatation by Various Nagar Panchayats	৫৫·০৬	Fund is undr Progres of utilisation
A R.D.D			
'ঐ'	ফুট এণ্ড মাউথ ডিসিস্ কন্ট্রোল স্কীম	১৯·৬৬	১৯·৬৬
'ঐ'	সিষ্টেমেটিক কন্ট্রোল অফ লাইভষ্টক ডিসিস্ স্কীম	১৩·৩২	১৩.১৪
'ঐ'	এ্যানিমেল ডিসিস্ সারভিলেন্স স্কীম	১৩·৩৩	১৩.৩৫
'ঐ'	প্রফেশনাল এফিসিয়েন্সি ডেভেলাপমেন্ট স্কীম (ভেটেনারী কাউন্সিল)	২০·০০	২০·০০

১	১	৩	৪
'ঐ'	রিণ্ডারপেষ্ট ইরাডিকেশন স্কীম	১০·০০	১০·৩২
'ঐ'	ন্যাশনাল বুল প্রোডাকশান প্রোগ্রাম	৬ ৫০	৩·৩০
'ঐ'	এক্সটেনশান অফ ফ্রোজেন সিমেন টেকনলজি	২৩·০০	১৪ ২৩
'ঐ'	ডাক ডেভেলাপমেন্ট স্কীম	৪৫·০০	২৪·১২
'ঐ'	পোলট্রি ডেভেলাপমেন্ট স্কীম	০·০০	০·০০
'ঐ'	ইন্টিগ্রেটেড পিগারী ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রাম	১৭·৫১	১·৬৫
'ঐ'	ন্যাশনাল ডেমোনেষ্ট্রেশন ইউনিট	২·০২	০·০১
'ঐ'	ইন্টিগ্রেটেড ডেয়ারী ডেভেলাপমেন্ট প্রোজেক্ট	১১৮·৯৫	৭·২১
'ঐ'	ফিডস এণ্ড ফিডার ডেভেলাপমেন্ট স্কীম	৩১·২০	৩১·০০
'ঐ'	ইন্টিগ্রেটেড স্যাম্পল সার্ভে	১·৫০	১·৬৮
'ঐ'	লাইভষ্টক সেন্সাস	০·০০	০·০০
	Sub-total :	৩২১·৯৯	১৫৯·৮৬
PWD (R & B)	New Capital Complex (Non-lapsable Central Pool of Resources)	১০০০·০০	০·০০
'ঐ'	Tripura University Complex Development (Non-lapsable Central Pool of Resources)	২৫০·০০	০·০০
	Sub-total :	১২৫০·০০	০·০০
Science, Technology & Environment	আগরতলায় গোর্খাবস্তীতে প্রস্তাবিত Remote Sensing Centre এ "মনোমেন্ট" নির্মাণ বাবদ	০·০৫	০·০৫
PWD (WR)	এম, আই, সেনসাস	০·৬০	০·৬০
'ঐ'	এম, আই, ষ্টেটিস্টিকস্	১২·৯০	১২·৯০
	Sub-total :	১৩·৫০	১৩·৫০

১	২	৩	৪
Tribal Research	রিসার্চ, ট্রেইনিং এবং লেঙ্গুয়েজ ডেভেলাপমেন্ট	২১·৫০	১৭·৫০
'ঐ'	ষ্টেট মিউজিয়াম বিল্ডিং তৈরী	৫৪·৫০	কাজ চলেছে
	Sub-total :	৭৭·০০	১৭·৫০
Revenue	Central Grant under N F C R	৫০৫·০০	৮২৩·০০
	Central Share under CRF	৩৯০·০০	
	Sub-total	৮৯৫·০০	৮২৩·০০
Forest	I. A. E. D. P.	৭৩·০৬	৬৯·৬৬
ঐ	A. O F. W. F. P.	৪৬·৬৮	৪৬·১৬
'ঐ'	N. T. F. P.	১১·১৬	১০·২০
'ঐ'	N. T. F. P. (Bamboo Project)	৮·০০	০·০০
'ঐ'	R. V. P.	৫১·০০	৩৪·৭১
'ঐ'	Association of Sch. Tribes and Rural Poor in Regeneration of Degraded Forests on usufnct sharing basis in Tripura (ATRP)	১১ ৫৫	৫·৪৮
'ঐ'	C. S. S. Assistance states for development of National Parks and Sancturies	১০·৮৫	১৩·৩০
'ঐ'	C. S. S. Eco. development in and stounf National Parks and Sancturies.	৩০·০০	১৯·১২
	Sub-total :	২৫৩ ৩০	২০৮·৭৪

১	১	৩	৪
TRP & PGP	Scheme of Development of PGT	১০০·০০	৫৩·০১
Higher Education	জাতীয় সেবা প্রকল্প (N S. S.)	১৫·০০	১৫·০০
Home (Police)	Modernisation Scheme (Central Share)	১৩.২৭	১৫·৪৩
	Sub-total :	২৩·২৭	১৫·৪৩
Welfare of SCs & OBCs	এস সি/এস টি ছাত্রছাত্রীদের জন্য মেধা উন্নয়ন বৃত্তি (১০০% কেন্দ্রীয় প্রকল্প)	৩ ০০	৩·০০
'ঐ'	তপ: জাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি (১০০% কেন্দ্রীয় প্রকল্প)	১১০·৯৬	১১০·৯৬
'ঐ'	অপরিচ্ছন্ন কাজে নিযুক্ত সন্তান সন্ততিদের জন্য প্রাক-মাধ্যমিক বৃত্তি (৫০ : ৫০)	১ ০১	১·০১
'ঐ'	তপ: জাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বুক ব্যাংক প্রকল্প (৫০ : ৫০)	২·১৬	১·২৬
'ঐ'	এস সি ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ (৫০ : ৫০)	১০·০০	১০·০০
'ঐ'	এস সি ছাত্রীদের জন্য ছাত্রী নিবাস (৫০ : ৫০)	২০·০০	১০ ০০
'ঐ'	ও, বি, সি ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি (১০০% কেন্দ্রীয় প্রকল্প)	৫৫·০০	৬·০০
'ঐ'	ও, বি, সি ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রাক-মাধ্যমিক বৃত্তি	১০১·৪০	১০১·৪০
	Sub-total :	৩২৪·৬৪	২৭৫·৬৪

১	১	৩	৪
Agriculture	তৈলবীজ উৎপাদন প্রকল্প	১৪০·০০	১৪০·০০
'ঐ'	নিবিড় দানা শষ্য উৎপাদন প্রকল্প	৬৪·০৫	৬৫·০৫
'ঐ'	আখচাষ উন্নয়ণ প্রকল্প	৫·০০	৫·০০
'ঐ'	ভূট্টা চাষ উন্নয়ণ প্রকল্প	৫·০০	৫·০০
'ঐ'	জাতীয় ডাল শষ্য উন্নয়ণ প্রকল্প	১০০·০০	৬১·০০
'ঐ'	বিশেষ পাট উন্নয়ণ প্রকল্প	৭·০০	৫·০০
'ঐ'	নিবিড় তুলাচাষ উন্নয়ণ প্রকল্প	৫·০০	০·০০
'ঐ'	ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প	৩·০০	০·০০
	Sub-total :	৩৩০·০৫	২৮১·০৮
RD (I.R D.P)	Swarnajayanti Gram Swarazger Yojana : (Central Share)	৩৮৪·৯১	৩৮৪·৯১
	Sub-total :	৩৮৪·৯১	৩৮৪·৯১
Rural Development	J G. S. Y.	৩১১·১২	৩১১·১১
	E. A. S,	৭১১·৪৬	৭১১·৪৬
	I, A, Y,	১৪৩৩·০০	১৪৩৩·০০
	J, G, S, Y, (OBB)	১৬৫·৭৩	০·০০
	Samagra Awass Yojana	২১·৯০	০·০০
	Credit-Cum-Subsidy	৪৬·২৩	০·০০
	Sub-total :	২৭০০·৫৪	২৪৫৫·৫৮
Horticulture & Soil Conservation	Development of tropical and arid zome fruit	৩১·৯০	২০·০০
'ঐ'	Development of Spices	৪৩·০১	৩৮·৬৭

১	২	৩	৪
'ঐ'	Mushroom Cultivation	৩.১০	১.৬০
'ঐ'	Promoting cultivation of roots and tuber crops	০.৭৫	০.৭৫
'ঐ'	Production and Supyly of Vegetable seeds and seedlings	৬.০০	৬.০০
'ঐ'	Commercial floriculture	১ ৬৫	১.৬৫
'ঐ'	Development of cashewnut	৪.০০	৪.০০
'ঐ'	Red oil palm cultivation	৫.৩২	৫.১২
'ঐ'	N. W. D. P. R. A. (বৃষ্টি নির্ভর জাতীয় জল বিভাজিক উন্নয়ন প্রকল্প)	৩৫০.০০	৩৫০.০০
'ঐ'	D. W. P. S. C. A. (জুম এলাকায় জলবিভাজিক উন্নয়ন প্রকল্প)	১৫০.০০	১৫০.০০
'ঐ'	S. L. U. B. (রাজ্য ভূমি ব্যবহার পর্ষদ)	৮.৬১	৮.৫৭
	Sub-total :	৬০৫.৩৫	৫৮৭.৪৬
Land Records & Settlement	SRA : ULR CSS 50 : 50	০.০০	০.০০
	Computerisation of Lond Records CSS-100%	৩৮.০০	০.০০
	Agri-Census CSS-100%	৯.০০	৫.৩৯
	Sub-total :	৪৭.০০	৫.৩৯
Indutries & Commerce	Central Transport Subsidy	৭০.৫০	৭০.৫০
'ঐ'	P. M. R. Y. Scheme	৭ ১৫	৭ ১৫

১	২	৩	৪
'ঐ'	Critical Infrastructure Widening of Road & installation of weigh bridge for Indo Bangladesh Trade		
	(i)	৪১.৫৯	৪১.৫৯
	(ii)	৪৮.৫০	০.০০
'গ'	Food Processing	১.০০	০.০০
	Sub-total :	১৮৭.৭৪	১১৯.২৪
Tribal Welfare	Special central Anistance (S C A):	৮৩১.৫৭	১০৬৭.৫৭*
'ঐ'	Block Grants under Article 275(1) of the Constitution * ১৩৬.০০ লক্ষ টাকা ১৯৯৮-৯৯ ইং সনের অব্যয়িত অংশ	১১৩.৭৪	১২৪.৭৪
'ঐ'	Post Matric Scholarship 100%	৫৩.১৯	৫৩.১৯
'ঐ'	Construction of Ashram School 50 : 50	৫০.০০	৫০.০০
'ঐ'	Construction of Boys Hostel 50 : 50	৪০.০০	৪০.০০
'ঐ'	Construction of Girls Hostel 50 : 50	০.০০	০.০০
'ঐ'	Construction of College Hostel 50 : 50	৬৩.৮৫	৬৩.৮৫
'ঐ'	Coaching & Allied Scheme 50 : 50	০.৬৭	০.৬৭
'ঐ'	Book Bank for Medical/Engg. Student 50 : 50	১.০৪	১.০৪
'ঐ'	Vocational Training 100%	০.০০	০.০০
	Sub-total :	১১৬৪.৮৬	১৪০০.৮৬
	Grand Total :	১৫০৩৪.৯০	১২৪৩১.০০

Admitted Un-Starred Question No. 158

Name of the member :— Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট বি, পি, এল, পরিবারের সংখ্যা কত (ব্লক ভিত্তিক হিসাব);

২। এবং কত পরিবারকে বি, পি, এল কার্ড দেওয়া হয়েছে ;

৩। ইহা কি সত্য যে, ২০০০ সালে বি, পি, এল কার্ডের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ৩,৫০,৪৭৬টি

নভেম্বর ১৯৯৩ সালের ৩রা ব্লক পুনর্গঠন হওয়ার পূর্বে ব্লক ভিত্তিক হিসাব যেরূপ ছিলো তা সংযুক্তি পত্রে দেওয়া হয়েছে।

২। ত্রিপুরায় মোট ২,৩১,০০০টি পরিবারকে বি, পি, এল রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে।

৩। সত্য নহে।

সংযুক্তি পত্র

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস কারী পরিবারের সংখ্যা (নভেম্বর ১৯৯৩ সালে যেমন ছিলো)
১	২	৩
১।	মেলাঘর —	২৪,৭১২
২।	বিশালগড় —	৩৫,০৪৭
৩।	জম্পুইজলা (সাব ব্লক) —	৮,০৪৭
৪।	জিরাণীয়া —	১৯,২১৭
৫।	তেলিয়ামুড়া —	১১,৪১২
৬।	মোহনপুর —	১১,৭৮৩
৭।	খোয়াই —	১৫,৭৪৩
৮।	অমরপুর —	১৭,৬৮৪
৯।	বগাফা —	১৮,৭৭৬
১০।	ডম্বুরনগর —	৭,৭২৬
১১।	মাতাবাড়ী —	২০,২১৩
১২।	রাজনগর —	১৭,০২১
১৩।	সাতচাঁদ —	১৬,৮৬২
১৪।	কুমারঘাট —	২২,১৯১
১৫।	সালেমা —	১৯,৯২৯
১৬।	ছামনু —	১৪,২৩৫
১৭।	পানিসাগর —	২৪,৯৬৪
১৮।	কাঞ্চনপুর —	১৪,৮৮৪
		মোট = ৩,৫০,৪৭৬

— —

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSITITUTION OF INDIA.

TUESDAY. THE 18TH JULY, 2000

The House met in the Assembly House, Agartala, on Tuesday, the 18the July, 2000 at 11-00 A.M.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Hon'ble Speaker in the Chair. The Chief Minister, the Deputy Speaker, 16 Ministers and 37 Members.

QUESTIONS AND ANSWER'S

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দ্বারা উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন।

মাননীয় সদস্য অনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭।

১ নং প্রশ্ন :— চলতি আর্থিক বছরে ফিসারী কলেজের কাজ শেষ হবে কি না?

উত্তর :— মূল মহাবিদ্যালয়ের নির্মাণের প্রথম স্ট্যাক্সের কাজ সম্ভবত এই বছরে শেষ হবে।

২নং প্রশ্ন :— যদি করা না হয় তবে তার কারণ কি?

উত্তর :— ১ নং প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী ২য় প্রশ্ন আসে না।

শ্রীঅনিল চাকমা :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, এই কাজ করতে মোট কত টাকা ব্যয় হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখন পর্যন্ত ১৯৪'২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এবং আনুমানিক ৭৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কলেজটা কি রিজিওন্যাল না ত্রিপুরা রাজ্যে নিজস্ব। এই কলেজে মোট কতজন শিক্ষার্থী এক সঙ্গে শিক্ষার সুযোগ পাবে ?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— প্রথম পর্যায়ে ১০ জন করে কোটা ছিল রিজিওন্যাল পর্যায়ে। পরবর্তী সময়ে এটা বাড়বে। এটা রিজিওন্যাল কলেজ।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা কি সত্য যে কলেজের নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার আগেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে ? এই শিক্ষার ব্যবস্থা এখন কোথায় হচ্ছে ?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— হ্যাঁ, এটা সত্য। এখন অরুন্ধুতী নগরস্থিত সিপাড বিল্ডিংএ হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিল্লাল মিয়া।

শ্রীবিল্লাল মিঞা (বক্সনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ২২।

প্রশ্ন

১) আগরতলা পোস মহলের নিকস্থ জন শিক্ষা প্রেস ও আজাদ রেষ্টুরেন্ট এই সমস্ত সম্পত্তি ওয়াকফের কিনা ?

২) যদি ওয়াকফের হয়ে থাকে তাহলে এই সমস্ত ওয়াকফের সম্পত্তির পরিমাণ কত ?

৩) এই সমস্ত বেদখলকৃত ব্যক্তিদের উচ্ছেদ করে ঐসব স্থানে ইসলামী কোন বাণিজ্য কেন্দ্র খোলা হবে কিনা ?

৪) যদি না করা হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ কি ?

৫) আর যদি করা হয় তাহলে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) পাঁচ গণ্ডা তিন কড়া।

৩) এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

৪) কারণ, দখলকৃত ব্যক্তিগণ শিবনগর এবং টাউন মসজিদ কমিটির অনুমতিক্রমে এই সকল স্থানে ব্যবসা বানিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন।

৫) প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীবিল্লাল মিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই জনশিক্ষা প্রেস এবং আজাদ রেষ্টুরেন্ট কাম হোটেল সেখানে যে কমিটির অনুমতি নিয়ে দখল করে আছেন তারা কমিটিকে মাসে কত করে দেয়। জনশিক্ষা প্রেস দুতলা বিল্ডিং সহ মাত্র দেয় ১৫০০ টাকা। স্বধীর সাহা, টিনের দোকান, খোশমহল, দুই দরজায় সে ভাড়া দেয় ২০০ টাকা মাসে। এন. সি. দাস রেডিমেটের কাপড়ের দোকান সে ভাড়া দেয় মাত্র ১০০ টাকা। লুটিন কুমার পাল, টিনের দোকান ভাড়া দেন মাত্র ১০০ টাকা মাসে। হরিধন পাল উনি দেন মাসে ১০০ টাকা মাত্র। উনাদের সাথে মামলা করার পরেও উনারা সেখানে সেই ভাড়া বাড়ায়নি। আজাদ রেষ্টুরেন্টের চার দরজা দু'তালা সহকারে দখল করে উনারা ভাড়া দিচ্ছেন মাত্র ৭২৫ টাকা। এইভাবে অনুমতিতে উনারা আছেন তাও মামলা করার পরে। দীর্ঘ ৩০ বৎসর যাবৎ মাত্র ২৫ টাকা করে ভাড়া দিতেন। আমরা সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে, আগরতলা শহরে ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরের ন্যায় বিশেষ করে গুজরাট, ইউ. পি, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রপ্রদেশ এই সমস্ত রাজ্যে ওয়াকফ সম্পত্তিতে বিজনেস সেন্টার করে বেকারদের মধ্যে তা বন্টন করা হয়। এখানে যারা ওয়াকফ্ সম্পত্তিতে দখল করে আছেন, তাদের এই সম্পত্তিগুলিকে সরকার জবর দখলকারীদের তুলে সেখানে ব্যবসায়ীকে সেন্টার করে সেইগুলি বেকারদের মধ্যে বন্টন করার ব্যবস্থা করবেন কি না? আর এই সমস্ত ওয়াকফ্ সম্পত্তি কিভাবে দিলেন। সারা রাজ্যে ওয়াকফ্ সম্পত্তিগুলিকে কেন্দ্রীয় ভাবে পুনরুদ্ধার করা হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রী**কেশব মজুমদার** (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রশ্ন তো অনেকগুলি। আমি যেটা বলতে চাইছি এখানে কেউ আন অথারাইজ ভাবে অকোপেশনে নেই। এসব সম্পত্তি তত্ত্বাবধানে আছে শিবনগর মসজিদ কমিটি। ১৯৮৬ সালে শিবনগর মসজিদ কমিটির সঙ্গে এক চুক্তি হয় সেই অনুযায়ী এটা রেজিষ্টার ডিড হয় তাতে ৬৫৮৬ নং ৬৫৮০ নং দলিলে এই সম্পত্তি এদের কাছে যায়। সুতরাং এটা আন অথারাইজ বিষয় না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে আজাদ রেষ্টুরেন্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে টাউন জামা মসজিদ কমিটির তত্ত্বাবধানে এই সব সম্পত্তি ছিল এবং উক্ত কমিটির সঙ্গে ১৯৭১ সালে এক মৌখিক চুক্তির মূলে এই আজাদ রেষ্টুরেন্টের মালিক এরা সেখানে রয়েছে। ১৯৯১ সাল থেকে মসজিদ তাদের

নিজস্ব ছাপানো রসিদে তাদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করছেন। সুতরাং কেউ আন-অথারাইজ ভাবে দখল করে আছে এই রকম বিষয়বস্তু এর মধ্যে নেই। যেহেতু আমাদের এখানে ওয়াকবোর্ড আছে তারাই পরিকল্পনা করেন সেইগুলি দেখেন। যদি কোন আইন ঘটিত বিষয়বস্তু উপস্থিত হয় সরকারের কাছে, তা হলে সরকার নিজে আইন-অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, যারা তত্ত্বাবধান করছেন, তারাই বিভিন্ন জনের সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তি করে ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দিচ্ছেন। যদি দপ্তরের কাছে অভিযোগ আসে নিশ্চই আমরা তা দেখব।

শ্রীবিল্লাল মিঞা ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারিনি। এই কারণে কোন ওয়াকফ সম্পত্তি কোন মসজিদ কমিটি বা কোন কমিটি লিজ দিতে পারে না, ইণ্ডিয়া ওয়াকফ্ এ্যক্ট ১৯৯৫ মোতাবেক সেটা দিতে পারে না, স্টেট ওয়াকফ্ বোর্ড দপ্তরের অনুমতি দিতে পারে। সেগুলোর ব্যাপারে আমি বলছি, আগরতলা শহরে কোথাও ১০০ টাকা ভারায় দরজা নেয়া, জনশিক্ষা প্রেস এখানে যে জায়গা দখল করে আছে যদি সাধারণ মানুষের কাছে অন্য ভাবে ভাড়া দেওয়া হয়, ওয়াকফ্ সম্পত্তি না হয়েও অন্যান্য সম্পত্তি যদি হতো মিনিমাম ৫০০০ টাকা ভাড়া লাগত। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি যে, কেন্দ্রীয় ভাবে ওয়াকথ্ এ্যাক্ট ১৯৯৫ অনুসারে সেগুলোর উপর কোন হস্তক্ষেপ করা হবে কিনা? এবং মুসলিম বেকারদের এখানে স্টল করে ব্যবসার সুযোগসুবিধা করা হবে কিনা? আমি স্পেসিফিক উত্তর চাইছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এখানে স্যার মাননীয় সদস্য নিজেই বলেছেন যে আইনটা ১৯৯৫ আইন মোতাবেক এগুলো হস্তক্ষেপ করার বিধান ইত্যাদি সমস্ত কিছু। কাজেই এগুলোর সম্পর্কে তার চুক্তি পত্র হয়েছে ১৯৭৬ ইং সালে একটি আর আরেকটি হয়েছে ১৯৭১ ইং সালে এও মাননীয় সদস্য নিজেই বলেছেন যে ওয়াকফ্ সম্পত্তিগুলো তত্ত্বাবধান ইত্যাদি যা কিছু হয় তা ওয়াকফ্ বোর্ড করে থাকে। সরকার এর উপর কিছু করেন না। এটা ওয়ার্কফ্ বোর্ড আমাদের সরকারকে এমন কিছু জানাননি ঐ সম্পত্তিগুলি সম্পর্কে কিছু করা হবে না বা করবে তাদেরও কোন সিদ্ধান্ত নেননি। যারা ওখানে সম্পত্তি দেখাশুনা করছেন তাদেরও কোন ব্যাপার নেই সরকারের কাছে কোন বিষয়বস্তু নেই। ভাড়ার কথা যে বলছেন, যারা ভাড়া দিচ্ছেন বা যারা ভাড়া নিচ্ছেন তাদের সঙ্গে চুক্তিতে ভাড়াটিয়া আইন আছে সেই সব আইন মোতাবেক আলাদা করা হয় এই সম্পর্কে তো অন্যান্য কোন সম্পর্ক নেই। আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি যদি সরকারের কাছে ওয়াকফ্ বোর্ড এই সংক্রান্ত বিষয়ে কোন রকম সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে। বা বক্তব্য নিয়ে হাজির হন নিশ্চই আমরা দেখব।

মিঃ স্পীকার ঃ— বিল্লাল মিয়া সাহেব বসুন। মাননীয় সদস্য মানিক দে বলুন।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি জনশিক্ষা সম্পর্কে বলে যে সমাজকে বিভ্রান্ত করছেন এই সম্পর্কে আমার মনে হয় জনশিক্ষা কো-অপারেটিভের সঙ্গে ওয়াকফ্ বোর্ড তার সম্পত্তির কোন সম্পর্ক আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কথার মধ্য দিয়ে তা পরিষ্কার না। আমি বিষয়টা পরিষ্কার হতে চাই যে জনশিক্ষা যে সম্পত্তির সঙ্গে ওয়াকফ্ বোর্ড সম্পর্ক আছে কিনা এটা স্পষ্ট করে বলা দরকার। দ্বিতীয়তঃ হলো এখানে ইসলামিক বানিজ্য বলতে কোন কিছু আছে কিনা বা দপ্তর থেকে এই রকম কোন অনুমোদন কোন বিষয়ে আছে কিনা এটা আমি বুঝতে পারলাম না। ইসলামিক বানিজ্য বলতে প্রশ্ন কর্তা কি বুঝাচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি প্রথমেই বলছি যে জনশিক্ষা প্রেস যেটা আছে সেটা শিবনগর মসজিদ কমিটির তত্বাবধানে ছিল এবং ওয়াকফ্ সম্পত্তি হিসাবে ছিল। এবং শিবনগর মসজিদ কমিটির সঙ্গে ১৯৮৬ এ্যাকট চুক্তি বলে একটি দলিলও হয়েছে, সেই দলিলের মূলে এখানে কাজ করছে। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য ইসলামিক বানিজ্য বলতে যা বুঝেছেন এবং আমি যেটা বুঝেছি এই ধরণের বানিজ্যর আমার জানা নেই তবুও আমি যেটা বুঝেছি তাতে মনে হয়েছে মাননীয় সদস্য বলতে চেয়েছেন এগুলো কে উৎখাত করে ইসলামিক ধর্মাবলম্বী যে সব বেকার আছেন তাদের কোন রকম বানিজ্য করার সুযোগ করে দেওয়া হবে কিনা আমি এইটুকু বুঝেছি।

শ্রীবিল্লাল মিঞা :— স্যার, আমি উত্তরটা দিচ্ছি। এখানে সারা ভারতবর্ষের ১৯৯৫ এ্যাকট মোতাবেক ইসলামিক ধর্মাবলম্বী, ইসলামিক সোসেল ইসলামিক সামাজিক পরিস্থিতির এবং শিক্ষাগত দৃষ্টি সমস্তকে তুলে ধরার জন্ত সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এটা প্রায়রিটি নিয়েছে ১৯৯৫ ওয়াকফ্ এ্যাকট অনুসারে। এই সব মর্কেট ইসলামিক ধর্মাবলম্বী জিনিসপত্রগুলো বিক্রি হয় সেখানে এই জিনিসের উপরই এই মার্কেটগুলো হয়ে থাকে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানা উচিৎ ছিল কোন অভিজ্ঞ ইসলামিক ধর্মেয় ব্যক্তি থেকে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সুধন দাস।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, একটু বিভ্রান্তি থাকতে পারে। ইসলামিক ধর্মগ্রন্থ বিক্রি করার অর্থই ইসলামিক বানিজ্য না। তাহলে বৌদ্ধ বানিজ্য হবে, খ্রীষ্টান বানিজ্য, এই রকম কোন বানিজ্যের বিষয় না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য **শ্রীসুধন দাস**।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) **:—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নরমেলী কোয়েশ্চান পরে না। নিশ্চই কোন দরকারী ব্যাপার কেননা অপজিশান্ লিডার দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— দাঁড়ালেই হবে না কি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এটা আপনি কি বলছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) **:—** জনস্বার্থে সেখানে বলার অধিকার আছে তো কিছু। এখানে মাননীয় মন্ত্রী যে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের অবগত করবেন কি না যে ওয়াকফ্ এর সম্পত্তি এইগুলি বিভিন্নভাবে বেসরকারী লোকদের হাতে চলে যাচ্ছে এবং ওয়াকফ্ বোর্ডে যেটা আছে তারাও সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করছে না। যদি স্পেসিফিক বলা হয় আমি নাম দিয়ে দিতে পারি, অমরপুরে মালবাসাতে সম্পত্তি আছে।

মিঃ স্পীকার :— এটার কোন যোগাযোগই নাই।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আমি বলছি এইগুলি বিভিন্ন ভাবে বেহাল হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী তথ্য দিয়েছেন যে চুক্তিটা হয়েছে সে গুলোর একটা হল ১৯৭১ সালে মৌখিক চুক্তি, এবং ১৯৮৬ সালে চুক্তি হয়েছে জনশিক্ষা পরিষদের সাথে। স্যার, ১৯৮৬ সালে যেখানে চুক্তি মূলে হয়েছে ১৫০০ টাকা এবং ৭১ সালে যেটা ধরা হয়েছে ৫০০ টাকা কিংবা ১০০ টাকা করে ভাড়া দিচ্ছে। এটাই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, রাজস্ব আসছে না। এটার জন্য মাননীয় মন্ত্রী কি ধরণের উদ্যোগ নিয়েছেন জানাবেন কিনা।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** স্যার, প্রশ্নের দুটি অংশ একটির সঙ্গে অন্যটির কোন রিলিভেন্স নেই। সারা রাজ্যের কোন ঘটনা এখানে বলার কোন সুযোগ নাই আলাদা প্রশ্ন যদি করেন তাহলে নিশ্চয়ই উত্তর দেওয়া যাবে। আর এখানে দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে, ভাড়ার ব্যাপার। সেটাও আমি বলেছি, ভাড়া যারা দেন বা নেন তাদের মধ্যে এটা হয়। আগে যেমন হয়েছে ভাড়া নিয়ন্ত্রিত হয় ভাড়া আইন অনুযায়ী। যদি কোন অসুবিধা হয় এবং যদি অভিযোগ জানান নিশ্চই আমরা দেখব।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, ঠিক পরিষ্কার হল না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** এখন ভাড়া সম্পর্কে কি বলব।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, ওয়াকফ্ বোর্ডে যদি এটা না করে তাহলে রাজস্ব দপ্তরের কোন করণীয় নেই। তাহলে ওয়াকফ্ বোর্ডটা কেন রাজস্ব দপ্তরের আওতায় থাকবে। স্যার, ওয়াকফ্ বোর্ড এর সম্পত্তিগুলিকে হাপিজ করে এবং আত্মসাৎ করার জন্য চেষ্টা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) :— স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, তার অ্যাড মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭।

প্রশ্ন

১ ইহা কি সত্য যে, ঢাকা-আগরতলা যোগাযোগ সড়ক পথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সরকারী পর্য্যায়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ?

২। যদি সত্য হয় তবে কখন কিভাবে শুরু করা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। প্রস্তাবিত আগরতলা-ঢাকা বাস সার্ভিস চালুর জন্য একটি খসড়া চুক্তিপত্র কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রনালয়ের নিকট বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। গৃহ মন্ত্রনালয়ের বিবেচনার পর উভয় দেশের মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হলে পরই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

শ্রীসুধন দাস :— স্যার, উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য কোন তারিখ ঠিক হয়েছে কিনা ? এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, চুক্তিপত্র সাক্ষরের জন্য এখন পর্য্যন্ত কোন দিন বা তারিখ ঠিক হয়নি। তবে এইটুকু বলতে পারি আজকে বাংলাদেশ এবং ভারত সরকারের যৌথ প্রতিনিধিগণ ঘুরে দেখেছেন এবং আমাদের রাজ্যে আসছেন, এসে এখন তারা এখানে কি সুবিধা কি অসুবিধা সেটা পর্যালোচনা করবেন।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) :— স্যার, বাংলাদেশ থেকে আগরতলা বাস যাত্রার যে বিবৃতি, এটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন কি না ? কোন রোড সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন প্রস্তাব এসেছে কিনা। এবং সেই রোড কোন দিক থেকে হবে বা কোন চেক পোষ্ট ব্যবহার

করা হবে। এই সম্পর্কে আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নেওয়া হয়েছে কিনা। এই বাস চালুর বিষয় সম্পর্কে বাংলাদেশ পরিবহন সংস্থা এবং ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন সংস্থার কোন কোন সংস্থা যুক্ত আছে কিনা। বা কোন বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে করা হবে, এইরকম কোন আলোচনা কোন স্তরে হয়েছে কিনা। এটা পরিস্কার করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাস্তা সম্পর্কে আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা একটা প্রস্তাবরেখেছি কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহমন্ত্রনালয়ের কাছে। সেটা হচ্ছে, আমাদের আখাউড়া রোড, আগাউড়া রোড হয়ে কুমিল্লা দাউদকান্দি নারায়ণ গঞ্জ, ঢাকা চিটাগাঙ্গ দিয়ে হাইওয়ে, সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা একটা প্রস্তাব রেখেছি। তবে বাংলাদেশের এ পক্ষ থেকে একটা প্রস্তাব রেখেছে সেখানে ফেরী পেরিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা ফেরীটাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বাইপোডে গেলে সময় কম লাগবে সেই প্রস্তাবটি আমরা রেখেছি। তবে এটা দুই দেশের আলোচনার বিষয়। আর একটা প্রশ্ন কোন সরকারী বা বেসরকারী কোন সংস্থা যুক্ত আছে কিনা, সেখানে আমাদের রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে আমাদের যে সড়ক পরিবহন নিগম আছে টি, আর, টি, সি সেই সংস্থার মাধ্যমে বাস সার্ভিসটা যাতে হয় আমাদের এই রাজ্য থেকে সেটাও আমরা প্রস্তাব রেখেছি গৃহমন্ত্রনালয়ের কাছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিজয় কুমার রাঙ্খল।

শ্রীবিজয় কুমার রাঙ্খল (কুলাই) :— স্যার, গত বছরে আমাদের এই হাউস থেকে একটা Discussion ছিল এই ব্যাপারে, এবং মাননীয় স্পীকার মহাশয় এর নেতৃত্বে একটা টিম যাওয়ার কথা ছিল। সেটা পরবর্তী সময় আমরা শুনেছি এটা প্রধান মন্ত্রীর সফরে কভার করবে কিন্তু এই ইন্টারনেশানেল লিংকে ট্রান্সপোর্ট লিংক এর ব্যাপারে আমাদের রাজ্য থেকে এই হাউসের প্রতিনিধি যাওয়ার কথা ছিল। এটা কি পুনরায় রিভাইজড করা হবে কিনা। এইটাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে গত হাউসে এইরকম একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল যে আমাদের নেতৃত্বে টিম যাবে। এতে আমাদের দপ্তর থেকে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করছি। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে না, প্রধানমন্ত্রীর ভিজিট সেটার মধ্যে দিয়ে কভার করা হবে। আর এখন কোন টিম যাওয়ার প্রয়োজন মনে করিনা।

শ্রীরতন লাল নাথ (মোহনপুর) **:—** স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি এটা কি শুধু মাত্র আলোচনা যে পর্য্যায়ে আছে বা আলোচনা চলছে সেটা কি আগরতলা ঢাকা না আগরতলা- ঢাকা-কলকাতা।

শ্রীসুকুমার বর্ম্মন (মন্ত্রী) **:—** এখন প্রথম পর্য্যায়ে আগরতলা-ঢাকা, ঢাকা-কলকাতা না। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এইটুকু বলছে যে, না আমরা প্রথম পর্য্যায়ে ঢাকা-আগরতলা, আগরতলা-ঢাকা আপনারাও সেখানে আলোচনা চলতে দেখেছেন। আমরা চেয়েছিলাম আগরতলা থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে কলকাতা। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার আপাতত: আগরতলা-ঢাকা সেখানে রাজী হয়েছেন।

শ্রীরতন লাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, যে উদ্দেশ্য এই সড়ক পথে ঢাকা যাওয়ার জন্য, বাস্তবায়িত যোগাযোগ কেননা এটা বৃহত্তর স্বার্থে যাত্রীর পরিবহন সামগ্রী এবং এই নর্থ ইষ্ট বা ত্রিপুরার লোকজন যাতে কোলকাতার সাথে সহজে যোগাযোগ করতে পারে তার জন্যই এহ প্রস্তাবটি আনা হয়েছে। সুতরাং আলোচনা যখন হবে এর সাথে এটাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শ্রীসুকুমার বর্ম্মন (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় সদস্যের সাথে আমি একমত এবং আমাদের পক্ষ থেকে আমরা এই প্রস্তাবটি সেখানে উৎথাপন করেছি আমাদের যে প্রতিনিধি চীফ সেক্রেটারী, কমিশনার বা আমি নিজেও সেখানে গেয়েছি। সেখানে আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা এইটার প্রস্তাব রেখেছি যে আগরতলা-ঢাকা, ঢাকা-কলকাতা। কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তারা সেখানে বলছে যে না প্রথম পর্য্যায়ে শুধু আগরতলা-ঢাকা। আমরা এটা চিন্তা ভাবনা করছি যে যেহেতু ঢাকা কলকাতা সার্ভিস চালু আছে আমাদের যদি এখন আগরতলা ঢাকা চালু হয় তাহলে ঢাকা থেকে আমাদের প্রাতিনিয়ত যেটা চালু আছে সেখানে বাস ঢুকতে পারবে এবং যাওয়ার সুবিধা হবে। এই চিন্তা ভাবনা করে আমরা আপাতত: এটাকে মেনে নিতে রাজী আছি।

শ্রীবিল্লাল মিঞা (বক্সনগর) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি একটু ক্লিয়ার হতে চাই যে, ঢাকা-আগরতলা যে রোড্‌টা এই রোড টা যদি আখাউড়া না হয়ে সোনামুড়ার সীমান্তপুর হয় তাহলে দূরত্ব অনেক কম হয়। সোনামুড়া সীমান্তপুর দিয়ে এই রোড্‌টা চালানোর কোন পরিকল্পনা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কিনা?

শ্রীসুকুমার বর্ম্মন (মন্ত্রী) **:—** আমাদের পক্ষ থেকে শুধু আখাউড়া রোড্‌ না সোনামুড়াও আছে, বিলোনীয়া সাব্রুম আছে। এই প্রশ্নগুলি আমরা রেখেছি তবে বাংলাদেশ থেকে প্রথম পর্য্যায়ে ঢাকা-আগরতলার ক্ষেত্রে আখাউড়াকে বেছে নিয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুদীপ রায় বর্মন।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন (আগরতলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড মিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪৬।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্ মিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪৬।

প্রশ্ন

1) Is it a fact that country mad3 liquor is being manufactured and sold in various parts of Agartala ?

2) If so, whether such places have been identified ?
(names of places where its manufactured & sold)

3) What action has been taken to stop against the sales of such liquor ?

উত্তর

১। দপ্তর কিছু তথ্য থেকে জানতে পেরেছে যে, আগতলার কিছু জায়গায় চোলাই মদও বিক্রি করা হয়।

২। যেটুকু তথ্য জানা গেছে তার থেকে বলা যায় যে, আগরতলার প্রগতি স্কুলের পূর্বদিকে চোলাই মদ তৈয়ারী হয় এবং নিম্নলিখিত জায়গায় বিক্রি করা হয়।

ক) বটতলা বাজার এলাকা।

খ) মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকা।

গ) লেক চৌমুহনী এলাকা।

ঘ) জি. বি বাজার এলাকা।

৩। আবগারী দপ্তরের প্রবেশ নিবারক কর্মীর স্থানীয় পুলিশের সাহায্য উপরিউক্ত জায়গাগুলিতে উপর্যুপরী হানা দিয়ে এই সমস্ত আইন বিরোধী কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে এবং আইন মোতাবেক দোষীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে :

Shri Sudip Roy Barman :— Sup.ementary Sir, will the Minister kindly state as to what revenue the state is incuring in manufacturing such liquor No. one. No. 2 It is stated that only one place i, e, east side of Pragati road, where all of us know Abaynagar, Banamalipur, Krishnanagar. These places are famous for manufactring and selling of such liquor. But I am esteemed that only name of one place been identified ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগরতলা শহরের আশপাশ এলাকায় চোলাই মদ বিক্রি করার বিভিন্ন মাধ্যম থেকে অভিযোগ উঠেছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি মাননীয় সদস্য তুলেছেন যে প্রগতি স্কুলের পূর্ব দিক ছাড়াও অভয়নগর, বনমালীপুর এবং কৃষ্ণনগর এই সমস্ত জায়গাগুলিতে এই চোলাই মদ তৈরী হয়। শুধু আগরতলা শহরের আশপাশ এলাকা নয়, জনবসতি এলাকাগুলিতেও এইগুলি তৈরী হয়, এবং বিক্রি হয়। এটা হচ্ছে সামাজিক দায়িত্ব। আমাদের সবাই এইগুলিকে বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ নিলে সবার ভাল হবে। এই ধরণের যে বেআইনী অরাজকতা চলছে। সেটার সম্পর্কে আমরা ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— যারা এই লিকার তৈরী করে বিক্রি করছে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যারা এইগুলি বিক্রি করছে তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছিলাম। তারাও চাইছে যে জিনিসগুলি বন্ধ করে দেওয়া হোক। তারা তাদের নেক্সট জেনারেশনের কথা চিন্তা করে তারাও এইগুলি থেকে মুক্তি পেতে চায়। তাদেরও সন্তুষ্টি এগুলি বন্ধ করে দিলে। কিন্তু তাদেরকে কোন ঋণের মাধ্যমে, সাবসিডি লোনের মাধ্যমে উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় তাহলে দে আর ভেরীমাচ ইন্টারেষ্টেড টু গিভআপ দিজ অব্ ফর দি বেটারম্যান্ অব্ দি নেক্সট জেনারেশন। এখানে কিছু লোন পেতে গেলে স্বাভাবিক ব্যাংক বা অন্যান্য সংস্থা কিছু চাই যেমন বাড়ি কিংবা ব্যাংক সিকিউরিটি এই সমস্ত সিকিউরিটি এদের নেই। এই দিক থেকে বিচার করে এদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করে কিংবা সাবসিডি লোনের মাধ্যমে এদের পুনরায় মূলস্রোতের সঙ্গে মেলানো যায় কিনা। মাননীয় মন্ত্রী এই ব্যাপারে কিছু বলবেন ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সমস্ত এলাকার মধ্যে যেসমস্ত তৎপরতা চলছে স্বাভাবিক কারনে পরবর্তী জেনারেশনে কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, তাদের বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। এবং মাননীয় সদস্য যদি এদের সঙ্গে কোন রকম কথাবার্তা বলে থাকেন কিংবা যোগাযোগ থাকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের যেসমস্ত স্কীমগুলি আছে এই ধরনের এই ক্ষেত্রেও অনেক দিন পরে আবেদন করে আমরা সবাইকে দিতে পারিনা। এইগুলিতে বঞ্চিত করার এই ধরনের কোন উদ্যোগ নেই। এদের অলটারনেটিভ কিছু করে তাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করা যায়। নিশ্চয় সেই দিক থেকে এটাকে আমরা স্বাগত জানাই।

শ্রীসুরজিত দত্ত (রামনগর) :— রাজ্যে কোথাও কোথাও এগুলি স্মল ইনডাষ্ট্রিজে পরিণত হচ্ছে। এতে আগামী প্রজন্মে এবং যুবকদের মধ্যে প্রচণ্ড ডেকোরেশন হচ্ছে, শব্দদূষণ হচ্ছে।

এটা আমরা সবাই উপলব্দি করতে পারছি। এবং কিছু শহরের বাইরে থেকেও এইগুলি আসছে এখানে। এগুলিকে কিভাবে বন্ধ করা যায় আমরা সকলে সচেষ্ট হওয়া দরকার। কারণ এগুলি বেড়ে গেলে আগামী প্রজন্মে বিশেষ করে যুবকদের ক্ষতি ঘটতে পারে।

শ্রীমানিক দে ঃ- স্যার, এর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমার মনে হয়, আবগারী দপ্তর থকে শুধু মাত্র ব্যবস্থা নিলে হবে না। কারণ আগরতলা শহরে বিভিন্ন জায়গা থেকে এই কান্ট্রি লিকার ঢুকছে। জিরানীয়া থেকে ঢুকছে, যোগেন্দ্রনগর থেকে ঢুকছে, লেম্বুছড়া থেকে ঢুকছে।। কাজেই আরক্ষা দপ্তর এবং আবগারী দপ্তর থেকে যৌথ ভাবে অভিযান চালাতে হবে। যদি এখনই এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, তবে আরো বেশী ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী ঃ— স্যার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে যা বলেছেন তা ঠিক। কিন্তু ব্যবসাটাই এই রকম যে চেষ্টা করছি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কিন্তু সাকসেসফুল হওয়া যাচ্ছে না। বিশেষ করে মাননীয় সদস্য আগরতলা শহরের যে ক্ষতি হবার কথা বলেছেন তা ঠিক। সে সম্পর্কে অবশ্যই আমরা ব্যবস্থা নেব। তবে সব জায়গায় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। বিশেষ করে উপজাতি অংশের লোক, যারা জুমিয়া আছেন তারা এই কান্ট্রি লিকার তৈরী করে বেঁচে আছেন। এখন যদি তাদের উপর ব্যবস্থা নিই, তাহলে জুমিয়াদের ক্ষতি হয়ে যাবে। এই দিক থেকে আমাদের অনেক দিক থেকে চিন্তা করে দেখতে হবে জুমিয়া এলাকায় বন্ধ করলে, তাদের অনাহারে থাকতে হবে। স্যার, আবগারী দপ্তর এবং আরক্ষা দপ্তর যৌথ ভাবে আগরতলা শহরে যে অভিযান চালিয়েছে তাতে গত ১-৪-৯৯ থেকে ৩১-৩-২০০০ইং পর্যন্ত এক বছরে তার সংখ্যা ১৭৪ এবং ৮ জন গ্রেপ্তার হয়েছে এবং ১০টি মামলা হয়েছে। আটক মালের পরিমাণ ১১ হাজার ১৭ লিটার। বিদেশী মদ ধরা হয়েছে ৪১৭ বোতল এবং ৮১ বোতল বিয়ার। তিনটি মামলার নিস্পত্তি হয়েছে এবং দোষীদের শাস্তি হয়েছে। বাকী ৭টি মামলা এখনও বিচারাধীন আছে। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, আসুন আমরা সবাই মিলে জনমত গঠন করে সমাজকে সচেতন করে তুলি। এটা করতে পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আবগারী এবং পুলিশকে এ ব্যাপারে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য সচেষ্ট করা হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা, এই কান্ট্রি লিকারের ব্যবসা করার জন্যও সরকার থেকে লাইসান্স দেওয়া হয়ে থাকে? জানা থাকলে এর সংখ্যা কত? আবার দেখা গেছে বাইরের মদকে কান্ট্রি লিকার মদ হিসাবে দেখান হচ্ছে। মাননীয় সদস্য যিনি প্রশ্ন কর্তা তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, এর ফলে সরকারের প্রচুর রেভেনিউ নষ্ট হয়। আবার আন-লাইস্যান্স কান্ট্রি লিকার যা চোলাই (বিষাক্ত কিনা জানি না) এর মাধ্যমেও প্রচুর রেভেনিউ সরকারের নষ্ট হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এই সব চোলাই মদ ধরছে, এবং যারা এই মদের কারবার

করতে তাদেরও ধরছে। কিন্তু পরে আবার ছেড়েও দিচ্ছে এর কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন করব, এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, কান্ট্রি লিকার মদের ব্যবসা করার জন্য সরকার থেকে লাইসেন্স দেওয়া হয়। তবে এর সংখ্যা কত তার তথ্য এখন আমার কাছে নেই। তবে বাজো কিছু বণ্ডেড ওয়ার হাউস আছে যারা ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগম থেকে যাদের লাইসেন্স নিয়েছে। তাদের কাছ থেকে কিনে নেওয়া হয়। স্থানীয় ভাবে লাইসেন্স দেওয়ার খবর নেই। স্যার, মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন, যতই কড়াকড়ি করা হউক না, সর্ষের মধ্যেই ভূত। এমন অনেক লোক আছেন, যাদের ধরা হলে চমকে যেতে হবে। আপনি উকিল মানুষ কোর্টে যান। সেখানে নিশ্চয়ই দেখেছেন, যা মাল ধরা হয় সব যায় না। আবার মদের বোতলের মদ থাকে না, থাকে জল এমনও দেখা গেছে। এই রকম ব্যাপার স্যাপার আছে। এই চোলাই মদ শুধু গরীব লোক ব্যবহার করে না। তার থেকে বেশী ব্যবহার করে ভদ্রলোক। বিভিন্ন ধরণের লোক এর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত অবস্থা। দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমাদের যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন এটা বন্ধ করা কঠিন ব্যাপার। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। এখন সাপ্লিমেন্টারী করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে সর্ষের মধ্যে ভূতের কথা বলেছেন তারা কারা ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার এখনকার সব বক্তব্য এ্যাক্সপান্সড করলাম। এখন সাপ্লিমেন্টারী করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার উপজাতি সমাজে এটা কখনই জীবিকা হিসাবে ছিল না। এটা সামাজিকতার মধ্যে ছিল। আগরতলায় যারা ম্যানুফেকচার করছে এটা কিন্তু তাদের জীবিকা। এটার উপর তাদের সংসার চলছে। অতএব তাদের ক্ষেত্রে শুধু শুধু পুলিশকে লেলিয়ে দেওয়া, বন্ধ করার জন্য মোকাবিলা আমার মনে হয় মানবিকতার দিক লংঘন করা হচ্ছে। আমি এই ক্ষেত্রে প্রস্তাব দিচ্ছি আগরতলার বিভিন্ন জায়গায় গভর্ণমেন্ট স্টল করে দিয়ে তাদের নামে এলট করে দিয়ে এই ধরনের একটা কমপ্লেক্স করে দিয়ে তাদের জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, গ্রামে জুমিয়ারা মূলতঃ এটার উপর নির্ভরশীল এবং এটা তাদের সামাজিক ব্যাপারও। তাই কোন ব্যবস্থা আমরা নেই নি। উপজাতি অংশের মানুষ এটার উপর নির্ভর করে আছে। তারা যাতে কোন অসুবিধার মধ্যে না পড়ে তার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেন নি। আর মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন গ্রামের মধ্যে স্টল নির্মান করে দেওয়া, এই ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে আমরাতো শহরেই বাধা দিচ্ছি। শহরে আসার জন্যই বেশী তৎপরতা। সুতরাং এটা কি করে সম্ভব। যদি লাইসেন্স দিয়ে এরকম একটা কিছু করা হয়। তখন এটা চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, আমি এই কথা বলিনি, মদ বিক্রি করার কথা। তারা অন্য কোন ব্যবসা বানিজ্য করতে পারে কিনা। তাদের স্টল এলট করে লোন দিয়ে তারা যাতে অন্য ব্যবসা করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, এটা ভাল প্রস্তাব। এটা আমরা দেখব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকেশব মজুমদার :—এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৫৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া মহকুমাকে দুই ভাগে ভাগ করে 'শান্তিরবাজার' নতুন মহকুমা করা হইতেছে কিনা, এবং

২) শান্তিরবাজার, বিলোনীয়া, সাব্রুম তিনটি মহকুমাকে নিয়ে নূতন জেলা 'পিলাক' হইতেছে কিনা ?

উত্তর

১) এই ধরনের পরিকল্পনা আপাতত নেই।

২) না, এমন প্রস্তাব আপাততঃ নেই

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মাণ্ডাই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত নির্বাচনে মন্ত্রীসভার কোন সদস্য মহোদয় এই রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার ((মন্ত্রী) :— গত নির্বাচনে মন্ত্রীসভার কোন সদস্য এই প্রতিশ্রুতি জনগণের কাছে দিয়েছিলেন, বলে এই খবর আমার কাছে নেই। শান্তিরবাজারকে নতুন মহকুমা করার কোন পরি-

কল্পনা সরকারের নেই এটা ঠিক। তবে উক্ত এলাকায় বগাফা নামে একটা মহকুমা করার জন্য বিধান সভার পিটিশান কমিটির অনুমোদন ক্রমে অর্থ সংস্থানের জন্য গত ২১-৬-৯২ ইং তারিখে দশম অর্থ কমিশনের কাছে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু দশম অর্থ কমিশন সরকারকে এই অর্থ দেয় নি। ফলে এটা সম্পর্কে আর কোন চিন্তা আসেনি

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছাওমনু) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এটা শুধু শান্তিবাজার না সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত শিলাছড়ি অংশটাকে আলাদা করে করবুক সহকারে আরেকটা সাবডিভিশন করা খুবই জরুরী। ঘোড়াকাপ্পা, শিলাছড়ি এলাকার লোকদের উদয়পুর, অমরপুর হয়ে ঘুরে যেতে হয়। তাদের প্রচণ্ড অসুবিধা হয়। অনুরোপ ভাবে তেলিয়ামুড়া বিশেষ করে ১৮ মুড়ায় বিস্তৃত এলাকা একেবারে লোনাছড়া আমবাসার নাগা পর্য্যন্ত সবটাই খোয়াই সাবডিভিশনের অন্তর্গত।

কাজেই এটাকে অবিলম্বে আলাদা করে কল্যাণপুর থেকে তেলিয়ামুড়া এরিয়া থেকে লোনাছড়া চৌনাছড়া সব নিয়েই আর একটা সাব-ডিভিশান করা এটা খুবই জরুরী। পাশাপাশি ফটিকরায় নূতন সাব ডিভিশান করার দাবী ওখানকার মানুষের একটা জনপ্রিয় দাবী। ছেদাছড়াতে আর একটা সাব-ডিভিশান করার দাবী রয়েছে। যেখানে অরুনাচলে ৫ হাজার জন সংখ্যা নিয়ে একটা ব্লক হতে পারে, ১০ হাজার জন সংখ্যা নিয়ে একটা মহকুমা হতে পারে সেই জায়গায় এখানে লক্ষ জনসংখ্যা নিয়ে কেন নূতন সাব ডিভিশান হতে পারে না। এতে করে আরও কয়েকটা ডিষ্ট্রিক্ট গঠন করা যেতে পারে অন্তত: পক্ষে আরও তিনটি ডিষ্টিষ্ট্রিক্ট হতে পারে তাতে প্রশাসন জনমুখী হবে। কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছিলেন প্রশাসন জনগণের কাছে পৌছে দিতে হবে। জনগণের কাছে যদি প্রশাসন পৌছে দিতে হয় তাহলে তেলিয়ামুড়া, শান্তির বাজার, করবুক, ফটিকরায় নূতন মহকুমা সৃষ্টি করা হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মি স্পীকার স্যার, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সবাই জানে আমাদের যে ভৌগলিক অবস্থা, আমাদের যে টপোগ্রাফিক্যাল পজিশান আছে তাতে এই ধরণের অঞ্চলে খুবই অসুবিধা থেকে যায় এবং রয়েছে। আরও ছোট ছোট করে যদি করা যেত তাহলে বামফ্রন্ট ঘোষিত যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য অর্জনে আমরা পৌছতে পারতাম আরও বেশী কিন্তু তাতে আমরা নিশ্চিত হয়েছি ঘটনা তা নয় কারণ সাবডিভিশাম ইত্যাদি করতে গেলে টাকা পয়সার যে প্রশ্ন থাকে, আর্থিক সংস্থানের প্রশ্ন থাকে এবং সে রকম ইনফ্রাষ্ট্রাকচার ডেভেলাপমেণ্টের জন্য, এই রকমের কোন সঙ্গতি আমাদের আপাতত: নেই তা সত্ত্বেও সরকার চুপ করে বসে নেই। আপনারা জানেন আমরা ১৭টা ব্লকের জায়গায় ৩৮টা পর্য্যন্ত মানুষের কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। সুতরাং সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী সীমিত হয়ে গেছে তা নয় কতগুলি অসুবিধা আমরা দেখেছি বারে বারে এই ধরণের

বিষয় আলোচিত হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন ধরণের অসুবিধার কারণে এক্ষনি সে ধরনের কোন পরিকল্পনা আমরা নিতে পারছি না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— সাপ্লিমেন্টার স্যার, সাব্রুম, বিলোনীয়া এবং দামছড়া বাজারকে মহকুমা করে সেটাকে ডিষ্ট্রিকট্ করার প্রশ্নে যে প্রস্তাব এসেছে এই প্রসঙ্গে একটু আগে এখানে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন রাজ্যের সঙ্গে বহিঃ রাজ্যের যোগাযোগের।

মিঃ স্পীকার :— এটা বলে তো লাভ নেই আপনি সাপ্লিমেন্টারী করুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— এটাই আমার সাপ্লিমেন্টারী, এখানে বলা হচ্ছে যে সোনামুড়া, বিলোনীয়া এবং সাব্রুম ঐ দিকে সড়ক পথে যাতে যোগাযোগ হতে পারে এবং আরও উন্নয়নের পথে নিয়ে যাবার জন্য সাব-ডিভিশান এবং ডিষ্টিকট্ করার জন্য সক্রিয় ভাবে বিবেচনা করবেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটার উত্তর তো আমি দিয়েছি, বার বার বলেছি। বাংলাদেশের সঙ্গে প্রশ্নের সঙ্গতির কথা বুঝলাম না।

শ্রীবীরজিত সিন্‌হা (কৈলাসহর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই ধর্মনগর এবং কাঞ্চনপুর এই দুটি মহকুমা নিয়ে ধর্মনগরকে জেলা করার কোন উদ্যোগ আছে কিনা এটা হচ্ছে আমার ১নং প্রশ্ন। আমার ২ নং প্রশ্ন হচ্ছে, জেলা বৃদ্ধি করলে রাজ্যের কোন ক্ষতি হয় না কারণ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অনেক রকম ভর্তুকি পাওয়া যায়, অনেক টাকা পাওয়া যায়। আমাদের চেয়ে আরও ছোট রাজ্য জন সংখ্যার দিক দিয়ে যেমন মনিপুরে ৮টি জেলায় হয়েছে, অরুনাচল প্রদেশে ১১টি জেলায়ই হয়েছে। জেলা ভিত্তিক যখন প্ল্যানিং হয় তখন ধর্মনগরকে ডিষ্টিকট্ করার জন্য আমি দাবী রাখছি এবং এটা কোন পর্যায়ে আছে?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি, আপাততঃ নতুন কোন জেলা করার সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই। তবে এই ধরনের চিন্তা ভাবনা বন্ধ হয়ে গেছে ধরিনা তা না। আমরা একটা নতুন জেলা ইতিমধ্যে গড়ে তুলেছি যেটা ধলাই জেলা। তাতেই আমাদের আর্থিক অসঙ্গতির কারণে তাকে পূর্ণ রূপে তার কাজকর্ম ইত্যাদি করার জন্য তার যে ইনফ্রাস্টাকচার দরকার সেটা গড়ে তোলা যায় নি। সুতরাং আমরা চেষ্টা করব ভবিষ্যতে যাতে এইরকম করা যায় কিনা। তারপরে নিশ্চয়ই সেগুলি চিন্তা ভাবনা করা যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রী**সমীর দেবসরকার :—** অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-৭২।

শ্রী**সুকুমার বর্মণ** (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-৭২।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের খোয়াই ও কমলপুরের পরিত্যক্ত বিমান বন্দর দুটির জমি রাজ্য সরকারকে হস্তান্তর করার জন্য কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব রাখা হয়েছে কি ?

২) হলে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এবং

৩) না হলে রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে এ ধরনের প্রস্তাব পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১) খোয়াই বিমান বন্দরের জমি রাজ্য সরকারকে হস্তান্তর করার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন দপ্তরের নিকট রাখা হয়েছে।

২) এ বিষয়টি কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের বিবেচনাধীন আছে বলে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছেন।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী**সমীর দেব সরকার :—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দীর্ঘদিন যাবত প্রায় দুই যুগ হবে কমলপুর বিমান বন্দরটি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। যদি বিমান বন্দরটি চালু না করার সম্ভাবনা খুব কম, এটা রাজ্য সরকারের হাতে হস্তান্তর কেন করা হবেনা ? রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা কেন্দ্রীয় সরকারকে এর জন্য বাধ্য করা, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রী**মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রশ্নটা এখানে করা হয়েছে, আগে যখন অনন্ত কুমার দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন উনি এখন ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উনার সাথে আমি ব্যাক্তিগতভাবে দেখা করি। তিনি নীতিগতভাবে আমাদের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। খোয়াই থেকে খোয়াই-এর বাসিন্দাদের মধ্যে প্রায় ৫ হাজার লোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন এবং মাননীয় বিধায়ক সমীর দেবসরকার ফরওয়ার্ডিং নোট দিয়েছেন এবং সমস্ত কাগজপত্র সেই দপ্তরে পাঠিয়েছি। আমরা বলেছিলাম যে আমাদের লিজ দিয়েদিন, কারণ খোয়াই এয়ারপোর্ট রিক্লেইম করা যাবেনা, এই জায়গাটা ইন এনি টাইম মাটির নীচে চলে যাবে। আর আশেপাশে যে বাড়ীঘর হয়েছে সব তুলতে হবে। কালকে দেখেছেন পাটনাতে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। একটা নিম গাছের সংগে ধাক্কা খেয়ে এই অ্যাক্সিডেন্ট। তো এখানে এয়ারপোর্ট করতে গেলে, বিরাট সংখ্যক মানুষকে এলাকা থেকে তুলতে হবে। সেটা তারা এগ্রি করেছে। কিন্তু নীতিগত সিদ্ধান্ত এখনও আমরা পাইনি। আমরা রাজ্যে সপ্তাহে

১৪টা উড়াদ চালানোর জন্য দাবী করছি গত দুই বৎসর যাবৎ, এটা হচ্ছে না। ক্যানসেল ত্রিপুরার প্লেইন সবচেয়ে আগে হয়ে যাচ্ছে এবং এই জায়গাটা সন্ধ্যার পরে প্লেইন নামা এটার জন্য বলেছি। আসলে এইযে দপ্তর আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ব্যাপারে শুধু ত্রিপুরা না সম্পুর্ণ উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গী নিচ্ছে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটা এনেছেন এটা শুধু খোয়াই এর ব্যাপার না. আমরা বলেছি এয়ারক্র্যাফ্ট দিন। এটা আগরতলা, কৈলাশহর, কমলপুর, ধর্মনগর এবং কাঞ্চনপুর এই জায়গাতে নামতে পারলে সুবিধা হয়। এটাও আমরা বলেছি শিলচর এবং গৌহাটির সঙ্গে লিংক-আপ করার চেষ্টা করুন। সব আমরা বলেছি, এন. ই. সি থেকে আমরা বলেছি, কিন্তু কেউ শুনছে না। এই হচ্ছে সমস্যা। আমি আশা করব, কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে আরও সক্রিয় উদ্যোগ নেবেন। এখন-ও যারা কেন্দ্রে সরকার চালান তাদের সহযোগী বন্ধুরা আছেন, আমি তাদেরও দৃষ্টি আকর্ষন করব এই বিষয়টা তাদেরকে একটু প্রভাবিত করার চেষ্টা করুন যাতে আমরা এই দুর্ভোগ থেকে রেহাই পেতে, রক্ষা পেতে পারি এবং খোয়াই বিমান বন্দরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে, সেই জায়গাটা খোয়াই শহরের উন্নয়নের জন্য এখানে ভাল ঘরবাড়ী করে দিয়ে, বেকার যারা আছে তাদের ইল করে দিয়ে ভাল কাজে এটাকে লাগানো যায়।

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী।

শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী (সাব্রুম) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৮২

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৮২ স্যার।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড্ ষ্টাড কোয়েশ্চান নং— ৮২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্য সরকার কর্তৃক বারংবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত বনকুল থেকে ঘোড়াকাপ্পা পর্যন্ত রাস্তাটির নির্মানের কাজ (মেটেলিং ও কার্পেটিং) অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তো তার কারণ কি এবং কতটুকু পরিমাণ রাস্তা মেটেলিং ও কার্পেটিং করার বাকী রয়েছে, এবং

৩. কবে নাগাদ এই রাস্তাটি স্বাভাবিক ভাবে জীপ ও মিনিবাস জাতীয় গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। নিরাপত্তাজনিত কারণে উক্ত রাস্তার মধ্যাংশের সাত কিলোমিটারের মেটেলিং ও কার্পেটিং-এর কাজ বাকী রয়েছে।

৩। বর্তমানে এই রাস্তায় ট্রাক গাড়ী চলাচল করে। তাছাড়া বংবুল থেকে ঘোড়াকাম্পা পর্যন্ত যাত্রী পরিবহনের জন্য জীপ যাতায়াত করে। চলতি আর্থিক বছরে বাকী মেটেলিং ও কার্পেটিং-এর কাজ শেষ করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হইতেছে। নিরাপত্তার অভাবেই এই কাজ সম্পন্ন করা যায় নাই।

শ্রীগৌর কান্তি গোস্বামী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, শিলাছড়ি এলাকার আঠারা থেকে ঘোড়াকাম্পা বা ঘোড়াকম্পা থেকে মাসুমছড়া পর্যন্ত এটা আগে সাব্রুম ডিভিশনের অধীনে ছিল, এখন বর্তমানে এটা অমরপুরের পি ডব্লিউ ডি ডিভিশনের আওতারে আছে। এটাকে সাব্রুম ডিভিশনের সঙ্গে যুক্ত করা হবে কিনা? এক নম্বর প্রশ্ন। দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, এই এলাকার মধ্যে কাজকর্ম তদারকী করার জন্য সেখানে একটা পি ডবলিউ ডি সেকশন অফিস এবং একটা আই বি করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সাব্রুমে নূতন ডিভিশন গত বছর চালু করেছি এবং এই শিলাছড়িতে একটা সেকশন অফিস করে এই অংশটুকু সাব্রুম ডিভিশনের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা আশা করছি আগামী কিছু দিনের মধ্যে এটাকে কার্য্যকরী করা যাবে। আমরা সাধারণত: এই কাজ এখন খুব বেশী করি না। কেউ যদি করতে চান তো আমরা সেটা করে দেই। তা শিলাছড়িতে একটা বাংলো করার দরকার আছে আমরা রেভেনিউ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছি, সাউথের ডি এম জায়গা আইডেনটিফাই করে দেবেন এবং সেই জায়গা পেলে পড়ে, আমরা সেখানে একটা বাংলো তৈরী করে দেব এবং রেভেনিউ দপ্তর তারা সেটা দেখবাল করবেন। মোটামুটিভাবে এই সিদ্ধান্ত এখন আমাদের আছে।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তরপত্রগুলি এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURE—'A' & 'B'

CONDOLENCE MOTION

OBITUARY REFERENCE

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন শোক প্রস্তাব। বিমান দুর্ঘটনার শোক প্রস্তাব।

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে এ সভাকে জানাচ্ছি যে, গতকাল ১৭ই জুলাই, ২০০০ ইং সকাল ৭-৩০ মিনিটে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের সহযোগী বিমান সংস্থা এলায়েন্স এয়ারের একটি বোয়িং ৭৩৭ বিমান কলকাতা থেকে পাটনা যাওয়ার পথে পাটনা বিমানবন্দর থেকে দুই কিলোমিটার দূরে ভেঙ্গে পড়ে এবং তাতে আগুন ধরে যায়। এই অভিশপ্ত বিমানে ছয়জন বিমান কর্মী ছাড়াও বাহান্ন জন যাত্রী ছিলেন। এই দুর্ঘটনায় চার জন স্থানীয় বাসিন্দা সহ মোট পঞ্চান্ন জন নিহত হন।

এই মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার নিহতদের প্রতি এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাদের আত্মীয়বর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে এবং তৎসঙ্গে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে।

এখন আমি মাননীয় সদস্য এবং সদস্যাগণকে দুই মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুরোধ করছি।

(দুই মিনিট নীরবতা পালনের পর)

METTER RAISED BY THE MEMBER

শ্রীরতন লাল নাথ (মোহনপুর) **ঃ—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রসিডিওর অনুযায়ী একটা প্রস্তাব জমা দিয়েছিলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ— এ রকম তো আমাদের দেশের এবং ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক লোকই মারা যাচ্ছেন কাশ্মীরে আমাদের রাজ্যের একজন জোয়ান মারা গেছেন উগ্রপন্থীদের হাতে এতে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু এ রকম তো বহু জোয়ান আমাদের রাজ্যেরও মারা যাচ্ছেন। কাজেই এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ— কিন্তু আমি তো সমস্ত প্রসিডিওর মেনে এটা এনেছি। এবং এটা কেন বাতিল হলো সেটা তো আমাকে জানাবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— এটা আর আসবে না, এবং এ ব্যাপারে একটা নীতি তৈরী করতে হবে সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে।

শ্রীরতন লাল নাথ :— কিন্তু আমি সমস্ত প্রসিডিউর মেনেই প্রস্তাবটা এনেছি এবং আমার প্রস্তাবটি কেন বাতিল হলো সেটা তো আমাকে জানানো উচিৎ ছিল।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** স্পীকারের কোনটা করা উচিৎ ছিল সেটাতো কোন মেম্বার এইভাবে রেইজ করতে পারেনা।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— পারেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** না, পারেন না। এইভাবে ডিক্টেট করার অধিকার কোন মেম্বারের নেই।

শ্রীরতন লাল নাথ :— আমি নিয়মানুসারে প্রস্তাবটা আনলাম। এদিকে আপনারাই বলছেন, নিয়ম ছাড়া কিছুই চলবেনা। আনা সত্ত্বেও কেন উল্লেখ হল না আমার নামটা?

মিঃ স্পীকার :— এই নিয়ে কথা বলার জন্য আপনাকে আমি খুঁজেছি লোক পাঠিয়ে। কিন্তু পাইনি। আপনি তখনও আসেননি। প্লীজ এটা নিয়ে আর কিছু উল্লেখ করবেন না।

শ্যামাচরণ বাবু বলুন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছামনু) **:—** গত ১৪ তারিখে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে জড়িয়ে এক ব্যাক্তি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এবং তিনি এখন জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় আছেন। বিষয়টি আমি মাননীয় স্পীকারকে জানানোর পর তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তাকে ফোনে বলেছেন। সুখনাম দেববর্মার ম৽ উনার দেহের ভিতরের গুলি ডাক্তাররা খুঁজে পাচ্ছেন না। ডাক্তারদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন বাইরে গেলেই চিকিৎসাটা ভাল হতে পারে। কাজেই এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যদি কিছু বলেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** আমরা খোঁজে নিচ্ছি। এরপর ডাক্তারবাবুরা যদি বাইরে চিকিৎসার জন্য পাঠানোর পরামর্শ দেন তাহলে নিশ্চয় পাঠানো হবে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আর একটা পয়েন্ট আছে। গতকাল ডেপুটি স্পীকার বলেছিলেন ইউথুক কমিশনের রিপোর্ট সরকার পেশ করবেন কিনা এটা আজকে জানানো হবে। কাজেই

আমরা জানতে চাই যে, বিমল সিন্‌হা হত্যাকাণ্ডের তদন্তে গঠিত ইউসুফ কমিশনের রিপোর্ট এই হাউসে এই সেসানে পেশ করা হবে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু, আপনিও জানেন যে এই পিরিয়ডটাকে ঠিক এই ভাবে গ্রহণ করা যায়না। ব্যবহার করা যায়না। রেফারেন্স আওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর এটা নিয়ে বলার আর কোন স্কোপ থাকেনা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— ইট ইজ অল রেডি এডমিটেড।

মিঃ স্পীকার :— হলেও এই পিরিয়ডকে এইভাবে ব্যবহার করা যাবেনা।

শ্রীরতন লাল নাথ :— তাহলে স্যার আপনিই বলে দিন এটা কোন বিজনেসের পরে আসবে।

মিঃ স্পীকার :— নির্দিষ্ট নিয়মে যেটা হবে।

(গণ্ডগোল)

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রনব দেববর্মা মহোদয়।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— স্যার, আমার রেফারেন্সটি হলো, গত ১৭ই জুলাই "ডেইলী দেশের কথা পত্রিকায়" "প্রথম পাতার ষষ্ঠ কলমে" "স্যারামেক আনারস না কেনায় বিপাকে উত্তর ত্রিপুরার চাষীরা এই শিরোণামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :— এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন, যদি তিনি আজ উত্তর দিতে না পারেন তাহলে সময় চাইতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ২০ তারিখ উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজ আরেকটি উদ্দেশ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি, এটার গুরুত্ব উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। যে সদস্য এনেছেন তার নাম উল্লেখ করছি, শ্রীমানিক দে।

শ্রীমানিক দে :— স্যার রাজ্যে O. N. G. C. কর্তৃক তৈল ও গ্যাস উত্তোলন সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উত্তর প্রদানের জন্য। তিনি যদি আজ উত্তর না দিতে পারেন, তাহলে পরবর্তী তারিখ জানাবেন।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বিষয়ের উপর আগামী ২০-৭-২০০০ ইং তারিখে জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে। সদস্যরা হলেন শ্রীকাশীরাম রিয়াং, শ্রীসুদীপ রায় বর্মন, শ্রীরতন নাথ এবং শ্রীদীপক কুমার রায় মহোদয় সেই নোটিশের বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উহার গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলে-'শিশু কিশোর, ছাত্র-ছাত্রীর পর এবার গাড়ী অপহরণ চালক সহ গাড়ী উধাও রাজচন্তাই রোড থেকে পূর্ব থানা নীরব, এস. পির দ্বারস্থ জীপ চালক।' গত ৪ঠা জুলাই গন সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।'

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়কে উঠে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশ সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমাদের নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো 'শিশু কিশোর, ছাত্র-ছাত্রীর পর এবার গাড়ী অপহরণ চালক সহ গাড়ী উধাও রাজচন্তাই রোড থেকে, পূর্ব থানা নীরব, দ্বারস্থ জীপ মালিক।' —গত ৪ঠা জুলাই গণ সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।'

মিঃ স্পীকার :— আমিও এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষুনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারেন তা অনুগ্রহণ করে জানান।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বিষয়ের উপর আগামী ২০-৭-২০০০ ইং তারিখে বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আজকে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাঁচটি এবং দৃষ্টি-আকর্ষণী নোটিশ আছে পাঁচটি। কাজেই আমি অনুরোধ করব মাননীয় সদস্যদের আপনারা পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন যারা প্রশ্ন করেছেন তারাই করবেন এবং করা উচিৎ। যদি সবাই করতে চান তাহলে বেশী সময় চলে যাবে।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :— যেভাবে পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন হচ্ছে সেই ভাবেই হবে, নতুন কিছু হবে না।

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) :— স্যার, এগুলির ব্যাপারে দপ্তরের মন্ত্রী আমাদের যদি কনক্রিট উত্তর দিতে পারেন তাহলে সেখানে সাপ্লিমেন্টারীর প্রশ্ন আসে না।

মিঃ স্পীকার :— নিয়ম হলে তো ইচ্ছা করলে সে করা যায়।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, সে করার দরকার নেই।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে। আজকের কার্যসূচীতে ৫ (পাঁচটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক কুমার রায় মহোদয় কর্তৃক গত ৭-৭-২০০০ ইং তারিখে সভায় উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।
বিষয়বস্তুটি হলো :— "গত ২১শে জুন ২০০০ইং সালে 'ত্রিপুরা দর্পণ' পত্রিকার ১ম পাতায়, জি. বি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা বিপন্ন চিকিৎসা বিভ্রাট, ইনটেনসিভ ইউনেটের রোগীনির মৃত্যুর পর রিপোর্ট হাপিজ, তদন্তে ধামাচাপা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) — মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক কুমার রায় মহোদয় কর্তৃক আনীত বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে—

স্যার, বিগত ১৮ই মে, ২০০০ ইং সনে সকাল ১০-১৫ মিঃ সিদ্ধি আশ্রম নিবাসী সুষমা সাহা, স্বামী মৃত মনমোহন সাহা, বয়স-৭১ বছর, মহিলা হিন্দু জি. বি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য অর্থপেডিকস বিভাগে ভর্তি হন। উনি ইন্ট্রা-ক্যাপসুলার ফ্র্যাকচারনেক ফিমার-এ ভুগিতেছিলেন। উনার অপারেশনের জন্য এনেস্থেথেসিয়া চেকআপ করে ফিটনেস দেওয়া হয় এনেস্থেসিয়া বিভাগ থেকে। এবং উনার অভিবাবকের সম্মত নিয়েই অপারেশন করা হয়।

অপারেশনের সময় কোনরূপ কমপ্লিকেশন বা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়নি। ঠিক সময়েই অপারেশন সম্পূর্ণ হয়। প্রতিষেধক হিসাবে ইনজেকশন ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। যা সাধারণত এই ইনজেকশন সকল অপারেশনেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অপারেশন এর পরবর্তী সময় এবং যথা সময়েই রোগিনীর জ্ঞান পুরোপুরি ফিরে আসে। পরদিন সকালে উনি উঠে বসেন, তার অবস্থার উন্নতি ঘটে মুখে আহারও গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পোস্ট অপারেটিভ দিবসের প্রারম্ভে অর্থাৎ তার পরের দিন রোগিনীর জ্ঞান ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে ও রক্ত শূণ্যতা দেখা দেয়। তাই ইনচার্জ অর্থো-২ রোগিনীকে আই সি. ইউতে স্থানান্তরিত করার চিন্তা করেন এবং ই. এম. ও. ও. আর. পির সঙ্গে এই বিষয় পরামর্শ করেন। সেই অনুযায়ী ৪ঠা জুন

বিকাল ৫ ঘটিকায় আই. সি. ইউ.তে রোগিনীকে স্থানান্তর করা হয়।

তারপর আই. সি. ইউতে ফিজিশিয়ান এবং আই. সি. ইউর তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার তাকে দেখাশুনা করেন, তৎসঙ্গে অর্থ ইউনিটের ডাক্তারগণ ও দেখাশুনা করেন।

It may also noted that from the date of operation till death there was no complicition at operation site, stitches were removed in times and wounded was found completely healed.

শ্রীদীপক কুমার রায়ঃ— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারফিকেশান স্যার, বিষয়টা অত্যন্ত জটিল। আসল ঘটনা কিছুই বলা হয় নি এই তথ্যে। এই রোগীনি প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী মনমোহন সাহার স্ত্রী। যে কোন কারণেই হোক উনার ভিতর সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। আই সি উতে যখন নেওয়া হয় তখনও আমি উপস্থিত ছিলাম। এমন কি মৃত্যুর সময়ও আমি উপস্থিত ছিলাম। কাজেই সমস্ত ব্যাপার আমার জানা আছে। আমি কিছু তথ্য দিতে চাই এই হাউসে আপনাদের অবগতির জন্য, এই ধরণের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় তারজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। এটা সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসার গাফিলতির জন্য এই রোগীনির মৃত্যু হয়েছে। এই রকম হাজার হাজার রোগীর মৃত্যু হচ্ছে। কোন প্রতিবাদ নেই। আজকে যদি আমরা এটাকে প্রতিবাদ আকারে না নিই ভবিষ্যতে আর রোগী এইভাবে মারা যেতে পারে। এক কথায় চিকিৎসা পরিসেবা বিপর্যস্থ। আমার কাছে কিছু তথ্য আছে, হাউসের অবগতির জন্য আমি সেগুলি দেব। ডাক্তারের লেখা ডাক্তারের সীল করা এইগুলি দেখলে পরে আপনারা বুঝতে পারবেন। তারমধ্যে আমি শুনিয়ে দেব ডাক্তার এবং রোগী পার্টির কথোপকথন যদি হাউস পার্মিট করে। অর্থোপেডিকস ডাক্তার কি বলেছেন মেডিসিনের ডাক্তার কি বলেছেন, তাদের মধ্যে কি মতানৈক্য হয়েছে। এবং পেসেন্ট পার্টিকে কি জানিয়েছে, এটা আমার কথা না এটা ডাক্তারদের কথা। যে মারা গেছে ওকে তো আর পাব না কিন্তু যারা এখনে বেঁচে আছে তাদের কথা চিন্তা করে এইসব বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন। প্রথমে যখন উনাকে ভর্তি করা হয় প্রথমেই দেখা দেয় প্রেসার। প্রেসারের ফলে ৩০ তারিখ অপারেশন হয় নি। ৩০ তারিখ করার কথা ছিল কিন্তু প্রেসারের জন্য হয়নি। ২ তারিখ প্রেসার চেক্ না করে অপারেশন টেবিলে নেওয়া হয় তখন আমি কিছুক্ষণের জন্য সেখানে ছিলাম না। একটা ইনজেক্সন আনতে বলা হয়েছে। যখন দোকানে কিনতে যাই তখন জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে ইনজেকসান কেনার কথা বলা হয়েছে ওটা প্রেসার কমানোর ইনজেকসান। পেসেন্টকে অপারেশনের টেবিলে প্রেসার বাড়তে দেখা যায়। অপারেশনের টেবিলে প্রেসারের ইনজেকসন দেওয়া হল, এক নাম্বার। অপারেশন শেষে যখন উনাকে বের করে আনা হল তখন একজন ডাক্তার বলেছেন

যে উনাকে ক্যাবিনে নিয়ে যাও। আর অন্যান্য ডাক্তাররা বলেছেন না না ঐরকম অপারেশনের করে ক্যাবিনে নেবেন না। ক্যাবিনে ক্যায়ারটা ঠিক ভাবে নেওয়া হয় না। যেখানে ছিল সেখানে নিয়ে যাও ওখানে সব ডাক্তাররা দেখবেন। আমার কথাগুলো লক্ষ্য করবেন স্যার,। একর্ডিংলি, আমরা সেই ক্যাবিনের পার্মিসন চেয়েছিলাম কিন্তু পার্মিসন পাইনি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা গেলাম সেখানে সমস্ত ডাক্তাররা দেখতে শুরু করলেন। সবাই বলছেন ঠিক আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ডাক্তারবাবু রোগী কেমন আছে? কেউ কথা বলছেন কেউ চুপ করে আছেন। শুধু অর্থোপেডিক ডাক্তার বলেছেন ঠিক আছে, ভাল অপারেশন হয়েছে। তো আমরা তো আশস্ত হলাম ভাল অপারেশন হয়েছে রোগী ভাল হবে।

১২ ঘন্টা পর রোগী সুস্থ হল এবং সে ভাত খেল এবং কথা বলল আমার সঙ্গে ও রোগী কথা বলেছে। ঠিক ২০ ঘণ্টার পর থেকে রোগী এব-নর্মাল কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করল। তার হাত, পা সাদা হয়ে গেল। তখন পেসান্টপার্টি কর্তব্যরত নার্সকে গিয়ে বললেন রোগী তো অজ্ঞান হয়ে গেছে, ডাক্তারকে ডাকুন কি করা যায়। তখন সেই নার্স পেসান্ট পার্টির সঙ্গে বাজে ব্যবহার করল। আমি এখানে নাম বলতে চাইনা। কিন্তু রাজ্যের বাইরের হাসপাতালগুলিতে তো এই ধরণের দুর্ব্যবহার পাওয়া যায়না। রাজ্যের কর্মরত সিস্টাররা একটা রোগীকে কুকুর বলে মনে করে। এটা অত্যন্ত খারাপের জিনিস। কিন্তু সেই সিস্টার ডাক্তারকে কল করেন নি। তখন রোগীর আত্মীয়রা গিয়ে স্বেচ্ছায় আর. পি. কে কল করে আনে। আমাকে তখন ফোন করা হল, আমি সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। আমি বললাম যে ডাক্তার কোথায়। ওরা বললেন যে ডাক্তার নেই। তখন আর পি কে পেসান্টপার্টি বের করে আনলেন। এখানে আমার প্রশ্ন, যখন আমার অপারেশান টেবিলে এই রকম একটা অবস্থা দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে তাকে একজন ফিজিসিয়ানের তত্ত্বাবধানে রাখার দরকার ছিল। কিন্তু সেটা করা হয়নি। তারপর আর.পি. এসে বলছে যে রোগীর অবস্থা খারাপ। তোর ই সি জি রিপোর্ট কোথায়। তখন বললাম যে স্যার ই সি জি. রিপোর্ট তো নেই। তখন তাকে সঙ্গে সঙ্গে রেফার করা হল আই সি ও. তে। তারপর আই সি ও. তে ১০ দিন রাখা হয়েছে অক্সিজেন দিয়ে। আমি এখানে কারো নাম বলবনা। তখন মেডিকেল ডাক্তার এলেন না। এইটা গাফিলতির কারণে মৃত্যু। এইগুলি কিভাবে বন্ধ করা যায় সেটা দেখুন। আমি তখন ডাক্তার বাবুকে বললাম যে রোগীর অবস্থা কি। তখন সবাই চুপ করে আছে তখন একজন ডাক্তার এসেছে। তখন তারা তারা বলল যে, স্যার আমরা দেখছি। তার কিছুক্ষণ পর এসে মেডিসিন এর ডাক্তার এসে বলল যে আপনারা তিন রক্ত দিতে পারবেন? আমাদের কাছে রক্ত চাওয়া হল। তিন বোতল রক্ত। অপারেশনের আগে ২ বোতল রক্ত আর অপারেশনের পরে এক বোতল রক্ত। ডাক্তার এসে বললেন যে আরো ১০ বোতল রক্ত লাগবে তখন আমরা অবাক হয়ে গেলাম যে, অপারেশনের ৪৮ ঘন্টার পরে ১০ বোতল রক্তের প্রয়োজন এটা কি ব্যাপার। তখন আমাদের মনে সন্দেহ হল। তার পরদিন

আরো ২ বোতল রক্ত দেওয়া হল। এই করে মোট ৯ বোতল রক্ত দেওয়া হল। তখন জনৈক মেডিসিনের ডাক্তার বললেন যে হিমোগ্লোবিন টেষ্ট করতে হবে। আমি বললাম যে হিমোগ্লোবিন কত আছে, বলল যে ১১ হয়ে গেছে। অপারেশনের পরে ৫.৮ ছিল। আর বিফোর অপারেশান ৯ ছিল। বিফোর অপারেশান যদি ৯ থাকে তা হলে আফটার অপারেশান ৫.৮ হয়েছে কেন। তখন ডাক্তারবাবু বললেন যে, এটা তো মেডিসিনের ব্যাপার নয়। এটা অর্থপেডিক্সের ব্যাপার। আমরা তো রোগির পার্টিকে সেটা বলতে পারিনা। আপনি ব্যক্তিগত ভাবে যদি কিছু বলতে চান তা হলে বলব। অন্‌দি রেকর্ড আমরা কিছু বলতে চাইনা।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— উনারা সহানুভূতিশীল হয়ে জীবপ্রান দিয়ে চেষ্টা করলেন। জৈনক ডাক্তারকে এও কথা বলতে শুনা যায়, অর্থপেডিক্স এর একজন অপারেশনের সময় অপারেশন টেবিলের কাছে ইউজ স্পেপালি রাখা উচিৎ ছিল। দ্বিতীয়তঃ বলা হয়েছে এই রক্তগুলো কোথায় যাচ্ছে। এই নয় বোতল রক্ত পেশান্টের মৃত শরীরে যাচ্ছে অক্সিজেন দিয়ে। কেন রক্তগুলো আগে নেওয়া হলো না। এই দুটো কথা আমি শুনতে পেরেছি আপনি যদি বলেন, এই হাউসে অথবা যদি পারমিট করেন আমি শুনিয়ে দিতে পারব। সব আছে আমি একটিও মিথ্যা বলছি না। এটাকে অন্য ভাবে ট্রিট করবেন না। আপনার মা আমার মা, আপনার ভাই আমার ভাই এই ভাবে প্রতিটি মানুষ হাসপাতালে যায়। সেখানে যদি সুস্থ চিকিৎসা না হয়, সুস্থ সেবা না হয়, ডাক্তারদের সবার দোষ আমি বলছি না, ছোট একটা অংশের ১ বা ২ জন রয়েছে যারা পেশান্টকে কুকুর বলে মনে করে। যারা পেশান্ট পার্টিকে কোন গুরুত্ব দিতে চায় না।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শেষ করুন, নো মো বসুন।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— স্যার, আমার শেষ হচ্ছে না, স্যার আপনি দেখুন না আমি কি দিচ্ছি। আমি একটি কাগজ আপনার মাধ্যমে দিতে চাই। ডাক্তার লিখে দিয়েছে আই ইন চার্জ ৯ বোতল রক্তের ব্লাড ক্রসিং বাল্স নো ফাউণ্ড হেয়ার এবং যে কাগজগুলো দিল পেশান্ট পার্টির সঙ্গে ১২টি কপি ছিল পেশান্ট পার্টি সিগনেচার করেছে। আমি একটু লাইন পড়ে শুনাচ্ছি। ওভার টেলিফোনিক টক ইন চার্জ আই সি টই মিস সবিতা বোস আই এম ডাইরেক্টেড টু সাইন ১২ পেপার ওপেন এ্যাণ্ড সাম দেট ইজ উই পেশান্ট পার্টি অন ১২-০৬-২০০০ ইং এটা ২.৪১ পি এম ইনক্লুড ৪.০০ এক্সসেপট ফলটা। লাষ্ট মিঃ দীপক কুমার রায় এম এল এ পোর্ট কোশ্চান হুয়েদার ৯ বোতলস ব্লাড ক্রসিং প্রসপেসিং বাও রিপোর্ট। ডাক্তারের লেখা সব বুঝা যায় না আপনি ধরে নেবেন এবং আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন। হোয়্যার আর দোজ প্রসপেসিং রিপোর্ট অব ৯ বোতলস হুইচ আর নট ফাণ্ড

হেয়ার। তি অলসো পোর্ট কোয়েশ্চান হোয়্যার আর দোজ টুই সি জি রিপোর্ট, ইট ইজ নট ফাউণ্ড হেয়ার। এই যে লেখাগুলো এটা ডাক্তারদের লেখা আই সি ইউ ইন চার্জ লেখা। আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে দিচ্ছি। এই সমস্ত ঘটনা হওয়ার পর পেশান্ট পার্টি ১২ তারিখ চিঠি দিয়েছে, তখন আমি মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট কে ফোনে কথা বলেছিলাম যে, আপনি এই কেসটা ইনভেশটিগেশান করে দেখুন এটা কি কারণে মৃত্যু হলো।

তখন তিনি বললেন যে, স্যার একটা রিটেন দেন। তারপর পেশান্ট পার্টিকে বলেছি রিটেন দিয়ে দাও একরডিংলি পেশান্ট পার্টি রিটেন করেছে। এটা হলো ১১ তারিখ মৃত্যুর জায়গায় দাঁড়িছে এই কমপ্লেইন এই রিমেণ্ডার তিনটা রিমেইনডার এর পর যখন কোন রিপ্লাই নেই আজকে এক মাস ছয় দিন। তারপরে এডিশ্যানাল সেক্রেটারী হেলথ ডিপার্টমেন্ট ডাইরেকটর হেলথ ডেপার্টমেন্ট কাছে। তাও রিপ্লাই নেই তখন এ্যাসেম্বলিতে রেফারেন্স পিরিয়েড আনতে হয়েছে। উপায় নেই। আমি সিসেটিমেটিকেলি এসেছি। রেফারেন্স পিরিয়েড আনার কারণটা বলেছি, যখন কোন উত্তর নেই চট্ করে এ্যাসেম্বলিতে কোশ্চনে আনার সঙ্গে সঙ্গে ১১ তারিখ একটা চিঠি দিয়েছি মোষ্ট আরজেন্ট। ১১ তারিখ পেশান্ট পার্টির কাছে এই চিঠি পাঠিয়েছে। এ্যাসেম্বলির কোয়েশ্চানে উঠার পর। তারপর পেশান্ট পার্টি গেলেন উনাদের সঙ্গে কথা বলেন। কথা বলার পর পেশান্ট পার্টির সঙ্গে যা কথা হয়েছে, ডাক্তার যা বলেছে সেটাও আছে। এই যে আপনি যদি জানতে চান তাহলে আমি দিতে পারি।

আলোচনা কি হয়েছে তা মানোটিস্ তৈরী করা হয়েছে। ১১ তারিখে প্রশ্ন হল, এক মাস ৬ দিনে কি এনকুয়েরী শেষ হয় না, আর এক দিনে চিঠি পৌঁছে যায়, এটার ভিতরে কি কোন গোপনীয়তা ছিলনা? আমি ১০০ পার্সেন্ট সিউর হয়ে বলছি, আপনাকে এই রোগীর মৃত্যুর পিছনে অন্য কোন কারণ নেই, আমাকে তিনজন ডাক্তার বলেছে, এবং এটা নিন্দা করা হয়েছে। এইভাবে কত মানুষের মৃত্যু হয়ে যাবে, এবং রক্তের অভাবে এটা স্বীকার করবে না, একজন ডাক্তার বলেছে, আমি উনার নাম বলতে চাই না। এই ধরণের ডাক্তার যদি হাসপাতালে থাকে তাহলে রোগী মরবেই। আমি দরকার হলে নামনেই বলব। তো আর কেউ এই কথা বলেনি। সবাই এটাকে নিয়ে চিন্তিত এটা কি হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী এই সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? আপনি জানিয়ে বাধিত করবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** স্যার, ঘটনা ঘটার সময় তো মন্ত্রীও থাকেন না বা কেউ থাকেন না। সাধারণত যে রিপোর্টটা আমাদের এখানে এসেছে সেটাই আমি এখানে প্লেস্ করেছি। এবং এই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে একটা তদন্ত কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। এই কমিটি একটা রিপোর্ট সাবমিট্ করেছে। আপনি যদি বলেন আমি এই রিপোর্টটা এখানে দিতে পারি না বা প্লেস করেও দিতে

পারি। আর মাননীয় সদস্য যেগুলি বলেছেন যে, ডাক্তারদের ব্যাপারে এবং আচরণ কি হয়েছে সেটা বলাও মুশকিল, তবে মাননীয় সদস্য যদি তাদের নাম উল্লেখ করেন এবং অভিযোগ আনেন নিশ্চয়ই আমরা তদন্ত করে দেখব। এই ধরণের কোন বিষয় না, কারণ হাসপাতালে মানুষ যায় জীবন রক্ষার জন্য ভাল ব্যবহার পাওয়ার জন্য, ভাল চিকিৎসা পাওয়ার জন্য। এটা ঠিক যে সবসময় আমরা সব ব্যবস্থা করে উঠতে পারি না যারফলে বাইরেও আমাদের রোগী পাঠাতে হয়। কিন্তু কেউ দুর্ব্যবহার করবেন বা নিজেদের গাফিলতিতে কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে বা কোন চিকিৎসা বা অন্য কোন স্বাস্থ্য কর্মীর তারা পরস্পর বিরোধী মন্তব্য ইত্যাদি, যারা পেশাণ্টপার্টি থাকেন তাদের মনে বিভিন্ন সন্দেহ উদ্বেগ সৃষ্টি করবেন এটা কোন অবস্থানেই কাম্য নয়। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যে কাগজ পত্রগুলি দিয়েছেন নিশ্চয়ই এইগুলিকে দেখব এবং যে যে ডাক্তাররা দুর্ব্যবহার করেছেন বা যাদের সম্পর্কে এই সন্দেহ তাদের নাম ধাম বললে আমরা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব।

শ্রীদীপক কুমার রায় **:—** পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, উনি যে ভাবে কথাটা এনেছেন আমি সেই ভাবে উত্তর কিন্তু চাইনি। আমি যে তথ্যগুলি দিয়েছি, হিমোগ্লোবীন, বিফোর অপারেশান হিমোগ্লোবীন নাইন, আফটার অপারেশান ফাইভ, ৪৮ ঘন্টা পরে হিমোগ্লোবীন ৫ এ চলে গেল আবার ৯ বোতল রক্ত দেওয়া হল ৪৮ ঘণ্টার পর, ১১ এ উঠে গেল। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কি না, জানা থাকলে উত্তর দিন।

শ্রীকেশব মজুমদার **(মন্ত্রী) :—** স্যার, এটা রিপোর্ট এর মধ্যে আছে। আমি টেকনিক্যাল লোক নাই। হিমোগ্লোবীন ৫ এ না ৭ এ উঠা নামা করলে কি হবে তা আমি জানি না। কিন্তু এখানে রিপোর্টে আছে যে হিমোগ্লোবীন নরমেল ছিল, ড্রপট ছিল ৫ এ যখন ছিল। ডাক্তাররা যা বলেন ৫টা যখন ড্রপট করে তখন রক্তের প্রয়োজন আসে। সুতরাং উনি যে স্বীকার দিয়েছেন এটা কোন গোলমাল নেই, এটা ঠিক আছে। প্রেসার নরমেল ছিল। প্রেসার ১০০ বাই ১৪০ ছিল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া **:—** স্যার, ১০০ প্রেসার এটা নরমেল নয়।

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন **:—** একটা জায়গায় শুধু রিস্ক লেখা দিয়েছে। এই হিমোগ্লোবিন ব্যাপারটা নাইন হিমোগ্লোবিন থাকলে অপারেশন করা যায়। উনি রিপোর্ট পড়লেন, উনার পায়খানা পস্রাব দিয়ে রক্ত বের হয় নি তাহলে রক্ত যদি বের না হয়ে থাকে, নাইন থেকে ৫ অব্দি কেন নামল। আবার বেন ব্লাড লস। এছাড়া হিমোগ্লোবিন নামার কোন প্রশ্ন নেই। এই যে ইনকোয়ারি রিপোর্ট পাবলিষ্ট হল। দেয়ার ইজ নাথিং এনি রং, তাহলে এই জায়গায় কি উত্তর দেব। দ্যাট মিনস নাই

থেকে হয়া অপারেশন করলে ব্লাড ৮ ৫ থাকতে পারত। এটা কি ভাবে পাঁচে আসল। এই যে রিপোর্টটা এটা সাজানো হয়েছে ডাক্তারকে বাঁচানোর জন্য। এই রিপোর্টা বানানো হয়েছে তড়িঘরি করে। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে বলব, উনার স্পিরিট উইচ ডু নট সেইভ অর পানিশ ডক্টরস। যাতে এই ঘটনাগুলি ফার্দার আর না হয়। আমি ডাক্তারের শাস্তি দাবি করছি না, এটা বলে লাভ নেই। এই ঘটনাগুলি যাতে ভবিষ্যতে আর না হয়। ইনকুয়ারী রিপোর্টে ঘটনা যা আসে সত্যটা যেটা এটা আপনারা কোন ডাক্তারদের, আপনাদের যারা নিজস্ব ডাক্তার আছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন যে, অপারেশন থিয়েটারে প্রেসার যদি হাই হয়ে থাকে, ৫ দিন পরে অপারেশন করলে কিছু হয় না। ম্যাডামিন ডাক্তার বলেছে আপনারা তখন প্রেসার দেখে তো অপারেশন করতে পারতেন। যখন হাই হয়ে গেছে প্রেসার কেন পাঁচ দিন পরে অপারেশন করছেন না। তার প্রেসার হাই থাকাকালীন হাই প্রেসার রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে ইনজেকশন দিয়ে যর দ্যা টাইম বিং প্রেসারটকে নামানোর পর এখন যদি ব্লাড প্রেসার চাপানো ১৮০ বা ১৮০ ছিল। এটাকে ইনজেকশান দেওয়ার পর রিডিউসড অ্যাকটিক। এই জন্য কি ১৮০ বা ১৮০ থাকবে না। তখন লাইফ এবনর্মাল এই ঘটনা তাই হয়েছিল। ঐ ইনজেকশানে রোগীর জ্ঞান ফেরার কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর আবার ঐ ম্যাডিসিনের অ্যাকসানে তৎক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। কাজেই এই জিনিসগুলি মাননীয় মন্ত্রী সঠিক ভাবে এই হাউসে পেশ করবেন এবং এটা কি ভাবে করা যায় এই ব্যাপারে এক একটা আশ্বাস দেবেন।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:**— এই ব্যাপারে আমি পুবিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে বলেছি যা রিপোর্ট আসে আমাদের তার উপর নির্ভর করে দিতে হয়। এ ছাড়া তো আমি বানানো কথা বলতে পারব না। আর আমি তো স্পেশালিষ্ট ও নই

যা এখানে রিপোর্ট আছে সেটাই আমি এখানে উল্লেখ করছি। আমি এও বলছি যদি কেউ এই ধরণের কোন খারাপ ব্যবহার করে থাকে বা ডাক্তারের বিরুদ্ধে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যে ধরণের কথাবার্তা বলছে বলে উল্লেখ করছেন সেইগুলি হয় সেইগুলি হতে পারে আমাকে দিন। খোঁজ করে দেখব কি হয়। এই ধরণের ঘটনা ঘটুক এটা তো কারোর কাম্য নয়। হাসপাতালে গেলে রোগী মারা যাবে, এটা তো কারোর কাম্য নয়। স্যার, এটা না দিলে কি করে বুঝব। কারা এই ধরণের দুর্ব্যবহার করছে। কানুন তো বহু কিছু হতে পারে। কারোর আইডেন্টিফাইড হতে পারে আবার কারোর আন আইডেন্টি ফাইড হতে পারে এই ধরণের তো হতে পারে। তা হওয়ার কোন বিষয়বস্তু না। এইগুলি আমি ও বলার কেউ না। অন্য কেউ বলার ও কেউ না, মেডিক্যাল প্রেকটিশিয়ান যারা আছে আনিল দে ক্যান সে, আমরা কিছু করতে পারব না। সুতরাং আমি সেই জন্যই আশা

করব এটা বড় না। যে ভাবে পত্র পত্রিকায় বলা হচ্ছে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে এই ঘটনা আমি অন্তত মন্ত্রী হিসেবে মানতে রাজি নই। এই ধরনের ঘটনায় হামেশাই তো হাজার হাজার রোগী আমাদের হাসপাতালে মারা যায়। কোন পার্টি কালার দেইসে ঘটনা ঘটাতেই পারে এবং এই ঘটনার জন্য যদি কোন অব্যবস্থা হয় আমাদের, সেই সম্পর্কে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি এটা নিশ্চই নেব। কিন্তু তাই বলে এই রকম বিষয়ে আমি দোষী সাব্যস্ত করব কাকে? আমি সেই জন্যই বলছি নাম ধাম থাকলে আমাকে দিন। আজকে দেওয়ার জন্য আমি বলছি না। এই ধরনের গাফিলতি যাতে না হয় তার জন্যও তো কোশান দিতে হয় কাকে দেব। সে জনাই আমি বলছি যে এইগুলি থাকলে আমাকে দিন।

শ্রীদীপক কুমার রায়:— স্যার, তদন্তের জন্য দফায় দফায় জানানো সত্ত্বেও জিবির কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ নির্বিকার। অর্থাৎ এই তদন্ত আজকে এই হাউসে হতে হবে। আজকে এখান থেকে কি করবেন এখান থেকে একটা কমিটি গঠন করুন। কমিটি গঠন করে সর্বদলীয় কমিটির মাধ্যমে এই বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। নতুবা এই তদন্ত নিরাপদ থাকবে না। কারণ এই রিপোর্টগুলিতে কাউন্টার সাইন করা আছে। ১২টি পেপার ছিল আপনার কাছে দিয়েছি। এইখানে ১৪টি পেপার হয়ে গেছে উইথ আউট সাইন। তাহলে এগুলি ফলস্। অতএব এই তদন্ত ঠিক হবে না। মানুষকে এইভাবে মারা হবে এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। এই হাউস থেকে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে এটা তদন্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্যথায় এই হাউস আমরা চলতে দিতে পারি না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী)**:—** স্যার, এম এল এরা কি করবে আমি বুঝতে পারলাম না। এই ব্যাপারে এম. এল. এরা কি তদন্ত করবে। সর্বদলীয় কমিটির প্রশ্ন আসছে কোথায়। তার এটার যদি কিছু থাকে তাহলে তো আমি বলছি যে কাগজপত্রগুলি দিয়েছে সেগুলি নিশ্চয়ই দেখব। আরো যদি কাগজ থাকে তাহলে দিন আপত্তি নাই। আমরা সমস্ত কিছু খোঁজে দেখব।

শ্রীদীপক কুমার রায়:— ইটস্ নাও যেটা তদন্ত হয় না এটা আর হবে না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী)**:—** আমি বলছি তদন্ত হয়েছে তদন্তের রিপোর্টও এসেছে। সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই আমি বিভিন্ন কথাবার্তা বলছি। রিপোর্ট না নিয়ে তো আমি বলতে পারব না। আমার মনমত তো বলা যায় না। যদি কোন রকমের কাগজপত্র থাকে তাহলে আমাকে দিন তদন্ত করতে হলে তদন্ত করব। কি ব্যাপার আছে। এর মধ্যে তো লুকোচুরির কোন ব্যাপার নাই।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, মাননীয় সদস্য দীপক বাবু কতগুলি কাগজ দিয়েছেন এবং আরো ডকুমেন্টস্ কিছু দিয়েছেন। অনেক তথ্য নতুন দিয়েছেন এবং মাননীয় সদস্য সুদীপ বাবুও একটা হিমোগ্লোবিনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন নরম্যাল কোর্সে। আমরা যারা ডাক্তারী শাস্ত্র বুঝিনা তারাও বুঝতে পারে এইগুলি। মাননীয় মন্ত্রী এখানে উত্তরে বলেছেন তদন্ত রিপোর্ট আছে। যেহেতু নূতন প্রশ্ন উঠে গেছে এবং এই রিপোর্টের সাথে আমরা লক্ষ করছি ডিফারেন্ট অপিনিয়ন আসছে। সুতরাং নতুন কাগজে দিয়েছে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারটা নূতন করে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে এটার একটা ইন্কোয়ারী করবেন কিনা। যাতে পরে অভিযোগ দায়ের করছে পেশেন্ট পার্টি তাদেরও অপিনিয়ন নিন। তাদের মতামত দিন এবং এই রিপোর্টটা নতুন মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে এই হাউসে এটা কবে নাগাদ জানানো হবে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন কিনা এবং যেটা বলছে মাননীয় সুদীপ বাবু যে ফাবদার যদি কোন ভয় থাকে উচিৎ যে এই ধরনের নরম্যাল কোর্সে হচ্ছে। বিভিন্ন সদস্যই বিভিন্ন রকম প্রশ্নও এখানে এনেছে। সুখরাম হত্যার ব্যাপারেও দেখা গেল রিপোর্ট টপ লেবেলে অপিনিয়ন চলে গেছে। সেই জন্য নূতন বোর্ড গঠন করে এই ঘটনা পার্টিকুলার দিক ইনসিডেন্ট ইনকুয়ারী করে করা হবে কিনা। কোশানের ব্যবস্থা করা হবে কি না ফাবদার যাতে কোন প্রবলেম না হয়।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— এই সম্পর্কেও আমি বলেছি নতুন করে বলার কিছু নাই। যদি এই সমস্ত কাগজপত্র থাকে ইন্কোয়রী হয় তাতে কি আছে, আমার কোন আপত্তি নাই। আর কোশান তো নিশ্চয়ই, কোশানটাতো নরম্যাল কোশান। জেনারেল কোশান হলে তার কোন ইন্ফেকট্ হয়না। জেনারেল কোশানের ব্যাপার না। যারা এইসব করেছেন তাদের যদি আগে বলেন আমি নিশ্চয়ই সেখানে কোশান হোক অন্য নাই হোক তার ব্যবস্থা করব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যগণ, মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে এটা তদন্ত করবেন। এর উপর আর কি বলার আছে। তদন্তের সাথে আপনারা সাহায্য করুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ - আপনারা জায়গায় যান, আলোচনা করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন অপারেশনের আগে বাডপ্রেসার একশ থেকে একশ চল্লিশ। এই সময়ে কি অপারেশন করা যায়?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য নগেণ বাবু, এখানে একশ বা দুইশ প্রাডাক্টপ্রেসার পরিমাপের প্রশ্ন নয়। উনি বলেছেন এটা টোটাল তদন্তসাপেক্ষ। মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, এটা অলরেডি কনসিডারেশান আছে এবং সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাকে ক্লিয়ার করে বলার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— এটা ইনকুয়ারী হয়েছে এবং ইনকুয়ারীর পর যা তথ্য সেটা দিয়েছি। তারপর মাননীয় সদস্য দীপক বাবু আরও কিছু কাগজপত্র ইত্যাদি দিয়েছেন। এই কাগজপত্রগুলিকে আবার সরকার খতিয়ে দেখে যদি প্রয়োজন মনে হয় তাহলে আরও তদন্তে যেতে পারে। এতে বলার কি আছে এবং যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে এদের নামগুলি দিন। নামগুলি না দিলে আমরা কি করে বলব। এটা প্রি এ্যারেষ্ট সামথিংস ইজ্, টেলিং হোয়াই ডী এন্টানটেড।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে সবগুলি দেওয়ার জন্য তারপর উনি ব্যাপারটা খোঁজে নিয়ে দেখবেন। কাজেই আপনারা সাহায্য করবেন না। যারা দুর্ব্যবহার করছে এইসব ব্যক্তিদের নাম দিয়ে সাহায্য করুন। উনি তো বলছেন নাম না দিলে কি করবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি বলেছি, আপনি নাম দিন। তা না দিলে কি করে আমরা তদন্ত করব। এইসব দেখে বুঝা যায়, এটা প্রি প্ল্যাণ্ড।

(গণ্ডগোল)

(শ্রীদীপক কুমার রায়, "হাউস গুণ্ডামী করার জায়গা না")।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী ঃ— এই বাজে কথা বলবেন না।

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ ঃ -- গণ্ডগোলটা তো আপনি বাঁধিয়ে দিলেন)।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা জায়গায় গিয়ে বসুন। আমাকে বলতে দিন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— উনিতো বলেছেন, নাম দিলে এনকুয়ারী করে দেখে এ্যকশন নেওয়া হবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা সাহায্য না করলে কি করে হবে। ডাক্তারদের

নাম দিন, মাননীয় মন্ত্রী অবশ্যই ব্যবস্থা নেবেন। যারা দুর্ব্যবহার করেছেন তাদের নাম দিন, ব্যবস্থা অবশ্যই নেবেন। আপনারা নাম দিচ্ছেননা কেন?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এই ভাবেতো চলেনা। আমি কি করব বলুনতো?

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার ফ্রি-প্ল্যান্ট কথাটি যদি অসুবিধের সৃষ্টি করে থাকে, তাহলে সেটা আমি তুলে নিচ্ছি।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— এক মাস ছয় দিনেও ক্লিয়ার করতে পারলেন না, তাহলে কি করে হবে?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে বিষয়টি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করলাম, তা খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। একটা এনকুয়ারী করা হয়েছে। এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়ের কাছে যে তথ্য আছে তার সঙ্গে কিছু কিছু গোলমাল আছে। তবে উনি সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে পারছেন না। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানতে চেয়েছিলেন। আমি বলছি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর একটি এনকুয়ারী বোর্ড করার উদ্যোগ নেবেন। এবং তাতে যদি কেউ দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যাতে ভবিষ্যতে এই ঘটনা এড়ানো যেতে পারে। আমরা চাইনা হাসপাতালে এই ধরনের ঘটনা ঘটুক।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— কত দিনের মধ্যে এনকুয়ারী বোর্ড হবে?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, আমরা চাইব, এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে। সেজন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এনকুয়ারী বোর্ড করা হবে। আর এই সেশানেতো রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব হবেনা। আর মাত্র দু'দিন সময় আছে আমাদের হাতে। কাজেই ন্যাক্সট সেশনে আপনি রিপোর্ট পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে তো?

শ্রীদীপক কুমার রায় :— পার্টি প্রথম থেকে এ ব্যাপারে চিঠি দিচ্ছে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় সদস্য, আপনি যা বলেছেন সবই খুব মনোযোগ দিয়ে আমরা শুনেছি। এনকুয়ারী অবশ্যই করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ১২-৭-২০০০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস ও শ্রীদীপক কুমার রায় এবং শ্রীসুদীপ রায় বর্মন মহোদয়গণ সভায় উত্থাপন

করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— 'গত ৫ই জুলাই "স্যন্দন পত্রিকার" ১ম পাতায় বামপাশে দলিত নির্যাতনের নজির, রাজধানীতে যৌন নির্যাতন, হত্যার চেষ্টার মামলা না নিয়ে পুলিশ উল্টো একটি দলিত পরিবারকে বাড়ী ছাড়া করল'–শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:**— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, শ্রীপ্রকাশ দাস শ্রীসুদীপ রায় বর্মন এবং শ্রীদীপক রায় কর্তৃক আনীত উল্লেখ্য বিষয়টির উপর এখন জবাব দিচ্ছি—

গত ৮-৩-১৯৯৯ ইং পূর্ব থানাধীন ভালুকীয়া এলাকার শ্রীবিষ্ণু রবিদাসের কন্যা শ্রীমতি বাসন্তী রবিদাসের অভিযোগ মূলে পূর্ব আগরতলা থানায় উক্ত সাকিনের শ্রীকৃষ্ণ হাজমের পুত্র শ্রীরঞ্জু হাজমের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩১১/৩৫৪ ধারা মূলে ৪৮/৯৯ নং মামলা নথীভুক্ত হয়েছিল। উক্ত মামলা তদন্তকালে আসামী শ্রীরঞ্জু হাজমকে ধরার জন্য পুলিশ জোর তল্লাসী চালায়। ফলে আসামী রঞ্জু হাজম মাননীয় আদালতে আত্মসমর্পন করে।

তদন্ত শেষে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩৫৪/৪৪৭/৫৫৬ ধারায় মাননীয় সি. জে. এম কোর্টে চার্জশীট দাখিল করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে গত ২৪-২-৯৯ ইং উক্ত শ্রীমতি লক্ষ্মী রবিদাসের অভিযোগ মূলে জি বি. পুলিশ ফাড়ি রঞ্জু হাজমের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৭ ধারা মূলে ৩০/৯৯ নং পুলিশ রিপোর্ট মাননীয় এস.ডি এম (সদর) কোর্টে প্রেরণ করা হয়। ঐ দিনই উক্ত এলাকার জনৈকা শ্রীমতী মিলন মালাকার পতি শ্রীলক্ষ্মী মালাকার, পিতা শ্রীগগন মালাকার, শ্রীমতী আরতী সিংহ, পতি শ্রীমুন্না লাল সিংহকে বিবাদী করে শ্রীমতী লক্ষ্মী রবিদাসের অভিযোগমূলে জি বি পুলিশ ফাড়ি থেকে এস. ডি. এম সদর) কোর্টে ফৌজদারীর দণ্ডবিধির ১০৭ ধারা মূলে ৩১/৯৯ নং পুলিশ রিপোর্ট নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে দাখিল করা হয়।

গত ১৫-৬-২০০০ ইং শ্রীবিষ্ণু রবিদাসের স্ত্রী শ্রীমতি লক্ষ্মী রবিদাসের অভিযোগমূলে পূর্ব আগরতলা থানায় ১০৩/২০০০ নং মামলা নথীভুক্ত করা হয়। এই মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১,৩২৫/৩৭৪ ধারা মূলে উক্ত মামলার তদন্তকালে অভিযোগে বর্ণিত আসামী শ্রীমতি লক্ষ্মী হাজম, স্বামী শ্রীকৃষ্ণ হাজম, শ্রীমতি আরতি সিংহ, স্বামী শ্রীমুন্না সিংহ, শ্রীনির্মল সাহা, পিতা শ্রীবনমালী সাহা, সাং ভালুকীয়া এলাকে গত ২৫-৬-২০০০ ইং গ্রেপ্তার করা হয়। উক্ত মামলার তদন্তকার্য্য চলছে?

পরবর্তী সময়ে শ্রীমতী লক্ষ্মী রবিদাসের কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী রবিদাসের অভিযোগক্রমে জি.বি. পুলিশ ফাঁড়ি থেকে মাননীয় এস ডি এম (সদর) কোর্টে শ্রীমতি আরতী সিং শ্রীনির্মল সাহা ও শ্রীমতি লক্ষ্মী হাজমের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১০৭ ধারায় ২৮-৬-২০০০ ইং তারিখে

৫৮/১০০০ নং পুলিশ রিপোর্ট নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে দাখিল করা হয় এবং গত ৫.৭.২০০০ ইং শ্রীমতি লক্ষী রবিদাসের অভিযোগমূলে জি. বি. পুলিশ ফাঁড়ি থেকে এস. ডি. এম (সদর) কোর্টে বিবাদী ১) শিবু দে ২) লক্ষী হাজম ৩) নির্মল সাহা ৪) শ্রীমতি আরতি সিংহের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ড বিধির ১০৭ ধারা মূলে ৮৫/২০০০ নং পুলিশ রিপোর্ট নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে দাখিল করা হয়। বর্তমানে শ্রীমতি লক্ষ্মী রবিদাস ও তার কন্যা ও পুত্র সহ তার বাড়ীতেই বসবাস করছেন।

ঘটনার তদন্তে দেখা যায় যে শ্রীমতী লক্ষ্মী রবিদাস বা তার কন্যার উপর ধর্ষনের অভিযোগ আদৌ সত্য নয়। শালীনতা হানীর অভিযোগ অনুযায়ী পুলিশ যথারীতি তদন্ত করে আসামীর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট দিয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে শ্রীমতী লক্ষ্মী রবিদাস এবং তার কন্যা শ্রীমতি বাসন্তী রবিদাসের অভিযোগক্রমে নির্মল সাহা, শিবু দে এবং অন্যানাদের বিরুদ্ধে আদালত বিচারের জন্য আইনে উপযুক্ত ধারায় রিপোর্ট দিয়েছেন।

শ্রীমতি লক্ষ্মী রবিদাস এবং তার পরিবারকে পুলিশ বাড়ীছাড়া করেছে এ অভিযোগ সত্যি নয়। কারণ উনারা এখন ভাগুকিয়া গ্রামে নিজ বাড়ীতেই আছেন।

মিঃ স্পীকার :— এখন বেলা একটা। উল্লেখ্য বিষয়ের উপর রিসেসের পর আলোচনা হবে। এই সভা বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল। AFTER RECESSAT AT 2.00 P.M.

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি, নিয়ম অনুযায়ী কোন লোক থানায় দরখাস্ত দিলে, যে অভিযোগগুলি আসে সেই অভিযোগ মতে কেইস রেজিষ্ট্রি হয়। দরখাস্তকারী যে ধরণের অভিযোগ দিয়েছেন তাতে এ্যাটেম্পট্ টু রেপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে পারটিকুলারলি ৩৭৬ ধারা না দিয়ে ৩৫৪ ধারা নেওয়ার ঘটনা কি কারণে ঘটল এটা হচ্ছে আমার এক নাম্বার পয়েন্ট। আমার ২নং পয়েন্ট হচ্ছে এটা কি ঐ কারণেই ঘটল এখানে আমরা পত্রিকার রেফারেন্স থেকে জেনেছি যে জৈনিক শিবু দে সে শাসক দলের লোক ছিল সে জন্যই কি ৩৭৬ ধারাকে এরিয়ে ৩৫৪ ধারা করা হলো ?

শ্রীমানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী) **:** — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে বিষয়টা মাননীয় সদস্য পরিস্কার হতে চাইছেন এটা আইনের ধারার বিষয়, এখন যে ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উনি কোন দলের লোক আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি না পুলিশ যদি এই রকম দল বিচার করে মামলার কাজ করতে কি ধরণের ধারা হবে ঠিক করে তাহলে পুলিশের দিক থেকে দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা এবং দুর্বলতা, এটা হওয়া উচিত নয়। আমরা কোন সময়ই এটাকে উৎসাহিত করব না, আইনের স্বার্থে এটা কোন সময় হওয়া উচিত নয়। আমি তো কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারব না। এই রকম যাতে না হয় তার জন্য নিশ্চয়ই আমাদের দিক থেকে ব্যবস্থা নেব।

শ্রী***রতনলাল নাথ*** :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন কিন্তু যে-হেতু চার্জসীট হয়ে গেছে তাড়াহুড়া করে। সাধারণতঃ আমরা নরমাল কোর্সে দেখি গুড সাইন তাড়াতাড়ি চার্জসীট হওয়া ভাল। কিন্তু এখন এই অবস্থা হয়েছে যেহেতু ধর্ষণের অভিযোগ কিন্তু চার্জসীট হয়ে গেছে ৩৫৪-এ সে জন্য এটাকে যে-হেতু প্রশ্নটা এখানে এসেছে অভিযুক্ত হলো ধর্ষণের আর ধারা হল শ্লীলতাহানি অভিযোগের চেষ্টা। ৩৫৪ ধারা শ্লীলতাহানি সেটা অনেক ডিফারেন্স জামিন যোগ্য সুতরাং এই ব্যাপারে রিইনভেষ্টিগেশান করা হবে কিনা এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রী***মানিক সরকার*** (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ভদ্রমহিলার এফ আই আর আমি সবটা ষ্টাডি করার চেষ্টা করেছি। এফ-আই. আর যেটা উনি দিয়েছেন এটা আসলে সেলফ্ কনট্রাডিকটরি হচ্ছে আমি আলোচনায় এনেছে বলে বলছি কন্ট্রাডিকটরি হয়েছে। যাইহোক উনাকে এই ব্যাপারে কেউ না কেউ সাহায্য করেছেন তার পক্ষে এটা হয়তো করা সম্ভব নয়, এটার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় অসংলগ্নতা আছে বলে আমার মনে হয়েছে। এখন কোর্টে মামলা রয়েছে যদি ওখানে রিইনভেষ্টিগেশন করার প্রশ্ন আসে এটা কোর্ট দেখবে কারণ যে হেতু চার্জসীট দাখিল করেছে। এই নিয়ে চট করে এখান থেকে আগাম মন্তব্য করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। চার্জসীট হলে যখন শুনানী শুরু হবে যে জায়গায় যার অভিযোগ মূলে এই মামলা তিনি তো এইগুলি বলার সুযোগ পাবেন এবং সেই জায়গায় মাননীয় বিচারকরা সব পক্ষ শুনার পর যেটা সমীচীন বোধ করবেন সেটা তারা সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রী***রতনলাল নাথ*** :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, না ব্যাপারটা হলো চার্জসীট হয়ে যাওয়ার পর ৩৫৪ ধারার মামলা এক ম্যাজিষ্ট্রেট করবেন আর ৩৭৬ ধারা জজ কোর্ট করবেন। এখানে সুবিধা নেই আর এটা হলো পুলিশ কেইস। এখানে বাদী হলো ষ্টেট গভর্ণমেন্টের ও শুধু মাত্র একজন সাক্ষী যিনি ধর্ষিতা বা নিগৃহীতা উনি হলেন সাক্ষী যে-হেতু এখানে অভিযোগটা উঠেছে তারা দলীত শ্রেণীর লোক তাই এখানে সেই ধরণের অ্যাকট এপ্লিকেবল হওয়ার দরকার ছিল। সুতরাং এই ব্যাপারটা সরকার ইনভেষ্টিগেইট করবেন কিনা সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী***মানিক সরকার*** (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আসলে আমার কাছে আইনের দিকটা পরিস্কার নয়। যদি এটা করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা না থাকে তাহলে সত্য উদ্‌ঘাটন-এর জন্য আমাদের এটা করতে কোন আপত্তি থাকবে না। এটা আমি পরীক্ষা করে দেখব কারণ আইনের দিকটা আমার কাছে পরিস্কার নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবাসুদেব মজুমদার ও শ্রীগৌরগোবিন্দ কান্তি গোস্বামী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দেওয়ার জন্য উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলে :— কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইনের সম্প্রসারণের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ও আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যান্ত রেল লাইনের কাজের সার্ভে সম্পর্কে।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, রেফারেন্সের বিষয়বস্তুটি হল, "কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যান্ত রেল লাইনের সম্প্রসারণের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ও আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যান্ত রেল লাইনের কাজের সার্ভে সম্পর্কে।"

স্যার, ফাইন্যাল অ্যালাইনমেন্টের কুমারঘাট থেকে আগরতলার দৈর্ঘ্য পূর্বের দৈর্ঘ্য ১১৯ কিঃমিঃ এর জায়গায় বর্তমানে ১০৮.৫ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্য নির্দ্ধারিত হয়েছে। উক্ত দৈর্ঘ্যের বর্তমানে ৬০ কিঃমিঃ রেলপথের (কুমারঘাট-মনু-২০ কিঃ, আগরতলা-তেলিয়ামুড়া (৪৮ কিঃ মিঃ) পথের কাজ বর্তমান আর্থিক বৎসরেই শুরু হবে। উক্ত ১০৮.৫ কিঃ মিঃ লাইনের জন্য মোট ১৯৫০ একর জমি (ইনক্লুডিং ফরেষ্ট ল্যাণ্ড) প্রয়োজনের মধ্যে এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকার রেলওয়েকে ৮০০ একর জমি হস্তান্তর করেছে উক্ত কাজের জন্য মোট ৮২৫ কোটি টাকা ধার্য্য আছে। এখন পর্যন্ত ৫০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে এবং বর্তমান আর্থিক বৎসরে ৪০ কোটি টাকা একাজে মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। ট্যানেল এবং বড় ব্রীজের কাজ আগামী বৎসর শুরু হবে বলে আশা করা যায়। কুমারঘাট আগরতলা রেললাইন নির্মানের কাজ আগামী ২০০৬ ইং সনের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ফিল্ড সার্ভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ কাজ শুরু হয়েছিল মে, ৯৯ ইং থেকে। উক্ত সার্ভের রিপোর্ট এবং এসটিমেট তৈরী করা হয়েছে। আগরতলা-সাব্রুম রেলপথের জন্য ৫৯০ কোটি টাকা ধার্য্য করা হয়েছে।

শ্রীমানিক দে :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়া পর্যন্ত ৬০ কিলোমিটার যে কাজ শুরু হয়েছে তার মধ্যে বেশ কিছু জায়গাতে বিশেষ করে রানীরবাজার, নলগড়িয়াতে প্রচুর মাটি ফেলানোর পর, তারা যে জায়গাটা তাদের কাজের জন্য নিয়েছেন, অ্যাকুইজিশান করেছেন তাদের বাইরে প্রায় ২০০-৩০০ মিটার উপরে উঠে গেছে। মানুষের বাড়ীঘর সব পাহাড়ের মত উপরে উঠে গেছে মাটি যত নীচে চাপ হচ্ছে যে মাটি ফেলা হচ্ছে কাদামাটি পাহাড়ের মত উপরে উঠে যাচ্ছে। যাদের বাড়ীঘর নষ্ট হয়েছে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, ফসলের কাজ করতে পারছে না তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হবে কিনা এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী)**:** - মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ে তথ্য আমার কাছে আগে আসেনি। যেহেতু মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নটা এনেছেন, আমরা রেল কর্তৃপক্ষের সংগে যোগাযোগ করে দেখব কি করা যায়। নিশ্চয়ই যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন, আমরা সেই বিষয়টা যোগাযোগ করে দেখব।

শ্রীমানিক দে:— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, উনি যে বলেছেন অতিরিক্ত বরাদ্দ ৪০ কোটি টাকা, আমি যতটুকু জানি পুরোদমে কাজ চলছে। সেখানে যেভাবে ব্রীজ বা অন্যান্য কাজ হাতে নিয়েছেন এই ৪০ কোটি টাকায় এই বৎসর হবে কিনা, এই কাজ করতে এটা যথেষ্ট কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী)**:—** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পুরো টাকাটা যা ধরা আছে, সেটা একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার, রেল মন্ত্রক মঞ্জুরী দিচ্ছে না। যে টাকা মঞ্জুরী দিচ্ছেন, সেই টাকায় কাজ সেখানে করা হচ্ছে। ধাপে ধাপে মঞ্জুরী দিচ্ছেন সেইভাবে কাজ করা হচ্ছে।

শ্রীসুধন দাস:— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত যে সার্ভের কাজ চলছে তাতে বিলোনীয়া অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা? দ্বিতীয়ত, ৮২৫ কোটি টাকা যেটা প্রয়োজন কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেলপথ আনতে সেখানে এই বৎসরে মাত্র ৪০ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে। এইভাবে যদি প্রতি বৎসর ৪০ কোটি টাকা করে দেওয়া হয় তাহলে রেল আসতে কত বৎসর সময় লাগবে সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী পরিষ্কার করে বলবেন কি?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী)**:—** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলেছি গত বৎসর ৬০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এই বৎসর [illegible] কোটি টাকা মঞ্জুরী দিয়েছে আর্থ কাটিং-এর জন্য। এক একটা বিষয়ের উপর টাকাটা মঞ্জুরী দেওয়া হয়। সেই বেসিসে সেখানে খরচ হয়। তবে রেল মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে ২০০৬ সনের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ হবে। আর একটা প্রশ্ন করেছেন বিলোনীয়ার কথা সেখানে যুক্ত হবে কিনা, এখন পর্যন্ত যেভাবে ছিল সেই ভাবেই আছে।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল:— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার এই সার্ভের সময় যে ফাইনাল সার্ভে হয়ে গিয়েছিল তাতে সেখানে যে কম্পেনসেশন্ দেওয়ার ব্যাপারটা, তা সেটাতে যাদের জায়গা পড়বে তাদেরকে জায়গার জন্য কম্পেনসেশন্ দেওয়া হবে। কিন্তু যাদের বাগান পড়বে এবং তাতে দেখা গেছে অনেক বড় বড় গাছও আছে, তা তাদের ক্ষেত্রে কি করা হবে, তাদের এই কম্পেনসেশনটা কে দেবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, জায়গা গাছ সবগুলি মিলিয়েই কম্পিন্‌সেশনটা সেখানে দেওয়া হয় এবং রেলওয়ে বোর্ড সেটা দেখবে এবং দেবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের চতুর্থটি গত ১৩.৭.২০০০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ, শ্রীসুরজীৎ দত্ত এবং শ্রীসুদীপ রায় বর্মন মহোদয়গণ সভায় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "জরুরী অবস্থার রৌপ্যজয়ন্তী পালন সিধাই থানায় কোন রেজিষ্ট্রি না করেই রাতভর পারদে আটক, অমানবিক মারধর, হত্যার হুমকি" গত ১লা জুলাই ২০০০ ইং তারিখে 'স্যন্দন' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, গত ২০.৬.২০০০ ইং তারিখে রাত্রি অনুমান সাড়ে আটটা নাগাদ মোহনপুর ইলেকট্রিক অফিসে হামলার অভিযোগে শ্রীপরিমল দেবনাথকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তারের কারণ পরিমল দেবনাথ এবং তার পিতা রাধারমন দেবনাথকে জানিয়ে দেওয়া হয়। ২১-৬-২০০০ ইং তারিখে ১১টা ৪৫ মিনিট নাগাদ পরিমল দেবনাথকে তার পিতা শ্রীরাধারমন দেবনাথের কাছে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। সিধাই থানা এই ঘটনা তদন্ত করে পরিমল দেবনাথের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯০ ধারায় (১৮০, ২০০০ইং মামলা) প্রসিকিউশান রিপোর্ট গত ২১-৬-২০০০ ইং তারিখে মাননীয় আদালতে বিচারের জন্য পাঠায়।

গত ২৯-৬-২০০০ ইং তারিখে উক্ত পরিমল দেবনাথকে গত ২০-৬-২০০০ ইং তারিখে রাতে সিধাই থানায় আটক করা হয়েছে এবং পরদিন সকালে শ্রীদেবনাথের উপর সিধাই থানার সি. আই. ডি. গৌতম অমানবিক অত্যাচার করেছেন এবং তার ফলে শ্রীদেবনাথের ডান হাত গুরুতরভাবে জখম প্রাপ্ত হয়েছে বলে শ্রীদেবনাথ পশ্চিম ত্রিপুরা পুলিশ সুপারের নিকট অভিযোগ দায়ের করেন। উক্ত অভিযোগ মূলে সিধাই থানার সি, আই, ডি, গৌতমের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪২, ৩২৫ ধারায় ৩৭, ২০০০ নম্বর মামলা ১০-৭-২০০০ ইং তারিখে রুজু করা হয়। মামলাটি বর্তমানে সদর এস ডি পি ও তদন্ত করছেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশন্ স্যার, যার বিরুদ্ধে সিধাই থানা প্রথম মামলা দায়ের করেছেন পরিমল দেবনাথ, সে আমাদের এই বিধানসভার সদস্য প্রাক্তন বিধায়ক রাধারমন দেবনাথের ছেলে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে গিয়ে বলেছেন এক জায়গায় যে,

ইলেকট্রিক অফিসের উপর হামলার কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং এই ইলেকট্রিক অফিসটি পরিমল দেবনাথের বাড়ীর পাশে। স্যার, যদি হামলার ঘটনা হয় তাহলে হামলার কেস হবে। এখন অবশ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন এটাতো আইনের ব্যাপার, স্যার, ২৯০ আইনটি হল কেউ যদি মদ খায় তো তার বিরুদ্ধে এই ২৯০ আইনটা করা হয়। তাহলে এটা পরিষ্কার যে, ইলেকট্রিক অফিসের হামলাও না, মদের কেসও না, ২৯০ হল মদের কেস, এখানে অন্য কোন ব্যাপারই আসে না। এই যে ইলেকট্রিক অফিসের হামলা এটাও পরবর্তী সময়ে মামলাটা নেওয়া হয়েছে পুলিশকে সেইফ গার্ড করার জন্য।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পরবর্তী সময়ে পরিমল দেবনাথ এস, পি, র কাছে জানিয়েছেন ২১ তারিখ যে সি, আই, তাঁর বুকে লাথি মেরেছে তার ডান হাত ভেঙ্গে ফেলেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় ও ব্ল্যাকচার হয়েছে। জি. বি, এবং মোহনপুরে তার ট্রিটমেন্ট হয়েছে। সেদিনই তিনি থানায় গিয়েছিলেন সি, আই, এর বিরুদ্ধে এফ আই আর, করতে। কিন্তু তার এফ আই, আর, করা হয়নি। ২৫ জুন তিনি এস, পি, র কাছে দরখাস্ত করেছিলেন যে থানায় সি, আই, এর বিরুদ্ধে এফ, আই, আর, নিচ্ছে না। তারপর দীর্ঘদিন পর প্রায় ২১ দিন পর গত ৯ জুলাই যে দিন এই বিধানসভায় ধর্ষিতা মেয়েকে নিয়ে আলোচনা চলছিল সেদিন রাত্রে তার এফ, আই, আর হয়েছে। প্রায় ২১ দিন পর এই এফ, আই, আর, নেবার কারণটা কি? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাছে যে তথ্য রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে গত ২০.৬.২০০০ ইং তারিখ রাত্রি অনুমান সাড়ে আটটার সময় পরিমল দেবনাথ মোহনপুর ইলেকট্রিক অফিসের কন্ট্রোল রুমের দরজায় কাচ ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে এবং ঘর তছনছ করে। পরে পাওয়ার হাউস থেকে পুলিশকে জানানোর পর পুলিশের একটি টহলদারী দল সেই পরিমল দেবনাথকে গ্রেপ্তার করে। জানা যায় সে সময় সে মদমত্ত অবস্থায় ছিল। পুলিশ তাকে পরীক্ষা করার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলে সে বাধা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে যেতে পারে নি। এখন মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে আসলে এটা পুলিশের নিয়মিত কাজ না যেটা করেছে এটা পুলিশের বলা ঠিক না। কাজেই সেটাকে চাপা দেবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা ঠিক নয় স্যার। মাননীয় সদস্যের সাথে এর আগেও এই ব্যাপারে কথা হয়েছে। তখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন যে যেখানে এই হচ্ছে যে রাধারমন দেবনাথের ছেলের উপর আক্রমণের ঘটনার জন্য থানায় কেস দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারাও কেস নেয়নি। এটা ঠিক কি না? কিন্তু স্যার, আমার কাছে যে তথ্য রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে এটা ঠিক না। নর্ম্যালী যে রিপোর্ট তাতে দেখা যায় সে কেইস দিতে গিয়েছে সে রকম কোন রিপোর্ট তারা সেখানে অস্বীকার

করছেন : যাইহোক এই ব্যাপারে এস. পি. নিজে তদন্তের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন-কয়েক দিনের মধ্যেই তদন্ত রিপোর্ট এলে সেটা বুঝা যাবে। এবং সেই প্রসঙ্গে একটা কথা পরিস্কারভাবে বলতে চাই যে, কোন পুলিশ অফিসার যদি নিয়ম বহির্ভূতভাবে কোন কাজ করে থাকেন, সেটা কোন দলই সহ্য করতে পারবে না। সেটা শাসক দলই হোক বা বিরোধী দলই হোক— কোন দলই সহ্য করতে পারবে না। কাজেই সরকার সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকা উচিৎ নয়। কারণ এতে সাধারণ মানুষ নির্যাতিত হোক এটা কোন সরকারই চায় না। যদি তদন্তে দেখা যায় যে পুলিশ অফিসারের দোষ আছে তাহলে তাকে রক্ষা করার জন্য কেউ চেষ্টা করবে না, তার শাস্তি হবেই।

শ্রী[illegible] রায়ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এখানে তো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন সে থানায় যায়নি। কিন্তু ২৫ তারিখ এস, পি, র কাছে গিয়েছিল তারপর ১০ জুন আর ১০ জুলাই দীর্ঘদিন বাদে এটা করা হয়েছে। এতে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে আসল বিষয়টাকে সাপ্রেস করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ২১ তারিখ তার কোন কেইস নেওয়া হয় নি। তারপর ২৫ তারিখ এস, পি,-র কাছে দরখাস্ত করার পর কেইসটা থানায় রেজিষ্ট্রি করা হয়। স্যার, আমার বক্তব্য হলো — তাকে মারাত্মকভাবে টরচারিং করা হয়েছে তার হাড়গোড ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই— এই কেইসটার তদন্তভার কার উপর দেওয়া হয়েছে? কারণ সি, আই, র উপরের লেভেলে কোন পুলিশ অফিসার দিয়ে এটার তদন্ত করাতে হবে। ও, সি, তো সেটা করবেই না। এবং তাকে বাচানোর জন্য নানা রকম চেষ্টা করা হচ্ছে। আমার কথা হলো নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য তাকে সাসপেণ্ড করা হবে কিনা? কারণ একজন ডাক্তার একটা শিশুকে ভুল চিকিৎসার ফলে মেরে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে তার সাসপেনশন হয়, যাতে প্রমাণপত্র লোপাট না হতে পারে। কাজেই ওখানে ও সি, আইকে সাসপেণ্ড করা হবে কি না? আর এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সি, আই, ডি, কে দিয়ে তদন্ত করা হবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সি, আই, ডি, তদন্ত দিলে তো অনেক সময় চলে যাবে। মামলাটির যাতে দ্রুত তদন্ত হয় সেজন্য এস, পি, নিজে উদ্যোগী হয়ে তদন্ত করাচ্ছেন। আপনার যে সেন্টিমেন্ট তাতে আমি স্পীকারকে বলতে পারি দরকার হলে আপনি সিনিয়র একজনকে দিয়ে এই কেসটার তদন্ত করার ব্যবস্থা করুন। আপনি আইনের লোক এবং এটাও ভাল করে জানেন যে সি, আই, ডি তদন্ত একটা লং প্রসেস্। কাজেই দ্রুত করার জন্য এর চেয়ে উপরের কাউকে দিয়ে করার জন্য নিশ্চয়ই আমি বলব। আমি প্রথমই বলেছি

যে সেখানে একটা কিছু সমস্যা নিশ্চয়ই হচ্ছে। কাউকে গার্ড করার চেষ্টা হবেনা। এটা পরিষ্কার করেই বলছি।

শ্রীরতন লাল নাথ :— স্যার, আমার সঙ্গে রাধারমন বাবুর কথা হয়েছে। কেইসটা প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে তদন্ত চলাকালে সি. আই সেই এলাকায় যেন না যেতে পারেন সেটা করতে হবে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, রাধারমন বাবুতো আমাদের পার্টিরই লোক। দরকার হলে আমি উনার এবং উনার ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারব। কথা বলার অসুবিধা হবেনা। তাঁরা সত্য কথাই বলবেন। আমরা ইতিমধ্যেই সি. আইকে সেখান থেকে উইথড্র করে নিয়ে এসেছি। সেখানে এই সময়ে তাঁর কোন কাজ থাকছে না। প্লীজ্ ওয়েট এণ্ড সী।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের পরবর্তি গত ১৪-৭-২০০০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য মধুসূদন দাস মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়টি হলো :— "গণ্ডাছড়া, লংতড়াই ভ্যালী এবং কাঞ্চনপুরে সাব-ট্রেজারী চালু করা সম্পর্কে"।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার বিবৃতির বিষয়টা হল. "গণ্ডাছড়া, লংতরাই ভ্যালী ও কাঞ্চনপুর সাব-ট্রেজারী চালু করা সম্পর্কে।"

প্রশাসনকে জনগনের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরন প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। রাজ্যে ব্লকের সংখ্যা ১৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৮ মহকুমার সংখ্যা ১০ থেকে ১৫ হয়েছে। জেলার সংখ্যা বেড়ে চার হয়েছে। আগামী দিনে এই বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া আরোও বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মহকুমা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরনের ফলশ্রুতিতে গঠিত ৫টি নতুন মহকুমার মধ্যে রয়েছে উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর, ধলাই জেলার আমবাসা, লংতরাইভ্যালী এবং গণ্ডাছড়া পশ্চিম জেলার বিশালগড়। এই পাঁচটি মহকুমা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু একমাত্র আমবাসা মহকুমা বাদে অন্য চারটি মহকুমায় এখন পর্যন্ত সাব-ট্রেজারী খোলা যায়নি। যদিও সরকার এবং ব্যাঙ্ক পর্যায়ে এটা ঠিক হয়েছে যে ইউ বি. আই ব্যাঙ্ক ট্রেজারীর সুযোগ সম্প্রসারণ করবে মনুতে লংতরাই ভ্যালীর জন্য কাঞ্চনপুর মহকুমায়। এস, বি. আই ট্রেজারী লেনদেন চালু করবে গণ্ডাছড়া এবং বিশালগড় মহকুমার জন্য।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, জেলা পর্যায়ে যেমন ডিষ্ট্রিক্ট ট্রেজারী, তেমনি মহকুমা স্তরে সাব-ট্রেজারী সমূহ হচ্ছে সরকারী লেনদেনের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এসব ট্রেজারী এবং সাব-ট্রেজারীর

সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি করে ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে, মহকুমা গঠিত হওয়ার পর এই পর্যন্ত কাঞ্চনপুর, লংতরাই ভ্যালী এবং গণ্ডাছড়ায় ব্যাংকগুলির গড়িমসির কারনে এখনও টেজারী ট্রানজেকশান শুরু করা যায়নি। মহকুমার চিত্রটা এই ধরনের—১৯৮৯ সালে ২৯শে এপ্রিল গণ্ডাছড়া মহকুমার সৃষ্টি হয়। যেহেতু গণ্ডাছড়া সদরে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোন শাখা নেই সেহেতু রাজ্য সরকার মহকুমা স্থাপনের আগে ১৯৮৮ ইং সালে ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে আর. বি. আইকে অনুরোধ করে জানিয়েছিল যে ইউ. বি. আইকে যেন গণ্ডাছড়াতে ব্রাঞ্চ খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু আর. বি. আই এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে জানায়, গণ্ডাছড়াতে টি. জি. বি ব্রাঞ্চের যে দুরবস্থা সেখানে ইউ. বি. আইয়ের ব্রাঞ্চ স্থাপন করা হলে সমস্যাটা আরো বাড়বে। তারপর রাজ্য সরকার চেষ্টা চালান যাতে গণ্ডাছড়ায় সাব-ট্রেজারীর কাজ চালানোর জন্য যাতে গ্রামীণ ব্যাংকে অনুমতি প্রদান করা হয়। ১৯৯১ সালের ১০ই ডিসেম্বর আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর. বি আইয়ের গভর্ণরকে বিষয়টি সম্পর্কে এক চিঠিতে অনুরোধ জানালে আর. বি. আইয়ের গভর্ণর সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে রিজিওনাল রুরাল ব্যাংক সরকারের এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে পারেনা। বিষয়টি ১০-১২-৯৩ ইং সালে অনুষ্ঠিত ৭০তম এস, এল, পি সিতে আলোচিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে এ. জি, এম. এস, বি আই অফিসার-ইন-চার্জ নাবার্ড এবং এ. ডি. এম ধলাইকে নিয়ে গঠিত একটি টাস্ক ফোর্স গণ্ডাছড়া পরিদর্শন করবেন ভাইবালিটি স্টাডি করার জন্য। কিন্তু এইরকম কোন রিপোর্ট রাজ্যসরকারের কাছে এখনও জমা পরেনি। ১৮-৮-৯৫ ইং তারিখ অনুষ্ঠিত ৫০তম এস, এল, পি, সি মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এস, বি. আই গণ্ডাছড়ায় একটি ব্রাঞ্চ খুলবেন এবং রাজ্যসরকার সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা এবং আবাসনের ব্যবস্থা করবেন। ১২-৬-৯৬ ইং তারিখ অনুষ্ঠিত ৫১তম এস, এল, পি, সিতে এস, বি, আইয়ের উচ্চপদস্থ অফিসারগণ এই আশ্বাস দেন যে অতি শীঘ্রই তারা গণ্ডাছড়াতে ব্রাঞ্চ খুলবেন। এর পরথেকে শুরু হয় টালবাহানা। এস. বি. আইএর অফিসারগণ ভাইবালিটি স্টাডির জন্য আজ যাবেন কাল যাবেন করে এখন অবধি গণ্ডাছড়ায় যাননি। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এস. বি, আইকে জানানো হয়েছে যে, গণ্ডাছড়াতে আট কোটি. নয় কোটি টাকার ট্রানজাকশন চলছে কিন্তু এতেও তারা আমল দেননি। গত ২৯-১২-১৯৯৯ ইং তারিখে ৫৯তম এস, এল, পি. সিতে এস, বি, আইকে সাত দিনের সময় দিয়ে গণ্ডাছড়া সফর করে ব্রাঞ্চ খোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারা এই প্রস্তাবেও সাড়া দেয়নি। শেষ পর্যায় ১২-৭-২০০০ ইং সালে স্টেট লেবেল কমিটির সভায় আগামী আগষ্ট মাসের মধ্যে এস, বি, আইকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। এবং একটা বিষয় ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে, যে এরা রাজ্যসরকারের উপর ক্রমাগত আঘাত করে চলছে। তারপরে কিরকম হবে এটা আগামী দুই-তিন মাসে স্পষ্ট হবে।

আমি গণ্ডাছড়ার ব্যাপারে এখানে বলতে পারি যে, এস. বি. আইকে আমরা এই কথা বলেছিলাম যে গণ্ডাছড়ায় যদি তারা ব্রাঞ্চ খোলেন তাহলে বিশালগড়ে সেই ট্রেজারী ফাংশানের দায়িত্ব আমরা তাদের হাতে দেব। এস. বি, আইও রাজী হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারা এই কাজে এগিয়ে আসেনি।

লংতরাইভ্যালি, রিজার্ভ ব্যাংককে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অনুরোধ করা হয় যে ইউ বি আই মনুকে লংতরাইভ্যালি মহকুমার সাব-ট্রেজারীর ফাংশান গ্রহণ করার জন্য অনুমতি যাতে দেন। শেষে রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে ক্রমাগত পারসিউশনের ফলে আর, বি, আই, ইউ, বি, আই মনুকে কারেনসিজ করার লাইসেন্স প্রদান করেন গত ২০-৮-৯৬ ইং তারিখে। তারপর থেকে রাজ্যসরকার ইউ, বি, আইকে অনুরোধ করে আসেন যে কারেনসিজ প্রতিষ্ঠার জন্য। ইতিমধ্যে ৩-৬-২০০০ ইং তারিখে এস, বি, আই; ইউ, বি, আই উভয়ই রাজ্যসরকারকে জানিয়েছেন যে ইউ, বি আই মনু ব্রাঞ্চের জন্য যে লাইসেন্স আর, বি, আই ইস্যু করেছেন তার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। রাজ্যসরকার ১৪-৬-২০০০ ইং তারিখের চিঠিতে এই লাইসেন্সের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আর, বি, আইকে অনুরোধ করেছেন। ইউ, বি, আই কর্তৃপক্ষ সর্বশেষ তাদের রিপোর্ট জানিয়েছেন ট্রেজারী ফাংশান চালু করার জন্য কারেনসিজ মনুতে চলে গেছে এবং বসানোর কাজ চলছে ইউ, বি, আইর সিকিউরিটি অফিসার মনুতে অবস্থান করে তদারকি করছেন। আগামী তিন মাসের মধ্যে ট্রেজারীর কাজ শুরু করতে পারবেন বলে তারা জানিয়েছেন। কাঞ্চনপুর, লংতরাইভ্যালির মত কাঞ্চনপুরেও ব্যাংক ট্রেজারী ফাংশান শুরু করে দিয়েছে। রাজ্যসরকারের তরফ থেকে আর বি, আইকে অনুরোধ করলে এই ক্ষেত্রে আর, বি, আই লাইসেন্স ইস্যু করেছে ইউ, বি, আইকে এই লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে ১২-৮-৯৬ ইং তারিখে কিন্তু এই পর্য্যন্ত চার বছর কেটে গেল ইউ, বি, আই কাঞ্চনপুর কারেনসিজ বসানোর উদ্যোগ নেননি। তারা বলেছেন বিষয়টা তাদের প্রশ্নের মধ্যে আছে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার সেখানে সাব-ট্রেজারী এস, টি, ও নিয়োগ করেছেন আর কাগজপত্রে যেগুলি আছে এখানে সই করা হয় কিন্তু ব্যাঙ্ক ফাংশান করছে ধর্মনগর থেকে। আমরা ইউ, বি, আইকে বার বার চাপ দিচ্ছি। এখন ইউ, বি, আই বলছেন যে একটা ব্রাঞ্চ কাঞ্চনপুরে আছে সেখানে এটা চালু করতে গেলে সেখানে আরও জায়গার দরকার, কারণ নিরাপত্তা এবং ষ্টাফদের বসার জায়গা এগুলি ঐ বিল্ডিংয়ের মধ্যে সম্ভব না। সেখানে নতুন করে তারা বিল্ডিং খুঁজছেন এবং সেই বিল্ডিং তারা যদি জোগার করতে পারেন তাহলে তারা এই বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সেখানে ট্রেজারী চালু করার জন্য তারা সকল প্রকার উদ্যোগ নেবেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে সরকারী ব্যবস্থাপনার কথা বলেছেন সেই বিষয়ে কিছু বলছি। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের

নিশ্চয় জানা আছে কৈলাসহর, কাঞ্চনপুর, লংতরাই ভ্যালি, লংতরাই ভ্যালি হচ্ছে ধর্মনগর গণ্ডাছড়া যেটা আগে ছিল অমরপুর সেটা এখন নিয়ে যাওয়া হয়েছে কমলপুর। এটা তো খুব বেশী সুবিধা হচ্ছে না। অমরপুর থেকে কমলপুর সামান্য উন্নত। আর সেখানে শুধু একটাই গাড়ী আমবাসা থেকে গণ্ডাছড়া পর্য্যন্ত এত দুর্গম রাস্তায়। মাননীয় মন্ত্রী এখন বলাসত্ত্বেও আমি অনুরোধ করব কাজ যাতে ত্বরান্বিত করা যায় সেই রকম আর কি উদ্যোগ নেওয়া যায়?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গণ্ডাছড়া তাহলে অসুবিধা হচ্ছে। সেখানে টাকা পয়সা লেনদেন এই ব্যাপারে সমস্ত দপ্তরই অসুবিধা বোধ করছে। সেই জন্য আমরা ষ্টেটব্যাঙ্ক কে বলেছিলাম সেখানে একটা ট্রেজারীর ব্যবস্থা করার জন্য। আমরা বলেছি আমরা বিল্ডিংএর ব্যবস্থা করে দেব এবং সিকিউরিটির ব্যবস্থাও করে দেব। এখন আপনারা জানেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হচ্ছে লাইসেন্স ইস্যু করার মালিক, তারা এই ব্যাপারে এস, বি, আইকে লাইসেন্স ইস্যু করেছেন। গণ্ডাছড়ায় এস, বি, আইকে দেওয়ার আগে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি; তারা বলেছেন যে গণ্ডাছড়ায় ট্রেজারী চালু করার পরে আমাদেরকে আর একটা দিন। আমরা বলছি বিশালগড়ের ট্রেজারী এবং সাব-ট্রেজারী এস বি আইকে দেব। এইভাবে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। তারা কথা দিয়েছে। তারা এটা চালু করবে। তাদের স্টাফ থাকার ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। এই জুলাই মাসের ২৬ তারিখ ব্যাঙ্কারসদের একটা মিটিং হবে। সেই মিটিংএ আমাদের তরফ থেকে একটা আবেদন থাকবে। তারপরে এস, বি, আই যদি দায়িত্ব নিতে না চায় তাহলে আমাদের বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, গণ্ডাছড়ার অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে কমলপুর না করে আমবাসায় সেই সুবিধা করা যায় কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমরা জানি আমবাসায় একটা ট্রেজারী হয়েছে। পরবর্তী সময় দেখছি আমরা কি করতে পারি।

শ্রীঅনিল চাকমা :— প্রতি বৎসর ৯০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা তেলের খরচ হয়। আমাদের কমলপুরের কোন ব্যাংকে সাব-ট্রেজারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— বলেছেন তো ইউ. বি. আই. কে।

CALLING ATTONTION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয়ের নিকট থেকে একটি

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :— "রাজনগর ব্লক হেড কোয়ার্টার সহ রাজ্যে বিভিন্ন হেড কোয়ার্টারে কেরোসিনের ডিপো করা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

এখন মাননীয় খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে না পারেন তা হলে পরবর্ত্তী একটি তারিখ চাইতে পারেন যে দিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পরবেন।

শ্রী*গোপাল চন্দ্র দাস* (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ১৯-০৭-২০০০ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার **:—** আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি— শ্রীসমীর দেবসরকার এবং শ্রীঅমিতাভ দত্ত।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :— "উদারীকরণ নীতি ও সন্ত্রাসবাদী কর্য্যকলাপের জন্য রাজ্যে রাবার চাষের সংকট সম্পর্কে।

***মিঃ ডেপুটি স্পীকার* :—** আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদেবরায় ও শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

এখন আমি বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজকে বিবৃতি দিতে না পারেন তা হলে সময় চাইতে পারেন যে দিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী*নারায়ণ রুপিনী* (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগামী ২০-০৭-২০০০ ইং তারিখে বিষয়ের উপর বিবৃতি দেব।

***মিঃ ডেপুটি স্পীকার* :—** আমি নিম্ন লিখিত সদস্যগণের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। সদস্যদের নাম হচ্ছে শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস এবং শ্রীসুধন সাহা।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো :— রাজ্যে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "কাল প্রকাশিকা" ও "দৈনিক গণদূত"-এবং অন্যান্য কয়েকটি সংবাদ পত্রের প্রতি বৈষম্যমূলক বিজ্ঞাপন বিধি এবং কাল প্রকাশিকা পত্রিকার সম্পাদকের এক্রিয়েশান কার্ড আটকে রাখা সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদাস ও সাহা কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

এখন আমি তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। উনি যদি এখনই এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে না পারেন তা হলে সময় চাইতে পারেন কবে এই বিষয়ের উপর উনি বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীজীতেন চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ২০-০৭-২০০০ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখানে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ তো অনেক গুলি আছে। এই গুলি কি লে করে দেব?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, তাই ঠিক হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ যেগুলি আছে সবগুলিই লে করা হল।

ANNEXURE—'C'

LAYING OF REPLIES TO THE POSTPOND QUESTIONS.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো :— লেয়িং অব্ রিপ্লাইস্ টু দি পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্।

বিধানসভার গত অধিবেশনে পোস্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চানস নাম্বার ১৪৮ এবং পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চানস্ ৪৫, ৫৪, ৬০ এবং ৮০ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৮ এবং পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান্ নাম্বার ৪৫, ৫৪, ৬০ এবং ৮০ এর উত্তর সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আই বেগ টু লে কপি অব ইচ্ অব দি রিপ্লাইস্ পোস্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৮ এবং পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫, ৫৪, ৬০ এবং ৯০ অন্ দি টেবিল অব দি হাউজ।

ANNEXURE—'D' & 'E'

PRESENTATION OF PETITIONS

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : - মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি ৩(তিন)টি পিটিশন পেয়েছি। প্রথম পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রীসুভাষচন্দ্র নাথ এবং গং ১০৫০ জন।

পিটিশনটির বিষয়বস্তু হলো :— "Regarding prayer for reconstruction and development of the road from T: M. Road (Krishnapur) to Chebri via Ghilatali, South Krishnapur, North Krishnapur, West & North Ghilatali,

Durgapur, South Durgapur, Santinagar to solve the problems of the people of that backward areas who are suffering from long period. পিটিশানটি ফরোয়ার্ড এবং কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়।

এখন আমি বিধানসভার সচিব মহোদয়কে নির্দেশ দিচ্ছি পিটিশানটি এই সভায় উত্থাপন করার জন্য।

(মাননীয় সচিব মহোদয় সভায় পিটিশানটি উপস্থাপন করেন)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— দ্বিতীয় পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রীপুষ্পরঞ্জন দেববর্মা এবং গং ৫১১ জন। পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো :—

"Regarding prayer for establishment of a new Trible Rest House in the Town area of khowai Sub-Division."

তৃতীয় পিটিশানটি দিয়েছেন শ্রীনয়নিবন দেববর্মা এবং গং ২১৩ জন। পিটিশানটির বিষয়বস্তু হলো :— Regarding prayer for establishment of a primary Health Centre in the nearest area of the market of Ratanpur Gao-Sabha under Khowai Police Station.

পিটিশান দুইটি ফরোয়ার্ড এবং কাউন্টার সাইন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপদ্মকুমার দেববর্মা মহোদয়।

এখন আমি বিধানসভার সচিব মহোদয়কে নির্দেশ দিচ্ছি পিটিশানগুলো এই সভায় উপস্থাপন করার জন্য।

(মাননীয় সচিব মহোদয় পিটিশানগুলো সভায় উপস্থাপন করেন)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য-পরিচালন বিধির ২২৭ নং ধারা মূলে উক্ত পিটিশানগুলো পিটিশান কমিটিতে প্রেরণ করা হলো।

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORTS

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— কমিটি অন্ এ্যাষ্টিমেটস্-এর প্রতিবেদন (৫৪তম রিপোর্ট) সভার সামনে উপস্থাপন

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার, চেয়ারম্যান অব দি কমিটি অন্ এ্যাষ্টিমেটস্ মহোদয়কে অনুরোধ করছি কমিটি চুয়ান্নতম প্রতিবেদনের প্রতিলিপি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কমিটি অন্ এ্যাষ্টিমেটস্-এর চুয়ান্নতম প্রতিবেদন (ফিফ্টি ফোর্থ রিপোর্ট) সভার সামনে পেশ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা কমিটি রিপোর্টের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

GOVERNMENT BILLS—Introduced

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "The Salary, Allowance and pension of members of the Legislative Assembly (Tripura) Fourteenth (Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 11 of 2000)" উৎথাপন। আমি এখন সংসদীয় বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় ডেঃ স্পীকার মহোদয়, "The Salary, Allowance and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Fourteenth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 11 of 2000)" এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সংসদীয় বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হলো :— "The Salary, Allowance and pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) Fourteenth Amendment) Bill, 2000 (Tripura Bill No. 11 of 2000) এই সভায় উৎথাপনের অনুমতি দেওয়া হউক।

উক্ত বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "The Tripura protection of Interest of Depositores (In Financial Establishments) Bill, 2000 (Tripura Bill No 12 of 2000)"

উৎথাপন। আমি এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, "The Tripura protection of Interest of Depositores (In Financial Establishments) Bill, 2000 (Tripura Bill, No 12 of 2000)" এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হলো :— "The Tripura protection of Interest of Depositores (In Financial Establishment) Bill, 2000 (Tripura Bill, No. 12 of 2000)" এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক। উক্ত বিলটি সভা কর্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হলো। সভার প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "হাফ এ্যাণ্ড-আওয়ার ডিসকাশান"। আজকের কার্য্যসূচীতে একটি হাফ এ্যাণ্ড-আওয়ার ডিসকাশান এর উপর নোটিশ আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয়।

নোটিশের বিষয়বস্তু হলো : — "রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের নিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সম্পর্কে।"

মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয় গত ১৩-০৭-২০০০ ইং তারিখে উক্ত বিষয়বস্তুর উপর তারকা (*) চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের নাম্বার ১১১ এই সভায় উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু উক্ত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উক্ত প্রশ্নের উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয় বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য একটি নোটিশ দিয়েছেন এবং বিষয়বস্তুটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আলোচনার জন্য উহা সভায় উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিষয়বস্তুটির উপর উনার আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার বিষয়টি" রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সম্পর্কে।" আমি একটি প্রশ্ন এনেছিলাম গত ১৩-০৭-২০০০ ইং তারিখে এর উত্তর পেয়েছি। যে ২৫টি দপ্তর ছাড়া অন্য দপ্তরে প্রায় তিন হাজারের মত অনিয়মিত কর্মচারী রয়েছে এবং বাকীগুলো তথ্য সংগ্রহহীন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই মোশানটি হাফ এ্যাণ্ড-আওয়ার এ আনতে হয়েছে। আমরা জানি বা সকলেরই জানা প্রায় ১৭ হাজার কর্মচারী অনিয়মিত ভাবে কাজ করছে বিভিন্ন দপ্তরে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি মোশানটা এনেছি, নিশ্চয়ই আমরা জানি এবং সকলেও জানে। প্রায় ১৭,০০০ এর মত অনিয়মিত কর্মচারী বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করেছে এবং সেটা স্টেটম্যান্ট অব্ ইরেগুলার এমপ্লয়ীজ রিপোর্ট অন্ ৪র্থ ত্রিপুরা পে কমিশান্ ২৬০ নং পেজ এ সেটা ছিল ০১.০১.১৯৯৬ পর্যন্ত ১৬,১০৬ জন, পরে আর ৪ বছর হয়েছে এর মধ্যে নিশ্চয়ই আরও অনিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ হয়েছে প্রায় ১৭,০০০ হবে। এবং এই ১৭,০০০ কর্মচারীর পরিবারের লোক সংখ্যা প্রায় এক লক্ষের উপর। সেই এক লক্ষের উপর লোকজন সুযোগ সুবিধা থেকে তাদের যে সাংবিধানিক

অধিকার তা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। সমকাজে সমবেতন সেটা সংবিধানেরই অধিকার, সেই অধিকার সেখানে লংঘিত হচ্ছে। যারা অনিয়মিত কর্মচারী কাজ করছে আমরা জানি নিয়মিত একজন কর্মচারীর চেয়ে কম করেন না। কিন্তু বেতনের বেলায় তারা কি পাচ্ছেন তা আমি আপনি সবাই জানি। যে ১.১ ৯৬ সেখানে স্টেট্‌ম্যান্ট ছিল, গ্রুপ-বি এর স খ্যা ছিল ২৯, গ্রুপ-সি এর সংখ্যা ছিল ৩ ৭৪০, গ্রুপ-ডি এর সংখ্যা ছিল ১১,১৬৪, নন্‌ গর্ভনম্যান্ট ছিল ৯২৩, গ্রুপ-সি এবং বি ১৮০ জন। এই মিলিয়ে ১৬.১০৬ জন ছিল, একজন অনিয়মিত ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে দেওয়া হচ্ছে ১,৫০০ টাকা, কিন্তু একজন নিয়মিত ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে দেওয়া হচ্ছে ২,৬০০ ডি. এ. ৫৭২ টাকা, এম এ ১০০ টাকা সি এ ১০০ টাকা, এইচ্. আর ৩০০ টাকা এবং ডব্লউ.এ ২৫ টাকা এই মিলে ৩,৬৯৭ টাকা। আর সেই ক্ষেত্রে অনিয়মিত একজন কর্মচারী একজনকে দেওয়া হচ্ছে মাত্র ১,৫০০ টাকা, এতে করে একজন কর্মচারীকে প্রতিমাসে ২.১৯৭ টাকা করে কম দেওয়া হচ্ছে। তেমনি ভাবে গ্রুপ-সি কর্মচারীর পায় ১,৬৫০ টাকার মত, সেইখানে প্রায় ২,৭৭৪ টাকা করে অনিয়মিত কর্মচারী নিয়মিত কর্মচারী চেয়ে কম বেতন পাচ্ছে। এছাড়া কৃষি দপ্তরে কিছু পার্মানেন্ট লেবার আছে তারা ১,৭০০ টাকা পাচ্ছে। ১৯শে জুন মন্ত্রী সভায় কর্মচারীদের কিছু ছুটি সংক্রান্ত প্রকল্প ঘোষণা করেছেন, এতে দেখা গেছে অর্জিত ছুটিও সেখানে দেওয়া হয় না। তাদেরকে আকস্মিক ছুটি ৯দিন দেওয়া হয়েছে। আর ৪ দিনের যাতে ছুটি দেওয়া হয় তার দাবী আমি করছি। গ্রুপ ইনস্যুরেন্স এর কোন সুযোগ করা হয়নি, এবং পেনশান্ বেনিফিট্ তাদেরকে ১০০ টাকা সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ ৪০০ টাকা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে আমি বলব ১০ বছর পূর্ণ হলেই যাতে ফুল বেনিফিট দেওয়া হয় সেই দিকে যাতে লক্ষ করা হয়। গত ফেব্রুয়ারী মাসের ৬ তারিখ কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষে হারাধন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা ডেপুটেশানে গিয়েছিলেন। সেই দিন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অবাক হয়ে বললেন অনিয়মিত কর্মচারীরা এত অল্প বেতনে চাকরি করছেন তা জানেন না, এটা দৈনিক সংবাদ পত্রিকার ৭ ২-৯৯ এ বেরিয়েছিল। এছাড়া এই সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের আরও সমস্যা আছে। সেটা অনেকেরই বয়স হয়ত শেষের পথে তারা কখন রেগুলার হবে ঠিক নেই। অনেকের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তাদের অনেক সমস্যা। যাদের চাকরির বয়স পেরিয়ে গেছে তাদের কি হবে ? এছাড়া আমরা আরও লক্ষ করছি, ১৯৯২ সালের পরে অনেক দপ্তরে ডি. আর. ডব্লু বা কেজুয়াল কিছু কর্মচারী ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই ছাঁটাই করা হয়েছে। মিউনিসিপ্যাল দপ্তর থেকে এবং এমনকি আমাদের এই পবিত্র বিধানসভা থেকেও। পরবর্তী সময় হয়ত অনেকে মামলা করেছিল, অনেকে মামলা করেনি এদের মধ্য থেকে কাজ আবার অনেককে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে অনেকে বাদ রয়ে গেছে।

এখানে আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতার সঙ্গে একজন কাজ করছেন,

অশোক কুমার গুপ্ত। এখানে কর্মচারী ছিল সে মামলা করেনি মাননীয় বিরোধী দলনেতার সঙ্গে কাজ করছে ৬ মাস ধরে উনি বেতন পাচ্ছেন না বা অনিয়মিত হিসাবে নিয়োগ না করার ফলে আমরা কালকে বিরোধী সদস্যরা আমাদের মাননীয় স্পীকার মহাশয়ের কাছে গিয়েছিলাম। স্পীকার মহাশয় সন্তোষ জনক আশ্বাস দিয়েছেন। সেটা মনে করি উনি বলছেন মানবিক দিক থেকে বিচার বিবেচনা করে, যাতে তার কাজটা ফিরিয়ে দেওয়া যায় এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আর যে আশ্বাস তিনি দিয়েছেন তাতে আমরা খুব আশ্বস্ত হয়েছি। আমরা আশা করি কিছু দিনের মধ্যে সে কাজে যোগ দিবে। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোক আজ সেখানে কাজ পাচ্ছে না। আর যারা কাজ করেছে সেই পূর্ণ সুবিধার আর তারা সরকারের সুযোগ সুবিধাগুলি পাচ্ছে না, সেই দিক থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া আমরা লক্ষ্য করছি পূর্ত দপ্তর অর্থ দপ্তরের অনুমোদন নিয়ে এবং তপশিলী জাতি এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তর সুনির্দিষ্ট মতামতের ভিত্তিতে ইন্টারভিউর মাধ্যমে ১৮৭ জন নিয়োগ করা হয়েছে, এর মধ্যে ১০০ জন ডিগ্রী হোলডার। ডিপ্লোমাহোলডার হচ্ছে ৮৬ জন। এটা ১৯৯৭ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর তাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি এই ইঞ্জিনীয়ার অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারএর মতো গ্রামে পাহাড়ে কাজ করছে। অথচ তারা সমান পরিশ্রম করছে। কিন্তু একজন ইঞ্জিনীয়ার যে জায়গায় ১২ হাজার ১৫ হাজার টাকা পাচ্ছেন। আর এই ক্ষেত্রে তারা শুধু ৩৩০০ টাকা পাচ্ছেন। সুনির্দিষ্ট ইন্টারভিউর মাধ্যমে তাদেরকে নিয়োগ করার ফলে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন এবং ইন্টারভিউর সেই সাপেক্ষে নেওয়ার পরেও আমরা শুনতে পাচ্ছি তাদের কম বেতন দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে রেগুলার করতে হবে তাতে নাকি আবার টি পি এস সির মাধ্যমে যেতে হবে। একবার ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে সমস্ত নিয়ম নীতি মেনে এবং তাদেরকে অনিয়মিত কর্মী হিসাবে ফিকসপে হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে আবার নাকি ইন্টারভিউ নিতে হবে টি পি এস সির মাধ্যমে। এই নিয়ম নীতি মেনে তাদেরকে রেগুলার করা হবে, আজকে আমরা বিভিন্ন কথাবার্তা শোনেছি। আমি মনে করি যেহেতু ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছিল, এখন মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত ক্রমে বাসর কারের নিয়ম অনুসারে রেগুলার করতে কোন বাধা আছে কি না? তাদের প্রতি নজর রেখে সেই ১৮৭ জন ডিগ্রী হোল্ডার এবং ডিপ্লোমা হোল্ডারদের, ইঞ্জিনীয়ারদের যাতে অতি সত্বর নিয়োগ করা যায়, এবং নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। আবার তাদেরকে স্থায়ীর বেতন থেকে পূর্ণ বেতনে নিয়োগ করার জন্য এই হাউসে একটা সর্বসম্মতি রাখছি। আরও অনেক কিছু বিষয় আছে আমি বিস্তারিত এইগুলি বলতে চাই না। এটা একটা বিরাট সমস্যা এই সমস্যার মধ্যে প্রায় ১৭ হাজার কর্মচারী রয়েছে। আর এক লক্ষ, সোয়া লক্ষ মানুষ সেখানে তাদের সেই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের প্রতি বিচার বিবেচনা করে অতিসত্বর যাতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এবং তাদেরকে যাতে পূর্ণ বেতনে নিয়োগ করা হয় সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ

করছি। আমি সকল সদস্যদের কাছে দাবি রাখছি এই প্রস্তাবটি যাতে সমর্থন করেন। এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— রবীন্দ্র বাবু আপনারা বলুন। রবীন্দ্রবাবু ও দিয়েছেন, নগেন্দ্রবাবু ও দিয়েছেন। বলুন ৫ মিনিট করে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূ এবং কোন সন্দেহ নেই। স্যার এই রাজ্যে প্রায় ১৭ থেকে ১৮ হাজার অনিয়মিত কর্মচারী রয়েছে। এটা একটা অনির্দিষ্ট কালের এইভাবে চলতে দেওয়া যায় না। স্যার, নিশ্চয়ই একটা আইন করা উচিত, এত বছর অনিয়মিত বা কন্টিজেন্ট কর্মচারী কাজ করলে পরে তাদেরকে রেগুলার করার আইন করা যায় কিনা? এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব।

কারণ আমরা দেখছি যে, অনেক সময় সমানভাবে যারা রেগুলার কাজ করে তারা সমান ভাবে কাজ করা সত্ত্বেও তাদের উপরে নানা রকম অত্যাচার আসে এবং সময় একটা ভায়ে কাটাতে হয় যে ডি. আর. ডব্লুউদের যে কোন সময় ছাঁটাই করে দিতে পারে তার কোন গ্যারান্টি নাই। অথচ ১৫ বছর ১৬ বছর কাজ করার পরে তার নিশ্চয়ই একটা আশা থাকে যে কবে নাগাদ আমাদের রেগুলার করা হবে এবং তারা বিভিন্ন দপ্তরের রাজনৈতিক শিকার হয়ে এমন কি পার্টি লেভেলেও আলোচনাক্রমে অনেক সময় কথাবার্তা এবং প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়ে থাকে। আবার এও আমরা দেখছি যে যারা সবচেয়ে মন্ত্রীর কাছের লোক, পার্টির কাছের লোক তারা সিনিয়রিটি ডিঙ্গিয়ে অর্থাৎ ১৮ বছর ডি. আর. ডব্লিউ করা সত্ত্বেও যারা পায় না অথচ দেখা যায় তিন বছর বছর পরেও সে রেগুলার হয়ে যাচ্ছে। এটা যে কোন সরকারের আমলে আমরা দেখছি যে এই রকম কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক শিকার হয়ে থাকে এবং আরো একটা দেখি স্যার, যারা ডি. আর. ডব্লিউ কাজ করেন তাদেরকে দিয়ে অনেক সময় বাড়তি কাজও করানো হয়। কারণ তাদের একটা ভয় থাকে। তার অফিসারের উপরে একটা ভয় থাকে যদি অফিসারের কথা না শুনি তাহলে পরে হয়তো চাপ বলবেন যে ডি. আর. ডব্লিউ লোকটা চলে না। তখন তার পরিবার কি করে খাবে, কিভাবে ভরণ পোষণ হবে এইগুলি নিশ্চয়ই চিন্তা ভাবনা থাকে। মানবিক দৃষ্টিতে এটা আমাদের সকলেরই চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। এই হাউসে নিশ্চয়ই সকলে একমত হবেন। এই ক্ষেত্রে জেনারেল পোষ্টই সবচেয়ে বেশী তবে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ট্রাইবেলদেরকেও দেখছি যে, বিভিন্ন এস টি পোষ্ট থাকা সত্বেও তাদেরকে ডি. আর. ডব্লিউ করে রাখা হয়েছে। এখানে মাননীয় সদস্য যিনি বলেছেন উনি এস. সি সম্প্রদায়ের। এস সিও দেখেছি। স্যার আমার জানা মত ডি. আর. ডব্লুউতে এম. এ

পাশ, বি. এ পাশ, হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ, মাধ্যমিক পাশ প্রচুর আছে। কিন্তু তাদের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তী সময় তাদেরকে ছাঁটাই করে দেওয়ার পরে তারা নতুন করে চাকুরীর আহ্বান করা হয় তার কোন সুযোগই দেখছি না। তার মা বাবা পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়েছেন সেটা কোন কাজেই আসছে না। আমি অর্থমন্ত্রী এবং মাননীয় মন্ত্রীদের অনুরোধ করব যে এটা একটা আইন করা যায় কিনা। এটা বিবেচনা করে কিভাবে এটা সমাধান করার একটা পথ আসতে পারে এটা দেখবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে ছোট বক্তব্য, ব্যাপারটা হল মাননীয় সদস্য প্রকাশ বাবু বলেছেন সম কাজে সমবেত হওয়া। এটা কন্‌স্টিটিউশানে এপ্রোভড্‌ এবং কোন একজনকে আমি যে কাজ করাব এবং সেই কাজ যদি আরেক জনকে দিয়ে করাই তাহলে ইকোয়েস্ট্‌সি আমাকে এই পয়সাটা দিতে বাধ্য। নতুবা দেখা যায় আমি ঐ কাজটা করেছি তাকে শোষণ করছি কিন্তু তার কাজের পয়সাটা আমি দিচ্ছি না। সে কাজ করছে অথচ কম পয়সা দিয়ে। এটা আমি সবসময়ের কথাই বলছি। ১৮ বছর ধরেও কেউ কেউ ফিকস্ত্‌ পেতে আছে। সুতরাং গভর্ণমেন্টের একটা নীতি হওয়া উচিত। এটা ঠিক ৪ঠা জুলাই ২০০০ ইং এ গভর্ণমেন্ট অনিয়মিত কর্মচারীদের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এটা ১লা এপ্রিল ২০০০ ইং থেকে কার্য্যকারীতা দিয়েছেন এটার সার্কুলারটা আমার কাছে আছে। প্রশ্ন হল এই জিনিষটা আমি স্টাডি করি নাই। কিন্তু আমার মনে হয় এটাই নর্ম্যাল কোর্স শূন্যপদগুলিতে টাইম টু টাইম শূন্য পদে প্রত্যেক মাসে বা প্রত্যেক বছরই রিটায়ার্ড হচ্ছে। এই পোষ্টের জন্য দিল্লী থেকে টাকা আসছে এই সমস্ত টাকাই তো ৯৮ শতাংশ টাকা দিল্লী থেকে আসছে। শূন্যপদগুলির জন্য যদি অনিয়মিত কর্মচারী নিয়ে নেয় নতুন করে তাহলে নিউ এ্যাপয়েন্টমেন্ট যে টাকা লাগবে রিটায়ারমেন্টের সময় যখন যাবে তখন গভমেণ্টের সেফ হবে। আমার কাছে হিসাব হল গ্রুপ-বি কর্মচারী আছে ৯৯ জন এবং গ্রুপ-সি কর্মচারী আছে ৪ হাজার ৬শ ৬১ জন। বর্তমানে গ্রুপ-বি এবং গ্রুপ-সি দের দেওয়া হয়েছে প্রতি মাসে আশি লক্ষ টাকা। যদি নিউএ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় তাহলে এদের জন্য লাগবে দুই কোটি এগার লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা। এবং বেশী লাগছে এক কোটি একত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা। গ্রুপ-বি-তে আছে ১১ হাজার ৩৪৪ জন। প্রতি মাসে বর্তমানে লাগবে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ২০০ টাকা। যদি নিউ এ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় তাহলে লাগবে ৪ কোটি ১৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭৬১ টাকা। তাহলে

প্রতি মাসে বাড়তি নতুন কর্মচারীদের জন্য ২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৬৮ টাকা। অতিরিক্ত আনুমানিক প্রয়োজন ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫৬৮ টাকা লাগছে। এবং এখানে ফিকস্‌ড, কনটিজেন্ট আছে ১২০০। পার্ট টাইম ওয়ার্কার টু আওয়ার্লি ৩১৬ জন। পার্ট টাইম থ্রি আওয়ালি ৮৮ জন। পার্টটাইম ফোর আওয়ারলি ২৬২ জন। ডেইলি ওয়ার্কার ক্ল্যারিক্যাল ১১২২ জন। ডেইলি টেকনিক্যাল ৮৮৭ জন। ডি আর ডব্লিউ ক্যাজুয়েল লেবারস্ ১৮৩৭ জন। ডি আর ডব্লিউ ক্যাজুয়েল লেবার ৮৪০ জন। এবং মাষ্টার গ্রুপ আছে ২৫৮৬ জন। পারমানেন্ট ল্যাবার ১৪২৫ জন। হোমগার্ড ব্যাটেলিয়ানস্ ২৮ জন টি জিটি এস সুইপার ৩১ জন। ফর্ আর্টিস্ ১৫০ জন। অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার ১৬ হাজার ২৯৮ জন আছে (তারিখ ১-৩১-৯৯ ইং পর্যন্ত)। সুতরাং আমার মনে হয় যে টাকা আসছে অটোম্যাটিক্যালি নতুন কর্মচারী নিতে পারে এর জন্য অতিরিক্ত পয়সা লাগবে না। যে পয়সা আছে তা দিয়ে তা করতে পারে সুতরাং এখানে তাদের ভুলের মাশুল সাধারণ কর্মচারীদের দিতে হবে। এখানে এক দিকে এক্সট্রিমিষ্ট ভাইয়োল্যান্স ক্যাস বেশী। এখানে সিস্টেম হল একজন করে চাকরী পায় পরিবারে। তাদের পছন্দ মত জায়গায় তারা পোষ্টিং নিয়ে নেয়। এখন দেখা যায় এক্সট্রিমিষ্ট ভাইয়োল্যান্স ক্যাসও এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের উপর চলত এটা হেলতে পারে না। এটা অমানবিক। এদের পরবর্তী সময়ে এদের রেগুলার করা হবে এই রকম সার্কোলার যাতে তাকে তারপর চাকরী দেওয়া হোক। এবং তাদের পছন্দমত জায়গায় পোষ্টিং দিতে হবে। স্যার, বিষয়টি মানবিকতার দিক থেকে চিন্তা করা হয়েছে। কিন্তু এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট সীজ করে রেখে দিয়েছে। এটা হতে পারে না। মোট ইল্লিগেল। আমি এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে প্রশাসন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টিতে দিয়েছি। এটা স্যার, হতে পারে না। এটা অমানবিক। যদিও এডুকেশান দপ্তর বলছে, পরবর্তী সময় করা হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই জিনিসগুলো হতে পারে না। কাজেই এই জিনিসগুলো চিন্তা করার কথা বলছি। তবে অযৌক্তিক হলে খণ্ডন করুন, আপত্তি করব না। কিন্তু এটা দেখা উচিত এবং টাইম টু টাইম এত পারসেন্ট কেস্ রেগুলার করা হবে এ রকম সিদ্ধান্ত থাকা উচিত। স্যার, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আকস্মিক ছুটির ব্যাপারে। স্যার, এটা দিতে গেলে পয়সা লাগে না। নিয়মিত কর্মচারীরা ১২ দিন ছুটি পায়। তাদের এটা দিতে গেলে এর জন্য এক টাকাও লাগবে না। কাজেই করিজেনডাম দিয়ে এটা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় কিনা একটু চিন্তা করে দেখুন। স্যার, পেনশনের বয়স হচ্ছে, ৫৮ বৎসর। আবার চাকুরীর ক্ষেত্রে ৩৩ বৎসর না হলে চাকুরী বেশীও করা যায়। এখন ৩৩ বৎসর চাকুরী করলে একজন অনিয়মিত কর্মচারী পাবে মাসে ৪০০ টাকা। আর অনিয়মিত কর্মচারীরা পাবে, ফিফটি পারসেন্ট অবশ্য ২৫ পারসেন্ট ধরা হলেও মিনিমাম্ এবং ম্যাক্সিমাম্ অর্থাৎ সর্বনিম্ন ১০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৪০০ টাকা করা হয়েছে। স্যার, লিমিট কেন থাকবে। এখানে লেখা আছে, i) A warser

shall retire from service at the age a of 58 (fifty eight) years. ii) He/She shall be eligible for pension on completion of ten years qualifying service. iii) Minimum pension shall be Rs 100/- per month and maximum pension shall be Rs. 400/- per month. iv) The amount of retiring pension per month shall be calculated at the rate of 25% of the average wages. The amount of pension shall be such proportion of retiring pension as his total qualifying service corresponds to 33 (thirty three) years subject to a minimum of Rs. 100/- per month.

কাজে কাজেই আমি অনুরোধ করব, কমিজেনডাম দিয়ে ঢুকিয়ে দেবার জন্য। মাননীয় রবীন্দ্র বাবু এখানে অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার জন্য যে আইন করার কথা বলছেন তা আমি সর্বান্তকরণে স্বীকার করছি। স্যার, আমরা অল্প পয়সা পাই বলে ক্রাই করি। হাউসে হয়ত বলি না। কিন্তু বলি তো? স্যার, হোমগার্ড যারা আছেন তারা রাইফেল নিয়ে ডিউটি করছে। কিন্তু তারা ভাতা পাচ্ছে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন হোমগার্ডদের রেশন মানি দেবার জন্য বিবেচনা করছেন। একটা সিদ্ধান্ত, গভর্ণমেন্টের বিবেচনা করতে দেড় বছর লাগবে? এ হলে তো প্রশাসন চলতে পারে না? স্যার আমি বলব, এক লক্ষ আছেন এবং তাদের পরিবারে আরো এক লক্ষ আছেন। তাদের বাদ দিয়ে তো উন্নয়ন অসম্ভব। এটা সেন্টিমেন্টের ব্যাপার। তারা আমাদের বলে, তাদের কথা আমরা বললে সরকার পক্ষ মানতে রাজী হবে, এটা তাদের ধারণা। আপনারা দিচ্ছেন না কেন? কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তো টাকা আনছেন। এ্যামপ্লয়ী নিলে বলবেন টাটাই করে দাও। অবশ্য উইক মাইণ্ডের হলে মেন্টাল প্রেসার ক্রিয়েট করবে। কাজেই মানবিক দিক থেকে বিষয়টি চিন্তা করে দেখ ২/৩টে জিনিস কমিজেণ্ডাম করে ঢোকানো যায় কিনা ব্যাপারটি চিন্তা করে দেখার জন্য অনুরোধ করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, এর উপরে বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ মন্ত্রী মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে এখানে অনিয়মিত কর্মচারীদের উপর আলোচনা এসেছে তার উপর মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করতে গিয়ে অনেক কথা বলেছেন। আমি এর উপরে কিছু আলোচনা করব। প্রথমতঃ, আমি বলব, এগুলি আমাদের হাতে তৈরী হয় নি। যারা এই ব্যাপারগুলি তৈরী করে তারা আজকে এখানে বিরোধী বেঞ্চে বসে আছেন।

তাঁদের রাজত্বের সময় ন্যূনতম নিয়ম কানুন যা ছিল এগুলি না মেনে পকেটে কাগজ নিয়ে এই

সমস্ত চাকুরী দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। এই সমস্ত চাকুরী নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হয়েছে এবং হাইকোর্ট এ সমস্ত চাকুরীগুলিকে বেআইনী বলে রায় দিয়েছে। ২/১ টা দপ্তর থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার মানবিকতার দিক থেকে বিচার করে তাদের সবাইকে চাকুরীতে বহাল করেন। এই চাকুরীগুলি বেআইনীই হোক আর যাই হোক তাদের চাকুরী কিন্তু গ্যারান্টি নেই। অধিকাংশ চাকুরী হচ্ছে ৯০-৯১ বা ৯২ ইং সালে। এই সময়ের মধ্যে যারা চাকুরী পেয়েছিলেন তারা সবাই সরকারী যে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি আছে অধিকাংশই তারা পাচ্ছেন এখন। এই সমস্ত চাকুরী দিয়ে রাজনৈতিক নেতারা অপরাধ করেছেন কিন্তু যারা চাকুরী পেয়েছেন তারা তো অপরাধ করেন নি। অপরাধ যদি হয়ে থাকে তাহলে রাজনৈতিক নেতাদের হয়েছে যারা এসমস্ত চাকুরীগুলি দিয়েছিলেন তারা সবাই জানেন যে এইসমস্ত চাকুরী দিয়ে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছেন। তাদের চাকুরী যাতে কোনভাবে চলে না যায়, কেউ যাতে তাদের ছাঁটাই করতে না পারেন তার জন্য আমরা রুলস তৈরী করেছি এবং এই সমস্ত রুলস-এর অধীনে তাদেরকে যুক্ত করেছি। এখন পেনশান থেকে আরম্ভ করে এগুলি যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্ত করেছি। ছুটির দিন-ছয়দিন কাজ করলে তারা এক দিন ছুটি পাবেন, ন্যাশানাল হোলিডে তারা পাবেন এবং সরকার বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত ছুটি নোটিফাই করবেন সেগুলি তারা ভোগ করবেন। ৮টা ক্যাজুয়েল লীভ তারা পাবেন, ২০টা এ্যাকস্ট্রা অরডিনারী লিভে, মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিলে ছুটি ভোগ করতে পারবেন, তাদের আমরা মেটারনিটি লিভ ও অন্তর্ভুক্ত করেছি। সরকারী কর্মচারী যারা রেগুলার আছেন তারা ১২০ দিন মেটারনিটি লিভ পান, তারাও ১২০ দিন পাবেন। রাজ্য সরকারের ন্যূনতম পেনশনের সাথে তাদের যুক্ত করছি। পারমানেন্ট সার্ভিস কলস-এ এগ্রিকালচার, ফিসারী ডিপার্টমেন্ট, এনিম্যাল হাসবেন্ড্রি ডিপার্টমেন্ট, সেরিকালচার ডিপার্টমেন্ট-এ অলরেডি এই সুযোগ এ্যাকটেণ্ড করা হয়েছে। সেখানে প্রায় হাজার ডেইলি কর্মচারী এই সুযোগ ভোগ করছেন। তাদের ক্ষেত্রে পেনশনের সুযোগ রাখা হয়েছে ১০০ টাকা করে। এটা নিশ্চয়ই আমাদের সংশোধন করতে হবে; আমাদের চিন্তার মধ্যে ছিল পারমানেন্ট লেবার যারা ওয়ার্কিং ট্রি সার্ভিস কলস যে সুযোগগুলি আছে সবগুলি এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছি। এই বিষয়গুলির প্রতি আমরা মূল গুরুত্ব দিচ্ছি যাতে এদের নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেলতে না পারে। আমরা আজকে আছি কালকে নাও থাকতে পারি। কিন্তু তাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব যাতে বজায় থাকে মূলত সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে। সেই দিক থেকে অধিকাংশ দপ্তরগুলি ফিনান্স দপ্তরের এপ্রোভাল নিয়ে এই সমস্ত কর্মচারীদের চাকুরীর স্থায়িত্ব রক্ষা করবেন, পেনশনের বেনিফিট ইত্যাদিগুলি রক্ষা করবেন। সরকারী চাকুরীর মাঝখানে যারা রিটায়ার্ড করেছেন এই পদগুলি শূন্য থাকে। ফিনান্স কমিশন যখন আসেন তারা বসেন এবং সরকারী কর্মচারী কত থাকেন সেই ভিত্তিতে পোষ্ট ক্রিয়েশান করেন। কিছু টাকা

সেখানে সেভিংস হয়। যখন এই টাকা ফিনান্স কমিশন বা অন্য কোন দিক থেকে আসে বছর আমাদের লায়েবিলিটিজ বাড়ে। ডি. এ ব্যাপারে ফিনান্স কমিশনের রিপোর্টের মধ্যে এক্সট্রা ডি এর কথা ধরা থাকে না। সেভিংস যেগুলি থাকে সেগুলিকে সেইভ করে যারা চাকুরীতে থাকেন তাদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি সেগুলি এ্যাকসটেণ্ড আমরা করি। শূন্য পদের ব্যাপারে বলছি যে, যে পদ থেকে রিটয়ার করেছে সেই পদেইতো নিয়োগ করা যায় না। এই সমস্ত পদগুলিতে প্রমোশন দিয়ে ইত্যাদি রেগুলারাইজ করে নীচের দিকে পোষ্ট ক্রিয়েট করতে হয় এবং এর জন্য প্রচুর সময় লেগে যায়। কিন্তু আমাদের ফিনান্সিয়াল যা অবস্থা তাতে বর্তমানে আমরা কোন পোষ্ট ক্রিয়েট করতে পারি না। সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টের মৌ এর মিনিমম শর্ত হচ্ছে নূতন পোষ্ট ক্রিয়েট করা যাবে না।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট তার আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং সেটা হচ্ছে কোন অবস্থার মধ্যেও নূতন পোষ্ট ক্রিয়েট করা যাবে না। যারা এখন চাকুরীতে আছেন তাদের টেন পারসেণ্ট ছাটাই করতে হবে। কোন ভেকেন্সী পোষ্ট থাকলেও সেটা ফিলাপ করা যায় না সেগুলি সব এবলিশ করতে হবে। সেই জায়গায় আমাদের সরকার চেষ্টা করছেন সেখানে পোষ্ট ক্রিয়েট করে লোক নিয়োগ করার জন্য। সুতরাং সেই জায়গায় মাননীয় সদস্যর যে ভাবে বলছেন এটা ঠিক নয় কারণ আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে থেকে আমরা যতটুকু করতে পারি সেটাকে বিবেচনার মধ্যে রেখে করার চেষ্টা করি। আমি মাননীয় সদস্যদের বলতে পারি সুযোগ সুবিধার কথা যেগুলি বলা হয়েছে সেগুলি তো একেবারে শেষ কথা নয় আমরা কলমের মধ্য দিয়ে তাদের চাকুরীর গ্যারান্টি দিতে চাই। শিক্ষা দপ্তরে কিনসট পেতে যে চাকুরীগুলি দেওয়া হয়েছিল সেগুলি সবগুলি রেগুলার করা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার,

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন তো।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এর আগে আমি একটু বলে দিই। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বলেছেন পেনশনের ব্যাপারে উনারা ভেরিফাই করে দেখছেন। আর একটা হচ্ছে সরকারী কর্মচারী কেউ মারা গেলে তাদের পরিবর্তে কাউকে চাকুরী দেওয়া হয় না। এই ব্যাপারটা বোধ হয় মানবিক দিক দিয়ে চিন্তা করা উচিত। লাষ্ট পয়েট ডাই-ইন-হারনেসের কেইসটা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— না, এই ভাবে হয়না কারণ ডিসকাশনের পর আলোচনা করা যায়না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— ডিসকাশন কি শেষ হয়েছে?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— না, হয়নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, আমি কি বলব আপনি শুনবেন তো। আমি নাম দিয়েছিলাম কিন্তু বক্তব্য রাখব না কারণ সময় নেই তাই আমি দুই একটা পয়েন্ট মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাইছি। একটা হচ্ছে এস. সি. ডবলিউ. টি.-তে ৬/৭ বছর ধরে ইরেগুলার পোষ্ট পড়ে আছে সেই পোষ্টগুলি এখন যদি রেগুলার হয়ে থাকে তাহলে সেই পোষ্টের এগেন্সে লোক নেওয়া হবে কিনা। আমরা দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে, হোমগার্ডে যারা দীর্ঘ দিন ধরে আছে তার নিয়ম হচ্ছে তাদের কাছ থেকে একটা পারসেইনটেজ নিয়োগ করে রেগুলার পোষ্টের এগেন্সে দেওয়া হয়, এই প্রসেসটা চালু রাখা হবে কিনা। আমার তৃতীয় পয়েন্ট হচ্ছে, এগ্রিকালচারে পার্মানেন্ট যারা লেবার আছে তাদের কাছ থেকে একটা পারসেইনটেইজ বি, এল ডবলিউতে রেগুলার পোষ্টের এগেন্সে নেওয়া হয়। এটা চালু রাখা হবে কিনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে ইতিমধ্যে তাই আমি খুব বেশী বলব না মাননীয় অর্থমন্ত্রী মোটামুটি বিষয়গুলি বলেছেন। বিষয়টা এখানে যেটা তুলেছেন সেটা তো নিশ্চয় আমাদের সরকারের পক্ষে অসুবিধা জনক ব্যাপার। মাননীয় সদস্য যা বলেছেন একইরকম কাজ করেন কিন্তু দুই রকম বেতন পান, ট্রিটমেন্ট এই রকম হচ্ছে খুব দুর্ভাগ্যজনক এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রবলেমটা হলো যারা অনিয়মিত এবং অনিয়মিত পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হয়েছে এদেরকে নিয়মিত করা সমস্যা হয়ে যায় মূল প্রবলেমটা হচ্ছে এই জায়গায় আমি ডিটেলস্-এ যাচ্ছি না। এই অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য লাষ্ট কেবিনেটে আমরা যে সমস্ত ডিসিশান নিয়েছি তার তথ্যের কোন জায়গায় এই ধরণের কর্মচারীদের জন্য এই যে ব্যবস্থাগুলি আমরা নিলাম কোন ষ্টেটে নেই, দিস ইজ ফার্ষ্ট। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমরা যা নিয়েছি তা-ই যথেষ্ট বা শেষ। কতগুলি প্রশ্ন এখানে এসেছে সেগুলি

নিশ্চয়ই আমরা দেখার চেষ্টা করব। আমি কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্বের সাথে কথা বলেছি কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে যারা সমন্বয় করেন বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শুধু তারা নয় এর বাইরেও যারা আছে তাদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। আমি জানিনা তারা প্রকাশ্যে বলবেন কিনা? কিন্তু কথাবার্তা যা বলেছেন যে, আপনারা যেটা করেছেন, আপনারা নিজেরা এটাকে প্রচার করেছেননা কেন? ইট ইজ এ বিগ এচিভমেন্ট ফর দি গভর্ণমেন্ট। আমি বলেছি, আমরা নিজেরাই সন্তুষ্ট না, আমরা মনে করি আরও কিছু করা যেতে পারে। পরীক্ষা নীরিক্ষা করে আমরা অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছি। কেউ কেউ আবার অনশনের হুমকি দিচ্ছেন। হুমকি না দিয়ে সহযোগীতা করুনলা, সেটাও বলেছি। সে যাই হোক, আমি যে প্রসঙ্গে বলতে চাই, এখানে যে কঙ্ক্রীট প্রস্তাবটা এসেছে, সেটা হচ্ছে খালি জায়গায় তাদেরকে পূরন করার যে পারসেনটিজ সেই ব্যাপারে প্রবলেমটা-ত এই জায়গায়, এটা করা যাবেনা। কারণ এটা নেওয়ার সময় হানড্রেড পয়েন্ট রোস্টার মানা হয়নি। ক্লাস-ফোর একটা তপশিলী ছেলে পাওয়া যাবেনা, ক্লাস-ফোর একটা ট্রাইবেল ছেলে পাওয়া যাবেনা। এটা কথা হল? কি বোবাটি এখানে সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা বলছি, কলেজে আমরা যে পার্ট টাইম লেক্‌চারার নেব, পার্ট টাইম লেক্‌চারার নেওয়ার ক্ষেত্রেও হানড্রেড পয়েন্ট রোস্টার মেনে নেব। এটা মানা হয়নি। এই ক্ষেত্রেও মানা হয়নি, মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রেও মানা হয়নি। এটা না মানা অন্যায় হয়ে যাবে। আজকে এখানে পারসেনটেজের ব্যাপারে বলছেন আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা বলেছি, সেই দপ্তরের পোষ্ট খালি হচ্ছে। এর মধ্যে বয়স ইত্যাদি আছে, আবার যারা কাজে তারা যদি ইন্টারভিউ দেয় আমরা বলছি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে যাতে ব্যাপারটা কনসিডার করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু লিখিত কোন নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে না। এটা আছে এখানে এবং এটা ঘটনা আমি বলি, এটা করেও কিছুকে রেগুলার করা যায়। দুবলতাটা এই জায়গায় থেকে যাচ্ছে। আমাদের গুড উইশ থাকা সত্ত্বেও এটা ইন্টারভিউর মধ্যে দিয়ে যখন ফুলফিল হয় খালি জায়গাগুলি সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে করা যাচ্ছেনা। এটা ঘটনা। এটা যাতে খানিকটা টেক-আপ করা যায় উই উইল টেক আপ দিস মেটার উইথ অল সিনসিয়ারিটি। দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে, এখানে চট করে কোন কোটা ডিক্লেয়ার করা কঠিন। অনেকের বয়স হয়ে গেছে বুঝতেই পারছেন, তাদের ক্ষেত্রে এর বাইরে তাদের কি সাহায্য করা যায় চট করে বলতে পারছি না। শুধু এখানে যেটা নিয়ে এসেছে, আমাদের সভার যে সেন্টিমেন্ট এবং আমাদের সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের তো ডিসিশানের মধ্যে দিয়ে এটা অ্যাক্সপেস হয়েছে। কাজেই এটা ভিন্ন মতের কিছু না। এরপরেও আরও বেটার ট্রিটমেন্ট কি করা যায়, স্টেট গভর্ণমেন্ট চিন্তাভাবনা করবে, করে টাইম টু টাইম যে ধরণের সুযোগ বা বেনিফিট তাদের অ্যাক্সটেণ্ড করা যায় যেগুলো করার চেষ্টা আমরা

করব। পরবর্তী সময়ে যে দুটো প্রশ্ন এখানে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এনেছেন হোমগার্ডদের সম্পর্কে। হোমগার্ডদের এটা নরমেল কোর্স হয়। হোমগার্ড থেকে পুলিশ যখন তারা যান তাদের ইন্টারভিউ হয় এবং সেখান থেকে সেই পারসেনটেজ ফিল-আপ করা হয়। এটার সংখ্যাটা আমরা বাড়ানোর জন্য বলেছি। হোমগার্ডদের ফিফটি পারসেন্ট টাকা আমরা হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে পাই আর ফিফটি পারসেন্ট স্টেট গভর্ণমেন্ট দেয়। এটাকে ফারদার স্ট্রেংথেন করার জন্য নতুন প্রপোজাল নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। হোমগার্ডদের আমরা আরম্স ট্রেনিং দেওয়ার চিন্তা করছি। এই যে ধরুন আমরা ভিলেজ ডিফেন্স পার্টির কথা বলেছি, এটার পাশাপাশি আরম্স ট্রেনিং যদি তাদেরকে আমরা দিতে পারি তাহলে আমরা সিভিল ডিফেন্সের জন্য কাজে লাগাতে পারব। এই ব্যাপারে নতুন প্রপোজালের চিন্তা করছি আমরা। আর একটা এগ্রিকালচারের ফার্মের কথা বলছেন, এটা পরিস্কার বলতে পারছি না। যদি এরকম প্রভিশান থাকে নিশ্চয়ই সেটা মানব। প্রচলিত যে বিষয়গুলি, সেগুলি কোনটাই নষ্ট করার চেষ্টা হবে না বরং এগুলি প্রমোট করা, ডেভালাপ করা ফারদার ইমপ্রুভ করার জন্য যা যা করা সেটা করার আমরা চেষ্টা করব। এই হচ্ছে এই ব্যাপারে মোটামুটি বক্তব্য।

DISCUSSION AND VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS FOR 2000-01

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— ২০০০-২০০১ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।"

আজকের কার্যসূচীতে মোট ২৯টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয়বরাদ্দের দাবীগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীমহোদয়ের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলো পেয়েছেন। আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব আছে সেগুলো একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষে আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে ভোটে দেব। আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করব তাঁরা যেন তাঁদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। এখন ৫টা বাজতে আর ১ ঘন্টা ৩৫ মিনিট বাকী। আলোচনার জন্য দুই ঘটা সময় রাখলাম। মানে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত। আপনারা কে কে বলবেন নামগুলি দিয়ে দিলে ভাল হয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও ফিন্যান্শিয়াল বিজনেস শুরু হয়ে যাচ্ছে, এখানে ইনট্রডিউস করার কোন সুযোগ নাই। কালকে থেকে মাননীয় সদস্য একটা প্রসঙ্গ তোলার চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে ইউসুফ কমিশনের যে সাবমিটেড রিপোর্ট এটা সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের অবস্থান কি। আমি হাউসে ছিলাম না কিন্তু আমি শুনেছিলাম আপনি বলেছিলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী নাই পরবর্তী সময় যখন উনি থাকবেন তখন বলবেন এবং এটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কালকে প্রশ্ন পর্ব শেষ হওয়ার পর বলেছিলেন। তা এখনো ফিন্যান্শিয়াল বিজনেস শুরু হচ্ছে, যদি আপনি বলেন আমি আমাদের একটা স্টেটমেন্ট বলে দিতে পারি। আর যদি পরে বলেন তো পরে বলব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না, এটা আগেই শেষ করে ফেলুন, এটা শেষ হলে পরে আমরা ফিন্যান্শিয়াল বিজনেস শুরু করব।

STATEMENT MADE BY THE CHIEF MINISTER

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা যেন আবার প্রীসিডেন্ট না হয়, আমি অনুরোধ করব হাউসকে নরম্যাল ফিন্যান্শিয়াল বিজনেস শুরু হলে পরে ইন্ট্রডাকশন্ করা যায় না। কিন্তু এটাকে প্রীসিডেন্ট হিসাবে ধরাটা ঠিক হবে না।

এখানে যে প্রসঙ্গটি মাননীয় সদস্য কালকে তুলেছিলেন, এখানে ইউসুফ কমিশনের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্ট সাবমিট করা হয়েছে। তার জন্য সে সময় আমরা বেধেছিলাম সেই সময়ে হয়নি, তারপরে আরও বেশী সময় দিতে হয়েছে। তার পরেও আমরা বলব সাধারণত কমিশনের রিপোর্ট সাবমিট করতে যে সময় লাগে তার চাইতে কম সময়ের মধ্যে এই রিপোর্ট সাবমিট করা সম্ভব হয়েছে। তা আপনারা জানেন সবাই এই বিমল সিনহা হত্যা কাণ্ডের ব্যাপারটা নিয়ে একটা মামলা চলছে এবং ইতিমধ্যে চার্জসীট সাবমিট করা হয়েছে এবং এই চার্জসীট সাবমিট করার পর এখন এটা সেশনে কমিট হবে। এটা কমলপুরের সি জি এম এর কোর্টে ছিল কিন্তু কমলপুরের সি জি এমকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখানো হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ওখান থেকে এটা কৈলাশহরে যায়। সে যাই হোক, চার্জসীট সাবমিট করার পর এখন কমিট করার প্রশ্ন এটা সেশনে কমিট হবে। আমরা এই রিপোর্টটা পাওয়ার পর আইন দপ্তরের সঙ্গে বসে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই জায়গায় এসেছি যে, এই মামলাটি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই রিপোর্টটা আমরা পাবলিস করব না এবং মামলাটি যেই মাত্র শেষ হবে সঙ্গে সঙ্গে আমরা রিপোর্টটি পাবলিস করে দেব। এটা হচ্ছে আমাদের সরকারের সিদ্ধান্ত।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার আমি তো মোশান এনেছিলাম এই ইউসুফ কমিশনের রিপোর্টটি প্লেস করার জন্য এবং শুধু আমি একাই না, আমরা পাঁচ জনে মিলে যুগ্মভাবে এই মোশনটি

এনেছিলাম। তা কেইসের সঙ্গে কমিশনের রিপোর্টের কি সম্পর্ক আছে আমি তো বুঝি কারণ কমিশন গঠন করা হয়েছে তদন্ত করার জন্য, আর কেইস চলছে পুলিশ অভিযোগ মূলো এই দুইটা সম্পূর্ণ আলাদা।। কাজেই এটা লে হলে পরে আমরা আলোচনা করতে পারতাম, গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করতে পারতাম।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমিতো আসলে সংক্ষেপে এটা বলেছি। আমরা সবটাই বিচার বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি। আমরা রিপোর্টটা পাবলিস করব না, আমরা নিশ্চয়ই রিপোর্টটা পাবলিস করব এবং মালটা যাতে দ্রুত নিষ্পত্তি হয় তার জন্য আমাদের যে পি. পি আছেন তাকেও সে ভাবে বলব যে, দ্রুত এটার ট্রায়েল কমপ্লিট করার জন্য একটা সিদ্ধান্তে আসতে এবং পৌছতে সাহায্য করা এবং এটা কমপ্লিট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রিপোর্টটা পাবলিস করে দেব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাহলে তা আইনগত বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে তা আজকে যেহেতু এটা সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন বলেছেন তো নিশ্চয়ই এখানে কমিশন অফ ইনকোয়ারীর বইটাও এনেছেন। এটার পেইজ ফাইভে দেখুন, কমিশনস অব এনকোয়ারী অ্যাক্ট ১৯৫২ তে বলা হয়েছে, The aspropriate Govt. shall cause to be laid before the House of the people or as the case may be, the Legislative Assembly of the State the Report if any, of the commission, on the inquiry made by the commission under sub-sec. 1 together .us to a memorandum of the action taken thereon within a period of six month of the submission of the report by the commission to the appropriate govt.

৬ মাসের মধ্যে জমা দেবার পর ৬ মাসের মধ্যে যদি এটা লে করা না হয় তাহলে এই রিপোর্ট কি কাজে লাগবে? যে কারণে ছড়ুয়া কমিশনও এই রকম হয়ে গেছে। পরবর্তী সময়ে ছড়ুয়া কমিশনের অ্যাকশন টেকেন কোনটাই নেওয়া হয়নি। যেহেতু শিডিউল টাইমের মধ্যে জাজ্ রিপোর্ট সাব্‌মিট করেননি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা ঠিকই আছে। কমিশন অ্যাক্ট, ১৯৫২ এর তিন নং ধারায় পয়েন্ট যেটা অ্যাপয়মেন্ট অব্ কমিশন তাতে ৪ নং উপধারায় ঠিকই বলেছেন-এটা আছে। যেখানে আসলে এপ্রোপ্রিয়েট গভার্ণমেন্ট শ্যাল বলা এই কথাটাতে মনে হচ্ছে যে এটাতে ম্যাণ্ডেটরী আছে। আসলে ব্যাপারটা তা' না। আমি তো আগেই বলেছি যে আমাদের দেশে অনেক কমিশনই বসানো হয়েছে। এখানে দেখুন

এলাহাবাদ এ, আই, আর ১৯৮৭ অন্ধ্রপ্রদেশ ৫৩, ১৯৮৭, এখানে জীবন রেড্ডি কে, রামস্বামী এবং আউলিয়া, তাদেরকে নিয়ে সেখানে একটা কোর্ট করা হয়েছিল। এবং সেখানে একটা মামলা হয়েছে। সেই মামলায় এই ধরণের একটা কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে। এখানে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন এনেছেন সে ধরণের একটা প্রশ্ন এসেছিল যে কমিশন অব্ এনকোয়ারী অ্যাক্ট্, এর ৩(৪) উপধারায় বলে এটা ৬ মাসের মধ্যে দিতে হয়। কিন্তু ৬ মাস অতিক্রান্ত হলে যেমন এটা চার বছরে আসলে-সেই জায়গায় যে রিপোর্ট সাব্মিট করলো এটা ভয়েড হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এখানে উনারা যেটা বলছেন ব্যাপারটা এইভাবে মনে করার কোন কারণ নেই। এখানে এ, আই, আর, এর ১২ পৃষ্ঠায় আমি পড়ে দিচ্ছি। দিস্ ব্রিংস ইন্ কোয়েশ্চান হোয়েয়াদার সাব্-সেকশন ৪ অব্ অ্যাক্ট্ ৩ ইজ্ ম্যাণ্ডেটরী ওর ডাইরেকটরী। অন কন্সিডারেশন অব্ দিস অর্গুমেন্ট প্রেসড্ আপন্ আর বাই বোথসাইড-উই আর ইমক্লাইণ্ড টু হোল্ড দ্যাট দ্যা প্রোভিশন ইজ্ নট ম্যাণ্ডেটরী। কেন বলছে দেয়ার ইজ্ নো আদার প্রোভিশন ইনন্ দ্যা অ্যাক্ট হোয়িচ প্রোভাইডস ফর দ্যা কন্সিকোয়েন্স দ্যাট ফ্লো ফ্রম্ দ্যা নন্-অব্জারভেন্স অব্ দ্যা রিকোয়ারমেন্ট অব্ সাব্-সেকশন ৪। ব্যাপারটা হলো এটার কোন জায়গায় বলেনি এটা যদি ৬ মাসের মধ্যে সাব্মিট না করা হয় তাহলে কি হবে। কাজেই এটাকে ম্যাণ্ডেটরী বলে মনে করার কোন কারণ নেই।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এটা ঠিক আছে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের রুলিং অ্যাণ্ড অপোজিশন সবদলেরই একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন প্রয়াত বিমল সিনহা। তার হত্যাকাণ্ডের পর যখন সবার তরফ থেকেই দাবী উঠেছিল যে এটা যথাযথ তদন্ত হোক এবং বিচার হোক এবং দোষী শাস্তি পাক কিন্তু যে কমিশন গঠন করা হলো সেটার রিপোর্ট পাব্লিক করতে কি অসুবিধা এবং এখানে এটা পেশ করলে পরে আমরা তার উপর ডিস্কাস্ করতে পারতাম। সেটাই আমাদের আপিল। এখানে যদি কোন অসুবিধা থাকে বা আপনাদের কোন দুবলতা থেকে থাকে তাহলে আমরা অবশ্য এটার জন্য জোরাজুরি করব না। কারণ এতে আপনাদের দুবলতা থাকতে পারে বাট ইট ইজ্ নট্ ফেয়ার।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা কেন এটা পাব্লিশ করার জন্য বলছি। কারণ বিমল সিনহা নিহত হওয়ার পর এখানে প্রচার করা হয়েছিল যে, কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, জড়িত রয়েছে। এবং ডাইরেক্ট অভিযোগও উঠেছিল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। সেজন্য আমরা তখন দাবী করেছিলাম যে এটার সি, বি, আই, তদন্ত হোক। এবং আমরা হাউসেও এটা দাবী করেছিলাম যে, সি, বি, আই, তদন্ত হোক। কিন্তু সেটা তদন্ত করার জন্য কমিশন বসানো হয়েছে। এখন সেই কমিশনের রিপোর্টে এমন কিছু আছে কি না- এটা আমাদের প্রশ্ন

যে এমন কিছু বেরিয়েছে কিনা যার জন্য এটা পাব্লিক করা যাচ্ছেনা। এরজন্য জনমনে বিভ্রান্তি থাকতে পারে।

এখানে ল ডিপার্টমেন্টের ব্যর্থতা কিনা জানিনা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উচ্চ শিক্ষিত এবং বানিজ্য বিভাগের স্নাতক। উনি নিশ্চয়ই জানেন। ১৯৮৬ সালে কমিশন অব্ এন্‌কোয়ারী সংশোধন করা হয়েছে। অফিসিয়াল গেজেটে এটা নোটিফিকেশন থাকতে হবে। নোটিফিকেশান না করেই এখানে এটা লে করা যাবে না। কেন না আইনেই এটা বর্ণিত হয়েছে। কাজেই হাউসে লে না করলেও গেজেট নোটিফিকেশান কিন্তু করতেই হবে। ধন্যবাদ।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে উনি ৯৭ সালের কথা বলেছেন এবং আমি বলেছি ৯৯ সালের কথা। ১০ বছর আগে উত্তর প্রদেশে রায়ের উপর ভিত্তি করে এই ধরণের কমিশন গঠিত হয়েছিল। তাতে দেখা গেল, কমিশনের রিপোর্ট আর সাবমিট হল না। ১০ বছর পর এটা সাবমিট হয়েছে উইথ এ্যাকশান টেইকেন রিপোর্ট। এখন বলা হচ্ছে যেদিন সাবমিট করা হয়েছে সে দিনই এ্যাকশান টেইকেন রিপোর্ট সাবমিট করাটা দাবি বৈধ না। এই ধরনের প্রশ্ন এসেছিল। ৩(৪) মোতাবেক সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, কমিশন যেহেতু করা হয়েছে এর রিপোর্ট থাকতেই হবে। তুমি গ্রহণ কর বা না কর সেটা তোমাদের ব্যাপার। এটার ইনটেনশানটা হচ্ছে এই। আমি এখানে সুপ্রিম কোর্টের রেফারেন্স দিয়েছি। তারা বলেছে ১০ বছর পরে হলেও এটা সাবমিট করতে কোন বাধা নেই। এরপর যদি কোন এ্যাকশন টেইকেন রিপোর্ট সাবমিট করার দরকার হয় সেটা মোভ করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এদের বক্তব্য হচ্ছে, সাবমিট করা উচিৎ। ছয় মাসের মধ্যে সাবমিট করতে হবে তা বিতু নয়। এটা নিয়ে আমরা বিতর্কে যাচ্ছি না এটা নিয়ে কেউ বিতর্কে যাচ্ছেনও না। আমি এটা পড়তে যাচ্ছি না, বললে পড়ে দেব। যেহেতু আমরা এটাকে প্রকাশ করতে পারছি না সেইহেতু এই নিয়ে এর বেশী আর আর কিছু বলতে পারছি না। এটা সুবিধাজনক বা অসুবিধাজনক কিনা এই বিতর্কেও আমি যাচ্ছি না। তাহলেতো সাবমিট না করেই পার্টিসি এই নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিলাম। বিচার ক্রম শেষ হওয়ার পরই আমরা রিপোর্ট সাবমিট করে দেব। আমাদের সরকার কমিশন করেছে এবং আমরা রিপোর্ট সাবমিট করব না তা নয়। এর আগে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার করেছে। এ্যাকশান টেইকেন রিপোর্ট-এর পর আমরা এই বিধানসভায় আলোচনা করে আরও কিছু বিষয় সংযোজন করেছি। কুটনাবাড়ীর ঘটনায় মিঃ সরকারের পিছনে এখনও আমরা ঘুরছি। তাঁর কৃতকর্মের জন্য কিছু অঘটন হয়েছে। কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়? সেই দিক থেকে তিনি আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি আমাদের দলের নেতা ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমার একজন

প্রিয় বন্ধু ছিলেন। কাজেই এখানে আমার সরকারের কোন উদ্দেশ্য থাকছে না। দেখুন না একটা ঘটনা ঘটেছে আমি ব্যক্তিগতভাবে বা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বা কোন দলীয় প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমি কোন জায়গায় কোন দলকে সেখানে এই ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত করে কথা বলি নাই। কাজেই প্রী. বীয়ার উইথ আস। যদি তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় তাহলে শেষ হবে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট সাবমিট করব এবং তার উপর আমরা আলোচনা করতে পারব। এই অসুবিধাটা থাকবে না।

শ্রী**রতনলাল নাথ** : — ঠিক আছে, তবে এটা কিন্তু গেজেটেড নোটিফিকেশান করতে হবে।

শ্রী**মানিক সরকার** (মুখ্যমন্ত্রী) :— আপনি যেভাবে বলছেন, তাহলে ল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 2000-2001

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্যামাবাবু আমাদের সময় একুন ২ ঘন্টা, এই ২ ঘন্টার মধ্যে আপনারা ৪০ মিনিট পান। ঠিক আছে ৫০ মিনিট বলুন ১০ মিনিট করে বলুন।

শ্রী**শ্যামাচরণ ত্রিপুরা** :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আটজন মন্ত্রী বারটা দপ্তর আছে। আমি সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই এবং আশা করব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা উত্তর দেবেন। প্রথমেই স্বরাষ্ট্র দফতর। এখানে টি. এস. আরের শূন্য পদগুলি পূরণ করা হয় নাই। সেখানে অনেক এস. সি এবং এস. টি পোস্ট খালি রয়ে গেছে যারফলে কম্বিং অপরেশান কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগুলি দ্রুত করা দরকার। এছাড়াও আরও অনেক অনেক আছে। অফিসারের পোস্ট খালি আছে, হাবিলদারের পোস্ট খালি আছে এগুলি পূরণ করা দরকার। যেমন কমানডেন্ট, অ্যাসিসটেন্ট কমানডেন্ট এই পোষ্টগুলি মেকনিজাম ভেকেন্ট আছে। তার পর নায়েক সুবেদার এইরকম অনেক আছে এগুলি তাড়াতাড়ি পূরণ করুন। এছাড়া এখানে তিনি যে হিসাব দিয়েছেন যে ১০৯৯ জনে একটি ব্যাটেলিয়ন কিন্তু আসলে ১২১০ জনে একটি ব্যাটেলিয়ন এনকুল ফলোয়ার সহ। অনুকূল ফলোয়ার পোস্টগুলি পূরণ হয় নাই বলেই এই অবস্থা হয়েছে। এই যে এখানে উগ্রপন্থী এবং জন জীবনের নিরাপত্তা হীনতা এবং এই তেলিয়ামুড়া বা কল্যাণপুরের ঘটনাবলী এইগুলি কোনটাই বিচ্ছিন্ন নয়। এর মধ্যে একটা ষড়যন্ত্রতো আছেই। তাছাড়া উগ্রপন্থী উৎসমূলে প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করার ফলেই মূলত এই সমস্যার সৃষ্টি। আমি সেইদিন সাধারণ আলোচনায় বলেছি, আমি অনুরোধ করব মুখ্যমন্ত্রীকে খানফ্লাং থেকে ঘোড়াকাপ্পা, গোলকপুর টি. এসস্টেট

থেকে সীমনা এই পাহাড় এলাকাগুলি যদি টি. এস. আর দিয়ে হউক সি. আর. পি. এফ দিয়ে হউক যদি সেখানে ট্রাইবেল এলাকাতে সিকিউরিটি ফোর্স ডিপ্লয় করা যায় তাহলে ৫০ পারসেন্ট কেন আরও বেশী কার্যাকলাপ কমে যাবে।

তবে এখন মূল ভয়টা কি? বাঙ্গালীরা এসে আক্রমন করবে। কাজেই বাঙ্গালী বস্তি যেখানে, সেখানে কাজ করা হচ্ছে। কিন্তু পাহাড়ী বস্তিগুলি সবটাই অরক্ষিত, সবটাই যেমন ইচ্ছা চলাফেরা করতে পারে। কাজেই আগে উপজাতি এলাকাতে তারা যাতে এইভাবে অবাদ বিচরণ না করতে পারে সেই দিকটা দেখতে হবে। কাজেই এই নিরাপত্তা ব্যাপারটা ঠিক উল্টোভাবে না দেখলে আমার মনে হয় সমস্যার সমাধান হবে না। গত অধিবেশনে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন এই ডিপার্টমেন্টের রিলেটেড সাব-কমিটি গঠন করার জন্য। এটা স্পীকার ইচ্ছা করলে করতে পারেন। কিন্তু আমরা ঠিক করেছিলাম না সরকারের মতামত নেওয়া দরকার। কাজেই আগে সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হউক হয়েদার গভর্ণমেন্ট ডিস-ইন্টারেস্ট এর নট টু কনস্টিটিউট ডিপার্টমেন্ট রিলেটেড সাব-কমিটি। এই কমিটি করলে পরে গণতান্ত্রিক এ ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে বাজেটরী প্রভিশনের উপর যে নিয়ন্ত্রন এটা আর একটু সোজা হয় যে জনপ্রতিনিধিদের যুক্ত করা হয়েছে কিন্তু বাজেট অধিবেশন শেষ হতে চলেছে তিনি কিছুই জানান নি। এবার পুলিশ বাজেটে যথেষ্ট টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশদের রেশন মানি যেটা রতনবাবু বার বার বলতে চেষ্টা করেছিলেন যে এটা প্রস্তাব আছে সরকারের এটা বৃদ্ধি করার। এটা কেন বৃদ্ধি করা হচ্ছে না? এটা বৃদ্ধি করা দরকার বলে আমি মনে করি; তাছাড়া আরও অনেক কিছু সুযোগসুবিধা পুলিশ কর্মীদের তাদের প্রাপ্য এগুলি দেখা দরকার।

তারপর ত্রিপুরা ভবন গৌহাটী ত্রিপুরা ভবন এটা কে নিয়ন্ত্রণ করে, কে কি করে কিছুই বুঝিনা। আমার ছেলে গৌহাটী যাবে আমি সেখানে টেলিফোন করে জানতে চাইলাম যে আমার ছেলে গৌহাটীতে যাবে তাকে সেখানে সীট দেওয়া যাবে কিনা? তখন সেখান থেকে বলা হল এম. এল এর কথায় দেওয়া হয় না। আচ্ছা তাহলে কার কথায় দেন, আমাদের কথায় যদি না দেন। তারপরে কেশব বাবুকে অনুরোধ করে বললাম— আমার ছেলে গৌহাটী যাবে যদি আপনি সেখানে ত্রিপুরা ভবনে থাকার জন্য একটা চিঠি লিখে দেন। উনিও দিয়ে দিলেন। সেখানে ওরা বলছে যে না এখানে আমরা মন্ত্রীদের কথায় সীট দেই না। সেখানে থাকার জায়গা দিল না। আমি জানি না সেখানে কে দেখাশুনা করেন। আমি তো জানি ত্রিপুরা ভবন মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রনাধীন। এবং প্রত্যেক ত্রিপুরাভবনের নিয়ম কানুন সেন্ট্রালী এখান থেকেই করা আছে। এখানে একরকম। আর চেন্নাই গিয়েও মুস্কিলে পরেছি এম এল এ হলেও ৩০ আর এম. এল. এর স্ত্রী হলে ১৭৫ টাকা। দিতেও হয়েছে উপাই নাই। আর দিল্লীর ত্রিপুরা ভবনে আমরা কয়েকজন

ছেলেকে জোর করে নিয়ে গিয়ে ছিলাম। তারা সেখানে থাকতে চায় না। এত বড় শহরের জঙ্গল তাদের সহ্য হল না। সেখানে তারা ১২ বছর ধরে চাকরী করছে। এখনো তাদের প্রমোশন হল না। বলা হচ্ছে যে, এখানে এস এ ডিপার্টমেন্ট নাই, এটা আলাদা হয় কিছু। এই কারণে কোন রোলস্ তৈরী হচ্ছে না।

তারপরে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ উদয়পুরে ডি এম নিষেধ জারী করেছে যে গাড়ী দিনের বেলায় শহরের উপর দিয়ে যাতায়েত করতে পারবে না। কিন্তু আগরতলাতেও দিনের বেলায় রিক্সার যন্ত্রণায় কোন গাড়ীতে আসা যাওয়া করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং হাটাচলা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আমরা দেখিছি দিল্লী কলকাতায় ভি আই পি রোডে কোন রিক্সা চলতে দেওয়া হয় না। বিশেষ করে মন্ত্রী অফিসের আশে পাশে আজকে গাড়ী নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হচ্ছে শুধু রিক্সার কারণে। এটা অবশ্য ট্রান্সপোর্ট মিনিষ্টারের কোন দোষ নাই। এটা দোষ হচ্ছে ট্রাফিকের এটা সম্পূর্ণভাবে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব।

আর একটা কৃষি এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তর। জুম চাষের ক্ষেত্রে উনি বার বার বলেছেন বীজ দেওয়া হয়েছে, সার দেওয়া হয়েছে, কীটনাশক ঔষধ দেওয়া হয়েছে সব ঠিক আছে। প্রশ্ন হচ্ছে জুম চাষের ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করা। যেখানে আপল্যাণ্ড আছে লু ল্যাণ্ড আছে, স্লোপ ল্যাণ্ড আছে সেখানে আধুনিক কায়দায় কি করে কৃষি করলে পরে ফলন বেশী হবে সেইগুলি দেখা। বিশেষ করে এখানে আই সি. এ. আর আছে তাদের পরামর্শ নিয়ে সেখানে আধুনিক কায়দায় ফসল করা। যদি মিজোরামে করে থাকে তাহলে আই সি এ আর ত্রিপুরায় করবে না কেন।

আর এখানে অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে এ ডি সি টাকা কমছে না। আমি তো দেখছি কমছে। আমি দেখছি যদিও কমবে তবে কিছু বাড়বে।

তারপর এ. ডি. সি নির্বাচনের ঠিক দুদিন আগে অর্থাৎ ২৮.০৩.২০০০ ইং তারিখে ত্রিপুরা গেজেটে এ. ডি. সি-র হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে-কৃষি, ফিসারী, এনিম্যাল রিসোর্স, ডেভেলাপমেন্ট, এডুকেশান পি. ডব্লিউ. ডি ইনক্লুডিং আই এফ সি., পি এইচ ই, পাওয়ার, হেল্থ এবং আর ডি এই সব দপ্তরের কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এ. ডি সি-র হাতে সেটা নির্বাচনের ঠিক দুই দিন আগে। আপনারা ভাবছিলেন যে আপনারা আবার ক্ষমতায় ফিরে আসছেন তা একটু এগিয়ে দিয়ে রাখলেন। কিন্তু আপনারা তো আর ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবেন না। আই. পি. এফ. টি. ক্ষমতায় আসল। এর পর তো আর নারাচরা নেই। এই পাওয়ারগুলি ডেলিগেট করা হবে কিনা? গেজেট নোটিফিকেশানে বলা হয়েছে যে পাওয়ারগুলি ডেলিগেট

করা হবে। সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবে কিনা? ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯ মেজর হেড-২৪০৭ এখানে টি প্লেন্টেশানের উপর একটা কাট মোশান এনেছি ইচ্ছা করেই। এখানে ৯ লক্ষ টাকা ধরা আছে চা বাগান করার জন্য সাবসিডি, গ্রেন্ট-ইন-এইড ইত্যাদি। এটা ঠিকই আছে। যে সমস্ত চা বাগান করা হয়েছে এইগুলি খুবই ভাল হয়েছে এবং আরো বেশী করা দরকার। আমার প্রস্তাব ছিল—প্লেনিং কমিটিতেও বারবার বলা হচ্ছে যে জম্পুই হচ্ছে এই রাজ্যের মধ্যে আবহাওয়ার দিক দিয়ে সব চাইতে ভাল স্থান। এখানে যদি চা বাগান করা যায় তা হলে সেটা ডুয়ার্সের চায়ের মত হবে। এটা এখানে রাখা হয়নি। আমি আশা করব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দেবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্যামাবাবু ক্লজ করুন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— শেষ করছি স্যার, একটা আছে, অনেক পয়েন্ট অনেক পয়েন্ট আমি বলবনা। এখানে মন্ত্রী বলরামবাবু নেই। উনি একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে জেলে নূতন আইন করার প্রশ্নই উঠেনা। উনি বোধ হয় জানেন না যে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে রিফরমেশান সেন্টার স্থাপিত হয়েছে এবং খুব ভাল ভাবেই চলছে। এটা আমাদের রাজ্যে করা দরকার। এছাড়া এখানে যে একোমডেশানের ব্যবস্থা আছে সেটা ব্রিটিশ আমলের ব্যবস্থা। ইটের উপরে ঘুমাও, পায়খানার সঙ্গে ঘুমাও এই সব। এইগুলি আনহাইজেনিক। কাজেই জেলে আইন সংশোধন করা খুবই জরুরী। আমি আশা করি এইগুলির উত্তর পাব। এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবাসুদেব মজুমদার মহোদয়। আপনার সময় ৫ মিনিট।

শ্রীবাসুদেব মজুমদার (বিলোনীয়া) ***:—*** মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী এই রাজ্যের অর্থনীতিকে পুনজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এখানে যে বাজেট উপস্থাপন করেছেন আমি আন্তরিক ভাবে এই বাজেটকে যেমন সমর্থন করি, ঠিক তেমনিভাবে বিরোধীদের তরফ থেকে যে কাটমোশানগুলি এখানে এনেছেন তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি। আমরা এটা লক্ষ্য করছি এবং সবাই জানি এই বাজেট নিয়ে এখানে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। আমি দীর্ঘ সময় নেবনা। এই যে বাজেট সেটা এই রাজ্যের বর্তমান সমস্যা সেই সমস্যাকে সমাধান বল্লে যে ভাবে চিন্তা করেছেন বিরোধীরা সমস্যা সমাধানের ঠিক সেই জায়গায় যথাযথভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য কোন ধরণের উদ্যোগ তারা গ্রহণ করেননি। সমস্যাগুলিকে বৃদ্ধির লক্ষ্যে দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে ওরা বিভিন্ন ভাবে

বিভিন্ন বিষয়গুলিকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। আমরা এটা সবাই জানি, কোন সমস্যার সমাধান করতে গেলে পরে প্রথমে যে জিনিসটা বুঝা দরকার সে সমস্যার মূল কথা এবং এটা যদি বুঝা যায় তাহলে পরে সমাধান কল্পে যথাযথভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু এই জায়গায় তারা যেতে চাইছেন না। যখনই কোন সমস্যাকে নিয়ে খুব বিস্তৃত ভাবে সমাধান কল্প এগিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন নিয়ে কথা হচ্ছে তখনই এই জায়গায় থেকে মানুষের দৃষ্টিকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমস্যা যাতে আরও গভীরতর হয়, তার জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন তারা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আজকে আমাদের রাজ্যের মধ্যে অন্যতম, প্রথম এবং প্রধান যে সমস্যা উগ্রপন্থা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যা। যার সঙ্গে রাজ্যের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি এখানে জড়িয়ে আছে এবং সে জন্যই যখন এই সমাধান কল্পে এবং এই সমস্যা শুধু রাজ্যের সমস্যা না এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে পরেই আমরা এটা লক্ষ্য করছি এরা সঙ্গে সঙ্গেই এটাকে বিভ্রান্ত করার জন্যই বিপথে পরিচালনা করার জন্যই উত্তেজিত হয়ে যান, যাতে মূল সমস্যা যে জায়গায় নিয়োজিত সেই জায়গাতেই যাতে হাত না দেওয়া যায় এটা আজকে আমরা সবাই বুঝি। যে উগ্রপন্থা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের বিষয় না এটা গোটা দেশের বিষয় এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এটা রয়েছে স্বাভাবিক ভাবে এর সমস্যা নিরসন করতে গেলে পরে শুধু কোন সরকারের পক্ষে না, শুধু এক অংশের মানুষের পক্ষে না, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে এই জায়গায় নিয়ে সমস্যা সমাধানের কথা যখনই বলা হচ্ছে তখনই অন্যখাতে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি এটা বুঝতে পারছি না এই হাউসে যখনই কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের জন বিরোধী নীতিগুলোর বিরুদ্ধে যখনই কথা বলা হয় বিরোধী পক্ষ সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে, আমরা এটা বুঝি না যে কেন্দ্রীয় সরকার কোন একার সরকার নয়, কোন দলের সরকার নয় এটা গোটা ভারতবর্ষের মানুষের সরকার, আমাদের সরকার এই সরকারের দায়িত্ব রয়েছে প্রতিটি রাজ্যের প্রতি সমান ভাবে দায়িত্ব পালন করা, রাজ্য সরকারকে যথাযথ ভাবে সাহায্য করার জন্য এদের নীতিগত ভাবে তারা বাধ্য। সেই জায়গায় যখনই কথা বলা হচ্ছে তখনই তারা সেখানে চিৎকার করে দেন, ভাবটা যেমন যে সরকার সম্পর্কে অন্য কিছু বলার নেই, অন্য কিছু চাওয়ার নেই সবটাই তাদের, ওরাই সেখানে করছেন। আমরা তো এটা জানি যে বিজেপিকে সাহায্য করার জন্য আপনারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, এবং সাহায্য করুন। কিন্তু কেন্দ্রিয় বিজেপি সরকার যে জন বিরোধী নীতি, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরোদ্ধে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার যে অনিহা তারা প্রকাশ করছেন এইগুলো সম্পর্কে আজকে আমাদের ভাবা দরকার, তারা সেটা ভাবছেন না এবং ভাবছেন না বলেই স্বরাষ্ট্র

দপ্তর এর সঙ্গে সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো তারা সেখানে কাট মোশান আনার চেষ্টা করছেন যার ফলে এটা আরও বেশী দীর্ঘ স্থায়ী হবে সমস্যা আরোও গভীরতর হবে সেই জন্যই এটা কাট মোশান না। এখানে আলোচনা হয়েছে সবটাই এ্যাক্ট মোশান অরোও বেশী করে যুক্ত করার প্রশ্নে অতএব কাট মোশান না তারাও সেটা চাইছেন না আমরাও চাইছি না। অতএব এখানে যে বাজেট উৎথাপিত হয়েছে এই বাজেটটাকে সবাই মিলে কার্য্যকরী করার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করতে চাই কাট মোশান যা আছে সেগুলো আপনার তুলে নিন, এবং সবাই মিলে আমরা এই বাজেটকে আরোও বেশী বেশী করে কার্যকরী করতে পারি তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করুন এই কয়টি কথা বলেই আমি আবারও এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে এবং কাট মোশানকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য কাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশিরাম রিয়াং ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার কাট্ মোশান, মেজর হেড্ ২৪০১, এগ্রিকাল্চার। মাননীয় সদস্য বাসুদেব মজুমদার যে কথা বলেছেন কাট্ মোশান আনতে কেবল বিরোধীতা করা, তা ঠিক না। যে পয়েন্টগুলি শ্যামাবাবু বলেছেন কনস্ট্রাকটিভ্ যাতে সমস্যা যা সরকার ঠিকভাবে ধরতে পারে। এবং সেইভাবে সমাধান করতে পারে তার জন্যই তো কাট্ মোশান আনা। যেমন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট্ থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য এক্শান প্ল্যান্ নেওয়া হয়েছে। সেই প্ল্যানে বিস্তারিত এগ্রিকালচার মিনিষ্টার বলেছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন যে খাদ্যে স্বয়ংম্ভরতা অর্জন করতে হয় তাহলে কি কি দরকার, যেমন সমস্ত ল্যাণ্ডগুলি উটিলাইজেশান, প্রোপারলী বীজ, সার, কীটনাশক দ্রব্য, তারপরে আমাদের এগ্রিকালচারিষ্টের মধ্যে সায়েন্টিফিক্ আয়ডিয়া গ্রো করানো সব কিছুই দরকার এবং তিনি বলেছেন যে এখন আমাদের ২ লক্ষ ১৮ হাজার টন্ ঘাটতি আছে সেটার জন্য প্রত্যেক বছরই ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে সেইগুলি মিলিয়ে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারলে আমরা প্রত্যেক বছরই লাভ করতে পারি। এবং আমরা প্রত্যেক বছরই শুনি যে, সার ঠিক মত আসছে না, বীজ সময় মত আসছে না, এইগুলি প্রোপারলি বিতরণ করা দরকার যাতে করে আমরা কৃষকদের সময় মত দিতে পারি। কিন্তু কতগুলি বাস্তব যেটা হল সার থাকলেও ঠিকভাবে বিতরণ হয় না। কতগুলি বাস্তব সমস্যা, হল যেমন, আপনারা সরকার থেকে হতে পারে যে দপ্তর থেকেও হতে পারে, যে সারের স্লীপ আমি প্রধান এবং মেম্বররা এরা নিজের পপুলারিটি বা সমস্যা এরাবার জন্য সবাইকে স্লীপ দিয়ে দেওয়া। যার লাগেনা তবেও দিচ্ছে, আর যার লাগে তাকে কম দিচ্ছে। আমি কয়েকদিন আগেও দেখছি যে কৃষক না, তাকেও সার দিচ্ছে। এখানে তো আর সার আন্-লিমিটেড্ পাওয়া যাচ্ছে না,

বি. এল ডব্লিল ও স্টোর আনলিমিটেড পাচ্ছেনা। কাজেই একজন বুঝব যে, তার টা যদি অন্য কাউকে দিয়ে দেয় তাহলে সে ঠিকভাবে ব্যবহার, করতে পারছে না। কাজেই এইগুলি কি ভাবে সমাধান করবেন ? বি. এল ডব্লিউ জানেন কে কে কি চাষ করে। এখন দেখতে হবে কৃষকরা তারা যাতে ঠিকভাবে সার পায়। যেটা আপনার সার্টিফাইড বীজ, স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে গেলে সার্টিফাইড্ বীজ আনতে হবে। এখন আপনার গোদামে সময় মত আসল ঠিকভাবে হয়ত বি. এল. ডব্লিউ স্টোর সময় মত পাচ্ছে না। বি. এল ডব্লি ও কি বলে সার নিতে হলে ৫ কেজি বীজ নিতে হবে। কৃষক বলে যে আমি এখন ৫ কেজি বীজ নিয়ে কি করব, বলে বীজ নিতে হবে। না হলে সার দেওয়া যাবে না। কারণ আপনাদের ডিপার্টমেন্টের নির্দেশ আবার কৃষকদের বাধ্য হয়ে পয়সা দিয়ে বীজ নিতে হচ্ছে। কাজেই এইগুলি দেখবেন কিনা। যাতে এইগুলি প্রণালি দেওয়া যায়.। তাহলে আপনার পরিকল্পনা সার্থক হবে, না হলে হবে না। আপনার বাস্তবে যে কাজ হচ্ছে তা দেখতে হবে। আর মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার হোম ১০২০৫৫ ? ২০৫৫ এটা কমবিং অপারেশন যত ঘটনা হয় সবগুলিতে কমবিং অপারেশন হয় কিন্তু কমবিং অপারেশন আসলে উগ্রপন্থী কোন সময় ধরা পরে না। কমবিং অপারেশন করে গ্রামের একজন নিরীহ মানুষ ধরে আনছে। কমবিং অপারেশন বিফল হচ্ছে। কমবিং অপারেশন করা হয় তো ইনটেলিজেন্সএর ডিরেকশনে। ইনটেলিজেন্সরা খবর নেয় উগ্রপন্থীরা কোনখানে আছে, এবং মোভমেন্ট কোন দিকে। ইনটেলিজেন্সরা সঠিকভাবে খবর নিতে পারে না বলে আজকে কমবিং অপারেশন বিফল হচ্ছে। গত বছর আমার এখানে দাতারামে আপনার ১০ বা ১২ জনের একটা গ্রুপ আসল উগ্রপন্থীরা আসবে বলে খবর দেওয়া হয়েছে ট্রাইবেল একজন বাঙা ী একজন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এস পি এবং ও সি-কে খবর দিলাম তারা ৭ দিন থাকবে বলছে এবং নিজে গিয়েও খবর নিয়েছি না আসবে। কিন্তু গেল না তো। কখন কমবিং অপারেশন করবেন তারা ৭ দিনের জায়গায় ১০ দিন দাতারামে ঐ ট্রাইবল পাড়া থেকে ১২ দিনের মাথায় কমবিং অপারেশন করে দুইজন বৃদ্ধাকে ধরে নিয়ে আসল। তাহলে কি ভাবে সার্থক হবে। তার বদলে আপনারা ৭ দিনের মাথায় ১০ দিন রইল আপনারা আসলেন না কেন ? আবার ৫ দিনের মধ্যে করল আপনারা গেলেন না কেন, না আপনারা ইনটেলিজেন্স সেই ভাবে বলিনি। এইভাবে যদি ইনটেলিজেন্সরা মিস গাইড করে তাহলে কি হবে ? ইনটেলিজেন্সর সঙ্গে পুলিশ কম্বিনেশন ভাল হওয়া উচিত। তদুপুরি এখানে আর একটা আপনার এস বি স্টাফ ১৯৯৭ ইং সালের পরেও এখনও টি এ বিল পায় নি। এইখানে যারা আছে। আর অন্যান্য মশারি তো দূরের কথা টি.এ বিলও পায় না ১৯৯৭ সাল থেকে। এখন বাজেটের প্রভিশন তো কম না। কাজেই এইগুলি তাদেরকে সময়মত দেওয়া হবে কিনা। এইটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাতে ১৯ তারিখ সঠিক ভাবে উত্তর দেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, শ্রীঅমিতাভ দত্ত, ৫ মিনিট বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে ১০ জন বিরোধী সদস্য ৬৪ টা ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন বাজেটের উপর। পরবর্তী সময় তিনটা ছাঁটাই প্রস্তাব ডিলিট করা হয়। প্রথমত আমি যেটা বলতে চাই, গত তিন দিনের বাজেট অধিবেশনে প্রায় অধিকাংশ বিরোধী সদস্যরা বলার চেষ্টা করেছেন, বাজেটে বিভিন্ন দপ্তরের বরাদ্দ কমিয়ে দেয়া হয়েছে। আমরা তা লক্ষ্য করেছি। সেই বিরোধীদের মধ্যে একটা বড় অংশ বাজেটের যে বরাদ্দ রয়েছে তাতে ছাঁটাই প্রস্তাব রেখেছেন। সব প্রস্তাবের উপরে আলোচনার সুযোগ নেই। মাননীয় বন্ধু বিল্লাল মিঞা সাহেব ডিমাণ্ড নং ১৯ মেজর হেড ২২২৫ এ যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন যদিও বিল্লাল মিঞা সাহেব আলোচনা রাখতে পারেন নি। আমি এই বিষয়ে বলতে চাই এবার এ ডি সি নির্বাচনে একদিকে গণতান্ত্রিক শক্তি অপর দিকে গণতান্ত্রিক বিরোধী শক্তি নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক বিরোধী শক্তি নিবাচনে হাত মিলিয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্র সন্ত্রাসবাদ গণতন্ত্রের পরিপন্থী সঙ্গে এই এ. ডি. সি নির্বাচনে আমরা দেখলাম এই প্রক্রিয়ায় আই. পি. এফ. টির সৌজন্যে একে ৪৭ যুক্ত হয়েছে। নির্বাচন হবে অথচ নির্বাচনে প্রচার করা যাবে না, নিবাচন হবে নিবাচনে বাম গণতান্ত্রিক মনোনীত পার্থীরা মনোনয়ন পত্র জমা দিতে পারবে না, নির্বাচন হবে নির্বাচনে ভোটাধিকারেরা সুনির্দৃষ্টভাবে অস্ত্রের মুখে শুধু মাত্র আই. পি. এফ. টিকেই তাদের ভোট দিতে হবে। এ ডি. সি গঠনের ক্ষেত্রে প্রায়ই বলে থাকেন বিরোধীরা যে শ্রীমতি গান্ধী এ. ডি. সি গঠনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। আমরা জানি। উপজাতিদের ভাষা সভ্যতা সংস্কৃতির বিকাশের জন্য বিশেষ করে বাম গণতান্ত্রিক শক্তি এ ডি. সি গঠনের জন্য সংবিধানের ষষ্ঠ তফশীল মোতাবেক লড়াই করেছিলেন। সেই লড়াইয়ের উপরে বারবার তৎকালীন কংগ্রেস জমানের আক্রমন এসেছিল। পরবর্তী সময় এই এ. ডি সি গঠনের লড়াইয়ে প্রথম শহীদ হয়েছিলেন বিলোনীয়ার গণমুক্তি পরিষদের ধ্বনঞ্জয় ত্রিপুরা; ৭৮ এ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এ ডি. সি গঠনের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেন। বিধানসভায় বিল আসে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই বিল নাকচ করে দেন। যাই হোক যে বিষয়টি বলতে চাই এ. ডি সি নিবাচনে যেখানে বিরোধী টি. ইউ জে এস, টি. এন. ভি এবং নির্বাচনে যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের সুযোগ ছিল এই নির্বাচনে অংশ নিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিশালী মানুষকে সংঘবদ্ধ করে সেখানে এ. ডি. সিকে আরো বেশী শক্তিশালী করার জন্য ভূমিকা নেওয়ার। আমরা দেখলাম সেখানে এ. ডি. সি নিবাচনে অংশ নিয়ে সন্ত্রাসবাদীকে মদত দেওয়ার জন্য বিশেষ করে বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস, টি. ইউ জি. এস, টি. এন. ভি ভোট বয়কট করেন। কংগ্রেসের কতটুকু আইন পরিকল্পনা ছিল এই ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ আছে। মাত্র ১৮টি কেন্দ্র তারা প্রার্থী দিয়েছিলেন। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে দাড়িয়ে যে সমস্ত ছাটাই প্রস্তাব এসেছে আমি তার

বিরোধীতে করছি এবং আমার আশা বিরোধী সদস্যরাও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে ছাঁটাই প্রস্তাবকে প্রত্যাহার করে নেবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া। ১০ মিঃ বলবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলতে চাই। মাননীয় বিরোধী সদস্য যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন আমি তা সমর্থন করছি। প্রথম হচ্ছে বাবসা। এ. ডি. সি নিবাচনে ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু ঐ নির্বাচনটা মোটেই ফ্রি ফেয়ার হয় নি এবং ফ্রি-ফেয়ার না হলেও বামফ্রন্ট তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে। তার একমাত্র কারণ তারা নিজেরাও ফ্রি ফেয়ার নন। গত নির্বাচনের কথা বলুন, এর আগে বিধানসভা নির্বাচনের কথা বলুন, দেখা গেছে সবখানে তারা বেশী শক্তি বা বন্দুকের নল দিয়ে তারা ক্ষমতা দখল করে।

এ. ডি. সি নির্বাচনের আগেই ভোটাররা বুঝে গেছেন কিংবা এদের অভিজ্ঞতার থেকে দেখেছেন যে এদের স্বার্থ সুরক্ষিত না। কৃষি ক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে, জুমিয়াদের ক্ষেত্রে কিংবা এ. ডি. সি. এলাকার ক্ষেত্রে যে পলিসি তারা দিয়েছে এবং তাতে তারা ক্রমাগতভাবে আক্রান্ত। এই আক্রান্ত হবার কারণে ভোটারবা এদের ভোট দেয়নি। আমরা দেখেছি যে এটা অস্ত্রের প্রতি এগুলি চলে গেছে। আমরা চাইছি, সুস্থ, অবাধ নির্বাচন হোক। সরকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনসমর্থন না নিয়ে থাকে তাহলে কি করে ভাল সরকার গঠন হবে। আর সেই রকম নির্বাচন যদি হয়, তাহলে এদের কাছ থেকে জনমুখি কি আশা করব। জনগণের আশা তারা পূরণ করতে পারেনি কিংবা পারবেন কিনা খুব বেশী আশা করা যাবে না। মূল কথা হচ্ছে গণতন্ত্র আক্রান্ত হচ্ছে, বিপন্ন হচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি ইলেকশানে এই রকম হয়েছে। মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, কাজেই যে কথা আমি বলতে পারি ৮০ লক্ষ টাকা সেফটিং কালটিভেশন এ ওয়াটার সেট ম্যানেজমেণ্ট প্রকল্পগুলি ধরা হয়েছিল মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণ ত্রিপুরাও বিষয়গুলি নিয়ে বলেছেন। ৫৩ লক্ষ টাকা প্যারাটাই হলে। আমরা যে জমিতে চাষ করি সেখানে ফসলের জন্য সার দেওয়া হয়। আর জুম চাষ করতে গিয়ে উপর নীচু টালু পাহাড়গুলিতে ফসল ফলাতে গেলে সার প্রয়োগ করতে হয়। চাষের জমি ঢালু থাকার জন্য এই সারগুলি বৃষ্টির জলে ধুয়ে চলে যাবে। কাজেই সেখানে প্রতিটি চাষের মরসুমে সার দিতে কৃষকদের সার দেওয়ার প্রয়োজন। আর এছাড়াও আমাদের রাজ্যের জমিগুলিতে দুই বা তিন ফসলের অধিক করতে গেলে বিশেষ করে অধিক সারের প্রয়োজন। তাহলে কি করে উৎপাদন বাড়বে কৃষি ক্ষেত্রে। এই সব জমিতে আরও চাষ করার জন্য ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আর সরকার-এ আরও আধুনিক পদ্ধতি আনার জন্য সেখানে ধরা হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। ঐটা খাদ্য

স্বয়ংম্ভরতা। এটা দিয়ে কৃষকদের ভাগ্য ফেরানোর যে চিন্তা সেই চিন্তা দিয়ে বর্তমানে হবেনা। কাজেই এখানে জুমিয়াদের জন্য মডেল ভিলেজ করুন। জোট সরকারের সময়ে আমি, শ্যামাবাবু এইগুলি নিয়ে প্রস্তাব তুলেছিলাম। ১৯ মাইল গোবিন্দ পাড়া রাস্তার সংলগ্ন বর্তমান ছড়াকে বাঁধ দেবে। এই নদীর দুই পারে জুমিয়ারা আছে সেখানে আমরা ওয়াটার সাপ্লাই-এর ব্যবস্থা করেছি। সেখানে মার্কেট শেড, প্রাইমারি স্কুল, হসপিটাল এবং অঙ্গনাওয়াড়ী সেন্টার করে আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরী করতে চেয়েছিলাম। সেখানে যে জল বিজার্ভেশন হবে এতে প্রচুর পরিমাণ মাছ ছেড়ে একটা কমিউনিটি তৈরী করে এইভাবে মডেল ভিলেজ করুন। এতে কাজ হবে জুমিয়াদের এবং গরীব মানুষের।

৮০ লক্ষ টাকাতো কম নয়? স্যার, রোডস্ অ্যাণ্ড ব্রীজ। ১৯ নাম্বার ডিমাণ্ড পুরোটাই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের। স্যার, আমাদের সময় অম্পি থেকে গণ্ডাছড়ায় আমরা আসতাম, নাঙ্গাবাড়ী রোড দিয়ে। আমাদের জোট আমলের আগে আমবাসা থেকে গণ্ডাছড়া যেতে হত। আমাদের সময়ে সোজাসুজি চলে যাওয়া যেত। এতে প্রায় ৪০ কি. মি. এর উপর রাস্তা সেভ্ হত। স্যার এই গভর্ণমেন্ট আসার পর দেখা গেছে, সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। অমরপুরের সরবং রাস্তাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিল্লা আসার জন্য নূতন রাস্তা তৈরী হয়েছিল আমাদের সময়ে। সব শেষ হয়ে গেছে। স্যার, আমার সময় প্রায় শেষ। কৃষির কথা বলে শেষ করব। কৃষির ক্ষেত্রে উপজাতি সমাজের যে নূতন নূতন পরিবর্তন আসে অর্থাৎ তাদের আশা আকাঙ্খা জেগেছে সেটা হচ্ছে, ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করা। এই জন্য জোট আমলে ৫০ টা স্টলের মধ্যে ১০ টা স্টল উপজাতিদের জন্য রাখা হয়েছিল। অমরপুরের ১০০টি স্টলের মধ্যে ১৫টি স্টল উপজাতিদের জন্য রাখা হয়েছিল। ছেচুরিয়ায় সবগুলি স্টলই ছিল উপজাতিদের জন্য। আমাদের ইচ্ছা ছিল, আগরতলা থেকে শুরু করে সব জায়গায় ট্রাইবেলদের স্টল দেওয়ার ব্যবস্থা করা। কারণ এখন উপজাতিরা ব্যবসা করতে চায়। কাজেই তারা যাতে ব্যবস্থা করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেজন্য তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা আমরা বিবেচনা করছিলাম। তার এখন দেখা গেছে, গ্রামের বাজারেও বাঙ্গালীরা দখল করে আছে। সরকার সাহায্য না করলে কি করে উপজাতিরা পারবে। উদয়পুরের ব্যবসায়ীরা চাইছিলেন, সেখানে ট্রাইবেল ব্যবসায়ীরা আসুক। আমাদের জোট আমলে আমরা চেয়েছিলাম, আগরতলায়ও উপজাতি ব্যবসায়ীরা প্রতিষ্ঠিত হউক। কিন্তু সেটা এখন হচ্ছে না। কাজেই এইগুলোর ব্যাপারে কর্মসূচী গ্রহণ করুন। শুধু উপজাতি সমাজের স্বার্থের জন্যই নয়, এতে পাহাড়ী বাঙ্গালীর মধ্যে সম্প্রীতিও প্রসার লাভ করবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া। মাননীয় সদস্য আপনার সময় ৫ মিনিট।

ককবরক্

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মানগীনাং ডেপুটি স্পীকার স্যার, পুইলা সাকাং চিনি বাজেটনি সাথাঅ যে রাং তাননানি ছাঁটাই প্রস্তাব তুবুমানি বিরোধীদলনি বিধায়করগ বনআং গছে নাইমালিয়া। আপনে সং যত বরগনি বাগাই অর'ছাঁটাই প্রস্তাব তুবুখা। ব'নচৌং উানসুখ মানয়া। পাঁচ দিননি আলোচনাঅ চৌং নাইখা যে অনতাই হাই করগনি বাগাই তেইব কাবাং রাং সান। কিন্তু তাবুখে রাং তানখীলাইদি হীনাই তীবুখা। বনি বাগাই আং গছি নাইমালিয়া। পাইরানানি সিকাং সময়ব আনি কারাইখা আং কাজলবাবু যে কয়েকটা কাট-মোশান তবুখা আবন' সায় খানাবিয়ানা। যেমন, কাজলবাবু ৪৪নং ডিমাণ্ডনি সাথাঅ কাটমোশান তুবুখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, প্রথমতঃ আমাদের বাজেটের উপর যে টাকা কমানোর জন্য ছাঁটাই প্রস্তাব বিরোধী দলের বিধায়কগণ এনেছেন তা আমি মানতে পারছিনা। আপনারা সকলেই জানেন, যে তারা কিসের জন্য এই ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন। এটা আমরা ভাবতে পারছিনা। পাঁচ দিনের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, তাদের মত লোকেরাই আরো বেশি পরিমানে টাকার কথা বলেছিল। কিন্তু এখন টাকা কমানোর জন্য প্রস্তাব এনেছেন। তারজন্য আমি মেনে নিতে পারছিনা। শেষের দিকে, সময়ও আমার শেষ প্রায়। কাজলবাবু যে কয়েকটা কাটমোশান এনেছেন এটা আমি পড়ে শুনাচ্ছি। যেমন, কাজলবাবু ৪৪ নং ডিমাণ্ডের উপর কাটমোশান এনেছেন।

আমরা দেখেছি যে, ৭২ ভাগ কৃষককে অগ্রিম দেওয়া হয় নারসারী করবার জন্য। এই গাছটা যখন বড় হয়, তখন তাদের দেওয়া হয় ২৫ পার্সেন্ট। এতে আমরা দেখেছি বিভিন্ন এলাকাতে অনেক কৃষকই উপকৃত হয়েছেন। তাই এটার উপর কাটমোশান আনার কোন প্রশ্ন উঠেনা। কিন্তু উনি আনবার চেষ্টা করেছেন। স্যার, ২০ ডিমাণ্ড বনদপ্তরের উপর তিনি কাটমোশান এনেছেন। আমরা সবাই জানি যে ৮৮ ইং সালে, ত্রিপুরা সরকার এক বন নীতি গ্রহন করেছিলেন। ভারতবর্ষের বন নীতি অনুযায়ী আমরা দেখেছি বনের যে, রাজস্ব এটা মুখ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। ত্রিপুরা সরকার ভারতবর্ষের বন নীতির কথা মাথায় রেখে জীবন্ত গাছ কাটা নিষিদ্ধ করেছিলেন। গাছ যাতে কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, পোকামাকড়ে ক্ষতি করতে না পারে সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে এটা গ্রহণ করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টে ও রিট পিটিশনের ২০২/৯৫ এ, ১২-১২-৯৬ ইং সালে সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুযায়ী একমাত্র সেই গাছকে কাটা যাবে যে সমস্ত গাছ পোকামাকড় নষ্ট করেছে, ঝড়ে

উপড়ে পড়েছে। বনদপ্তরের নির্দেশানুযায়ী একমাত্র সেই গাছ কাটা যাবে। এ ছাড়া নূতন বনায়ন করতে গেলেও পুরানো গাছকে কোনও ভাবেই ক্ষতি করা যাবেনা। তার জন্যই রাজ্য সরকার কঠোর হয়েছিল। এই বনকে ব্যাপক ভাবে রক্ষা করার জন্য তখন ৫০ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা ছিল এখন সেটা ৫ হাজার টাকা হয়েছে। কিন্তু মাননীয় সদস্য কাজল দাস মহোদয় এই বনের উপরেও কাটমোশান এনেছেন। আমি এটাই বলব যে, এই বনকে রক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এটার উপর কাটমোশান আনা কোন ভাবে যুক্তিযুক্ত হয়নি। রাজ্যবাসী জানেন আপনারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে কাটমোশান আনার চেষ্টা করেছেন। স্যার, আমাদের বিরোধী বন্ধুরা এবং শ্যামাবাবু কন্ট্রাডিকশানের মধ্যে পড়েছেন। উনারা একবার বলেছেন এ, ডি, সিকে টাকা কম দেওয়া হয়েছে, আবার এখানে দাঁড়িয়ে বলছেন না টাকা তো বাড়বেই। আসলে কাটমোশান আনতে হবে তাই আনা। আমি বিরোধী বন্ধুদের অনুরোধ করব, আপনারা যারা ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন সেগুলিকে মেনে প্রত্যাহার করে নেন। এখানে যে, বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে, সেটা গঠন মূলক বাজেট। আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যকে সুন্দর ভাবে গড়বার জন্য এই বাজেট এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। কাজেই আপনারা ছাঁটাই প্রস্তাব না এনে ত্রিপুরাকে সুন্দর ভাবে গড়বার জন্য আমাদের সহযোগিতা করুন। এই আশা রেখে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি বিরোধীতা করে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে, বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীসমীর দেব সরকার) **:—** মাননীয় সদস্য রতন লাল নাথ বলুন।

শ্রীরতন লাল নাথ :— মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে। মাননীয় সদস্য বাসুদেব বাবু এবং খগেন্দ্র বাবু একটু আগে বলেছেন একবার নাকি বলা হচ্ছে কেন ১০০ টাকা কমানো হলো আবার বলা হচ্ছে কেন ছাঁটাই প্রস্তাব তোলা হচ্ছে? এটা হলো ছাঁটাই প্রস্তাব টু ডেইনটিলেইট দি মেটার সরকার যেন সজাগ থাকে সেজন্য বিরোধী দল এই প্রশ্ন আনে। ১০০ টাকা কমালে দেশ ডুবে যাবে না বা, ১ টাকা কমালে দেশ ডুবে যাবেনা এটা হলো টু ডেইনটিলেইট, এটা হলে সংসদিয় গণতন্ত্রের সিষ্টেম। স্যার, আমার কাটমোশানগুলি এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে, সমস্ত কাটমোশান এনেছেন সেগুলি সমর্থন করে আমি বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা আনীত ডিমাণ্ড নং ১৯, মেজর হেড ২২২৫ সম্পর্কে আমার আইনজীবি বন্ধুবর বলতে গিয়ে বলেছেন, টি ইউ, জি, এস সম্পর্কে অবশ্য বলেননি, টি, এন, ভি এইসব বলে বললেন যে, এখানে কেন পারটিসিপেইট করল না। একটা কথা মনে পড়ে স্যার, ইলেকশন কেন তারা এগিয়ে এনেছেন এটা তাঁরাই জানেন। একটা ইলেকশনের পরের দিনই রেজাল্ট আউট হওয়ার পর বড় মিঞা তো বড় মিঞা ছোট মিঞা, সোভান আল্লা। উনারা হল বড় মিঞা আর ছোট মিঞা

বড় মিঞাকে ডাউন করেছে ছোট মিঞা, এর জন্য বলছে বড় মিঞা তো বড় মিঞা এরা তো রিগিং করেই কিন্তু ছোট মিঞা, তো দেখাইয়া দিয়েছে। এটার জন্য হেডিং দিয়েছে দৈনিক, পত্রিকায় বড় মিঞা তো বড় মিঞা উনারা তো করেনই, ছোট মিঞাও সোভান আল্লা. সুতরাং তার বলার দরকার নেই তাহারাতো বুঝেছেন। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় ত্রিপুরা ভবন সম্পর্কে কাটমোশান এনেছি। "Failure to control & climinate wasteful expenditure on Tripura Bhawan, Calcutta, Delhi etc." কিছু নয়, ছোট একটা কথা, ত্রিপুরা ভবন দিল্লীতে এখানে মোটর ভেহিকেলসের ট্র্যাবল এ্যাকস্‌পেনসেস্, কষ্ট অফ ফুয়েল ইত্যাদি, মেইটেনেন্স বষ্ট অফ ভেহিকেলস্ এইগুলির জন্য টাকা চেয়েছেন। টাকা কিসের জন্য? আমরা গিয়েছিলাম সিলেক্ট কমিটি থেকে, নিউ দিল্লী স্টেশনে নামলাম নামার পর আমাদের ত্রিপুরা ভবনের গাড়ী এসে নিয়ে গেল। ঐ দিন আমরা পাঞ্জাবে যাব, ত্রিপুরা ভবনে আসলাম খাওয়া দাওয়া করার জন্য কারণ ঐ দিনই আমরা চলে যাব। আমরা তো জানি ত্রিপুরা ভবনের গাড়ী দিয়ে যাবে কারণ এত দূর যাব গাড়ী ভাড়া করতে অনেক টাকা লাগবে। তারপর দেখলাম আমাদের গাড়ী রিজার্ভ করেছে ত্রিপুরা ভবন কর্তৃপক্ষ। ভাড়া গাড়ী কি ব্যাপারে খবরে জানলাম গাড়ী নেই। পরে আমাকে একজন ড্রাইভার বলল, কি বললেন গাড়ী নেই স্যার? গাড়ী সব ই ভাঙ্গা বলে, কিন্তু এখানে তো গত দুই মাস আগেও একটা মারুতী গাড়ী এবং একটা এ্যাম্বাসেডার গাড়ী নূতন কিনেছেন। কেন বলল? একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট, কি কাজ চলছে? আমি কি এই ব্যাপারে ভেন্টিলেইট করব না। সুতরাং, এটা চিন্তা করতে হবে। আমি যদি আপত্তি তুলি মিসম্যানেজমেন্ট ইজ দেয়ার, আমি কি আননেসেসারী টাকা চাইলেই টাকা দেব? এটাআমরা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেছি, কারণ এসেম্বলী সেক্রেটারী, ল সেক্রেটারী সহ আমরা ৪ জন তার মধ্যে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীও ছিলেন। তিনি প্লেইনে যেতে পারতেন কিন্তু উনি সাশ্রয় করতে আমাদের সঙ্গে ট্রেন গেলেন সেই জিনিষটা চিন্তা করেন না উনারা। আমি এই ব্যাপারে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে সাধুবাদ জানাই উনি যে কষ্ট করে প্লেইনে এনটাইটেল হওয়া সত্বেও ট্রেনে গেছেন। তাহলে কি করে ২৫ হাজার টাকা খরচ হল? তাহলে এখানে কি আমি কাট মোশান আনব না তামশার জন্য টাকা দেব? কলকাতা ত্রিপুরা ভবনের সামনে সল্ট লেইকে একটা হাসপাতাল আছে, এই হাসপাতাল আমাদের শিলাছড়িতে যে একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সেটা বেড়ার ঘর তার চেয়েও খারাপ। এই হাসপাতালে শত শত রোগী থাকে এইগুলি সংশোধন করা উচিত, ঠিক করা উচিত। গৌহাটি ত্রিপুরা ভবনের ভাড়া ৫০ হাজার টাকা। সেখানে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসেছেন খবর পেয়ে আমাদের নিয়ে গেছেন এবং ঘর ও দিয়েছে কিন্তু সেখানে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সহ আমাদের বলতে হয়েছে জলের লাইন ঠিক করে দেবার জন্য। এইগুলি কি আমরা কাট মোশান

আনব না? চেন্নাইতে স্যার, ত্রিপুরা ভবন ছিল রোগীদের জন্য। এটা এখন উঠে গেছে। আর যেটা আছে, এটা কোন কাজে লাগেনা। সেজন্য এই কাট মোশান এনেছি। নাম্বার-২, অ্যানকোয়ারী কমিশন। স্যার, অ্যানকোয়ারী কমিশনের টাকার ব্যাপারে কাট মোশান এনেছি। একটু আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে ফেলেছেন, রুলিং ও দিয়েছেন ১৯৮৭ যে এ. আই. আর এলাহাবাদ ৭২ পেইজ। উনাকে যেমন করে পড়িয়ে দিয়েছেন, আইন দপ্তর উনাকে মারাত্মকভাবে ইনসাল্ট করছে। এখানে কোন কনসপিরেসি আছে স্যার, আমি দেখিয়ে দিতে পারি, রুলিং-এ যদি সময় মত প্রেইস না করা হয় সেটা বাতিল করা যাবে। ভুলভাবে একটা প্যারা মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে হাউসে পড়িয়ে দিয়েছেন। অ্যানকোয়ারী কমিশন, ভুরুয়া কমিশন আমরা দেখেছি কি কাজে লেগেছে? ইউসুফ কমিশন, কুটনাবাড়ী অ্যাকশন টেকেন যা আছে তা কি করা করা হয়েছে? টি. এস আরের বিরুদ্ধে কি বলা হয়েছে? সুখরামবাবুরটাও আসবেন না। সুতরাং এই যে, অ্যানকোয়ারী কমিশনের জন্য টাকা রাখা হয়েছে, এটা অযথা। অন্য কু-তর্কে যাচ্ছিনা। স্যার, তার একটা কাট মোশান আমি এনেছি। আসলে প্রত্যেকটাতে আনা যায়। তবুও কয়েকটা আনতে হয় এটা হল প্রথা। স্টাইপেণ্ডের ব্যাপারে, আমি এস, টি, এস, সি কমিটির মেম্বারও ছিলাম। এস, সি, এস, টি স্টুডেন্টরা নিয়মিত স্টাইপেণ্ড পায়না বার বার কমিটির তরফ থেকে প্রপোজাল দেওয়া হয়েছে। তারপরও রেগুলার করতে পারে না। এনাদার ইজ ও, বি, সি। ও, বি, সিদের নিয়ে আমার প্রশ্ন ছিল ৯৯-২০০০ ইং সনে যেসব প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ ব্যয় করেছে তাদের জন্য কত অর্থ ব্যয় হয়েছে? ৩১/৩/২০০০ পর্যন্ত। উত্তর হল, ও, বি, সি ছাত্রদের জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বৃত্তি হানড্রেড পারসেন্ট কেন্দ্রীয় প্রকল্প। সেখানে ৫৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। খরচ হয়েছে ৬ লাখ টাকা। ৪৯ লক্ষ টাকা রয়ে গেছে। তার জন্য কি আমি কাট মোশান আনব না? এগুলি চিন্তা করা উচিত। আর একটা কাট মোশান হচ্ছে ফেইলিউর টু কনট্রোল অ্যাণ্ড এলিমিনেট ওয়াস্টফুল অ্যাক্সপেনডিচার অন অ্যাসিস্টেন্স ফর প্রমোশান অফ হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাস্ট্রি। আমরা এত কথা বলি, এটা কি স্যার। স্যার, এখানে একটা মিটিং হয়েছিল। চীফ সেক্রেটারী করেছিলেন। হবে না কেন? রাজ্য সরকারের যতগুলি সংস্থা আছে, গভর্নমেন্টের যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টগুলি আছে, এখানে যে হ্যাণ্ডলুমের জিনিস উৎপাদন হয়, সেগুলি ক্রয় করে না। করে কি, বোম্বে ডাইং, রেমণ্ডস্ এই কোম্পানীগুলি থেকে ক্রয় করে পর্দা বা অন্যান্য যে সমস্ত কাজে লাগে। টি, এস, আই, সি, টি, এইচ, ডি, সি প্যাক্স উইভার্স, খাদি বোর্ড, কনজিউমার ফেডারেশন, এরা গিয়ে চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরগুলি বিভিন্ন কোম্পানীর জিনিসগুলি কিনে ফেলে। আমাদের রাজ্যে যে সংস্থা আছে, প্রোডাক্শান বন্ধ হয়ে যাবে, সেল হচ্ছে না। সেজন্য ২৯ তারিখে মে মাসে এই বৎসরে চীফ সেক্রেটারী একটা মিটিং ডেকেছিল।

সব দপ্তরকে বলেছি ১০০ টা করে আনার জন্য রবীন্দ্র শত বার্ষিকী ভবনে। উপস্থিত হল কে? হেল্‌থ, অ্যানিমেল হাসবেণ্ড্রী, স্পোর্টস অ্যাণ্ড ইয়থ। এতগুলি ডিপার্টমেন্ট প্রেজেন্ট। গভর্ণমেন্টটা কি চলছে স্যার। লসটা কি পরিমাণ। মাননীয় সদস্য অশোক বাবুর এক প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে আপটু ৯৮-৯৯ অ্যাকুমোলেটেড লস্ আণ্ডার টি. এইচ, ডি সি ৬ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। সুতরাং আমি অনুরোধ করব এগুলি দেখার জন্য। আমার কাট মোশানগুলি আনার অর্থ হল এটাই ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীরা এর সঠিক উত্তর দেবেন যাতে দপ্তরগুলি ভালভাবে চলে। আমি বললেও উনি কাটাবেন না। সেজন্যই কমিটির কথা বার বার শ্যামাবাবু বলেছেন, এটা ঠিক আজকে কমিটি থাকলে কাট মোশান দেওয়ার দরকার ছিলনা। আগেই আমরা আলোচনা করে আমরা ডিসিশান নিতাম। এটা হল প্রহসন। সেজন্য এই সিস্টেম কোন কোন রাজ্যে এগুলি করে নিয়েছে।

আমি অনুরোধ করব, বিরোধী দলের ছাটাই প্রস্তাব আনলে আপনাদের বিরুদ্ধে চলে যায়, এই ছাটাই প্রস্তাব আনার অর্থ হচ্ছে জিনিষটা সম্পর্কে সচেতন করা। এখন যদি বলেন সচেতন করো না, তাহলে আমরা করব না। আমি অনুরোধ করব যে জিনিষগুলি আমরা উত্থাপন করছি এগুলি দেখার জন্য এই হ্যাণ্ডলুম অ্যাণ্ড হ্যাণ্ডিক্রাফট্‌ এর কিছু কিছু দোকান, শোরুম ত্রিপুরার বাইরেও আছে, সেগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় পাশাপাশি অন্য কোন দোকান থাকলে কমপিটিশনে তারা টিকে না, অন্য দোকানে অল্প দামে অন্য জিনিষ পাওয়া যায়। সুতরাং গুণগতমান যেন বাড়ানো হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ রেখে এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলি সমর্থন করে আমি বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীসমীর দেব সরকার) **:—** মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস মহোদয়, সময় ১০ মিঃ।

শ্রীকাজল চন্দ্র দাস **:—** মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার আমার পূর্ববর্তী বক্তা রতন বাবু পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, আমরা যারা বিরোধী আছি, আমরা কোন কাটমোশান আনি মানে আমাদের কাটমোশন আনার কারণটা কি উনি বলেছেন। আমি বেশী সময় নেব না। আমি যে কয়েকটা বিষয়ে কাটমোশন এনেছি সেগুলি সম্পর্কে বলছি। এখানে ইলেক্‌শন্ ডিপার্টমেন্ট ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে, আর আইডেনটিটি কার্ডের জন্য ধরা হয়েছে মাত্র সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। অথচ এই ত্রিপুরা রাজ্যের বেশীর ভাগ লোকের আইডেনটিটি কার্ড নাই। কারণ এই সরকারের সব চেয়ে বড় ধান্দা হচ্ছে, আইডেনটিটি কার্ড হলেতো রিগিং করা যাবে না, তাই এখানে মাত্র সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। অথচ ইলেক্‌শন্ ডিপার্টমেন্টের জন্য ধরা হয়েছে ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা, তা এখন কি নির্বাচন আছে, এই টাকাটা কি কাজে

লাগবে. কি কাজে এটা খরচ করা হবে। স্যার, আমার কথা হচ্ছে, যে টাকাটা বাজেটে নেওয়া হবে সেটা যাতে কাজে লাগে। একটা আইডেনটিটি কার্ডের জন্য একটা লোক আসাম যেতে পারে না, তার সিটিজেনশীপ কার্ড নাই, একটা আইডেনটিটি কার্ড থাকলে কিন্তু সে আসাম যেতে পারে। অথচ এটার জন্য টাকা ধরা হয়েছে মাত্র সাড়ে সাত লক্ষ টাকা, তো আমরা এটার জন্য প্রতিবাদ করব না, আবার প্রতিবাদ করলেই ওদের মনে লাগে। তাই আমার কথা হচ্ছে, এই আইডেনটিটি কার্ডের জন্য বাজেটে টাকার পরিমাণটা বাড়ানো হোক। আর একটা জিনিষ হচ্ছে, পুলিশ আধুনিকীকরণ এবং এই আধুনিকীকরণের নামে বাজেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে টাকাটা রেখেছেন সেটা হচ্ছে, ১৬৩, ২৯, ১৫,০০০ টাকা। গত বারও এই রকম টাকা ধরা হয়েছিল অথচ এমন কোন সাবডিভিশন আছে যে সাবডিভিশনের একটা থানাতে দেখবেন পুলিশের হাতে এ কে ৫৬ রাইফেল ছাড়া আধুনিক কোন যন্ত্রপাতি বা অস্ত্র আছে। নাই, এখনও সেই ৩০৩ রাইফেল নিয়ে হোমগার্ডরা দৌড়াদৌড়ি করে। তা আমাদেরতো কোন আপত্তি নাই, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থা এই অবস্থাতে আমাদের মডার্ণ যন্ত্রপাতি পুলিশের জন্য দরকার, কিন্তু সেটাতো দেওয়া হচ্ছে না। তাই আমরা চাই টাকাটা সত্যিকারের কাজে লাগুক। কিন্তু এখানে দেখা যায় আধুনিকীকরণের নামে টাকা যাবে এম. এল. এদের পেছনে যে পুলিশের গাড়ী যায় তার ভাড়া বাবদ। এই যে, এম. এল. এদের পেছনে পেছনে একটা করে পুলিশের গাড়ী আসে তার ভাড়া দেয় কে, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। কাজেই, এই কাজের জন্য যদি আধুনিকীকরণের নাম দিয়ে টাকা নিতে হয় তো সেটাকে সমর্থন করা যায় না।

(ট্রেজারী ব্যাঞ্চ থেকে-আমাদের এম. এল. এদের গাড়ীর পেছনে পুলিশের গাড়ী থাকে না) আপনাদের প্রত্যেকটা এম. এল. এদের গাড়ীর পেছনে একটা করে পুলিশের গাড়ী থাকে তার তথ্য আমার কাছে আছে। তারপর হচ্ছে, পেট্রোলিং, ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট। এখানে এই পেট্রোলিং-এর নামে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট ৭৯ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা যেটা বাজেটে আছে তার মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে রোড পেট্রোলিং-এর জন্য। এ রোড পেট্রোলিং-এর কি দরকার। এই রোড পেট্রোলিং দিয়ে পাবলিকের কি উপকার হচ্ছে, এতে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টেরইবা কি লাভ হচ্ছে। অথচ এই টাকাটা দিয়ে একটা টি, আর, টি, সি বাস চালু করা যেত তাহলে তাতে পাবলিকের কিছু উপকার হত। যেমন, গণ্ডাছড়াতে মাত্র একটা বাস যায় দিনে তা সেখানে যদি আর একটা বাস বাড়ানো যেত তো সেটা পাবলিকের কাজে লাগত। কাজেই স্যার, আমাদের কথা হচ্ছে, যেটা করলে মানুষের উপকার হবে এবং মানুষের কাজে লাগবে সেটা করা হোক এবং সেটা যদি করা হয় তো আমরা নিশ্চয়ই কাট মোশান আনব না। ফ্রিডম ফাইটার, যাদের জন্য আজকে আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছি, যাদের জন্য আজকে আমরা এম. এল. এ. হতে পেরেছি, যাদের জন্য আজকে ঐ কেশব বাবু, নিরঞ্জন বাবু, ওনারা মন্ত্রী হতে পেরেছেন। কেউ আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, কেউ বা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, এই ফ্রিডম ফাইটারদের

জন্য ধরা হয়েছে মানে কাদের এই ডিপার্টমেন্টের বাজেটে ধরা হয়েছে মাত্র ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। আর তাদের এত হাজার লোক ভাতার জন্য ধরা হয়েছে মাত্র ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। যাদের দিয়ে আমরা আজকে এত মজা লুট করছি তাদের জন্য এত কম টাকা রাখা হয়েছে। আমিও এম, এল, এ, হিসেবে ভাতা পাই, আপনারাও পান, মন্ত্রীরাও মন্ত্রীর ভাতা পান— তারা দিল্লীতে প্লেনে করে যখন ইচ্ছা যাচ্ছেন এবং আসছেন— সকালে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসছেন। তো তাদের জন্য কিন্তু আমাদের কোন চিন্তা নাই। যাদের কারণে আমরা আজকে মন্ত্রী, এম, এল, এ, তাদের জন্য আমাদের কোন চিন্তা নাই। কাজেই এই যে ১১.৫৬ লক্ষ টাকা এটাকে আমরা কি করে মেনে নেব, বলুন ?

তারপর এডুকেশন, প্রাইমারী এডুকেশন। এই এডুকেশন খাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে-৩১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। আর এখানে মাত্র ৩৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে প্রাইমারী এডুকেশনের জন্য। আজকে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখব এই প্রাইমারী এডুকেশন আজকে ডেড্ লক্ অবস্থায় চলে এসেছে। পাহাড় অঞ্চলে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা প্রাইমারী স্কুলে পড়ছে, আজকে তাদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেছে। আজকে আপনারা নিজেদের যে ট্রাইবেল দরদী বলে থাকেন সেটা প্রমান হয়ে গেছে। যেখানে মানুষ প্রথম শিক্ষা পায়। অ, আ, ইত্যাদি প্রথম শিখে সেখানেই বাঁধা। এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই এটা স্যার, আমরা মানতে পারছি না। এজন্য ইচ্ছা না থাকা সত্বেও আমাদের কাটমোশান আনতে হয়েছে।

এখানে আমাদের একজন সহকর্মী ফরেষ্ট সম্পর্কে বলেছেন। আমি জানি তার গায়ে লাগবে এই কাটমোশানটা। কারণ তিনি টি. আর, পি, সি-র চেয়ারম্যান। তিনি অনেক জায়গায় বন না করেও পয়সা নিয়েছেন কাজেই এই বনের জন্য যদি বাজেট বরাদ্দ না করা হয় তাহলে বনের পয়সা পাবে কোথায় ? আগে বিশ্ব ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। আমিও আগে এই টি, আর, পি. সি-র ভাইস চেয়ারম্যান ছিলাম এবং মাননীয় বিজয়বাবু চেয়ারম্যান ছিলেন। তো কোটি কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে সুন্দরভাবে যাতে রাবার প্ল্যান্টেশন করা যায় এবং তার মাধ্যমে জুমিয়াদের যাতে পুনর্বাসন দেওয়া যায়। সে ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম। সেখানে কি হয়েছে সারা ইউনিট ৬ জন অফিসার ছিলেন, কিন্তু তিনি কি করেছেন সবগুলিকে এক সঙ্গে করে ১৮টা সেক্টারের দায়িত্ব একজনের উপর দিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন উনার প্রিয়তম অফিসার ডেপুটি ম্যানেজার শ্রীনিত্যগোপাল দেববর্মা। তিনি তার কথায় চলেন আর আছেন। এই কারনে যদি এখানে বাজেট বাড়ানো না হয় তাহলে তো রাবার প্ল্যান্টেশনের যে সমস্তকিছু আছে এটা উনার পক্ষে করা সম্ভব নয়। এজন্য আমরা বলছি ঠিক আছে এটা আনা হয়েছে জুমিয়াদের

আরো সেলফ্ সাফিশিয়েন্ট করার জন্য আরো বেশী করে টাকা আনা হয়েছে। যাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কাজেই স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের জন্য যেরকমভাবে তারা বাজেট এবং আমার বিরোধীদলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশান এসেছে সেই সবগুলি কাটমোশানকে সমর্থন করে এবং বাজেটের যে ডিমাণ্ড-এ ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার বিরোধিতা করে এবং এই ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মন্ত্রীবাহাদুরদের কাছে অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার দপ্তরের ডিমাণ্ড নাম্বার-১৯, ২৭ ২৮, ৩২, ৫৩ এর মধ্যে ১৯ নং ডিমাণ্ডের বিভিন্ন মেজর হেডস্ এর উপর ৪২টা ২৭ নং ডিমাণ্ডের উপর ৬টা, ২৮ নাম্বার ডিমাণ্ডের উপর ২ টা, ৩২ নং ডিমাণ্ডের উপর ১টা, এবং ৫৩ নং ডিমাণ্ডের উপর ১ টা কাটমোশানস্ এসেছে। কাজেই এখানে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশানস্ এসেছে আমি তার সবগুলির বিরোধিতা করে এবং আমার ডিমাণ্ডের সমর্থনে বক্তব্য রাখছি।

স্যার, এখানে বিরোধী দলের সদস্য শ্রীশ্যামাচরন বাবু স্থায়ী জুম চাষ করা উচিৎ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে যাতে জুম বীজ জুমিয়াদের দেওয়া যায় তারজন্য আই, সি, এস, দপ্তরের হাতে যে দায়িত্ব তোলে দেবার জন্য বলেছেন। এই সম্পর্কে নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক কিছু চিন্তা করছি। এখন আপাততঃ আমাদের দপ্তর থেকে! জুমবীজ আমাদের ফার্মে উৎপাদন করছেন। আই, সি, এস, থেকে আরো ভাল বীজ যাতে উৎপাদন করা যায় সে চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে তাদের পরামর্শ নেবার উদ্যোগ নিশ্চয়ই আমাদের থাকবে। তবে এটা ঠিক না যে স্থায়ীভাবে জুম চাষ করা হোক। আমরা এখন ইম্প্রুভিং জুম নামে একটা প্রকল্প চালু করেছি। আমাকে এই জুম চাষের ফলে জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে বনানী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কারণ একজন জুমিয়া এক বছর জুম করার পর দ্বিতীয় বছরে আর সেখানে জুম করতে পারেন না।

জুমিয়ারা যাতে পর পর তিনবার একই জায়গাতে থেকে জুম চাষ করতে পারে, জুম চাষের ফলে ক্ষতি যাতে না হয় সে ব্যাপারে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। মিজোরামে এটা কিভাবে করা হয়েছে সেটা দেখে আসার জন্য এবং দেখে এসে একটি রিপোর্ট সরকারের কাছে দেওয়ার জন্য আমরা একটি টিম মিজোরামে পাঠিয়েছিলাম। তারা ফিরে এসে আমাদের কাছে একটি রিপোর্ট দিয়েছে। তারপর জম্পুই হিলে প্রাথমিকভাবে কিছুটা করেছে। ফসলও ভাল হয়েছে। সমস্যাটা একটা জায়গাতে, ওদের জমিটা শক্ত। অনেকটা কাঁকড় মিশ্রিত, বৃষ্টিতে মাটি কাটে না। আমাদের এখানে জমিটা হচ্ছে লুজ সয়েল। এক বৃষ্টিতেই ক্ষতি হতে পারে। কাঞ্চনপুরের আর একটা জায়গাতে এই প্রজেক্টের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এটাকে কার্যাকর করার জন্য আমরা এই অর্থ বছর থেকেই আরো

কিছু উদ্যোগ নিয়েছি। এটাতে সফলতা আসার পর অন্যত্রও এইভাবে করার চেষ্টা নেওয়া হবে। উপজাতি জুমিয়াদের স্থায়ীভাবে জুমচাষ করার জন্য কোন উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি না— এটা না। আমরা নিচ্ছি। কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদের তরফ থেকে আরও নতুন করে কোন পরামর্শ থাকলে দিতে পারেন। তখন আমরা দেখব করা যায় কিনা এবং আমরা সেইভাবেই উদ্যোগ নেব। এখানে বলা হয়েছে, এ. ডি সিকে কম টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাই বলা হউক্ না কেন এ. ডি. সির জনকল্যাণে যাতে টাকার খুব একটা সংকট না থাকে রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এ. ডি. সির জন্মলগ্ন থেকে করে চলছে। ৮০ শতাংশ গরীব উপজাতি অংশের লোকের বসবাস যেখানে সেখানে এই সরকার তাদের উন্নয়নের কথা চিন্তা করেই অর্থ বরাদ্দ করে থাকেন। সেখানে রাস্তা-ঘাট আরো করতে হবে। টাকার অভাব হবে না।

স্যার এখন জম্পুই হিলে কমলা চাষের পাশাপাশি চা বাগান করার উৎসাহ দেখাচ্ছেন সেখানকার লোকেরা। ত্রিপুরা রাজ্যে কমলা চাষের জন্য উপযুক্ত হচ্ছে জম্পুই হিল। পরবর্তী অর্থ বছরে সেখানে পতিত জমিগুলিতে চা চাষের উদ্যোগ নেওয়া যায় কিনা ভেবে দেখা হচ্ছে। উপজাতিদের আয়ের পথ হচ্ছে চা এবং রাবার। হাইব্রীড দিয়ে সেখানে চাষাবাদ হবে না। অর্থাৎ সমতলের মত হবে না। আমরা এই বিষয়টা মাথায় রেখেই উদ্যোগ নিয়েছি। আপনারাতো জানেন যে সব কিছু এক সঙ্গে একই অর্থ বছরে সম্ভব হয় না। এটা করার ক্ষেত্রে মোটিভেশন লাগে। অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। আপনারা জানেন না, এটা কিন্তু নয়। কাজেই আমরা এই ডিমাণ্ডের মধ্যে টাকার সংস্থান চেয়েছি যাতে এই কাজগুলো আমরা আরও বেশী করে করতে পারি। কাজেই টাকা কমানোর প্রশ্ন কি করে আসে? বরং টাকা আরও বেশী করে বাড়ানো যায় কি না, দিল্লী থেকে আরও টাকা আমরা সবাই মিলে বলে আনতে পারলে ভাল হবে। এক দিনে হয়ত ত্রিপুরা রাজ্যকে সোনার রাজ্য করা যাবে না। তবে আমাদের পরিকাঠামো আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লক্ষ লক্ষ মানুষের উন্নয়ন ঘটানো সেখানে সম্ভব হবে

অপরদিকে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু কৃষির উপর যে টার্গেট করেছেন ঠিক আছে উনার উদ্যোগ ছিল না তা না। কিন্তু যে উদ্যোগ ছিল সেটা করা সম্ভব হয়ে উঠে নি। আমার ক্ষেত্রেও সব সম্ভব হবে না, হবে না বলেই এই কাজগুলি করতে গিয়ে দেখা গেল সময়ের মধ্যে এই কাজগুলি আপনারা শেষ করতে পারেন নি। এটা বাস্তব ঘটনা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, চেষ্টা করলে হবে না, এটা না, হবে। আমি করেছিলাম এখন বন্ধ হয়েছে। না, বন্ধ হয়নি। আমি দফতরের অসমাপ্ত কাজগুলি করার জন্য চেষ্টা করছি। এখানে আগের সরকার প্রজেক্ট করেছেন আমরা বন্ধ করেছি এই রকম কোন ঘটনা আমরা ঘটাই নি। এটা ভুল এইরকম ব্যাখ্যা করলে ঠিক হবে না।

আর সবটাই হয় নি এটা এইভাবে দেখা ঠিক না। বরং আপনারা বলতে পারেন এই জায়গায় এটা করুন। নিশ্চয় আমরা করব। আমরা ভাল কিছু ফেলে দিতে চাই না। সেটা যে কোন সরকারের হউক। কাজেই আলোচনা এইভাবে হওয়া উচিৎ।

তারপরে এখানে প্রশ্ন আসছে এ. ডি. সি নির্বাচন। কাটমোশান এনেছেন। অদ্ভুদকাণ্ড এইমাত্র নির্বাচন হয়ে গেল কিছু টাকা খরচ হয়ে গেল, নির্বাচনে টাকা খরচ, নির্বাচনে আমাদের যেতে হবে। যেই আসুক আই. পি. এফ. টি আসুক, কংগ্রেস আসুক, টি. ইউ. জে. এস এবং বামফ্রন্ট আসুক, যে কোন দল আসতে পারে এটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। এখানে টাকা কমিয়ে দেওয়া নির্বাচন বন্ধ করা এটা ঠিক না। যখন কোন নির্বাচন হবে তখন টাকাটা দেওয়া হয়। এখানে নয়ছয় করার কোন সুবিধা নেই। টাকা থাকা সত্বেও যদি নির্বাচন বন্ধ করা হয় তাহলে সেটা আলাদা কথা। টাকা বরাদ্দ আছে নির্বাচন করা হয় নি। তবে নির্বাচন বন্ধ হয়না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের চোখ আছে তারা দেখতে পেরেছেন গত নির্বাচনের ঘটনা। এটার অর্থ হচ্ছে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করে অগণতান্ত্রিক শক্তি, একসট্রিমিকস্ট শক্তি এটাকে ভর করে গণতন্ত্রকে হত্যা করে নির্বাচনে এ. ডি. সিকে দখল করল। এবং সেই জায়গায় দেখা গেল যেসমস্ত গণতান্ত্রিক দলগুলি আছে তার মধ্যে কোন কোন দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করল না। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করার মানে হল আমরা নির্বাচনে দাঁড়াব না, টাকা খরচ হবে না, নির্বাচন বন্ধ কর, আমরা এই নীতিতে বিশ্বাস করতে পারি না। যেই আসুক নির্বাচন করতে হবে আর যদি অগণতান্ত্রিক দল ক্ষমতায় আসে অগণতান্ত্রিক কোন কাজ করে সেটা নিশ্চয়ই সব দলের নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব থাকবে যাতে সেই শক্তি দুর্বল হয় দুর্বল করার জন্য সেখানে তাদের ভূমিকা খারাপ হবে না। মাননীয় সদস্য রতনবাবু ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের টাকা কম এটার জন্য টাকা কেটে নাও। অদ্ভুদ ব্যাপার যারা স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে এখন ভারতবর্ষের জিনিষপত্রের যে পরিমাণ দাম বাড়ছে আমরা কত দিচ্ছি? আমরা দুই দফায় বাড়িয়ে এখন ১৫ টাকা করে দিচ্ছি। আমি মানতাম যদি রতনবাবু পার্টিকুলার কোন বোডিং হাউসে টাকা পায় নি, টাকা ইরেগুলার তাহলে মানা যেত। তবে টাকা ইরেগুলার না। আমরা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলছি। যে এই টাকায় হবে না। অন্তত আরও কিছু টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হউক। যাতে তারা দিনে দুই বেলা মাছ দিয়ে না হলেও শাক-সব্জী দিয়ে ভাল করে খেতে পারে। তাহাদের যাতে সুস্বাস্থ্য থাকে। এখানে রতনবাবু বার বার বলতে চেষ্টা করেছেন যে এস, টি বোর্ডিংএ ছাত্র ছাত্রী খাবার খেতে পাচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে এই কথা বলব যে আমরা বছরের প্রথমেই সমস্ত টাকা হিসাব করে এস. ডি. ওর কাছে দিয়ে দিই। তারপরে এই টাকা না পাওয়ার কথা না। আর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্কুলের হেড মাষ্টার যেখানে যেখানে বলছে যে তারা স্টাইপেনের টাকা পাচ্ছেনা সেখানে

আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিয়ে দিতে চেষ্টা করি। সুতরাং এস. টি ষ্টুডেন্টরা সর্বত্র যে ষ্টাইপেণ্ড পাচ্ছেনা বলে অভিযোগ এনেছেন এটা ভিত্তিহীন।

আর এ. ডি. সি-কে কয়েকটা দপ্তর দেওয়ার ব্যাপারে আমরা যারা কয়েকজন কমিটিতে আছি তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ করেছি যে কয়েকটা দপ্তর এ ডি. সি-কে মনিটরি করার জন্য দেওয়া যেতে পারে। এটা অবশ্য শ্যামাদা ভাল করে জানেন। এটা মাত্র এ. ডি. সি. ইলেক্‌সনের আগে নোটিফিকেশন হয়েছে। এটা কার্যকরী হবেনা কেন। মাত্র দুটি মাস গেছে। পঞ্চায়েতের হাতে সমস্ত পাওয়ার একমাত্রসাইজ করার ক্ষমতা দেওয়া হবে। এ. ডি. সি কে সেই একইভাবে দেওয়া হবে। কাজেই এখানে অন্যভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। এখানে বার বার বলার চেষ্টা করা হয়েছে. টাকা সব খেয়ে ফেলেছেন। আমি বলছি, আমি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবুকে অনুরোধ করব আমার সঙ্গে আসুন, চলুন সেখানে কোথাও টাকা নয়ছয় করার মত কাজ হয়েছে কিনা। কারণ প্রজেক্টের ব্যাপারে আমি বেশ কয়েকটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে দেখেছি। ৪৪৭ পরিবার তার সুফল পাচ্ছে

আমাদের যা স্কীম আছে সেইগুলি আমরা করছি। ৪৬টার মধ্যে সবগুলি বাদ হয়ে গেছে সেটা বললে তো হবেনা। আপনারা নির্দিষ্ট করে বলুন যে এই প্রজেক্টগুলি বন্ধ আছে, তা হলে নিশ্চই আমরা দেখব। উপজাতিদের পূর্নবাসনের যে প্রকল্প এটা খারাপ হচ্ছে বলে সবটাই যে খারাপ হচ্ছে এটা নেওয়া ঠিক হবেনা। এগুলি আমরা করব। টাকা আমরা আরো পাবো। তার পরে আমরা বলছি কোল্ড স্টোরেজের মধ্যে কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত ফসল, বীজ সংরক্ষণ করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা আমরা করছি। এই ক্ষেত্রে টাকা কাটার কোন দরকার নেই। কারণ আমরা বাইখুড়ায় করার প্রভিশান রেখেছি। তেলিয়ামুড়াতে ৫০০ মে. টন করার জন্য টাকার সেংশান হয়ে গেছে। তারপরে এন. সি. ডি. সি. কুমারঘাটে করব। এপেক্স মার্কেটিং কোঅপারেটিভ তারা বাধারঘাটে করবে। আমরা নাবার্ডের কাছে ১৪ কোটি টাকার ৫টা প্রজেক্ট পাঠিয়েছে। আজকে জানতে পারলাম গত বৎসর তারা নাকচ করেছিল এবার তারা বলেছে সামনে একটা মিটিং হবে খুব সম্ভব সেটা কনসিডারে আসবে। যদি এটা পাই তাহলে আরো ৫ হাজার মে. টন. ক্ষমতা সম্পন্ন কোল্ড স্টোরেজ করতে পারব। এই টাকাও আমি রাখছি এইগুলি করার জন্য। তাই আমি অনুরোধ করব বিরোধী দলের বন্ধুদের তারা যে কাট মোশানগুলি এনেছেন সেগুলি যাতে তারা প্রত্যাখান করে নেন এবং বাজেটকে সমর্থন করে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুকুমার বর্মন মহোদয়।

শ্রীসুকুমার বর্ম্মন (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এখানে অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটকে সমর্থন করে এবং বিরোধিদের আনীত সমস্ত কাট মোশানগুলিকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এখানে আমার মৎস্য দপ্তরের উপর মাননীয় সদস্য বিপ্লাল মিশ্রা মহোদয় কাটমোশান এনেছেন। যে রুদ্রসাগরকে কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে ফেল করেছি। সুতরাং এটার উন্নয়নের জন্য টাকার প্রয়োজন নেই, টাকা কাটা হউক। মাননীয় সদস্য বোধহয় এটা জানেন না যে, রুদ্রসাগরে একটা জলাশয় রয়েছে। এর নাব্যতা কমে যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে আজকে এটার চরা দেখা দিচ্ছে। আগে সেখানে যে পরিমান মাছ ছিল বর্তমানে সেখানে সেই পরিমান মাছ নেই। এমনকি দেখা যায় যে শুখা মরশুমে এর জল দুই থেকে আড়াই ফুট নেমে আসে। অথচ রাজ্যের এটা একটা পর্যটন ক্ষেত্র, এখানে মহারাজার তৈরী যে নীরমহল সেটা আছে। রাজ্যের বহু পর্যটক রাজ্যের বাইরের পর্যটক এবং বিদেশ থেকেও বহু পর্যটক এখানে আসে প্রতি বছর। আজকে সেটাকে রক্ষা করার প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। সেটাকে রক্ষা করার জন্য আমরা একটা প্রজেক্ট তৈরী করেছি এবং সেই প্রজেক্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। এবং এটার জন্য টাকার অনুমোদন পাওয়া গেছে। এটার নাব্যতা রক্ষা করা, এটার পলিমাটি তুলা এবং এটাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ মঞ্জুরী দিয়েছেন। আমরা ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার প্রজেক্ট জমা দিয়েছি এবং তারা প্রথমাবস্থায় আমাদেরকে ১৫ লক্ষ টাকার অনুমোদন দিয়েছেন এবং তারা বলছেন যে এখন এই টাকা দিয়ে কাজটা শুরু করার জন্য এবং প্রজেক্ট সেখানে দেওয়ার জন্য। কাজ শুরু করা হয়েছে। এটাকে যদি আমরা রক্ষা না করতে পারি তাহলে পর্যাটন ক্ষেত্রে একটা বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। এখানে মৎস্যজীবি অংশের যে মানুষ আছে যারা এর থেকে মৎস্য ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন তাদের অবস্থা খারাপের দিকে চলে যাবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সেখানে প্রজেক্ট করা হয়েছে, এই জায়গায় উনি করতে চাইছেন এটার উন্নতি না হোক। এটার জন্য টাকা নয়ছয় হচ্ছে। এই যদি দৃষ্টীভঙ্গী হয় বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা হয় তাহলে তো সেখানে বলার কিছু নেই।

হ্যা, আপনাদের যদি কোন পরামর্শ থাকে নিশ্চয়ই পরামর্শ দিতে পারেন যে, এটা কিভাবে রক্ষা করা যায়, কিভাবে সৌন্দর্যতা রক্ষা করা যায় এবং পর্যটকরা আরও বেশী বেশী করে আসতে পারে বা এখানকার যারা মৎস্যজীবি পরিবার আছে বা এখানে তো দুই হাজার পরিবার এবং দুই হাজার পরিবার কি করে সেখানে বাঁচতে পারে তার জন্য যদি নিশ্চয়ই কোন পরামর্শ থাকে সেটা নিশ্চয়ই দিতে পারেন। যদি ভাল প্রস্তাব হয় নিশ্চয়ই আমরা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু এটা বিরোধিতা করে এখানে কাট মোশান আনা এবং আজকে সেখানে টাকা ছাটাই করে এটা কি ধরণের ছাটাই প্রস্তাব

মাননীয় সদস্য কেন আনলেন আমি সেটা বুঝতে পারছিনা। এছাড়া এই মৎস্য দপ্তরের বিষয়েও মাননীয় সদস্যরা বলেছেন কিন্তু আমরা সেখানে ইতিমধ্যেই উত্তর পূর্বাঞ্চল না, আমরা বলতে পারি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের মৎস্য দপ্তর নতুন একটি প্রজনন কেন্দ্র সেখানে তৈরী করেছে। আমরা আশা করছি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই প্রজেক্ট মৎস্য চাষীদের কাছে নিয়ে যেতে পারবে এবং এটা থেকে রাজ্যের মৎস্য চাষীদের সেখানে সব চেয়ে বেশী উৎসাহিত করবে, এটা খুব লাভজনক অবস্থার মধ্যে আসবে সেটা হচ্ছে গলদা চিংড়ি প্রজনন কেন্দ্র, আমরা ইতি মধ্যেই আমাদের কলেজটিলায় যে ডাইরেক্টরেট, সেখানে আমরা সেই প্রজেক্ট তৈরী করেছি। আজ এই যে মিষ্টিজল, আপনারা সবাই জানেন চিংড়ি প্রজনন করতে নোনা জল ছাড়া সেখানে গলদা চিংড়ি প্রজনন হয় না। আমরা এখানে মিষ্টি জলকে বিভিন্ন লবন মিশ্রিত করে নোনা জল তৈরী করে এই প্রজেক্ট আমরা তৈরী করছি। গত বছর প্রথম দফায় আমরা কিছু করেছি প্রায় ১৫ হাজার পোনা সেখানে তৈরী হয়েছে, আমরা মৎস্য চাষীদের মধ্যে সেগুলো বন্টন করছি। এবং এই বছরে আমরা আশা করছি এক লক্ষ পোনা আমরা মৎস্য চাষীদের মধ্যে বন্টন করতে পারব। এবং সেই অনুসারে কোথায় কোথায় হবে বেনিফিসিয়ারী কারা পাবেন, ব্লকগুলোকে সেখানে বলা হয়েছে তারা যেন বেনিফিসিয়ারীদেরকে সিলেক্শান করে তাদের নামের তালিকা আমাদের কাছে পাঠান। তাছাড়া অমরপুরে আমাদের যে ডিপার্টমেন্টাল ফার্ম আছে সেই ফার্মগুলোর মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগীতা নিয়ে আমরা একটি প্রজেক্ট করতে চাই, যাতে এটা দেখে ঐ এলাকার চাষীরা উৎসাহিত হতে পারেন এবং চাষীদের মধ্যে যদি আমরা এটা নিয়ে যেতে পারি সেটাও আমরা সেখানে করেছি। এবং গত বছর আমরা যে সমস্ত জায়গায় বেনিফিসিয়ারীদের আমরা দিচ্ছি মাননীয় সদস্য যদি দেখতে চান নিশ্চয়ই যেতে পারেন। আমাদের যে প্রজনন কেন্দ্র থেকে যেটা তৈরী করছি এবং আমাদের রাজ্যের আইনজীবি শংকর দাস উনার লেইক, মাননীয় সদস্যরা যদি দেখতে চান যে কি হয়েছে এবং কতটুকু হয়েছে, তাহলে যেতে পারেন।

এই রকম আরো আছে আপনার সাব্রুমে, তারপরে সোনামুড়াতেও আছে। ইচ্ছে করলে মাননীয় সদস্যরা দেখে আসতে পারেন। সুতরাং সেখানে নয়ছয়ের কোন প্রশ্ন আসছে না। আজকে আরও ডেভেলাপ করার জন্য আরো কিছু টাকার প্রয়োজন আছে কিন্তু রাজ্যের যে আর্থিক অবস্থা সেই অবস্থার মধ্যে বর্তমানে যে টাকা ধরা হয়েছে তা কাটার কোন প্রশ্ন আসছে না। এই রাজ্যের মধ্যে যারা মৎস্যচাষী আছে, তারা সেখানে এটা করে জিবিকা নির্বাহ করছে, সেই জায়গায় আমরা চাইছি তাদেরকে আরোও বেশী যাতে সাহায্য করতে পারি। সুতরাং নয়ছয়ের কোন প্রশ্ন আসে না। আজকে এখানে টাকা যেটা ধরা হয়েছে আমরা মনে করি যে, সঠিক ভাবে

আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বাজেটের মধ্যে তুলে ধরছেন। সুতরাং আজকে আমরা সমর্থন করছি যে, কাট মোশান আছে সেটাকে বিরোধিতা করছি যেহেতু সময় খুব কম। অন্যান্য যে কাটমোশান এনেছেন বিরোধি দলের সদস্যরা এটা শুধু বিরোধী বেঞ্চে আছেন সুতরাং বিরোধিতা করতেই হবে, না হলে পত্রপত্রিকা সেখানে তাদের কথা বলবে না, জনগণের কাছে তাদের মুখ থাকবে না সেই জন্যই সেখানে তারা বিরোধিতা করছেন। আসলে জনগণের স্বার্থে বিরোধিতা করা বা জনগণের স্বার্থে কিছু বলা সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে বিরোধিতা করছেন না, তাই আমি অনুরোধ করব এই কাটমোশানগুলোকে তুলে নিয়ে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট উত্থাপন করেছেন সেটা সমর্থন করুন, সবাই মিলে সাহায্য করুন এই রাজ্যের মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের কাজে যাতে আরো বেশী অগ্রগতি করা যায়, সেই কাজে আপনারা সাহায্য করুন এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— আজকে যে সময় আমাদের আছে তারপরে ভোট আছে কাজেই অনেক সময় নেবে। তারজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে সবাইকে আলোচনার জন্য সুযোগ দেওয়া যাবে না। উনাদের মধ্যে চার জনের বাদ যাবে। আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীগোপাল দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি আলোচনা করার জন্য।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার এখানে ডিমাণ্ড-এর উপর যে কাটমোশান এনেছেন, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় ডিমাণ্ড নং ২১, মেজর হেড ৪৪০৮ এবং বিল্লাল মিঞা মহোদয় ডিমাণ্ড নং ২১, মেজর হেড্ ৪৪০৮ স্যার, আমি যে বিষয়টা এখানে বলতে চাই, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র বাবু যে কাট্‌মোশান এনেছেন বিষয়টা 'ওয়েরহাউস এণ্ড স্টোরেজ অন্ পারচেজ অব ফুড্ ষ্টাফ' মাননীয় সদস্য এখানে ফুডষ্টাফে যে কথা বলেছেন, আমরা এটাতে কি পারচেজ করি, এই ফুড স্টাফের মধ্যে মূলত হচ্ছে লেভী চিনি এবং আয়োডাইজড্ সল্ট, এই দুইটা বিষয় ফুডস্টাফ-এর মধ্যে পরে। স্যার, আমি জানি না যে মাননীয় সদস্য কেন কাটমোশান এনেছেন। এই যে চিনি ভারত সরকার এফ, সি, আই এই চিনি আমরা সংগ্রহ করি। গণবন্টনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের ৩৩.৩৬ লক্ষ ভোক্তাকে এই গণ ব্যবস্থায় বিতরণ হয়ে থাকে। স্যার চিনি বন্টনের ক্ষেত্রে করাল এড়িয়াতে ৭০০ গ্রাম হারে এবং অন্য এরিয়াতে ৫০০ গ্রামে করে বন্টন করা হয়। এখন এই জায়গায় চিনির ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব কেন এনেছেন আমি এটা জানিনা। চিনি হচ্ছে আমাদের শক্তির উৎস। এই উদারনিকতা সম্পর্কে তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কাট্‌মোশানের তো প্রশ্নই উঠে না। আমরা চাইছি যাতে এটা আরও বেশী আনা যায়। সেই জন্য আরও বেশী টাকা দরকার। স্যার, আয়োডাইজড্ সল্ট্ ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী রেশনের মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

কারণ জানেন স্যার, এই যে আয়োডাইজড্ সল্ট, নন্ আয়োডাইজড্ এটা নিয়ে বিতর্ক আছে। কারণ এটা বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন যে, নন্ আয়োডাইজড্ সল্ট যদি খায় তাহলে গলগণ্ড রোগ দেখা দেয়। তাই এটা যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে এফেক্ট্ করতে না পারে তার জন্য সরকার আয়োডাইজড্ সল্ট সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেছেন। স্যার, বাজারে যেটা বিক্রি হচ্ছে, বিভিন্ন কোম্পানী বিক্রি করেছে। কিন্তু আমরা যেটা গণবন্টন ব্যবস্থায় বিক্রি করছি সেটা আর বাজারে আসছে না, ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে বিক্রি হয়। তার সেই ধরণের যদি কোন সুযোগ থাকে সেটা আমরা নিশ্চই ব্যবস্থা নেব। কাজেই এই লবন ও চিনি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে আমরা যে বাজেট বরাদ্দ করতে চাইছি এটা আমাদের আগে যেটা এলটম্যান্ট ছিল ১৯৭৮.৬ মেট্রিক টন প্রতি মাসে। এটা বেড়ে ২৬১৩.৮ মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বরাদ্দটা বেড়েছে ফলে আমাদের সেখানে যে টাকা চেয়েছিলাম অর্থাৎ সেখানে আমাদের রিভাইজড হিসাবে আরও বাড়াতে হবে। আমাদের সল্টের ক্ষেত্রে যে আমরা চাইছি তার জন্যও বাড়াতে হবে রিভাইজ্ এর সময় কাজেই এখানে যে ১০০০ টাকা কমানোর কথা প্রস্তাব করেছেন এটা অবাস্তব।

স্যার, মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা সাহেব এখানে যে কাটমোশান এনেছেন আমি জানিনা, বিল্লাল মিঞা সাহেব এই বাজেট প্রস্তাবটি ভালো করে পড়ছেন কিনা। স্যার, আমরা গণবন্টন ব্যবস্থায় যে চাল, গম ইত্যাদি সরবরাহ করি, এটার জন্য বাজেটে আমরা কোন টাকা রাখিনা। এই বাজেটে কোন টাকাই বরাদ্দ নেই, চাল, গম ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য। আমরা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে সেখানে তার মধ্যে দিয়ে গম, চাল ইত্যাদি সংগ্রহ করি এবং সেইটা আবার বিক্রি করার পর সেইগুলি সুদসহ আমরা ফেরত দেই। কাজেই বিল্লাল মিঞা সাহেব যেটা এনেছেন এটার কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই আমি আশা করব যেসমস্ত কাটমোশান আনছেন সেইগুলি প্রত্যাহার করার জন্য। মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা জনস্বার্থ রক্ষা করার এবং আমাদের যে গঠনমূলক কাজ এই রাজ্যের জনগনকে সুষ্ঠভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও বলিষ্ঠ করে তোলার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি সেই নীতির ফলে আজকে যে গণবন্টন ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়ার মুখে, কারণ আপনারা জানেন এ, পি এল, চালের দাম বাড়ছে এই চাউল রেশন থেকে কেউ নেয়না। একমাত্র বি, পি, এল চাল ছাড়া। আর চিনি-লবন যেগুলি চলছে এখন সেইগুলি চিনি শুনছি সেটা রিকন্ট্রোলড করে দেওয়া হবে। সেটা যদি করে দেওয়া হয় তাহলে উত্তরপূর্বাঞ্চল সবচাইতে বেশী ক্ষতি হবে। এইজন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রীদের পক্ষ থেকেও এটা আমরা দাবী তুলছি। নর্থ ইষ্ট্-এর সব মুখ্যমন্ত্রীরা মিলে সেই প্রস্তাব করেছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এই গণবন্টন ব্যবস্থায়।

কাজেই আমাদের সরকার এই গণবন্টন ব্যবস্থা গরীব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব রাখছি। এবং যেগুলির দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেইগুলির দাম কমিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব আমরা রাখছি। এখন পর্যান্ত ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। আমি আশা করব আমাদের এই সরকার দৃষ্টিভঙ্গীও সহমত পোষন করবেন। এবং আমার দপ্তরের কাটমোশম সহ অন্যান্য যেসমস্ত কাটমোশন সেইগুলিও প্রত্যাহার করে নেবেন। এই রাজ্যের জনগণের স্বার্থে যে বাজেট ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাব এখানে করা হয়েছিল যাকে সমর্থন করবেন। এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় মন্ত্রী, বলরাম রিয়াং।

শ্রীবলরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বিরোধি দলের কাজলবাবুর যেটা ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৬। উনি যে কাটমোশান এনেছেন এটাকে আমি বিরোধিতা করে বলছি। ডিমাণ্ড নং ৩৬ মেজর হেড ২০১৬ কাজল চন্দ্র দাস কারাগার আধুনিকরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা ও অপচয়। এখানে প্রথমত আর্থিক বছরে ২০০০-২০০১ ইং-এর আয়-ব্যয়ের দ্বিতীয় ভাগের ৫০১ পৃষ্ঠায় ৬৩৮ নং খাতে বরাদ্দ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার নির্মূল। রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে ১২ লক্ষ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা খাতে ৭৯.৫০ লক্ষ, পরিকল্পনা বহিঃভূত খাতে ৬৩.৯৭ লক্ষ সর্বমোট ১২৬.৪৭ লক্ষ। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ভিত্তিক অনুমান সাপেক্ষে ৫০.৫০ লক্ষ টাকা কারাগার আধুনিকীকরণের প্রকল্পে যৌথ বরাদ্দ ভিত্তিক রাখা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা রিলিজ হওয়ার পরেই অনুমোদন ভিত্তিক প্রকল্পের উপর পে গ্রহণ করা হবে না। কারাগার আধুনিকীকরণ খরচগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কিত নীতি সাধনের ভিত্তিতে কারা বিভাগের দ্বারা গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং প্রকল্পের অনুমোদিত বরাদ্দ অর্থের অপচয় করা হয় না। ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বর্ষে কারাগার আধুনিকীকরণ প্রকল্পের জন্য আনা পে আইন শীর্ষক পুস্তকের নিম্নলিখিত ব্যয় বরাদ্দ দাবীগুলি রাজ্য পরিকল্পনা খাতে ১২ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা খাতে ৬৭.৫০ লক্ষ সর্বমোট ৭৯ ৫০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ রেখেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ভিত্তিক নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলির বিগত আর্থিক বছরের ১৯৯৯-২০০০ ইং কারা বিভাগের দ্বারা গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করা হয়েছে। সুতরাং বাজেটের বরাদ্দকৃত টাকা থেকে ১০০ টাকা কমানোর কোন প্রশ্নই উঠে না। অতএব দাম ১০০ টাকা কমানোর যে কাট মোশান এনেছেন তা বাতিলযোগ্য। আর শ্যামাবাবু যেটা বলেছেন ত্রিপুরা সরকারের কারা দপ্তরের নূতন কোন প্রশ্ন নেই। পূর্বাঙ্গে অনেক নূতন আইন করেছে যে শোধনাগার হিসেবে ঘোষণা করেছেন যে এখানেও ত্রিপুরার জেল কোর্ট সংস্কার হবে কিনা। ভারতীয় জাতীয় মানবধিকার কমিশন প্রস্তাবিত সর্বভারতীয় একটা পিজনস বিল ৯৮-৯৯ সালে বিবেচনাধীন রয়েছে। এইরকম আইন আছে। নিজস্ব আইনকানুন

পরিচালনা করতে পারে এই রকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবে সমস্ত জায়গাতে হয়েছে কিনা আমি জানিনা। আমাদের এখানে এই আইন পরিচালনা করার জন্য চেষ্টা করছি। পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী পবিত্র কর মহোদয়।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের সদস্যরা কতগুলি কাট মোশান এনেছেন যাতে যে বিষয়গুলি এখানে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হয়েছে। আমরা ইচ্ছা করলেই কাট করতে চাই না যেহেতু নিয়ম আছে সরকারকে সতর্কীকরণ করার জন্য এইগুলি এনেছি। বিভিন্ন জায়গাতে এই খরচগুলি সংকোচনের জন্য যদি সত্যিই কাট মোশান হয় এটা ভাল হয়। আমাদের প্রশ্ন সরকারের সমস্ত মন্ত্রী এবং সবাই মিলে আমরা সতর্ক থাকব। যাতে করে এই টাকাগুলি সঠিকভাবে খরচ করতে পারি। আমি আশা করি এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে যদি এই কাট মোশান হয় সেটা ভাল দিক এবং গণতন্ত্রে এটার প্রয়োজন আছে। আর কাট মোশানের পক্ষে বক্তব্য করতে গিয়ে যে কথাগুলো বলা হয়েছে ফলে সেই দিক থেকে এইখানে বিষয়টি মাননীয় সদস্য রতনবাবু বলার চেষ্টা করেছেন এটা হ্যাণ্ডলুম ডিপার্টমেন্টের আমরা নতুনভাবে হ্যাণ্ডলুম ইণ্ড ষ্ট্রি ডিপার্টমেন্টের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এখানে হ্যাণ্ডলুম ডিপার্টমেন্টের যে বিভিন্ন সামগ্রী আছে সেইগুলি করার ক্ষেত্রে তাদের কিছু অনীহা ছিল। সেই দিকে যদি এই জিনিসগুলিকে কাযকরী করার জন্য সরকারের দিক থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমন কি উপজাতিদের এলাকার মধ্যেও সেইটা আমরা সংশোধিত করে উপজাতিদের যে ট্রেডিশনাল ডিভাইস আছে, সেটাকে আমরা বিভিন্নভাবে মর্ডান ইজড করার জন্য উদ্যোগ আমরা নিতে পারি। সেখানে এই কাজগুলি আরও ভালভাবে যাতে করতে পারি, তার জন্য বাজেটে সেখানে টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তাতে আমরা মনে করি আরো বেশী টাকা বরাদ্দ করলে ভাল হতো। এই ক্ষেত্রে যে কাট-মোশান আনা হয়েছে এবং যে প্রস্তাব নিয়েছেন তাতে সমর্থন করা যায় না। আমি বলব এখানে সময় কম। সেই দিক থেকে বিরোধিরা যে কাট-মোশান এনেছে এইগুলি বিরোধিতা করে, যা সমর্থন করা যায় না এবং এই ডিমাণ্ড আগে যেগুলি আছে সেইগুলি আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় শ্রীমন্ত্রী রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মন্ত্রী) **:—** স্যার, ডিমাণ্ড নং-১৫, মেজর হেড — ২৮৫১ হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্রিজ মাননীয় সদস্য যে কাট-মোশান নিয়েছেন। উনি বলেছেন, ডেমনটিকেট করার জন্য এই কাট মোশান-এ অর্থাৎ সরকার এইগুলির দিক থেকে সঠিকভাবে টাকাগুলি খরচ করছে না, ফলে আমি উনাদের অনুরোধ করব যে আমাদের হ্যাণ্ডলুম দপ্তর থেকে বা বিভিন্ন ডির্পামেন্ট থেকে যে

পিছিয়ে পরা অংশের মানুষের কাছে যাতে টাকা গিয়ে পৌছায় এটা আমাদের সরকারী তরফ থেকে কিংবা ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে এই রকম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যাতে কাজগুলি করা যায় এইরকম প্রচেষ্টা থাকা দরকার। এখানে উনারা দেখেও না দেখার ভান করবেন, কাজেই বলার কিছুই নেই। আমার মনে হয় উনি সঠিক কথা বলেন নি। গত ২৯-৫-২০০০ ইং তারিখে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে একটি এক্‌স্‌জিবিশন হয়েছিল এবং আমাদের চিফ্‌ সেক্রেটারী মহোদয় একটি সারকুলার দিয়েছিলেন যে হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাসট্রিজ্‌-এ যে কাপড়গুলি তৈরী হয় এইগুলি যাতে আমাদের সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ক্রয় করেন এই জন্য আমরা একটি এক্‌স্‌জিবিশনের ব্যবস্থা করেছিলাম। উনি বলছেন হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাসট্রিজ-এর কোন উইংস এখানে অংশ গ্রহণ করেননি। এটা সঠিক কথা নয়।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— স্যার, আমার বক্তব্য ছিল চীফ সেক্রেটারী যে মিটিং ডেকেছিলেন সেখানে সব দপ্তরের হেডরা আসেন নি। উনি ভুল ব্যাখ্যা করছেন।

শ্রীরামেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মন্ত্রী) **ঃ—** স্যার, হ্যাণ্ডলুম, অ্যাপেক্স, টি এস. আই. খাদি, কনজিউমার্স সব দপ্তরই সেখানে এ্যাটেণ্ড করেছিল। স্যার, আমাদের হ্যাণ্ডলুমস্‌ দপ্তরের কাপড়ের গুণমান আগের থেকে ভাল হয়েছে। আগে কোয়ালিটি ভাল ছিল না। রং উঠে যেত। ফিনিশিং ভাল ছিল না। এজন্য কোন দপ্তর কিনতে চাইত না। স্যার, আমাদের ডেভেলাপমেণ্ট কমপ্ল্যাকস্‌ করার জন্য টাকার দরকার। আমাদের এখানে ৭০০ উইভারস্‌ আছেন। তাদের গ্রুপ ইনস্যুরেন্স করার ব্যবস্থা করেছি। আগে কেন্দ্র দিত ৬০ পারসেন্ট স্টেট দিত ৪০ পারসেন্ট এবং উইভারস্‌ দিত ২০ পারসেন্ট। ১২০ টাকা। উইভারস্‌রা মারা গেলে আগুনে পুড়ে গেলে কিংবা অ্যাকসিডেন্ট হলে গ্রুপ ইনস্যুরেন্স পেত। এখন সেন্ট্রাল কমিয়ে ফেলছে। সেন্ট্রাল দিচ্ছে ২০ পারসেন্ট, ষ্টেট ৪০ পারসেন্ট এবং উইভারস্‌ ৫০ পারসেন্ট। উইভারস্‌দের উপর আরো ২০ টাকার কোপ পড়েছে। তারানগরে ক্লাস্টার আছে। কিন্তু শেড্‌ ছিল না। এতে লুমস্‌ নষ্ট হয়ে যেত। এখন টিন দেওয়া হয়েছে শেড করার জন্য। দপ্তর থেকে ক্যাশ টাকা দেওয়া হচ্ছে, প্রতিটি ক্লাষ্টারে শেড দেবার জন্য। তাছাড়াও প্রতিটি ক্লাষ্টারে কমন ফেসিলিটিস দিচ্ছি। এখন সেখানে টাঙ্গাইল, জামদানী, সিল্ক উন্নতমানের শাড়ী তৈরী হচ্ছে। তৈরী হচ্ছে, জুট দিয়ে কার্পেট। কাজেই এখানে যে ভেন্টিলেট করার কথা বলছেন তার আসল অর্থ ভেন্টিলেট করা হয়। বিরোধী দল থেকে কাট মোশান আনতে হয় তাই এনেছেন। আপনারা শত চেষ্টা করলেও এই মোশনকে কাট করতে পারবেন না। কাট করার কোন রাস্তাই নেই। দারিদ্র সীমার নীচে যারা বসবাস করছেন তাদের উন্নয়নের জন্য সরকার চেষ্টা করছেন তার সুফল তারা পাচ্ছে। কাজে কাজেই এই কাট মোশানের বিরোধিতা করে এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি আনা হয়েছে সেগুলি ডিমাণ্ডকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রীকে সহযোগিতা করতে চেয়েছিলাম যাতে তন্তু দপ্তর ও হ্যাণ্ডলুমস দপ্তরের কাপড় কেনে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী সহযোগিতা নিতে চাইলেন না।

মিঃ স্পীকারঃ— এখন ম্যাচিং শাড়ী পাবেন, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়া, বিজয় রাংখল এবং কাজল দাস ৩টি কাট-মোশান এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি।

(ভয়েসেস্ ফ্রম টি. ইউ. জে. এস. বেঞ্চ—তাহলে বাকী কাট-মোশানগুলি সমর্থন করছেন ?)

স্যার, কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করে আমি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, নগেন্দ্র বাবু এখানে সেচের ব্যাপারে অর্থ কমাতে বলেছেন। বলেছেন, এটার কোন প্রয়োজন নেই। এখানে যে বিষয়টা আমি বলতে চাই, ২০০০-২০০১ আর্থিক বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯ এ ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩০ এ, ২ কোটি, ৪০ লক্ষ এবং ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩ এ ৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ধরা আছে। মোট ১৫ কোটি টাকা ৪৫১৫ মেজর হেড টাইটেল ১০১ এবং ১৭৫ সাব টাইটেলের মাধ্যমে বাজেট বরাদ্দের যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তা আমি সমর্থন করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই আই. ডি. পি. স্কীম একটি কেন্দ্রীয় সহায়তা আর্থিক প্রকল্প। এই স্কীমে ৭৫ পার্সেন্ট কেন্দ্রীয় সরকার ঋন হিসাবে প্রদান করেন এবং বাকী ২৫ পার্সেন্ট টাকা রাজ্য সরকার বহন করেন। এই স্কীমে টাকার পরিমাণ ৮০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে ঋন হিসাবে দেবেন বাকী ২০ কোটি টাকা রাজ্য সরকার নিজস্ব সুত্র থেকে দেবেন। এই স্কীম ১৯৯৯-২০০০ আর্থিক বছরে শুরু করা হয়। তবে প্রথম কিস্তির ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা গত মার্চ মাসে পাওয়া যায়। এর জন্য গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ৭ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা এই সময়ে খরচ করতে পারেন নি। গত অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করা যায় নি। বর্তমানে তা রূপায়নের কাজ চলছে। আমরা আশা করছি এই প্রকল্প রূপায়নের মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরার সেচ ব্যবস্থার নুতন দিক উন্মোচিত হবে। সুতরাং এটার বিরোধিতা করার কোন প্রশ্ন উঠে না। আমাদের দপ্তর সিদ্ধান্ত করেছে সেচ অনুমানের উপর হবে, ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব এলাকা সেচ বিহীন বিশেষ করে এডিসি এলাকাগুলি আছে সেখানে এই অর্থ বছরে আমরা নির্দিষ্ট করে দেব কোথায় কোথায় কত প্রকল্প নেওয়া হবে। সেচ বিহীন এলাকাগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। কাজেই মাননীয় সদস্য মহোদয়দের আশংকার কোন কারণ নেই। আমি আশা করব এই কাট মোশানটা উনি উইথড্র করে নেবেন এবং আমাদের সহযোগিতা করবেন। মাননীয় সদস্য বিজয় কুমার রাংখল এখানে

কাট মোশান 'ডিসএপ্রোভাল অব গভার্ণমেন্ট পলিসি অন ট্রাইবেল সাব প্ল্যান'। ট্রাইবেল সাবপ্ল্যান এরিয়ার পঞ্চায়েত তহবিল টাকা ধরেছি ১৪ কোটি ৮২ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। কাজেই মাননীয় সদস্য এখানে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ার যে কথা উল্লেখ করছেন এটা ঠিক নয়, এটা সকলেই জানেন যে পঞ্চায়েত তহবিলের অর্থ বরাদ্দ সুষ্ঠ সদব্যাহারের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্দেশিকা প্রনয়ণ চালু করেছেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী ও রূপায়ন গ্রামীন জনগণের কার্য্যকরী অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার মিটিং ডেকে পঞ্চায়েতের বিস্তৃত হিসাব পেশ করা আইনী বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পদক্ষেপগুলির ফলে গ্রামীন উন্নয়নে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য সরকারের আর্থিক অসচ্ছলতা সত্বেও গ্রামীন উন্নয়নের স্বার্থে উক্ত বরাদ্দ প্রস্তাবিত হয়েছে। এ. ডি. সি. এবং নন এ. ডি. সি. উভয় এলাকায় এই বরাদ্দের মধ্যে দিয়ে যে সাফল্য এসেছে তাই বরাদ্দ হ্রাসের কোন প্রস্তাব অযৌক্তিক। এর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল দাস মহোদয়। এখানে বন দপ্তরের রাজস্বের অংশ ৭৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এখানে ডিমাণ্ড নং ২৩, মেজর হেড-৩৬০৪ এর ২০০ আইটেম এর ১০২০ সাব আইটেম এর ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। মাননীয় সদস্য মহোদয়রা জানেন যে এই খাতের টাকা বন দপ্তরের রাজস্বের অংশ হিসাবে শুধু পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের জন্য এই অর্থ সংস্থানের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্যের কতিপয় রাজস্বের অংশ পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের মধ্যে প্রত্যেক সংস্থার জন্য এ. ডি. সি, এবং নন এ. ডি. সি এলাকায় বরাদ্দ করা হয়ে থাকে উক্ত বরাদ্দের অংশ রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে পঞ্চায়েতগুলির হাতে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ সম্পাদনের জন্য বাজেটে বরাদ্দের সংস্থান চালু করা হয়। চলতি আর্থিক বছরে বাজেটে অনুরূপ পদ্ধতিতে উক্ত বাজেট বরাদ্দের সংস্থানের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তৃণমূলস্তরে আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অনুযায়ী এই প্রস্তাব রাখা হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী ও রূপায়নে গ্রামীন জনগণের কার্য্যকরী অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য বিস্তৃত হিসাব পেশ করার ব্যবস্থা আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের আর্থিক অসচ্ছলতা থাকা সত্বেও গ্রামীন উন্নয়নের স্বার্থে উক্ত বরাদ্দ প্রস্তাবিত হয়েছে তাই বরাদ্দ হ্রাসের প্রস্তাব অযৌক্তিক। এই ডিমাণ্ডগুলির সমর্থনে এবং বিভিন্ন দপ্তরে যেসব ছাঁটাই প্রস্তাব মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এনেছেন সে গুলি প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য আবেদন রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী ফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে

যে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি এখানে এনেছেন সেগুলিকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যরা রাজ্যের উন্নতি কল্পে যেসমস্ত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে উনারা প্রায় প্রতি দপ্তরের ডিমাণ্ডের এগেনেষ্টে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন এটা হাস্যকর, এটা মানা যায়না। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এস, সি, ও, বি, সি এবং মাইনরিটি অংশের মানুষের কল্যাণের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছেন কারণ তার আগে কোন দিন ত্রিপুরা রাজ্যের ও. বি. সি অংশের মানুষ, তফশীলি অংশের মানুষ, সংখ্যালঘু অংশের মানুষ তারা এইগুলি জানতেন না। সংখ্যালঘু অংশের মানুষ যারা মুসলীম জনগন তাদের সার্বিক কল্যানের জন্য সংখ্যালঘু নিগম করা হয়েছে। এই নিগম থেকে আর্থিক দিক দিয়ে বিভিন্ন ঋণ প্রদান করা হয়েছে, তার জন্য একটা কর্পোরেশন করা হয়েছে। সংখ্যালঘু নিগমে বামফ্রন্ট সরকার আড়াই কোটি টাকা গ্যারান্টার হয়েছেন এবং সেই নিগম থেকে ১০৬ জনকে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ দান করা হয়েছে। এছাড়া এই সংখ্যালঘু মানুষের জন্য সংখ্যালঘু মাইনরিটিজ ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট করা হয়েছে এবং সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই স্কীমে ৩১ হাজার ৫০০ টাকা করে সংখ্যালঘুদের ঘর তৈরী করার জন্য বিভিন্ন ব্লকের মাধ্যমে এই টাকা দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গুচ্ছ প্রকল্প করেছেন এস সি ; ও, বি, সি ; এস, টি এবং সংখ্যালঘুদের জন্য

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষনা করেছেন এস, সি-দের জন্য, ও, বি,-সিদের জন্য, তফশীলি ভুক্ত জাতির জন্য, সংখ্যালঘু জাতির জন্য সেটা আমি বলব আমাদের রাজ্যের জন্য একটা ইতিহাস। বিশেষ করে এস, সি ; ও, বি, সি ; ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের উপর যে কাটমোশান আনা হয়েছে তাতে আমি বলতে চাই সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি হল এস, সি . ও, বি সি, এবং সংখ্যালঘু অংশের মানুষ। এই রাজ্যে সংখ্যালঘু অংশের মানুষের জীবনের কোন গ্যারান্টি ছিলনা। আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমরা দেখেছি, ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে প্রতি বৎসর, এই বৎসরও সারা রাজ্যে ওয়াকফ্ বোর্ড এবং মাইনরিটি ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে সংখ্যালঘু ছেলেমেয়েরা যারা স্কুলে পড়াশুনা করে তাদের জন্য ষ্টাইপেণ্ড, বুক-গ্রান্ট, তাদের জন্য কোচিং সেন্টার-এর ব্যবস্থা করছে। আগরতলাতে যারা আই, এ, এস; আই, এফ, এস এবং টি, সি, এস হায়ার এডুকেশান নিয়ে পড়াশুনা করেন তাদের জন্য কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে আজকে এখানে যে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি এসেছে সেই ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি আমি সমর্থন করতে পারিনা। এই ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি রাজ্যের কল্যানের জন্য নয়। আমি সমস্ত ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনারায়ন রুপিনী।

শ্রীনারায়ন রুপিনী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সবাই এই বিধানসভায় বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি জনগণের জন্য কিছু করতে পারি কিনা সেই চেষ্টা করার জন্য। তাই রাজ্য সরকারের সামান্য অর্থ দিয়ে যে বাজেট বরাদ্দ করেছেন বিভিন্ন দপ্তরের সেখানে ভাগ বন্টন নিয়ে কাট-ছাট প্রশ্ন হয়ত খুবই খারাপ লাগবে। আমার দপ্তরের এখানে চারটা কাটমোশান এসেছে। সেটা হল বন দপ্তরের কাটমোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য কাজল দাস মহোদয় এবং মননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়। প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রশ্নে এনেছেন মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা মহোদয়। তিনিও আগে এই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু মাননীয় সদস্য কাজল দাস এবং মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় তারা নিশ্চয়ই এই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেননা, থাকলে এই ধরনের কাটমোশান আনা শোভন হয়না। মাননীয় সদস্য কাজল দাস মহোদয় এনেছেন বনের মাশুল নিতে সরকার তা অপরিপক্ক। তাই বন দপ্তরের জন্য তিনি কাটমোশান এনেছেন। তিনি বনদপ্তরকে যদি একটা খাজনাখানা তহশীলদারের অফিস মনে করেন তাহলে এই কথা বলতে পারেন। বনদপ্তর শুধু মাশুল নিয়ে চলেনা। বনদপ্তরের উদ্দেশ্য আছে। মাশুলটা শুধু তার কাজ না। রাজ্যকে বনায়ন করা, সবুজ বনায়নে আবৃত করা, সবুজ বনায়নে গড়ে তোলা এবং প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা একটা প্রধান কাজ এই দপ্তরের।

তাই রাজ্যে বনায়ন না থাকলে কাজল দাসও যেমন থাকতে পারবেনা, রতিবাবুও তেমনি থাকতে পারবেনা এবং আমরাও থাকতে পারবনা এবং এই জন্যই সবুজ বন গড়ে তোলা হচ্ছে এই দপ্তরের প্রধান কাজ। তাই আমি মনে করি, আমার আগের যে বক্তা এখানে বলার চেষ্টা করেছেন যে, বন কি জন্য প্রয়োজন সেটা আমি ওনাকে বুঝাতে পেরেছি। মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল দাস মহোদয় ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩-এর মেজর হেড ৩৬০৪ এর উপর যে কাটমোশান এনেছেন সেটাকে আমি মানতে পারছিনা। আর একজন ফরেষ্ট দপ্তরের বিকেন্দ্রীকরণ নার্সারী সম্পর্কে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন, ওনার এই ছাটাই প্রস্তাব আনাটাকে আমি মনে করব গ্রামীন বেকার যুবকদের কাজ করে খাওয়ার যে একটা ব্যবস্থা উনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছেন। কাজেই এটাকে কিছুতেই মেনে নেওয়া যায়না। কারণ গ্রামের দুস্থ বেকার যুবকরা এই পরিকল্পনার মাধ্যমে যৎ সামান্য কাজ পেয়ে থাকেন এবং এই নার্সারী করার আগে আমরা তাদেরকে যত হাজার নার্সারী চারা তৈরী করা হয় তার ৭৫ শতাংশ টাকা অগ্রীম দিয়ে দেই এবং যখন চারাগুলি আমরা নেই তখন বাকী ২৫ শতাংশ টাকা দিয়ে তবে চারা নেই। তারপর এই চারা নিয়ে ব্লকে এবং যারা বিভিন্ন বাগান করতে ইচ্ছুক তাদের মধ্যে বিলি বন্টন করে থাকি। তাই মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়ার এই ছাটাই প্রস্তাবটাকে আমি মানতে পারছিনা এবং আমি আশা করছি তিনিও এই প্রস্তাবটাকে প্রত্যাহার করে নেবেন।

তারপর মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা সাহেব দুইটা ডিমাণ্ডের উপর ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন। এই দুইটা ডিমাণ্ডের মধ্যে একটা ডিমাণ্ড হচ্ছে, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৯ মেজর হেড ২৪০৪, বিষয়ে তিনি ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন। ওনার এই ছাটাই প্রস্তাব দেখে আমার মনে হয় উনি জন্মের পর বোধ হয় মাতৃ দুগ্ধ পান করেননি এবং এই জন্যই বোধ হয় ওনার দুধের প্রতি এত বিতৃষ্ণা। এদিকে আমরা ছোট বড় বেশ কয়েকটা ডায়েরী করার প্রস্তাব নিয়েছি এবং আগরতলা শহরে আমরা মোটামুটি চার হাজার লিটার পর্যন্ত দুধ সরবরাহ করতে পারছি। কাজেই এই রকম ডায়েরী প্রজেক্ট তৈরী করার জন্য আমরা ইদানিং ধর্মনগরের, আমাবাসাতে কাজ শুরু করছি এবং এই প্রজেক্ট করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা প্রজেক্ট পরিকল্পনায় এক কোটি টাকা পেয়েছি। তাই অতি সত্বর সেটাকে কার্যাকরী করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি। স্যার, একদিন একজন মাননীয় সদস্য আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, উদয়পুরে এই রকম ডায়েরী প্রজেক্ট করা হবে কি না। আমি সেটাকেও পরিকল্পনার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি অনুমোদনের জন্য এবং অনুমোদন হয়ে আসলে আমরা সেটার কাজও শুরু করব। কাজেই সরকারী ভাবে দুগ্ধ সরবরাহ করার যে মহৎ প্রচেষ্টা তার বিরুদ্ধে যদি ছাটাই প্রস্তাব আনেন তো তখন এটাই বলতে হয় যে, মাননীয় সদস্য জন্মের পর মাতৃদুগ্ধ খাননি।

তারপর সরকারী দুগ্ধ উৎপাদন বা ডায়েরী যেখান থেকে দুগ্ধ উৎপাদন করে সরবরাহ করার যে মহৎ প্রচেষ্টা তার উপর ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা। তিনি বোধ হয় জন্মের পর মাতৃদুগ্ধ পাননি। তারপর তিনি আরেকটা ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন ডিমাণ্ড নাম্বার-২৯ মেজর হেড-২৪০৩ এ। যেটা পশু পালন দপ্তরের পশুরোগ নির্ণয়ের এবং নিরাময়ের জন্য যে টাকা বরাদ্দ আছে, সে টাকা নাকি ছাটাই করতে হবে। এখন যদি এটা থেকে টাকা ছাঁটাই করে দেওয়া হয় তাহলে পশু পালন দপ্তরের কর্মীরা কিভাবে পশুরোগ নির্ণয় এবং নিরাময়ের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এটা আমরা ভাবতে পারিনা এই খাতে সামান্যতম মাত্র দুই লক্ষ টাকা ডিজিজ সার্ভিলেন্টের জন্য ধরা হয়েছে। তারা বলছেন এটা নাকি ছাঁটাই করতে হবে। এটা যদি ছাঁটাই করে দেওয়া হয় তাহলে পশু চিকিৎসকরা কিভাবে পশুদের রোগ নির্ণয়ের জন্য উদ্যোগ নেবেন? কাজেই এই জায়গায় আমি ছাঁটাই প্রস্তাব মানতে পারছি না। কাজেই এই ছাঁটাই প্রস্তাব বাতিল করার জন্য মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি। এবং সেই সঙ্গে বিরোধিদলের অন্যান্য সদস্যরা যে সব কাটমোশানস্ এনেছেন যেগুলিরও কোন যৌক্তিকতা নেই। এইভাবে যদি ত্রিপুরার জনগণের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা ছাঁটাই করা হয় তাহলে জনগণ কিভাবে উপকৃত

হবেন। এটা চিন্তাভাবনা না করেই একটার পর একটা কাটকোশান এনেছেন— এইটা কাট, ঐটা কাট- এইভাবে কাটতে কাটতেতো সব শেষ হয়ে যাবে। কাজেই তাদের সকল ছাঁটাই প্রস্তাবগুলিকে প্রত্যাহার করে নেবেন এবং আশা করি মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন সেটাকে সবাই সমর্থন করে আমাদের কাজ করতে সুবিধা করে দেবেন। এই আশা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **ঃ—** মি স্পীকার স্যার, এখানে আমি ১২টা ডিমাণ্ডের এগেনেস্টে এক্স্‌ক্লুডিং চার্জ অ্যামাউন্ট ২২৫ কোটি ২৬ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দের অনুমতি চেয়েছি। এর পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় বিরোধিদলের সদস্যারা অনেকেই ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৮, এই ডিমাণ্ডগুলির এগেনেস্টে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন। এটার মাধ্যমে তারা তাদের কিছু গ্রীভান্স ভেন্টিলেট করার চেষ্টা করেছেন। এবং সবাই যদিও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পাননি, কিন্তু যারাই বিরোধিদলের পক্ষ থেকে এই ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির উপর আলোচনা করেছেন- তারা এই ডিমাণ্ডগুলির উপর যে বক্তব্য রেখেছেন সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলার চেষ্টা করব।

প্রথমত :— হোম ডিপার্টমেণ্ট :— ১০ নাম্বার ডিমাণ্ড তার উপরেই বেশী ছাটাই প্রস্তাব এসেছে। এতে মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচারণবাবু বলার চেষ্টা করেছেন যে টি, এস, আর,-এর যে শূন্যপদগুলি আছে সেগুলি পূরণ করার জন্য ইনক্লুডিং তাদের বিভিন্ন স্তরের অফিসার যেটা শুধু যে নীচের তলার শূন্যপদ পূরণ তা নয় উপরের স্তরেত অফিসার পদে খালি যে পদগুলি আছে সেগুলি পূরণ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা সম্পর্কে এবং ব্যাটেলিয়নের স্ট্রেংথ সম্পর্কে যেটা বলেছেন সেটা ঠিকই আছে। ১২১০ ঠিকই আছে। এর আগে এই বিধানসভায় একাধিক প্রশ্নের উত্তরে বলার চেষ্টা করেছি যে অফিসার লেভেলে পোস্ট পূরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। এগুলিতে মিনিমাম স্ট্যানডার্ড মেনটেইন করতে হয়। বাইরে থেকেও আনতে হয়। আমরা পাচ্ছি না। চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমরা দুই দফায় ওয়ান-টাইম প্রমোশন দিয়ে কিছু পোস্ট পূরণ করার চেষ্টা করছি। বি. এস এফ, সি আর পি. এফ এবং আসাম রাইফেলস্ থেকে কিছু অফিসারকে আমরা চেয়েছি। বি এস. এফ এবং সি. আর. পি এফ থেকে কিছু কিছু অফিসার আমরা পাচ্ছিও। কিন্তু অন্যদের কাছ থেকে সেরকম কিছু পাচ্ছি না; এই খালি পদগুলি পূরণ করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি থাকছে না।

মাননীয় সদস্য কাশীরাম রিয়াং মহোদয় দু-একটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রথমত ইন্টিলিজেন্স সম্পর্কে উনার বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত না হলেও সেখানে যে কিছু সমস্যা নেই তা

নয়। ইন্টিলিজেন্সের কাছে আমাদের রাজ্যের সিকিউরিটির ফোর্স কিছু সুবিধা পায়। সব ক্ষেত্রে আমাদের ইন্টিলিজেন্সের লোকেরা ক্লাসিফাইড ইনফরমেশান দিতে পারছেন এটাও বলব না। বিভাজন আছে। গত দেড়-দুই বছরে এই উইংস্টাকে উমপ্রুভ করার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সাহায্য করছেন। উনি বলেছেন পুলিশ দল যখন বৈরীদের বিরুদ্ধে অভিযানে যাচ্ছে তখন তাদের কাছে যদি নির্দিষ্টভাবে তথ্য না পৌছে তাহলে সেই অভিযানে ততটা সফলতা আসে না। ঠিকই বলেছেন। এই বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং তার সঙ্গে যুক্ত করা দরকার কমিউনিকেশান। কোন একটা পুলিশ স্টেশান থেকে অভিযানে গিয়ে অসুবিধা হল, হয়ত সেখানে আরোও ফোর্সের প্রয়োজন হল, সেখান থেকে খবরটা জানাতে গিয়েও কমিউনিকেশানে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। এটাকে উন্নত করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এখানে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে এফ. এম ব্যান্ডের পুলিশের কথাবার্তা ধরা পড়ছে। বিষয়টা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নেওয়ার পর ওরা আমাদের কিছু বিশেষ সেট দেওয়ার কথা বলেছে। পৃথিবী আজ যে গতিতে চলছে তাতে গোপন বলে কিছু রক্ষা করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। এর ফলে পুলিশের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। বি. এস. এফ. এবং সি. আর. পি. এফ কিছু উন্নতমানের সেট ব্যবহার করে। তাদের কাছ থেকে আমরা কিছু কিছু ধার নিচ্ছি। কেন্দ্রীয় সহায়তায় কিছু পেয়েছি। হিল রেঞ্জে ব্যবহার করতে গিয়ে অসুবিধা হচ্ছে। উঁচু টাওয়ার করতে খরচা হচ্ছে। সমস্যাটা ঠিকই আছে। জ্ঞানবাবু-কাশীরামবাবু বলেছেন পুলিশের টি. এ নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। ঠিকই আছে।

এটা ঠিক যে, আমাদের পুলিশ খাতে টাকা বাড়ানো হয়েছে। হ্যাঁ ঘটনা ঠিক আছে। যেমন গাড়ীর টাকাটা বাকি আছে সেটা মাননীয় সদস্য তুলেছেন। আমরা পর্য্যায়ক্রমে এটা দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং এই ক্ষেত্রে যেটা আছে এটাও পরিশোধ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন এবং তার জন্য নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন। আমরা তাদের ডি-এর টাকা দিতে পারি নি কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমরা পে-কমিশনের অ্যাওয়ারড ইমপ্লিমেন্ট করেছি। তাতে কিন্তু তাদের বেতন অনেক বেড়েছে। কাজেই সেই দিক থেকে তার বেসিক যে বেতন যে ব্যাপারটা সেই ব্যাপারটা কিন্তু সেখানে আটকায় নি। কিন্তু এটা করতে হবে আমাদের। এটা বলে আমি কিন্তু তাদের যে পাওয়া এটা দরকার নেই এই কথা বলছি না, এটা দেওয়ার চেষ্টা আমাদের আছে। আমরা আশা করব যখন এই বাজেট আপনারা পাশ করিয়ে দিলে পরে সবটা হয়ত আমরা এক সাথে দিতে পারব না নিশ্চয় আমরা তার মধ্যে কিছু একটা দেব। এই গাড়ী ভাড়া যেমন এটাও এমন, সবটা হয়ত পাওয়া যাবে না।

তারপরে আপনারা কিটস ইত্যাদির কথা বলেছেন। আমি সেখানে নিজে গেছি আমি সেই পার্টিকুলারলি এই কমিউনিকেশন সেক্টর-টা যে দিন দেখতে গেছি সেইদিন তাদের পোযাক আশাক জুতো মশারী ইত্যাদি যা দেওয়া হয় সেগুলি সম্পর্কে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। কোয়ালিটি কি কোথা হইতে আনা হয়, কিভাবে আনা হয়? এবং আমাদের রাজ্যের মধ্যে কেউ কেউ সেগুলি তৈরী করেছেন তাদের থেকে নেওয়া যায় কিনা? এটা ঠিক যে পোষাক ইত্যাদির দিক থেকে আমাদের কিছু সমস্যা আছে। আমি যখনই,কোন রাজ্যে যাই তখন আমাদের বিষয়গুলির সঙ্গে অন্য রাজ্যের একটা তুলনা করে দেখবার চেষ্টা করি নিজে নিজে। আমি কাউকে খাটো করছিনা। কথা হল সমস্যা আছে। পোষাক ইত্যাদি যা লক্ষ করছি আমাদের রাজ্যে আরক্ষা দপ্তরের যারা আছে তাদের আরও উন্নত হওয়া ভাল। কিন্তু তুলনামূলকভাবে আমাদের রাজ্য তারা খুব একটা খারাপ অবস্থায় আছে এটা বলব না, একটু ইমপ্রুভ এবং গত দেড় বছরে আমরা ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করেছি। আমি দেখছি মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে যিনি পাহাড়া দিচ্ছেন পায়ে জুতো নেই, পেন্ট ছেড়া ভাল বেল্ট নেই, হোমগার্ড বন্ধ, বয়স্ক লোক। এটাতো কোন ব্যক্তির বাড়ী পাহাড়া দিচ্ছেনা। এই বাড়ীতে হরেক রকম লোক আসে, বাইরের লোক আসে এই বাড়ীতে পাহাড়া দিচ্ছে আপনারা তাকে একটা ভাল পোষাক দিতে পারছেন না? এটা ঘটনা। এগুলি অনেক দিনের সমস্যা চট করে আমরা কিছু করতে পারছিনা। আমরা সেগুলি আস্তে আস্তে করার চেষ্টা করছি।

এখানে রেশন ভাতার কথা আসছে। রেশনের জন্য পুলিশ দফতর থেকে তাদের একটা প্রস্তাব আমাদের কাছে এসেছে, এটা পরীক্ষাস্তরে আছে। আমি হিসাবটা সঙ্গে নিয়ে আসিনি। যেখানে ছিল এটা বোধহয় ৫০ টাকার নীচে ছিল সেখান থেকে বাড়াতে বাড়াতে আমরা এই জায়গায় আসি। এবং গত বছর পাঁচেকের মধ্যে এটা ২-৩ দফা আমরা বাড়িয়েছি। তবে এটা আরও বাড়ানো দরকার। এটা ঘটনা কেন্দ্রীয় সরকারের যেসমস্ত পেরামেলিটারী ফোর্স আছে তাদের সঙ্গে এক করে দেওয়া আসলে আমাদের পক্ষে খুব কঠিন। তা সত্ত্বেও এটা বাড়াতে হবে এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, একটা আলোচনার মাধ্যমে তারা ব্যাপারটা ইনেশিয়েট করেছেন। এটা দফতর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছেন। কিন্তু ইন দি মিনটাইম আমাদের তাদের পে-কমিশন অ্যাওয়ার্ডটা দিতে হল, ডি, এও দিতে হচ্ছে। ফলে এই জায়গায় গিয়ে এটাতে আমরা সেইভাবে এগ্রাই করলেও সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারছিনা। আমরা আশা করছি ধরুন এইদিকে যদি আমরা ফিনান্স কমিশনের অ্যাওয়ার্ডটা পেয়ে যাই বাজেটে যদি আমরা কাভার করতে পারি তাতে গিয়ে আমরা নিশ্চয়ই কিছুটা বাড়াতে পারব। এমনকি উত্তর পূবাঞ্চলে অন্যান্য জায়গায় কিভাবে দেন এবং এর বাইরের কয়েকটি রাজ্য থেকেও আমরা এনেছি তাতে গিয়ে আমাদের উত্তর পূবাঞ্চলে

আমাদের চাইতে একটা বা দুইটা স্টেট বেশী দিচ্ছে। তবে আমাদের যে খুব একটা কম তা না। তবে তাদের আর একটু বাড়ানো দরকার। সেটাও আমাদের বিবেচনার মধ্যে আছে।

এখানে মাননীয় সদস্য কাজল দাস দশ নং ডিমাণ্ডে পুলিশে মডার্নাইজেশনের প্রশ্ন তুলেছেন। তাতে বলেছেন আমাদের থানাগুলিতে এ. কে ৪৭, এ. কে, ৫৬ রাইফেল আমরা দিচ্ছিনা সত্যি' আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর যে রিকয়্যারমেন্ট যেটা আমরা দেই আমাদের আর্মসের। তার মধ্যে দিস ইজ ওয়ান অব্ দি আইটেম এবং এটা আমি আগেও বলেছি এই যে আর্মসটা এটা আমাদের দেশে এখনও তৈরী হয়না। এটা বাইরে থেকে আনতে হয়। এটার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অন্যান্য রাজ্যেরও ডিমাণ্ড আছে। শুধু ত্রিপুরা না। কিন্তু তারা এই ডিমাণ্ড পূরণ করতে পারছেন না। আমরা রাজ্যসরকার এগুলি কিনতে পারবনা, আমাদের পক্ষে এগুলি কেনার কোন সুযোগ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারেই এগুলি দেবেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমাদের আনতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যখন সরবরাহ করতে পারছেন না আমরা কি করব। আমরা সেই জায়গার মধ্যে দিচ্ছি এস. এল, আর। পুলিশের বক্তব্য হচ্ছে এস এল. আর এনাদার মোর এফেকটিভ আর্মস ইভেন দেন দেটআল এ, কে ৪৭ আর এ কে, ৫৬ রাইফেল। পুলিশকে তারা বলছে যে এস এল আর ইজ মোষ্ট ইফেক্টিভ আর্মস্ বেটার দেন এ কে ৪৭। এ কে ৪৭ রেঞ্জটা কম কিন্তু একসঙ্গে অনেকটা গুলি বেড় হয়। এই দিক থেকে সামনাসামনি কেউ আক্রমণ করলে এটা খুবই এফেক্টিভ। আর থ্রি নট্ থ্রি খুবই এফেক্টিভ কিন্তু একসঙ্গে অনেকটা গুলি বেড় হয়না এটা হচ্ছে মুশকিল। এই বছর আমরা দুই থেকে আড়াই হাজার এস. এল, আর পাব। সেগুলি নূতন কিনা আমরা জানিনা। পড়েনা হচ্ছে সি. আর. পি এদের কাছ থেকে সেটা আমরা পাচ্ছি। তবে এটা পাটনা এ কে ৪৬ বা ৪৭ আমাদের কিছুটা অভাব আছে। এটা বাড়ানো দরকার। তারজন্য আমরা চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছি। তারা বলছে যেমন যেমন আমরা পাব তোদেরকেও দেওয়ার চেষ্টা করব। মাননীয় সদস্য সমীরবাবু বিরোধি দলনেতা থাকার সময় উনি জানতে চেয়েছিলেন যে প্রান্ত এলাকায় যেগুলি পোড়ানো হাতিয়ার আছে সেগুলি রিপ্লেস করা হবে কিনা? এখন আমরা নূতন হাতিয়ার পাওয়ার পরে সেই সমস্ত জাগাগুলি প্রাইওরিটি দেওয়ার জন্য চেষ্ট' করছি। আর এখানে অনেকটা প্রশ্ন আছে সবগুলির উত্তর তো একসঙ্গে দেওয়া সম্ভব হবেনা। রিলিভেন্ট যতগুলি আছে সেইগুলি বলা চেষ্টা করব।

মাননীয় বন্ধুবরেরা বুঝার চেষ্টা করবেন। এখনো সময় আছে, আমরা সবাই মিলে যদি এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি তা হলে পরে কিন্তু বের হয়ে আসার রাস্তা আছে। এবং মাননীয় বন্ধুবর এখানে যে কথা বলেছেন আমি সম্পূর্ন উনার সঙ্গে একমত। এই বাঁকা পথে বন্দুক

দেখিয়ে গণতন্ত্রের কণ্ঠে টিপে ধরে যারা এই সংবিধানকে সংস্থাটাকে দখল করেছেন আমি বলব এটা তার টিপিং হৈজে আছে। তাকে সবাই মিলে শক্তিশালী করতে হবে। এটা উপজাতির প্রতি বিশেষ দরদ না। ত্রিপুরার যদি উন্নয়ণ চান তাহলে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়ন ছাড়া ত্রিপুরার কোন মতেই উন্নতি হতে পারেনা। কাজেই সামগ্রিক ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য এ, ডি, সি, এলাকার উন্নয়ন জরুরী। এবং এই কারনে ত্রিপুরার প্রতি যদি ভালবাসা থাকে তা হলে একসাথে লড়তে হবে। কাজেই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সঠিক পয়েন্ট বলেছেন। আমি অনুরোধ করব বিতর্কের ব্যাপার না, আত্ম-অনুসন্ধান করার চেষ্টা করুন। এর থেকে যদি সঠিক সত্যের মুখামুখি হতে পারেন তাহলে আমাদেরও ভাল হবে দলগতভাবে রাজ্যের মঙ্গল হবে দেশের মঙ্গল হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— নিজেরাও সংশোধন করবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** তা ঠিক। আমাদের যদি ভুল থাকে নিশ্চয়ই আমরা সংশোধন করব। সংশোধন যদি আমরা না করতে পারি তাহলে মাননীয় নগেন বাবু আমরাও শেষ হয়ে যাব। যেমন আপনারা হয়ে গেছেন। আমরাও শেষ হয়ে যাব। আমি ত্রিপুরা ভবন নিয়ে বলছি। ত্রিপুরা ভবন সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু এবং রতনবাবু বলেছেন। শ্যামাবাবু বলেছেন গোহাটি সম্পর্কে, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। যে কোন বিধায়কের প্রশ্ন না, কোন মন্ত্রীর প্রশ্ন না। কোন অফিসার এটা করেছেন দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করেছেন। আমি এখান থেকে এর সমালোচনা করব। এটা নিশ্চই আমি দেখব। এটা অত্যন্ত অন্যায়। শুধু দিল্লী ত্রিপুরা ভবনের জন্য আগে একটা নির্দেশ নিতে হয় এর পেছনে কতগুলি কারণ আছে। সেই আলোচনায় আমি যাচ্ছিনা। ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যের যে ভবনগুলি আছে তাদের কিন্তু আগাম নির্দেশ নিতে হয়। আমাদের কিন্তু শুধু দিল্লী ত্রিপুরা ভবনের ক্ষেত্রে এই আগাম নির্দেশের ব্যবস্থা আছে। ত্রিপুরার লোক ভাবে ত্রিপুরার লোক কিনা সেটার জন্য একটা এভিডেন্স চায়। এখন ধরুন শ্যামা বাবুর আত্মীয় বা যে কেউ যে এটা করেছেন এটা ক্ষমতার চরম অপব্যবহার এছাড়া কি বলতে পারি বলুনতো। আমি সেটা তদন্ত করে দেখার চেষ্টা করব। মাননীয় রতনবাবু যেটা বলেছেন দিল্লী ত্রিপুরাভবনের গাড়ী সম্পর্কে। উখানে আমি শুনছিলাম গাড়ী ভাড়া করে দিয়েছেন আসলে সেখানে অতি সম্প্রতি দুইটা গাড়ী কিনেছি। এটা জানা ভাল সেখানে গাড়ী ঠিক অনেকটা কমিয়ে ফেলিছি। এবং যেগুলি খারাপ ছিল সেইগুলিকে অব্যহতি দিয়েছি। এখন ধরুন দিল্লী ত্রিপুরা ভবনেতো প্রাতিনিয়ত অফিসারেরা যাচ্ছেন। তারা হয়তো মনে করেছেন যে ভাড়া করা গাড়ী দিলে পরে সুবিধা হবে এবং আমি জানিনা মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় ছিলেন। এখন যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ী থাকার পরেও আপনাদেরকে সেই ভাড়া করা

গাড়ী দিয়ে থাকেন নিশ্চই আমি সেটা দেখব কেন এমন হল। তবে গাড়ীর যে অব্যবহার কমিয়ে এনেছি এতে কোন সন্দেহ নেই। বহুলাংশে আমরা এর নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছি। এখনো সর্বাংশে এটা করা গেছে এই দাবী আমি করছি না। একসময় অভিযোগ ছিল যে ভবনের অফিসাররা গাড়ীগুলি আকছার বে-আইনী ভাবে ব্যবহার করতেন বাজার করার জন্য ঘুরবার জন্য। এইগুলি যখন বাঁধা দেওয়া হল তখন তারা ঘুসা করেছেন এবং বিভিন্ন ভাবে সরকার সম্পর্কে তারা বিরূপ মন্তব্য করেছেন। আপনারা জানেননা তা নয় আপনারাও সেটা জানেন। আমরা এই জায়গায় কিছু বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করেছি

আমি কলকাতার কথা বলি একসময় এক অফিসার বন্ধুটি কাজ করতেন কলকাতার সল্টলেকে চাকরি করেন। তিনি গাড়িতে করে অফিসে আসতেন, দুপুর বেলা কিন্তু টিফিনের সময় গাড়ী নিয়ে যেতে পারতেন কিন্তু গর্ভমেন্টের পয়সা বাঁচাবার জন্য তিনি যেতেননা, ওখানে তিনি খাওয়ার নিতেন এবং ওখানেই তিনি বিশ্রাম করতেন তাতে বিশ্রাম করতে গিয়ে তিনি ঘুমিয়ে পরতেন। সাধারণ কর্মচারীরা বলতেন আমাদের সাহেব ঘুমিয়ে পড়ছে। এই অভিযোগ উঠেছে সাহেব তো ঘুমাচ্ছে। আমি যখন তাদেরকে বুঝিয়ে বললাম এতো তোমাদের সরকারের পয়সা বাঁচাছে এইভাবে দেখছ কেন। এও ঘটনা আছে তারপরে সব অফিসার যে সম্মান করছেন তা না এখানে নিশ্চই. দাবী যে প্রশ্নটা এখানে এনেছেন নিশ্চই, আমরা দেখব যাতে অপব্যবহার না হয় এবং যার যেটা ন্যায্য পাওয়ানা বা প্রাপ্য এটা দেওয়ার দিক থেকে বলছি। কারণ আমি তো তখন ও বিধায়ক ছিলামনা কিন্তু সেসময় দিল্লি ত্রিপুরা ভবনে গিয়েছিলাম মটিং-এ অংশগ্রহণ করার জন্য। সেখানে ছিলেন ফিনান্স মিনিষ্টার, ডেপুটি চিফ্ মিনিষ্টার, আর ডাক্তার আনার জন্য গাড়ি পাওয়া যায়না। অথচ আরেকজন বিধায়ক উনার জন্য সে গাড়ি ষ্টেও বাই আছে এটাও আছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে কিন্তু কথাগুলো বলছি। এখন এখানে দরুন চেন্নাই সম্পর্কে প্রশ্ন আছে যার কথা বলছি সেই ভদ্রলোক এখন আর নেই তিনি কেরালায় চলে গেছেন। চেন্নাইয়ের ভবনটা আমরা রাখবনা আসলে. কারণ রাখার প্রশ্নই নাই এটা রাখার জন্য। কারণ এখান থেকে যারা যাচ্ছেন ভেলুড় চিকিৎসা করার জন্য সেই রোগীদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি বা বলার সুযোগ নিয়েছি তখনও ভবনটা ছিল। আমাদের যে এডমেনিসট্রেটিভ বিল্ডিং আছে তার পিছনের বিল্ডিংটি হলো আরেকটা জায়গা সেখানে আমি রোগীদের সঙ্গে কথা বলেছি যাদের সঙ্গে কথা বলেছি সবাই বলেছে যে আমরা চিটেড হচ্ছি। এমনও বলেছেন যে অপারেশন টেবিলে চলে যাওয়ার আগে যে চুক্তি, তারপরে বলছে যে না আরো বেশী টাকা লাগবে। তখন আমরা চিন্তা করলাম যে এখানে একটি সুপারস্পেশাল ওয়ার্ড করার চেষ্টা আমরা করছি, আমরা চেষ্টা

করেছিলাম এই ধরনের একটি ডাইওগ্নোজিষ্ট সেন্টার করতে পারি কিনা বাইরের কোন প্রতিষ্ঠান থেকে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলো পরবর্তী সময়ে সময় কতগুলো বায়না করতে আরম্ভ করল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা কাট অব করার জন্য, যে এটা করা যাবেনা। লেণ্ড সম্পর্কে যে শর্ত তারা বলেছে তারা তাদের খুশিমত বাড়ি করবে। তখন আমি বললাম যে না এটা করা যায়না। আমাদের সঙ্গে কথা বলে করতে হবে। যাই হোক এই জায়গায় সেটা করা যায়নি কিন্তু আমরা অব্যাহত রাখছি এবং ওটা আমরা রাখতে পারবনা, পয়সা খরচ হয়েছে তবুও এখন আমরা এটা কমিয়ে এনে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। শর্টকাট একটি জায়গায় নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছি। একজন টি সি এস গ্রেড অফিসার আমরা সেখানে রাখি এটা চালাবার যাতে চেষ্টা করে। হাসপাতালের কাছাকাছি কোন একটা জায়গা যদি আমরা নিয়ে যেতে পারি। যাতে রোগীদের সুবিধা হয়। ওখানে এডমেনিসস্ট্রেটিভ কোন কাজ নেই শুধু রোগীদের স্বার্থে। এছাড়া আপনারা যেটা বলেছেন যে সল্ট লেইক. সল্ট লেইকে আমরা একটা নতুন বাড়ি করব। কারণ আমরা পিট্রিয়াতে যে বাড়িটা করেছিলাম এই বাড়িতে গিয়ে সবাই থাকতে পারেনা। ওটা দেখেই আমরা এক মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে সল্টলেইকে আমাদের একটি বাড়ি করতে হবে। এবং সেই বাড়ির সমস্ত কিছু ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে রিকোয়েষ্ট করেছি তাদের যে দপ্তর আছে তারা করবে। এবং আমি মাননীয় পূর্ত দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন পূজোর আগে হয়তো কাজটা শুরু করতে পারবেন। অলরেডি ফাণ্ড প্লেইজ। গৌহাটিতে ত্রিপুরা ভবন সম্পর্কে যে রতনবাবু শ্যামাবাবু বলেছেন যে সেখানে প্রচুর টাকা আমাদের ভাড়া দিতে হয়। কিন্তু কোন উপায় নেই বাধ্য হয়ে হোটেল ভাড়া করতে হয়। সেখানেও দুটো জায়গা দেখেছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত একটি জায়গা দেখেছিলাম সেটা হলো রামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে যে জায়গাটা সেই জায়গাটিই। কিন্তু সেই জায়গাটাও দেখলাম কেন্দ্রীয় সরকারের আরেকটা দপ্তরকে দিয়ে দিয়েছে। আসামে ময়না বাজারে একটি জায়গা দেখে সেই জায়গাটি ঠিক করা হয়েছে। এবং আমি লাষ্ট টাইমে গিয়েছি সেই জায়গাটা দেখে এসেছি অলরেডি ড্রয়িং কমপ্লিট হয়ে গেছে। এসেসমেন্ট প্রায় কমপ্লিট আমরা আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি সেই বাড়িটা পেয়ে যাব। আর দিল্লিতে যে বাড়িটা এটা দীর্ঘদিন সেন্ট্রাল গর্ভনেটের তালবাহানার ফলে এমন হচ্ছে কিন্তু ওখানে যে কমিশনার আছেন আর কে সিং অনবরত লেগে থেকে কনট্রাকটর সিলেকটেড ওয়াক এওয়ারডেড হয়ে গেছে আগামী মাস দেড়েকের মধ্যে কাজ শুরু করবে। কাজ শুরু করলে বেশীদিন সময় লাগবেনা। এই বাড়িটাও আমরা পেয়ে যাব। আর এখানে ফ্রিডম ফাইনারদের সম্পর্কে যে প্রশ্নটা এখানে এনেছেন কাজলবাবু তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে আমরা তাদের প্রতি একটা বিমাতৃসুলভ আচরন করেছি। মোটেই ঘটনা তা না কাজলবাবু হয়তো জানেন না যে ফ্রিডম ফাইটারদের যে স্কীমটা কেন্দ্রীয় সরকার

দেয় ৩৬০০ টাকা, প্রথম কিস্তিতে ৩০০০ টাকা তারপর ডি-এ হিসাবে ৬০০ টাকা দেয়। কিন্তু আমরা ষ্টেট গর্ভমেন্ট ১০০ টাকা করে দিতাম সেটা বাড়িয়ে ২০০ টাকা করেছি এবং তাদেরকে ৩৮০০ টাকা করে দেই। আর যারা রিয়াং ফ্রিডম ফাইটার তাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকার এগ্রি করেন না। লাষ্ট কেবিনেটে সেটা বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করেছি। ফলে আমাদের কি করা যাবে আমাদের সহায় সম্বল কম। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তো টাকা কোন ব্যাপার না। ওদের হচ্ছে স্বাধীনতা বিপন্ন। কাজেই এই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য তারা সবচেয়ে বেশী অগ্রহী প্রকাশ করছে। কাজেই কাজেই টাকা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর জন্য দরকার নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আমরা শ্রদ্ধা জানাই এবং তার পরেও যদি কারোর কোন অসুবিধা হয় আমরা সাহায্য করার চেষ্টা করব। এখন সর্বশেষ যেটা, এটা আমরা ডিপার্টমেণ্ট না, আমাদের নুতন মন্ত্রী, ভাল ভাবেই বলেছেন। দপ্তরের যেহেতু মন্ত্রী আছেন উনি সওয়াল জবাব করেছেন, আমি শুধু জেল সেটা রেফার ভেলিড্। মাননীয় গোপাল বাবু যখন মন্ত্রী ছিলেন সেই সময় তিনি কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিছু কিছু ইমপ্রুভম্যাণ্ট সেখানে হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমি সেখানে গেছি একটা জেল দেখার জন্য আর একটা অনুষ্ঠান-এর জন্য। জেল নিয়ে কথাবার্তা বলেছি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট জেলের একটা আভ্যন্তরিন উন্নতির জন্য আমরা একটা প্রোজেক্ট সাবমিট করেছি। প্রথমে তার যে কোড আছে সেটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গ-এ তাদের যে রিফোরমস এনেছেন তাদেরকে জেলের ভেতর রেখেই সংস্কার করে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে আমরাও এই ধরনের একটা জায়গায় যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করেছি যেটা আমাদের করতে হবে। আমি আর সময় নিচ্ছি না। আমরা ভোটিং-এ যাব। আর বাকী সদস্যরা যদি প্রশ্ন করে থাকেন এবং আমি যদি জবাব না দিয়ে থাকি তাহলে আশা করব তারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি দুঃখিত যে কাট্‌মোশানগুলি এনেছেন এইগুলিও বিরোধীতা করতে হবে কিন্তু ইন্টিমেইট্ যেগুলি করেছেন আমি এইগুলি চেষ্টা করব। এবং যে জায়গায় ক্রটিগুলি আছে এইগুলি দূর করব এবং যেখানে গঠনমূলক প্রস্তাব দিয়েছেন সেইগুলি কার্যকরী করার জন্য আমরা উদ্যোগ নেব। এইকথা বলে এবং আপনাদের প্রস্তাবগুলি সমর্থন করতে না পেরে দুঃখ প্রকাশ করছি এবং যে ডিমাণ্ডগুলি রাখলাম এইগুলি এ সভা অনুমোদন দিয়ে আমাদের কাজ করতে সাহায্য করবেন এই আবস্থা ব্যাক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরতন লাল নাথ ঃ— আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা অনুরোধ থাকবে এটা তো একটা কালচার কাট্‌মোশান আনা, এটা এখন গণতন্ত্র পদ্ধতির মধ্যেই পরে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— প্লীজ শ্যামাবাবু যেটা বলেছেন অলরেডি উই হেভ্ টেকেন্ আপ আমরা এটা পার্লামেণ্টারী-এর সাথে মিটিং করেছি। ফিনান্সকে আমি ইন্ভলব্ করেছি। বিভিন্ন স্টেট্ থেকে আমরা কাগজগুলি এনেছি। আপনি যেমন পাঠিয়েছেন আমরাও আবার কথাগুলি এনেছি। ওখানে তারা একটা প্রস্তাব এনেছেন। আমি কাইলে মাননীয় মন্ত্রীকে বলেছি যে, এটা মাননীয় স্পীকার সাহেবের সাথে কথা বলুন, এটা ৭টা স্টাডি করে জায়গায় আসার জন্য। আমি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন মিনিষ্টারের সঙ্গে কথা বলেছি। যে আপনাদের এইখানে এই ধরনের কমিটি আছে কিনা, কতগুলির আছে আবার কতগুলির নেই। সেইগুলি আবার অন্য ধরনের কমিটি। এখানে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এইগুলির ইউটিলিটির সম্পর্কে। এইগুলি সম্বন্ধে বললেন তো চট্ করে বলা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ পার্লামেণ্টারী যে প্রেক্টিস এটা তারা ফলো করার চেষ্টা করে। আমাদের এটা একটু কনসিডারেশানের মধ্যে আছে।। আমি আমাদের দপ্তরের যে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উনাকে বলব স্পীকার সাহেবের মাধ্যমে, বিরোধী দলনেতা, শ্যামাবাবু, টি. ইউ. জে. এস গ্রুপ-এর লিডারের সাথে বসুন, বসে সরকার আমরা এই দপ্তর আলোচনা করে তাৎক্ষণিকভাবে যেটা করছি এবং নিয়ার ফিউচারে আমরা কি স্টেপ নিতে পারি আপনারা দেখুন তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে খুব বেশী কমিটি করা ঠিক হবেনা। আমাদের প্রাথমিক যেটা ডেভলাপমেণ্টাল যে সমস্ত ডিপার্টম্যাণ্টগুলি, এইগুলিকে পরীক্ষা মূলকভাবে দুই তিনটা করে শুরু করতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আজকের কার্য্যসূচী অন্তর্ভুক্ত ২০০-২০০১ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলির উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ২০০০-২০০১ ইং আর্থিক সালের ব্যায় বরাদ্দের দাবীগুলি ভোটে দেব।

VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS FOR THF YEAR, —2000-2001

মিঃ স্পীকার :— আমি প্রথমে কাটমোশানগুলি দিয়েছি, তারপর পর্য্যায়ক্রমে মূল দাবিগুলি দিয়ে দেব। আমি ডিমাণ্ড নাম্বারগুলি পড়ছি। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পড়ে নেব। এই জন্যই চাইলাম আপনারা অনুমতি দিয়েছেন।

Mr. Speaker :— Now the question before the house is the cut motion moved by Shri Ratanlal Nath on the Demand No 3 Major head 2070. What the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the pacific grievance that :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Tripura Bhawan, Calcutta, Delhi etc.

2. Now the question before the house is the cut motion moved by Shri Kajal Ch. Das on the Demand No 4, Major head 2015. That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand Viz :—

"Desapproval of Govt. policy on photo identity card"

3. Now the question before the house is the cut motion moved by Shri Ratan lal Nath on the Demand No 5, Major head 2070. That the amount of the Demand be reduced be Rs. 100/- to centilate the specific gruevance that :—

"Failure to control & eliminate wastefui expenditure on special commission of enquiry &

4. Now the qnestion before the house is the cut motion moved by Shri Prakash Ch. Das on the Demand No 7, Major head 2070. That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent pisapproval of the policy underlying the viz :—

Disapprovol of Govt. on Departmental Enquiries."

5. Now the question before the house is the cut motionmoved by Shri Rabindra Deb Barma on the remand No 9, Major head 3454. That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand Viz :—

' Disapproval Govt. policy on census"

6. Now the question the house is the cut motion moved by Shri Rabindra Deb Barma on the demand No. 10, Major head 2055. That the amount of the Demand be reduced bu Rs. 500/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz :-

Failure to control & eliminate wasteful expenditure on criminal investigation."

7. Now the question before the house is the cut motion moved by Shri Kajal Ch. Das, on the Demand No 10 Major head 2055. That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz :—

Failure to controi & eliminate wasteful expenditure on Moderniration of police force.

8. Now the question before the house is the cut motion moved by Shri Rati Mohan Jamatia on the Demand No 10 Major head 2055 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 5000/- to represent the economy that can be effected on the particular natter Viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on T.S.R. Battalion No. (VI)(IR) Battalion No. ii)."

9. Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Billal Mia on the Demand No 10 Major head 4059, That the amount of the Demand be reduce bu Rs. 500/- to represent the econcn y that can be effected on the particular matter Viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Building construction for B.S.F. & S.S.B."

10. Now the question before the House is the cut notion moved by Shri Kashiram Reang on the Demasd No 10 Major head 2055. That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Failure of regular disbursemnt of T.A. bill and other materiol of S.B. Staff."

11. Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Kashiram Reang on the Demand No 10 Major head 2055, That the

amount of the Demand by Rs. 100/- to ventilate the specific griev nce that :— "Need to connect Telephone to Ampinagar & Taidu police Station."

12. Now the question before the House is the cut motion Moved by Shri Kajal Ch. Das on the Demand No 3115 majore head 2055 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the econemy that can be effected on the particular matter Viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on National Highway patrolling."

13. Now the question before the House is the cut motion Moved by by Shri Kajal Ch. Das on the Demand No 18 Major head 2235 That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent diapproval of the policy underlying the demand Viz :—

"Disapproval of Govt. policy of freedom fighters."

14. Now the question before the House is the cut motion Moved by Shri Rabindra Deb Barma on the Demand No 19 Major head, 4515 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to provide more fund to T.T.A.A.D.C. for village communication

15. Now the question before the House is the cut motion Moved by Shri Rabindra Deb Barma on the Demand No 19 Mojor head 2851. That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Handloom Industries."

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the cut Motion moved by Shri Rabindra Deb Barma on the Demand No. 19, Major

Head 4215. That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on commercial crops (oilseed & Jute)."

(Then the Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House in the Cut Motion moved by Shri Rabindra Deb Barma on the Demand No. 19- Major Head 3452 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz :-

"Failure to control & eliminate wasteful expedpiture on Sinking and replacement of R. C.C. Masonry wells".

(Then the Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House in the Cut Motion moved by Shri Rabindra Deb Barma on the Demand No, 19, Major Head 3452 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Tourist Acconmodation for Tribal Tourists".

(Then the Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House in the Cut Motion moved by Shri Ratan Lal Nath on the Demand No. 19, Major Head 2225 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Scholarship & Stipend".

(Then the Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House in the Cut Motion meved by Shri Roti Mohan Jamatia on the Demand No. 19, Major Head 2236 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the econmy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Special Nutrition programme",

(Then the Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House in the Cut Motion moved by Shri Kajal Ch. Das on the Demand No. 19, Major Head 2202 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & elimibate wasteful expenditure Government Primary Schools (Tribal sub-plan)"

(Then the Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House in the Cut Motion moved by Snri Prakash Ch. Das on the Demand No. 19, Major Head 2225 That the amouut of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on externally Aideb project".

(Then the Cut Motion was put to voice vote and Lost)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House in the Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia on the Demand No. 19— Major Head 4515 That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on Accelerated Irrigation Benefits provided to Panchayat Raj".

(Than the Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House in the Cut Motion moved by Shri Prakash Ch. Das on the Demand No. 19— Major Head 2405 That the amount of the Demand be reduced to Rs, 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand Viz :—

"Disapproval of Govt. policy on Inland Fisheries".

(Then the Cut Motion was put to Voice Vote and Lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House in the Cut Motion moved by Shri Prakash Ch. Das on the Demand No. 19— Major Head 2235 That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand Viz :—

"Disapproval of Govt, policy on Old Age Pension"

(Then the Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House in the Cut Motion moved by Shri Bijoy Kr. Hrangkhawl on the Demand No. 19— Major Head 2225 That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt policy on Tribal sub-plan"

(Then the Cut Motion was put to Voice Vote and Lost)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, সিরিয়্যাল নং ৩০, ডিমাণ্ড নং ১৯, মেজর হেড ২২১৫ পঞ্চায়েত মিনিষ্টার মোভ্‌ করেছে।

মিঃ স্পীকার :— এটা বাদ হয়ে গেছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— উনি কি জানেন না যে, এটা বাদ হয়ে গেছে। উনি কেন এটা মোভ করলেন।

মিঃ স্পীকার :— এটা বাদ হয়েছে।

Mr. Speaker :— Now the question before the House in the Cut Motion moved by Shri Shyama Charan Tripura on the Demand No. 19, Major Head 2235 that the amount ot the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on allocation of Fund to A.D C."

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House in the Cut Motion moved by Shri Shyama Charan Tripura on the Demand No. 19, Major Head 2407 That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent diapproval of the policy underlying the demand Viz :—

"Disapproval of Govt. policy on Tea Plantation."

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Cut Motion Moved by Shri Billal Mia on the Demand No 19, Major Head 2225 That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz —

Disapproval of Govt. policy on A.D.C. Election"

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House in the Cut Motion moved by Shri Rabindra Deb Barma on the Demand No 21, Mojor head 4408. That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on purchase of Food Stuff."

Then the Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House in the Cut Motion moved by Shri Billa Mia on the Demand No. 21, Major head 4408 That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on procurement and Supply of Food grains."

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Sperker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Kajal Ch. Das on the Demand No 23, Major Head 3604 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Forest Revenue."

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri RatanLal Nath on the Demand No 25 Major Head 2851, That the amount of the Demand be reduce by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter Viz :—

Failure to controi & eliminate wasteful expenditure on Assistance for promotion of Handloom Industries."

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr, Speaker :— Now, the question before the Houseis the Cut Motion moved by Shri Billal Mia on the Demasd No. 25, Major head 2405, that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wastefui expenditure on Land Development project at Rudra Sagar."

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Mation moved by Shri Kashiram Reang on the Demand No. 27 Major Head. 2401, that the about of the Demand be reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to proper and sufficient supply of fertilizer ta increase the agriculturel production."

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia on the Demand No 28 Majar Head. 2402, that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on watershed Development project in shifting cultivation "

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Rabindra Debbarma on the Demand No. 28 Major Head, 2402, That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on National water-shed Development project for Rain-fed areas."

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Billal Mia on the Demand No. 29, Major Head, 2404, that the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on diary Development."

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Shri Billal Mia on the Damand No. 29, Mejor Head. 2403, that the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt- policy on Animal discase Surveillance."

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion

moved by Shri Rati Mohan Jamatia on the Demand No. 30, Major Head 2406, that the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"disapproval of Govt. Policy on decentralised people Nursery."

(Then the Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now, the question before the house is the cut Motion moved by Shri Kajal Ch. Das on the Demand No. 36 Major Head 2056 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Modernisation of prison administration."

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now, the question before the house is the cut motion moved by Shri Kajal Ch. Das on the Demand no 38 Major Head 2053, that the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Govt. Publication."

(Then the cut motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs. 1,41,12,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 4 under the following Major Head :—

2015— Election Rs. 1,41,12,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 8,55,26, 000/- be granted to defray the charges which will come in

course of payment during the year ending on the 31 st March, 2001 in respect of Demand No. 5 under the following Major Heads :—

2014— Administration of Justice Rs. 7,95,26,000/-
2070— Other Administrative Services Rs 1,00,000/-
4070— Capital Outlay on other Administrative Services Rs. 60,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs, 59,03,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 7 under the following Major Head :—

2070— Other Administrative Services Rs. 59,03,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs 2,00,74,000/- (excluding the charged amount of Rs. 1,00,25,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 8 under the following Major Head :—

2070— Other Administrative Services Rs. 2,00,74,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs, 2,32,56,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 9 under the following Major Head :—

3454— Census, Survey & Statistics Rs. 2,32.56,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 185, 73,07,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 10 under the following Major Heads :—

2052—	Secretariat General Services	Rs.	3,00,000/-
2053—	District Administration	Rs.	5,40,00,000/-
2055—	Police	Rs.	163,23,15,000/-
2070—	Other Administrative Services	Rs.	8,99,05,000/-
3275—	Other Communication Services	Rs.	7,82,87,000/-
4099—	Capital Outlay on Public Works	Rs.	19,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding of Rs. 42, 15, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 18 under the following Major Heads :—

2070—	Other Administrative Services	Rs.	5, 000/-
2235—	Social Security & Welfare	Rs.	28, 50, 000/-
2252—	Other Social Services	Rs.	13, 60, 000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that a sum not exceeding of Rs. 10,36,25,002/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 2001 in respecet of Demand No. 22 under the following Major Heads :—

2235—	Social Security & Welfare	Rs.	10,32,62,000/-
6235—	Loans for Social Security and Welfare	Rs.	3,63,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 1,08,51,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 2001 in respect of Demand No. 34 under the following Major Head :—

3451—Secretariat Economic Services Rs. 1,08,51,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 33,13,000/- be granted to defray the charge which will come in course af payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respecc of Demad No. 47 under the following Major Heads :—

2013— Councial of Ministers Rs. 10,70,000/-

2052— Secretariat General Services Rs. 22,43,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 30,28,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31 st March, 2001 in respect of Demand Ne. 50 under the following Major Head :—

2070—Other Administrative Services Rs. 30,28,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 221,62,47,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heads :—

2029—Land Revenue Rs. 3,43,000/-

2202—General Education.	Rs.	31,33,00,000/-
2204—Sports & Youth Services.	Rs.	12,53,000/-
2205—Arts & culture.	Rs.	1,30,000/-
2210—Medical & Public Health.	Rs.	4,71,22,000/-
2220—Information & Publicity.	Rs.	5,00,000/-
2225—Welfare of S.T/S.C/O.B.C/(GI).	Rs.	72,14,56,000/-
2230—Labour & Employment.	Rs.	30,000/-
2235—Social Security & Welfare.	Rs.	1,76,15,000/-
2236—Nutrition.	Rs.	5,38,41,000/-
2401—Crop Husbandry.	Rs.	13,17,13,000/-
2402—Soil & Water Conservation.	Rs.	2,94,05,000/-
2403—Animal Husbandry.	Rs.	2,11,50,000/-
2404—Dairy Development.	Rs.	2,27,000/-
2405—Fisheries.	Rs.	1,31,98,000/-
2406—Forestry & Wildlife.	Rs.	2,13,66,000/-
2407—Plantation.	Rs.	9,00,000/-
2425—Co-Operation.	Rs.	26,04,000/-
2501—Special Programme for Rural Development.	Rs.	2,51,23,000/-
2505—Rural Employment.	Rs.	9,82,90,000/-
2515—Other Rural Development Programme	Rs.	14,82,12,000/-
2702—Minor Irrigation.	Rs.	1,28,18,000/-
2801—Non-conventional Sources of Energy.	Rs.	11,88,000/-
2851—Village & Small Industries.	Rs	92,53,000/-
3425—Other Scientific Research.	Rs.	12,00,000/-
3452—Tourism.	Rs.	20,00,000/-
3604—Compensation and Assignmants to local Bodies and Panchayati Raj Institntions.	Rs.	5,00.50,000/-
4202—Capital outlay on Education, Arts & Cluture.	Rs.	2,17,000/-

4210—Capital outlay on Medical & Public Health.	Rs.	65,00,000/-
4215—Capital outlay on Water Supply & Sanitation.	Rs.	8,15,68,000/-
4216—Capital outlay Housing.	Rs.	10,72,49,000/-
4406—Capital outlay on Forestry, & Wild life.	Rs.	2,50,00,000/-
4425—Capital outlay on Co-operation.	Rs.	54,45,000/-
4515—Capital outlay on other Rural Dev. Programe.	Rs.	5,85,00,000/-
4702—Capital outlay on Minor Irrigatior.	Rs.	8,01,00,000/-
4711—Capital outlay on Flood Control.	Rs.	4,18,39,000/-
4801—Capital outlay on Power.	Rs.	3,45,00,000/-
4810—Capital outlay on Non-Conventional Source of Energy	Rs.	6,68,000/-
4860—Capital outlay on Consumer Industry.	Rs.	6,00,000/-
5054—Capital outlay on Roads and Bridges.	Rs.	4,78,00,000/-
542[illegible]—Capital outlay on other Scientific & Environmental Research	Rs.	1,00,000/-
546[illegible]—Investment on General Financial & Trading Institution	Rs.	18.74,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 56,04,58,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No, 27 under the following Major Heads :

2401—Cropt Husbandary	Rs.	38,69,07,000/-
2408—Food Storage and Warehousing.	Rs.	1,000/-
2415—Agricultural Research & Education.	Rs.	5,00,000/-
2435—Other Agricultural Programme.	Rs.	2,29,40,000/-

2552—North Eastern Areas Rs. 1,10,000/-

4401—Capital outlay on Crop Husbandry Rs. 15,00,00,000/-

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr, Speaker :— Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 15 84,64,000/-excluding the charged amount of Rs. 9,00,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31ts March, 2001, in respect of Demand No. 28 under the follow Major Heads :—

2401—Crop Husbandry. Rs. 7,30,97,000/-

2402—Soil and water Consevration Rs. 8,53,67,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in charge that a sum exceeding of Rs.1, 58, 97, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 32 under the following Major Head :—

2406—Forestry and wildlife, Rs. 1,58,97,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House in the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 37, 32, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 53 under the following Major Head :—

2225—Welfare of Schedule Castes, Schedule Tribes and other Backward Classes. Rs. 37,32,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in,charge that a sum not exceeding of Rs. 20, 04, 37,000/- be granted to defary the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 2001 in respect of Demand No. 29— under the following Major Head :—

2403—Animal Husbandry	Rs.	10,20,07,000/-
2404—Dairy Development	Rs.	1,91,35,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs.	66,95.000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House in the Motion moved bo the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs 24, 31, 99,000/- be granted to defary the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2 001 in respect of Demand No. 30 under the following Major Head :—

2402—Soil & Water Conservation	Rs.	1,27.04,000/-
2406—Forestry & Wild life	Rs,	20 59,95,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs.	1,00,00,000/-
4406—Capital Outlay on Forestry and wildlife	Rs	1,20,00,000/-
5465—Investment in General Financial and Trading Institutions	Rs.	25,00.000/.

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker : — Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 56,73, 11.000/- be granted to defray the charges which will come course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 23 under the following Major Head .—

2515—Other Rural Development Programme.	Rs.	35,21 91.000/-

3604—Compensation and Assignments to Local Bodies and Panchayet Raj Institute, Rs. 13,56,20,000/-

4515—Capital outlay on other Rural Development Programme. Rs. 7,95,00,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of Rs. 1,81,71,000/- be garnted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st march, 2001 in respect of Demand No. 37 the under following Major Heads :—

2230—Labour and Employment Rs. 1,81,71,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding of of Rs. 39,85,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 2001 in respect of Demand No. 54 under the following Major Head :—

2230—Labour and Employment Rs. 39,85,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before House is the Demand No. 55, moved the Hon'ble in-charge of the Labour Department that a sum not exceeding of Rs 1,33,37,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 2001 in respect of Demand No. 55 unnder the following Major Head :—

2230—Labour and Employment Rs. 1,33,37,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Demand

No. 11 moved by Hon'ble Minister in-charge of the Transport, Fisheries Departments that a sum not exceeding of Rs. 10,66,65,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 11, under the following Major Heads :—

2041—Taxes on Vehicles.	Rs.	49,76,000/-
3055—Road Transport.	Rs.	69,06,000/-
3075—Other Transport Services.	Rs.	10,85,000/-
5055—Capital outlay on Road Transport.	Rs.	9,36,98,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Demand No. 26 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport, Fisheries Departments that a sum not exceeding of Rs. 9,66,26,000/- (excluding the charged amount of Rs. 5,45,000/-) granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 26 under the following Major Heads :—

2070—Other Administrative Services.	Rs.	3,90,000/-
2405—Fisheries.	Rs.	9,61,71,000/-
2552—North Eastern Areas.	Rs.	65,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :- Now, the question before the House is the Demand No. 21 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Civil Supplies Department that a sum not exceeding of Rs. 53,51,72,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 21 under the following Major Heads :—

2408—Food Storage and Warehousing	Rs,	5,55,70,000/-

3456—Civil Supplies Rs. 2,15,15,000/-

4408- Capital outlay on Food Storage & Warehousing. Rs. 45,80,87,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Demand No. 25 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry and Commerce (Handloom Handicrafts and Sericulture etc). Department that a sum not exceeding of Rs. 6,40,17,000/- (excluding the charged amount of Rs. 2,85,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 2001 in respect of Demand No. 25 under the following Major Heads :—

2851—Village and Small Industries. Rs. 5,88,84,000/-

4425—Capital outlay on Coperation. Rs. 10,00,000/-

5465—Investment in General Financial and Trading Institutions. Rs. 31,08,000/-

6851—Loans for village and Small Industries Rs. 10,25,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is that the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Industry & Commerce (Handloom and Handicrafts and Sericulture etc.) Department "That a sum not exceeding of Rs. 4,89,94,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 2001 in respect of demand No. 38 under the following Major Head :—

2058—Stationery and Printing. Rs. 4,89,94,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker : - Now, the question before the House is that the Motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Jail Department "That a sum not exceeding Rs. 5,98,26,000/- be granted to defray the charges

will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 2001 in respect of Demand No. 36 under the following Major Head :—

2056—Jails. Rs. 5,98,26,000/-

(The Demand was put to voice and vote passed)

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ১৯শে জুলাই, ২০০০ ইং বেলা ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত মূলতবী রইলো।

PAPER LAID ON THE TABLE **ANNEXURE-'A'**

(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 86.

Name of the member :— Shri Dipak Kr. Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে পরিবহন দপ্তর থেকে কতগুলি জীপগাড়ী ও অটোরিক্সাকে এখন পর্যন্ত রাস্তায় চলাচল করার জন্য পরিবহন দপ্তর থেকে রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে ;

২। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উক্ত গাড়ীগুলি চলাচলের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন ষ্ট্যাণ্ড ও পার্ক করার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা ;

৩। যদি না থাকে, তবে তাহা কবে নাগাদ করা হবে ; এবং

৪। ষ্ট্যাণ্ড ও পার্কের ব্যবস্থা না করার সাপেক্ষে জীপ ও অটোরিক্সার পারমিট দেওয়া বন্ধ রাখার পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি না ?

উত্তর

১। ২০০০ ইং সনের এপ্রিল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত মোট জীপ ও অটোরিক্সার সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক) জীপ— ৫১৬১টি

খ) অটোরিক্সা ৩১৮১টি

২। হ্যাঁ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।
৪। —ঐ—

Admitted Starred question No. :—167

Name of the member :— Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকের সংখ্যা কত ?

২। বেসরকারী সংবাদপত্রের সংবাদিকগণ মালিকদের কাছ থেকে প্রতি মাসে কি কি সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন ;

৩। বাচুয়াত কমিটির সুপারিশ সমূহ সংবাদপত্রের মালিকরা কার্যকরী না করার ফলে সাংবাদিক ও Working Journalist-রা কি কি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ; এবং

৪। বাচুয়াত কমিটির সুপারিশ কার্য্যকরী করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। সরকার স্বীকৃত সাংবাদিকের সংখ্যা ৯৭ জন।

২। মাসিক বেতন, ছুটি, বাৎসরিক বোনাস পেয়ে থাকেন। তাছাড়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের আওতাভুক্ত সংবাদপত্রের সাংবাদিকগণ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুবিধাও পেয়ে থাকেন।

৩। বাচুয়াত কমিটির সুপারিশ সংবাদপত্রের মালিকরা কার্যকরী না করার ফলে সাংবাদিক ও Working Journalist-রা সুপারিশকৃত পে-স্কেল, মহার্ঘ ভাতা ঘর ভাড়া ভাতা, থেকে (House Rent allowance) ইত্যাদি বঞ্চিত হচ্ছেন।

৪। বাচুয়াত কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করার দায় মূলত: সংবাদপত্র সমূহের মালিকদের। তবে রাজ্য সরকার সমস্ত সংবাদপত্রের মালিকদের অনুরোধ করেছেন এই বাচুয়াত কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করে সাংবাদিকদের প্রতি সুবিচার করার জন্য।

Admitted Starred Question No. 173

Name of the member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের কিছু কিছু অধিগৃহীত সংস্থার বর্ধিত হারে গ্রুপ ইনসুরেন্সের প্রিমিয়াম চালু

হওয়া সত্বেও ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারীদের জন্য এখনও সেই হার চালু না করার কারণ কি। এবং
২। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য বর্ধিত হারে গ্রুপ ইনস্যুরেন্সের হার কবে থেকে চালু করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীদের গ্রুপ ইনস্যুরেন্স স্কীম, ১৯৮৩ শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন অধিগৃহীত সংস্থার ক্ষেত্রে এই প্রকল্প প্রযোজ্য নয়। এই স্কীমে প্রিমিয়ামের হার বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে রয়েছে।

২। এ সম্পর্কে এক্ষুণি কিছু কথা বলা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. :—17

Name of the member :— Sri Ratan Lal Nath and Sri Kajal Ch. Das

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্য গৃহ নির্মান ঋণ বর্ধিত হারে দেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে কিনা?

২। হয়ে থাকলে, রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা কবে নাগাদ বর্ধিত হারে গৃহ নির্মান ঋণ পাবেন বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর :

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য নূতন বেতনক্রম চালু হবার পর রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য বর্ধিত হারে গৃহ নির্মান বাবদ ঋণ চালু করেছেন। এই বর্ধিত হার ৯ই জুন ২০০০ ইং তারিখ থেকে চালু হয়েছে এবং তা নিম্নরূপ :—

ক) মাটির ঘর, টিনের ছাউনি দেওয়া— ২৫,০০০ টাকা।

খ) হাফ পাকা ওয়াল ও চাম্পা কাম্পা বেড়ার ঘর টিনের ছাউনি দিয়ে বা হাফ টিনের ওয়াল ও চাম্পা কাম্পা বেড়ার ঘর, টিনের ছাউনি দেওয়া—৩৫,০০০ টাকা।

গ) গৃহ নির্মান ঋণের বিধি অনুসারে নির্মিত ঘরের জন্যে ৪০,০০০ টাকা।

উপরের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে স্যানিটারি লেট্রিনের জন্য অতিরিক্ত ৮০,০০ টাকা ঋণের সংস্থান রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকারের আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য অন্য শ্রেণীভুক্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য এতদিন বর্ধিত হারে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। "তবে এ ব্যাপারে চতুর্থ বেতন কমিশনের সুপারিশটি সরকার পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

Admitted Starred Question No. 180

Name of the member :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। খোয়াই নগর পঞ্চায়েত এলাকায় ডি, কে, রোড লালছড়ার উপর কাঠের সেতুটিকে পাকা অথবা বেইলী ব্রীজে রূপান্তর করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত ব্রীজের কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ সেতুটিকে পাকা সেতুতে রূপান্তর করার পরিকল্পনা আছে।

২। এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 200

Name of the member :— Shri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরের প্রেক্ষা গৃহগুলির দর্শকদের বসার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় মেরামত, সংস্কার ইত্যাদি নিয়মিত করার ব্যাপারে প্রেক্ষাগৃহ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা এবং প্রেক্ষা গৃহগুলির অবস্থা কিরূপ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আগরতলা শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলির কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় মেরামত, সংস্কার শৌচাগার নির্মান ও মেরামত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণও করা হয়েছে যার ফলে বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহগুলির অবস্থা তুলনামূলক ভাল।

Admitted Starred Question No. 207

Name of the member :— Sri Dipak Kumar Roy,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্ভুক্ত চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইছামুয়া থেকে টাটা কোম্পানী পর্যন্ত রাস্তাটি নির্মানের কাজ কোন সনে শুরু করা হয়েছিল,

২। বর্তমানে রাস্তাটি কি অবস্থায় আছে,

৩। উক্ত রাস্তাটির কাজ কবে নাগাদ শেষ করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। উক্ত রাস্তাটি নির্মানের কাজ ১৯৯৪ ইং সনে শুরু করা হয়েছিল।

২। রাস্তাটির মাটির কাজ (Earth filling) প্রায় শেষ পর্য্যায়ে আছে।

৩। রাস্তাটির মাটির কাজ বর্তমান বৎসরের মধ্যেই শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 220

Name of the member :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের বাস এবং কর্মরত ড্রাইভার, মেকানিক, খালাসী কতজন রয়েছে; এবং

২। বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক সংস্থার কাছে এই সংস্থার সর্বশেষ প্রদেয় ঋণ (৩১শে মার্চ ২০০০) কত?

উত্তর

১। টি আর. টি সি-তে কর্মরত ড্রাইভারের সংখ্যা নিম্নরূপ।

ক) হেভি ভেহিক্যালস্ ড্রাইভার—১৩৯ জন। ৪৬ জন (স্থির বেতন) ২০০০ টাকা।

খ) লাইট ভেহিক্যাল ড্রাইভার—৭ জন

গ) মেকানিক --৭০ ,,

ঘ) ভেহিক্যাল এসিস্টেন্ট (খালাসী) —১৯ ,,

২। বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার নিকট টি. আর টি সির বর্তমান প্রদেয় ঋণের পরিমাণ ৩১শে মার্চ, ২০০০ সন পর্য্যন্ত ৬০০°-৬৩৯ লক্ষ টাকা।

Admitted Starred Question No. 230

Name the member of :— Sri Ashok Kumar Bhattacharjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কোন সরকারী নিবাস নিবাসী নিজে বা তার পরিবারের কেহ বেসরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান,

শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দলের অফিস রোগী দেখার চেম্বার, নাইট ক্লাব বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট টিউশান করতে পারেন এমন কোন বিধান আছে কিনা,

২। যদি না থাকে, তাহলে সরকার এসব অবৈধ কাজ কর্মের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না?

উত্তর

১। না, এমন কোন বিধান নেই,

২। হ্যাঁ। অবৈধ কাজ কর্ম সরকারের গোচরে আসিলে এবং প্রমানিত হলে আইনানুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়,

Admitted Starred Question No. 239

Name of the member :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। লংতরাই ভ্যালী মহকুমার ছৈলেংটা বাজার সংলগ্ন মনু নদীর উপর আর, সি, সি /বেইলী/ এস, পি, টি. ব্রীজে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত ব্রীজের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়,

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। না। বর্ত্তমানে এ রকম কোন পরিকল্পনা নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩। মনু নদীর যে পার্শ্বে ছৈলেংটা বাজার অবস্থিত তার অপর পার্শ্বে প্রস্তাবিত ব্রীজের নিকটে পূর্ত দপ্তরের কোন রাস্তা নাই। তাই বর্ত্তমানে সেতু তৈরীর পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় নাই।

Admitted Starred Question : 253

Name of the Member : — Shri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Commerce be please to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে গ্যাস ছাড়া পেট্রোলের কোন সন্ধান ও এন জি সি. পেয়েছে কিনা,

২। পেয়ে থাকলে কোথায় এবং সঞ্চিত ভাণ্ডারের অনুমিত পরিমান কত?

৩। না পেলে পেট্রোল সন্ধানের জন্য কোন রকম চেষ্টা করা হচ্ছে কিনা ?

৪। না করা হলে তার কারণ ?

উত্তর

১নং, ২নং, ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 265

Name of the member :— Shri Ratan lal Nath and
Shri Dilip Sarkar,

প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় করের ২৯ শতাংশ রাজ্যগুলির প্রাপ্য হবে এই মর্মে সংসদে সংবিধানের ৮৯তম সংশোধনী বিলটি পাস হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় রাজস্বের কত পরিমান অর্থ ত্রিপুরার এখন পর্যন্ত প্রাপ্য হয়েছে ?

উত্তর

১। কেন্দ্রীয় করের ২৯ শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টনের উদ্দেশ্য আনীত সংবিধানের ৮৯তম সংশোধনী বিলটি সম্প্রতি সংসদে পাশ হয়েছে। এই বিলটি পাশ হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় রাজস্বের কত পরিমাণ অর্থ রাজ্য সরকারের পাওনা হয়েছে সে ব্যাপারে কোন হিসাব নিকেশ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে রাজ্য সরকার এখনো পায়নি। ফলে এই বিল পাশ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় রাজস্বের কত পরিমাণ অর্থ রাজ্য সরকারের পাওনা হয়েছে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়।।

Admitted Starred Question No. 269

Name of the member :— Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Depertment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি তহশীল রয়েছে এবং কতজন তহশীলদার রয়েছেন,

২। যে সমস্ত তহশীলে তহশীলদার নেই সেখানে তহশীলদার নিযুক্ত করার ব্যাপারে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি.

৩। প্রতিটি তহশীলে কোন কোন পদের কর্মচারী আবশ্যক এবং উক্ত পদগুলিতে কোন কোন তহশীলে কর্মচারীর স্বল্পতা রয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১৮০টি তহশীল রয়েছে এবং ২১২ জন তহশীলদার কর্মরত রয়েছেন।

২। হ্যাঁ।

৩। প্রতিটি তহশীলে তহশীলদার, চেইনম্যান, পিওন এবং নাইট গার্ড আবশ্যক এবং উক্ত পদগুলি প্রতিটি তহশীলেই কিছুনা কিছু স্বল্পতা আছে।

Admitted Starred Question No. 323

Name of the member :— Shri Kajal Ch. Das & Shri Rati Mohan Jamatia,

Will the Honble Mimister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কল্যানপুর থানার অন্তর্গত গত মে মাসে জাতি দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কি ধরনের এবং কতটুকু সাহায্য প্রদান করা হয়েছে ;

২। সন্ত্রাস কবলিত কল্যানপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামগুলিতে যে সকল পরিবার সর্বস্ব খুঁইয়ে অসহায়ভাবে দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন ঐ সকল পরিবারগুলিকে যথার্থ নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে শরনার্থী শিবিরে রাখার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের রয়েছে কিনা, এবং

৩। ১৯৮০ সালের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার পর বিপন্নদের যেভাবে স্থায়ী শরনার্থী শিবিরে রেখে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ ও নিরাপত্তা দিয়ে স্ব-স্ব গৃহে যেরূপ পাঠানো হয়েছিল অনুরূপ ব্যবস্থা বর্তমান ক্ষেত্রে নেওয়া হবে কিনা,

৪। না হলে বিকল্প কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে ?

উত্তর

১। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে সরকারী রিলিফ ম্যানুয়েল অনুযায়ী সমস্ত রকমের সাহায্য দেওয়া হয়েছে যেমন আর্থিক অনুদান, রেশনিং ব্যবস্থা, রান্নার জন্য হাড়ি, কড়াই, থালা, গ্লাস, পরার জন্য ধূতি, শাড়ী এবং পাছড়া ইত্যাদি, অস্থায়ী শৌচাগার সর্বোপরি ডাক্তারী সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২। না।

৩। না।

৪। শান্তির বাতাবরণ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় শান্তিসভা ও শান্তি কমিটি গঠন, নিরাপত্তা চৌকি বসানো, পুলিশী টহলদারি ইত্যাদি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাদের বাড়ীঘর পুড়ে গেছে তাদের নগদ ২০০০ (দুই হাজার) টাকা এবং ২৪টি করে জে, সি, আই সিট দেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 360

Name of the member :— Sri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the public works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিন গঙ্গানগর গ্রামের রাস্তার কাজ এবং ইট সলিং এর কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই,

২। সত্য হইলে উক্ত রাস্তার কাজ কতটুকু হয়েছে এবং বাকী কাজ কবে নাগাদ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ৬(ছয়) কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট্য রাস্তাটির ৫.৫০ কি: মি: সলিং এর কাজ শেষ হয়েছে। বাকী কাজ বর্তমান আর্থিক বছরে শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No.— 369.

Name of the member :— Sri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত চুরাইবাড়ী হইতে রানীবাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তাটির বেহাল অবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দপ্তর অবগত আছেন কিনা,

২। থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত রাস্তার মেরামতের কাজ শুরু করা হবে।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। রাস্তাটির মেরামতের কাজ চলছে।

Admitted Starred Question No.— 371.

Name of the member :— Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be plesed to state :—

প্রশ্ন

১। উগ্রপন্থী কর্তৃক নিহত পরিবারের একজন হিসাবে সরকারী চাকুরী অথবা ঘোষিত সুযোগ

পাবার জন্য এ পর্য্যন্ত মোট কতটি আবেদন জমা পড়েছে ; (১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাস হইতে ২০০০ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত)

২। উপরোক্ত সময়ের মধ্যে কতটি ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরী কিংবা অন্যান্য সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর

১। উগ্রপন্থী কর্তৃক নিহত পরিবারের একজন হিসাবে সরকারী চাকুরী কিংবা ঘোষিত সুযোগ পাওয়ার জন্য ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাস হইতে ২০০০ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত মোট ৫৭৮টি আবেদন জমা পড়েছে।

২। উপরোক্ত সময়ের মধ্যে মোট ৪৮৬ জনকে সরকারী চাকুরী এবং ২৬ জনকে অন্যান্য সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বাকী ৬৬ জনের মধ্যে ২০টি প্রস্তাব অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়েছে এবং ৪৬টি প্রস্তাব তদন্ত প্রক্রিয়াধীন আছে।

Admitted Starred Question No.— 372

Name of the member :— Shri Manik Dey.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে (১৫ই জুন, ২০০০ তারিখ পর্য্যন্ত) রাজ্য রেজিষ্ট্রিকৃত বাস, ট্রাক, জীপ, মিনিবাস ও অটোরিক্সা ইত্যাদি (হেভি, মিডিয়াম, লাইট) গাড়ীর সর্ব্ব মোট সংখ্যা কত ;

২। রেজিষ্ট্রিকৃত প্রাইভেট এবং কমার্শিয়াল গাড়ীর সংখ্যা (আলাদাভাবে) কত ; (আলাদা আলাদা হিসাব) এবং

৩। রেজিষ্ট্রিকৃত অথচ চালু নেই এমন গাড়ীর সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। রাজ্য রেজিষ্ট্রিকৃত গাড়ীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক) বাস/মিনিবাস (হেভি/মিডিয়াম) = ১৪০২টি

খ) ট্রাক হেভি/মিডিয়াম) = ৫১১২ ,,

গ) জীপ (লাইট) = ৫১৮১ ,,

ঘ) অটোরিক্সা (লাইট) = ৩১৯৪ ,,

Admitted Started Question No — 373

Name of member :— Shri Manik Dey.

Will the Hon'ble Minister-in-change of the "Labour" Department be pleased to state :--

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোন্ কোন্ ট্রেডে কর্মরত শ্রমিকরা মিনিমাম ওয়েজের আওতায় এসেছে ?

২। মিনিমাম ওয়েজের আওতায় আসা কোন্ কোন্ ট্রেডে নিযুক্ত শ্রমিকদের মিনিমাম ওয়েজ পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে :

৩। ঘোষিত নূন্যতম মজুরি শ্রমিকরা পাচ্ছে কিনা, এবং

৪। নূ্যনতম মজুরি না পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা ? (যদি নেওয়া হয়ে থাকে ট্রেড ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। নিম্ন লিখিত ট্রেডে কর্মরত শ্রমিকরা মিনিমাম ওয়েজের আওতায় এসেছে :—

ক) দোকান ও সংস্থান (Shops & Establishments)

খ) চা বাগিচা (Tea plantation)

গ) রাবার বাগিচা (Rubber plantation)

ঘ) কৃষি (Agriculture)

ঙ) ইট তৈরী (Brick Manufactuing)

চ) পেট্রোল পাম্প (Petrol pump)

ছ) চালের কল (Rice Mill)

জ বেসরকারী বাস পরিবহন (Puolic Motor Transport)

ঝ) পাথর ভাঙ্গা ও চূর্ণ করা (Stone Breaking & Stone Crushing)

ঞ) রাস্তা ও দালান নির্মান ও মেরামত (Constiuction or Maintance of Road or Building Operation)

ট) বিড়ি তৈরী (Beedi Manufacturing)

২। নিম্নে উল্লেখিত ট্রেডগুলিতে মিনিমাম ওয়েজ পুনঃ নির্দ্ধারণ করা হয়েছে ২০০০ সালে :—

নাম	পুন নির্দ্ধারণের তারিখ
ক) দোকান ও সংস্থা	১৩-০৬-২০০০
খ) রাবার বাগিচা	১৩-০৬-২০০০
গ) পেট্রোল পাম্প	৩০-০৫-২০০০

ঘ) চালের কল	১২—০৬—২০০০
ঙ) পাথর ভাঙ্গা ও চূর্ণ করা	১৩—০৬—২০০০
চ) রাস্তা ও দালান নির্মান ও মেরামত	১৩—০৬—২০০০
ছ) বিড়ি তৈরী	২২—০৪—২০০০

৩। হ্যাঁ।

৪। প্রশ্নই উঠেনা।

Admitted Starred Question No —374

Name of the Member :— Shri Padma Kr. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) গত আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যের কতজন উপজাতি বেকার যুবকদের প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনার খাতে ঋণ দেওয়া হয়েছে ?

খ) যদি দেওয়া না হইয়া থাকে তবে তার কারণ ?

উত্তর

ক) গত ১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক বৎসরে ৩১-১২-৯৯ ইং পর্যান্ত রাজ্যে মোট ২৮ জন বেকার উপজাতি যুবককে প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনায় ঋণ দেওয়া হয়েছে।

খ) প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No.—376

Name of the member : – Sri Rabindra Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Development be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গত ১৯৯৩ ইং হইতে রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের জগবন্ধু পাড়া, রইস্যাবাড়ী, তীর্থমুখ গ্রামীন ব্যাংক ও করবুক ইউনাইটেড ব্যাংক বন্ধ হয়ে আছে ?

২। যদি সত্য হয় তার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ ইহা সত্য যে, গ্রামীন ব্যাংকের জগবন্ধু পাড়া, রইস্যাবাড়ী ও তীর্থমুখ শাখা যথাক্রমে

জগবন্ধু পাড়া. রইস্যাবাড়ী এবং তীর্থমুখে নেই। বর্তমানে জগবন্ধু পাড়া ও রইস্যাবাড়ী শাখা সমুহকে গ্রামীন ব্যাংকের গণ্ডাছড়া শাখার সঙ্গে সংযুক্তি ঘটিয়ে এবং তীর্থমুখ শাখা অমরপুরে স্থানান্তরিত করে স্ব স্ব শাখার কার্য্য প্রনালী অব্যাহত রেখেছে।

ইউনাইটেড ব্যাংকের করবুক শাখা ও করবুকে নেই। করবুক শাখাটি যতনবাড়ীতে স্থানান্তরিত করে করবুক এলাকার চাহিদা পূরণ করছে।

২। ব্যাংকগুলির কার্য্যপ্রনালী রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন নয়। গ্রামীন ব্যাংক ও ইউনাইটেড ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অভিমত ঐ ব্যাংক শাখাগুলি লাভজনক না হওয়ার কারনে সংযুক্তিকরণ বা স্থানান্তরিত করা হয়েছে॥

Admitted Starred Question No —377

Name of the member :— Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public works Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার উত্তর শনিছড়া হইতে লম্বা গাছের পশ্চিম দিকে গ্রামীন রাস্তা নদীয়াপুর রেলষ্টেশন পর্য্যন্ত রাস্তাটি পূর্তদপ্তর কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইবে কিনা ?

২। না করা হলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। উক্ত রাস্তাটি অধিগ্রহণের কোন পরিকল্পনা দপ্তরের নেই।

২। এই গ্রামীন রাস্তাটি কদমতলা সমষ্টি উন্নয়ণ দপ্তরের অধীন। পূর্ত দপ্তরের পক্ষে সব গ্রামীন রাস্তা অধিগ্রহণ করা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No.—381

Name of the member :— Shri Manik Dey.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাণীর বাজার এলাকায় আসাম পাড়া থেকে পূব আসাম পাড়া পর্য্যন্ত রাস্তাটি মাটি দিয়ে ভরাট করা এবং সলিং করার কোন সিদ্ধান্ত বর্তমান বছরে সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত কাজটি শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হাঁ, আছে।

২। প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদনের পর প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা গেলে বর্তমান আর্থিক বছরেই কাজটি শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No.—300

Name of the Member :— Shri Prakash Ch Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর সহ কয়েকটি দপ্তরে বিভিন্ন পদে কর্মরত বাস্তুকারদের সমহারে বেতন প্রদান করা সত্বেও শুধুমাত্র ঐ সকল দপ্তরের S,F.-দের এবং TPES যুক্ত J,E.-দের তুলনায় নিম্নতর বেতনক্রম প্রদান করার কারণ কি?

২। এটা কি সত্য যে রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের No. F.4. (40) FIN (PC)/90 dt. 12-9-1991 প্রকাশিত OFFICE MEMORANDUM মূলে উক্ত কৃষি দপ্তর সহ কয়েকটি দপ্তরের J.E-দের বেতনক্রম TES এবং TPES যুক্ত J.E.দের সমহারে ছিল?

৩। সত্য হলে, পুনরায় উক্ত J.E.-দের বেতনক্রম সমহারে করা হবে কিনা এবং না হলে এর কারণ কি?

উত্তর

১। Triprua Engineering Service এবং Tripura Power Engineering Service-এর অন্তর্ভূক্ত একটি অংশ হিসাবে Junior Engineer-গণ দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত কিছু নিয়োগনীতি মানিয়া ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগের মাধ্যমে চাকুরীতে নিযুক্ত হন।

অন্যদিকে উপরে বর্নিত Cadre Service-এর বাহিরে কিছু সংখ্যক Junior Engineering বিভিন্ন দপ্তরে ইহাদের জরুরী প্রয়োজন মিটাইবার জন্য চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। Cadre Service-এর বাহিরে থাকার কারণে ১-৪-৯৩ তারিখ হইতে এই সমস্ত Junior Engineer-দের বেতনক্রম ভিন্নতর করা হইয়াছিল।

২। অর্থদপ্তর হইতে প্রকাশিত O. M. No. F. 4 (40)-FIN (PC)/90 dated 12-09-91

আদেশবলে বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত ওভারশীয়ারদের পদের নাম পরিবর্তন সহ উচ্চতর গ্রেডে বেতনক্রম উন্নীত করার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। সেই সময় TES এবং TPES Cadre Service-এর অন্তর্ভূক্ত এবং বহির্ভূক্ত সমস্ত Junior Engineer-দের বেতন কাঠামো সমহারে ছিল পরবর্তী কালে ৬-১১-৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১-৪-৯৩ তারিখ হইতে দুই ধরনের বেতনক্রম প্রবর্তন করা হইয়াছিল।

৩। সরকার এই ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই।

Admitted Starred Question No. 398.

Name of the member :— Sri Rabindra Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গণ্ডাছড়া ও রতনবাড়ীতে দীর্ঘদিন ধরে কোন Superintendent of Fisheries বা অন্য কোন অফিসার নেই ?

২। যদি সত্য হয়, তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নয়, গণ্ডাছড়ার অফিসে মৎস্য তত্ত্বাবধায়কের কাজ দেখাশুনা করেন ধলাই জেলার উপ-মৎস্য অধিকর্তা এবং রতন বাড়ী মৎস্য তত্ত্বাবধায়কের কাজ দেখাশুনা করেন অমরপুর অফিসের মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক। এছাড়াও ফিসারী অফিসার, গণ্ডাছড়া ও ফিসারী ইনস্পেক্টর রতনবাড়ীর মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক অফিসের অধীনে কর্মরত আছেন।

২। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 399.

Name of the member :— Sri Rabindra Deb Barma,

Will the Han'ble Minister-in-charge of the Fishries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, গত কয়েক বছর ধরে ডম্বুর জলাশয়ের মাছ জেলেদের নিকট থেকে মৎস্য দপ্তর বা এপেক্স ফিসারী কোঃ সোসাইটির মাধ্যমে কেনা হচ্ছে না ?

২। যদি সত্য হয় তার কারণ কি ?

উত্তর

১। গত কয়েক বছর ধরে ডুবুর জলাশয়ের যে সমস্ত জেলে মাছ ধরার জন্য মৎস্য দপ্তর হতে লাইসেন্স নিয়েছিলেন। বর্তমানে তাহারা লাইসেন্স নবীকরণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন না। যদিও এ ব্যাপারে দপ্তর হতে যথাবিহীত উদ্যোগ নেওয়া হয়। মৎস্য দপ্তর জেলেদের নিকট হতে মাছ গ্রহণ করার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা নিয়ে থাকে। কিন্তু উক্ত প্রচেষ্টায় কাঙ্খিত সাফল্য আসে না। যার ফলে মাছ কেনা সম্ভব হচ্ছে না।

২। উপরি উক্ত কারণে মাছ কেনা সম্ভব হচ্ছে না।

Admitted Starrted Question No. 400

Name of the member :-- Smt. Baijayanti Kalai.

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা হইতে অম্পি ইজলা ভায়া খুমুলুং রাস্তায় টি, আর. টি, সি, বাস চালু করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

২। যদি থাকে তবে, কবে নাগাদ তা কার্য্যকরী করা হবে ? এবং

৩। যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

উত্তর

১। বর্তমানে আগরতলা হইতে অম্পি ইজলা ভায়া খুমুলুং রাস্তায় টি, আর, টি সি বাস চালু আছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে

৩। কোন প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 404.

Name of the member :— Smti Baijayanti Kalai.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Water Resource Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। অম্পি ইজলা ব্লকের অন্তর্গত বৃদ্ধির বাজারের সন্নিকটে বিজয় নদীর তীরে একটি স্লুইস গেইট চালু করার ব্যাপারে সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কিনা ? এবং

২। যদি উদ্যোগ গ্রহণ না করে থাকে, তবে কবে নাগাদ তা গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বর্তমানে দপ্তরের নিকট অনুরূপ কোন স্লুইস গেট নির্মানের প্রস্তাব বিবেচনাধীন নেই।

২। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রস্তাব আসিলে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানক্রমে তা গ্রহণ করা হবে।

Admitted Starred Question No. 406

Name of the member :— Shri Prakash Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased state :—

প্রশ্ন

১। পূর্ত দপ্তরের সরকারী আবাসন পাওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর কি কি যোগ্যতাবলী আবশ্যক ?

২। একই সরকারী আবাসনে একাধিক সরকারী কর্মচারী বসবাস করে দপ্তর থেকে অবৈধ ভাবে "হাউস রেন্ট এলাউন্স" নিচ্ছেন— এই ধরনের সরকারী কর্মচারীদের চিহ্নিত করণের মাধ্যমে শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে দপ্তর আগ্রহী কিনা ? এবং হলে কি ধরণের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে.

৩ আগরতলায় নিজবাড়ী রয়েছে অথবা দপ্তর থেকে গৃহ নির্মানের শেষ কিস্তির টাকা নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে আগরতলায় সরকারী আবাসনে বসবাস করেছেন তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ভাবে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা ?

৪। নেওয়া হলে তাহা কি কি ?

উত্তর

১। সরকারী আবাসন পাওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর নিম্নলিখিত যোগ্যতাবলী আবশ্যক :—

ক) আবেদনকারীকে সরকারী, আধা সরকারী কর্মচারী হতে হবে,

খ আবেদনকারীর কর্মস্থল সচিবালয় হতে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে হতে হবে,

গ) সচিবালয় হতে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে আবেদনকারীর নিজের অথবা তার পরিবারের কোন সদস্যের নামে নিজস্ব বাড়ী থাকতে পারবে না।

ঘ) আবেদনকারী বা তার পরিবারের কোন সদস্য সচিবালয়ে হতে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে বাড়ী নির্মান করার জন্য 'গৃহ নির্মান ঋণ" নিয়ে না থাকলে সরকারী আবাসন পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন,

২। একই সরকারী আবাসনে একাধিক সরকারী কর্মচারী বসবাস করে দপ্তর থেকে অবৈধ ভাবে 'হাউস রেন্ট এলাউন্স" নিচ্ছেন এমন কোন তথ্য পূর্ত দপ্তরের কাছে নেই। বাসস্থান সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় ঘোষণা (Declaration) ব্যতীত সরকারী কর্মচারীদের এইচ. আর. এ দেওয়া হয় না।

৩। সরকারী আবাসনে বসবাসকারী কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে এমন কোন অভিযোগ না থাকায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্ন উঠে নাই,

৪। ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

ANNXURE—'B'

Admitted Un-Starred Question No.—49

Name of the Member :— Shri Billal Miah and Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে উগ্রপন্থী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে কতজন লোক কতটি শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন এবং এই সমস্ত শিবির কোন কোন স্থানে অবস্থিত ?

২। এইসমস্ত শিবিরবাসীদের খাদ্য বস্ত্রের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৩। যদি কোন ব্যবস্থা না করে থাকেন তাহলে তার কারণ ?

৪। উগ্রপন্থী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন অথচ শরনার্থী শিবিরে না থাকায় তাদের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৫। না করে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। উগ্রপন্থী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে ২২৫৪টি পরিবার শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। এই সমস্ত শিবিরগুলো : সদর মহকুমার অন্তর্গত ১) মাধববাড়ী জে. বি. স্কুল ২) ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৩) হরিজয় চৌধুরী পাড়া জে, বি; স্কুল ৪) মোহনপুর হাই স্কুল ৫) রাণীরবাজার বিদ্যামন্দির, খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত। ১) চেবরী ২) কল্যাণপুর ৩) উত্তর মহারাণীপুর ৪) থাপি দয়াল ৫) মাই গঙ্গা ৬) রাজনগর-তুলাশিখর মহকুমার অন্তর্গত ১) বিশ্রামগঞ্জ হাই স্কুল ও বিশ্রামগঞ্জ বাজার ২) গাবর্দি পঞ্চায়েত অফিস এবং কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত ১) দুর্গারাম পাড়া এবং ২) মহাদেব টিলা।

২। এই সমস্ত শিবিরবাসীদের সরকারী নিয়ম অনুযায়ী আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। সরকার তাদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করেছেন। রান্নার জন্য হাড়ি, কড়াই, থালা, গ্লাস, ধুতি, শাড়ি ও পাছড়া দিয়েছেন। কাঁচা শৌচাগারের ব্যবস্থা ও করা হয়েছে। সরকারী ডাক্তার প্রতিদিন ঔষধ বিতরণ করছেন।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

৪। উগ্রপন্থী দ্বারা আক্রান্ত হয়েও যারা শরনার্থী শিবিরে যাননি তাদেরকে সরকার পুলিশী সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন এবং আবেদনমূলে সম্ভাব্যস্থানে সরকারী জ্রামের ব্যবস্থাও করেছেন।

৫। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted U-nStarred Question No. 54

Name of the member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য তৃতীয় এবং চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ত্রিপুরা ওয়াকফ্ বোর্ড এর তরফ থেকে কিছু সংখ্যক সংখ্যালঘু মুস্লিম মহিলাকে সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ;

২। দেওয়া হয়ে থাকলে গত পাঁচটি অর্থ বৎসর ভিত্তিক তাদের নাম ও ঠিকানা।

উত্তর

১। হাঁা সত্য।

২। অর্থ বৎসর ভিত্তিক নাম ও ঠিকানা সম্বলীয় তালিকায় ANNEXURE-'A'-দেওয়া হল।

Annexure— 'A'

LIST OF THE BENEFICIARIES UNDER THE SCHEME OF TAILORING TRAINING.

Sl. No.	Name & Address of the Beneficiaries	Year
1.	Nashima Begun, D/O. MD. Nur Miah, Vill.--Indranagar, Abhoynagar, Sadar.	1997-98.
2.	Mantaj Begum. D/O. Sahid Miah, Vill.—Rajnagar, Sadar.	,,
3.	Salekha Begum, W/O. Ali Ashrab, South Ramnagar, Sadar.	,,
4.	Md. Abu Nasir, S/O. Md. Nanu Miah, South Ramnagar, Sadar.	,,
5.	Md. Nasir Miah, S/O. Md. Ramijuddin Miah, Rajnagar, Agartala, Sadar.	,,

6.	Najuma Khatun W/O. Abul Kalam Azad, Vill. & PO. Arabindanagar, Bishalgarh.	,,
7.	Md. Abdul Salam, S/O. Kuddus Miah, Madhya Laxmibil, Bishalgarh.	,,
8.	Md. Nurul Islam, S/O. Md. Hazi Abdul Nur, Gopinagar, Bishalgarh.	,,
9.	Nilofa Begum, W/O. Jamshed Miah, Gakulnagar, Bishalgarh.	,,
10.	Rosina Begum, D/O. Kamrul Islam, Melaghar, Sonamura.	,,
11.	Nazma Begum, D/O. Tazul Islam, Melaghar, Sonamura.	,,
12.	Md. Kajimuddin Hossain, Kailasahar,	,,
13.	Nurernahar, D/O. Hasmat Ali. Machima, Jatrapur, Sonamura,	,,
14.	Giasuddin Bhuiya, S/O. Abdul Jabbar Bhuiya, Sonamura.	,,
15.	Rahima Khatun, D/O Abdul Selim, Sadar.	,,
16.	Sufia Begum, W/O. Md, Shid Miah, Vill. Kushamara, Udaipur.	,,
17.	Md. Asfakul Hossain, S/O. Abdul Nur, Kailasahar.	,,
18.	Tafazzul Hossain, S/O. Md. Suleman Hossain, KLS.	,,
19.	Jakir Hossain, S/O. Lt Siddik Ali, Sadar.	,,
20.	Md. Salim Uddin, S/O. Md Hablbur Rahaman Kalachera, Dharmanagar.	,,
21.	Monika Begum, C/O Rashid Miah, Vill. Goalgoan, PO. R.K. Pur, Udaipur.	1998
22.	Runa Begum, D/O. Abdul Rob, Vill. Kashimpara, Uudaipur.	,,

23.	Hamida Begum, D/O. Abdul Majid, Mashjid patti, Sadar.	,,
24.	Anjana Begum, D/O. Md. Rafique Miha, Bhati Abhoynagrr, Sadar.	,,
25.	Bakula Begum, D/O. Samsu Miha, Vill. No. 2 Chandranagar, Bishalgars.	,,
26.	Sarupa Khatun, D/O. Amir Hossain, Vill. Telkajla, Melaghar, Sonamura.	,,
27.	Jahura Khatun, D/O. Siru Miah, Vill. Ranganatia, Sonamura.	,,
28.	Nargis Begum, W/O. Abdul Sahid, Vill. West Pratapgarh, Bishalgarh.	,,
29.	Hosnera Begum, W/O. Sahid Choudhury, Melarmath, Agartala.	,,
30.	Sulekha Begum, D/O. Hossain Miah, Bhati Abhoynagar, Sadar.	,,
31.	Asma Begum, W/O. Sirajul Islam, South Ramnagar, Sadar.	,,
32.	Maya Begum, W/O. Sultan Khan, Vill. No. 2 Chandranagar, Bishalgarh.	,,
33.	Hasina Begum, W/O. Abdul Karim, South Ramnagar, Sadar.	,,
34.	Amina Begum, W/O. Lillal Miah, Dhaleswar, Sadar	,,
35.	Fatema Khatun, W/O. Abdul Harij, Rampur, Sadar	,,
36.	Minera Begum, W/O. Aftaf Ali Choudhury, Rajbari, Dharmanagar.	,,
37.	Runa Choudhury, D/O. Nurul Amin, Ranir Bazar, Sadar.	,,

38.	Paira Begum, D/O. Abdul Haque Poddar, R. K. Pur, UDP.	,,
39.	Alfakhoyrun Nessa, D/O. Sacha Miah Bocks, Kailasahar.	,,
40.	Nazira Begum, W/O. Abdul Rahim, Kunjabon, Sadar	,,
41.	Halena Khatun, W/O. Abdul Rahim, Kunjobon, Sadar.	,,
42.	Mariom Bibi, W/O. Abdul Hossain, South Ramnagar,	,,
43.	Surjaban Begum, D/O. Mafijuddin, Vill. No. 2 Chandranagar, Bishalgarh.	,,
44.	Malancha Begum, D/O. Safarat Ali, Aralia, Sonamura.	,,
45.	Shajnahar Khatun, D/O. Siraj Miah, Khedabari, Sonamura.	,,
46.	Minora Begum, W.O. Mafia Miah, Kakraban Udaipur.	,,
47.	Rabia Islam, W/O. Md. Nurul Islam, Chanbaria, Bishalgarh.	,,
48.	Helena Khatun, W/O. Idan Miah, Gangail Road, Agartala.	,,
49.	Selama Khatun, W/O. Md. Para Miah, Vill. No. 2 Chandronagar, Bishalgarh.	,,
50.	Parul Begum, W O. Md. Chhotta Miah, Hospital Road, Sonamura.	,,
51.	Farida Begum, W/O. Samsu Miha, Sadar.	,,

Admitted Un-Starred Question No. 58

Name of the member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। খোয়াই নদীর উপর কল্যানপুর এলাকায় পাকা সেতু নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। যদি থাকে তাহলে সেতুটির দৈর্ঘ্য কত হবে, এবং

৩। সেতুটি নির্মানে কি পরিমাণ আর্থিক ব্যয় হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। সেতুটির দৈর্ঘ্য হবে ১০৫'০০ মিটার।

৩। সেতুটি নির্মানে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ২, ৯২, ৪৩, ২৯৯ টাকা।

Admitted Un-Starred Question No. 65

Name of the member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Depertment pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে পি, ডব্লিউ, ডি ডাকবাংলো ও সার্কিট হাউস এর সংখ্যা কত, এবং কোথায় কোথায় অবস্থিত।

২। খোয়াই শহরে পি, ডব্লিউ, ডি এর ডাকবাংলো নির্মানের কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। পূর্ত দপ্তরের অধীনে সার্কিট হাউস ও, পি, ডব্লিউ, ডি ডাকবাংলো নামে কোন ডাকবাংলো নেই। তবে পূর্ত দপ্তরের অধীনে ১২টি ইনস্পেকশান বাংলো বা পরিদর্শন বাংলো আছে। ইনস্পেকশান বাংলোগুলি নিম্নলিখিত স্থানে অবস্থিত।

ইনস্পেকশান বাংলো :— ক) তেলিয়ামুড়া খ) উদয়পুর গ) শান্তির বাজার ঘ) ধর্মনগর ঙ) দামছড়া চ) কৈলাশহর ছ) কুমারঘাট জ) কাঞ্চনপুর ঝ) আমবাসা ঞ) মনুঘাট ট) ছামনু ঠ) গণ্ডাছড়া।

২। বর্তমানে খোয়াই শহরে পূর্ত দপ্তরের নিজস্ব ডাকবাংলো (ইনস্পেকশান বাংলো) নির্মান করার প্রস্তাব নাই।

Admitted Un-Starred Question No. 66

Name of the member :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department please to State :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার দশরথ দেব মেমোরিয়েল কলেজ-এ যাবার রাস্তাটি প্রশস্ত করার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। থাকিলে তারজন্য প্রয়োজনীয় ল্যাণ্ড সার্ভের কাজ ও মূল্য নির্ধারণ এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা,

৩। কবে নাগাদ রাস্তাটি সম্প্রসারণের কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। প্রয়োজনীয় ভূমি জরীপের কাজ ১৯৯৯ ইং সনে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ০.২১৪ একর (জোত জমি ০.১৮৭ একর) জমি এবং শিক্ষা বিভাগের ০.০২৭ একর জমি অধিগ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি ও জারী করা হয়েছে। L.. Authority কর্তৃক জমির মূল্য নির্ধারণের কাজ চলছে।

৩। এখনই সঠিক ভাবে কবে নাগাদ রাস্তাটি সম্প্রসারণ করা যাবে তা বলা সম্ভব নয়।

তবে L. A. Authority কর্তৃক প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করার পরে আর্থিক সংস্থান করা গেলে জমি অধিগ্রহণ সহ রাস্তাটির সম্প্রসারণের কাজ শুরু করা যাবে।

Admitted Un-Starred Question : 69.

Name of the Member :— Shri Kajal Ch Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। সন্ত্রাসজনিত কারণে ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন অনুপজাতি এবং কতজন উপজাতি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন (১-৪-৯৬ইং থেকে ৩১-৩-২০০০ ইং পর্যন্ত);

২। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে ১-৪-৯৬ ইং থেকে ৩১-৩-২০০০ ইং পর্যন্ত কতগুলি শরনার্থী ক্যাম্প খোলা হয়েছিল;

৩। সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের ফলে বাস্তুচ্যুতদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কি ধরণের সাহায্য সহায়তা করা হয়;

৪। রাজ্য সরকার প্রচেষ্টায় কতজন বাস্তুচ্যুত পুনরায় স্ব-ভূমিতে ফিরতে সক্ষম হয়েছে?

উত্তর

১। সন্ত্রাসজনিত কারণে রাজ্যে ১লা এপ্রিল, ১৯৯৬ ইং থেকে ৩১শে মার্চ, ২০০০ সাল পর্যন্ত ৯৪৭৩ জন উপজাতি এবং ১১,৫৭৫ জন অনুপজাতি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

২। ১-৪-৯৬ ইং থেকে ৩১-৩-২০০০ সাল পর্যন্ত মোট ৬৮টি ক্যাম্প খোলা হয়েছিল।

৩। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ফলে বাস্তুচ্যুতদের সরকার রিলিফ ম্যানুয়েল অনুযায়ী সবরকমের সাহায্য দিয়ে থাকেন যেমন শিবিরে আশ্রয় প্রদান, রেশনিং ব্যবস্থা, সম্ভাব্যস্থলে জি, আর, এর ব্যবস্থা, ডাক্তারী সেবা প্রদান, অস্থায়ী শৌচাগারের ব্যবস্থা, পুলিশী সাহায্য প্রদান। তাছাড়া

রান্নার জন্য হাড়ি, কড়াই, গ্লাস, থালা এবং পরার জন্য ধুতি, শাড়ি ও পাছড়া দেওয়া ইত্যাদি। যাদের বাড়ী-ঘর পুড়ে গেছে তাদের ২,০০০ টাকা নগদ এবং ২৪টি করে জে, সি, আই সিট (পরিবার পিছু) দেওয়া হয় এবং সম্ভাব্য স্থলে আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হয়।

৪। রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় এদের অনেকেই স্ব-ভূমিতে ফিরে গেছেন।

Admitted Un-Starred Question No 71

Name the member of :— 1) Sri Ashok Kumar Bhattacharjee.
2) ,, Ratan Lal Nath.
3) ,, Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য Type-IV, Type-V এবং Type-VI সরকারী নিবাস প্রয়োজনের চেয়েও বেশী নির্মিত হয়েছে,

২। সরকারী আবাসন পাওয়ার জন্য আগরতলাস্থিত পূর্তদপ্তরের এষ্টেট অফিসারের কাছে যারা বর্তমান কেলেণ্ডার ইয়ার আবেদন করেছেন এবং যাদের সরকারী আবাসন বণ্টন করা হয়েছে তাদের অর্থাৎ আবেদন কারীদের ক্রমান্বয়ে তালিকাটি কি, (নাম, পদবী ও আবেদনকারী দপ্তরের নাম সহ টাইপ ভিত্তিক হিসাব) এবং,

৩। এস্টেট অফিস কর্তৃক প্রস্তুত করা ক্রমান্বয় তালিকাভুক্তদের ক্রমিক নাম্বার কত ছিল।

৪। আগরতলা জেনারেল পুলের আওতায় কতটি টাইপ-৪, টাইপ-৫ এবং টাইপ-৬ বাসস্থান খালী আছে? (এলাকা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। না, ইহা সত্য নয় বর্তমান বছরে মোট ১০৫ জন আবেদনকারীর মধ্যে মাত্র ৩০ জনকে সরকারী আবাসন বণ্টন করা সম্ভব হয়েছে, বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

বর্তমান বছরে বণ্টন যোগ্য কোয়ার্টারের সংখ্যা	আবেদনকারীর সংখ্যা	বণ্টিত আবাসনের সংখ্যা	বণ্টনের অপেক্ষায় আছে
TYPE-IV = ২২টি	৭৯ জন	১৫টি	৭টি
TYPE-V = ১০টি	১৭ জন	১০টি	—
TYPE-VI = ৫টি	৯ জন	৫টি	—
৩৮টি	১০৫ জন	৩০টি	৭টি

২। বর্তমান কেলেণ্ডার ইয়ার-এ যারা এস্টেট অফিসারের নিকট আবেদন করেছেন তাদের নামের তালিকা সংযোজনী 'ক'তে দেওয়া হল।

৩। আবেদনকারীদের ক্রমান্বয় তালিকায় আবাসন প্রাপকদের ক্রমিক নাম্বার সংযোজনী 'খ' তে দেওয়া হল।

৪। টাইপ-৫ এবং টাইপ-৬ কোয়ার্টার খালি নেই। টাইপ-৪ ৭টি খালি আছে। খালি কোয়ার্টারগুলির অবস্থান নীচে দেয়া হল—

কুঞ্জবন এলাকা— ২টি
কুমারীটিলা এলাকা— ৩টি
মালঞ্চনিবাস এলাকা— ২টি

ANNEXURE—'A'

Seniority list of Type—I Quarters under General Pool, Agt.

Sl. No.	Name & Address	Designation.
1)	Sri Hemanta Deb Barma, O/O the EE, (III), PWD.	Peon.
2)	Sri Uttam Kr. Sil O/O the D.I.S.W. (Social Education).	Group 'D'
3)	Sri Debasish Majumder. O/O the D.M.'s Office, West Tripura.	Peon
4)	Sri Barun Bhattacharjee. O/O the EE (E), Divn. No. I. Agt.	Chowkider.
5)	Sri Dipak Kumar Deb. O/O the A.E. Central-III Sub-Divn. Agartala.	Helper-II.
6)	Smt. Ratna Acharjee. O/O the GA (Printing & Stationary)	Peon.
7)	Smt. Pramila Das, O/O the Directorate of S.W. & S.E.	Gr. 'D'.
8)	Smt. Kanulata Debnath, O/O the Directorate of Fire. Service.	Peon.

1	2	3
9)	Sri Khokan Debnath, O/O the Women's College, Agt.	Class—IV
10)	Sri Binode Deb Barma, O/O the Settlement Office, Agartala.	Peon
11)	Sri Kripasindhu Sengupta, O/O the TLA.	Class—IV
12)	Sri Krishna Singha, O/O the Directorate & Health & Family Welfare,	G.D.A.
13)	Smt. Sabitri Deb Barma. O/O the S.E. INFM Circle.	Peon.
14)	Sri Modhushudhan Debnath. O/O the TREDA.	Class—IV
15)	Sri Bhabatosh Dutta, O/O the TREDA.	—do—
16)	Sri Swapan Ch. Paul. O/O the TREDA.	Class- IV
17)	Sri Ram Mohan Bhattacharjee, O/O the D.M's Office, West Tripura.	Peon.
18)	Sri Promode Kr. Reang O/O the Regional Food & Dry Las. Agt.	L.A.
19)	Smt. Ranu Mahali O/O the SEWR. (Planning) Circle.	Peon
20)	Smt. Kanan Rakshit, O/O the EE, Agt. Divn. No. I, PWD.	Helper
21)	Smt. Mitali Roy, O/O the Sports & Youth Affairs.	Gr. D'
22.	Sri Sunil Deb Barma, O/O the Deputy Transport Commissioner.	Class—IV.
23)	Sri Sankar Deb Barma. O/O the Directorate of Panchyet Gurkhabasti.	Gr. 'D'
24)	Sri Gopendra Chakraborty, O/O the TLA.	Peon.

25)	Smt. Belarani Deb Barma, TLA.	Peon.
26)	Sri Swapan Kr. Acharjee' EE,(II), PWD.	Helper
27)	Sri Ranjit Roy, EE (II), PWD.	Helper
28)	Sri Rajendra Tati, North Sub-Divn,, PWD.	Handhyman.
29)	Smt Pratima Ghose, GB. Hospital	Gr. 'D'
30)	Smt. Panchami Deb Barma, O/O the TSCF Ltd.	Peon.
31)	Sri Joydeb Acharjee, O/O the Tripura Co-Operative Milk Product. Union Ltd.	Attandent.
32)	Smt. Sandhy Rani Saha, O/O Information Cultural Affairs	Peon
33)	Sri Rama Dhanuk, TLA.	Swiper.
34)	Smt. Pramila Singha, TLA.	Attendent.
35)	Sri Bharat Dhanuk, TLA.	Peon.
36)	Sri Dulal Das, College of Tech. Edu.	Gr. 'D'.
37)	Sri Saibal Bhattacharjee TLA.	Peon.
38)	Smt. Tapashi Deb Barma, Directorate of Land Records & Settlement.	Peon.
39)	Sri Bimal Deb Barma, S.A. Deptt.	Peon.
40)	Sri Sanjit Deb Barma, S.A. Deptt	Peon.
41)	Sri Ananda Bani Jamatia, O/O the A.E. (Elec). College Tilla 33 KV.	Gr. II, Helper.
42)	Smt. Dipa Gupta, O/O the R.T. College. Badharghat,	Class—IV.
43	Smt. Shefali Rani Modak, O/O the S.D.O. (Elect.) Sub-Divn. IV	Helper Gr. II
44)	Smt. Purnima Chakraborty, O/O the TSIC, 33 Office lane.	Peon.
45)	Sri Sukhen Debnath, O/O the Circuit House, Agt.	Bearer

46)	Smt. Subarna Mandal O/O the T.L.A, Agt.	Watch & Word
47)	Smt. Biswa Kanya Kalai, O/O the T.L.A.	—do—
48)	Sri Ringthai Manik Halam, O/O the Governor Sect. Raj Bhavan,	Peon.
49)	Smt. Liia Rani Mahisyha Das, O/O the N,K,T,S. (H,S. School).	Class—IV
50)	Sri Bihari Deb Barma, O/O the EE, Irrigation & FM Divn. II	Chowkider.
51)	Sti Suna Charan Deb Barma, O/O the SDO Internal Electrictification Sub-Divn. No. I, Gurkhabasti.	Helper, Gr. II
52)	Sri Haripada Deb Nath, O/O the Directorate of Handlom Hand.	Gr. 'D'
53)	Md. Asijus Rahaman. O/O the Directorate Tribal Walfare, West Tripura.	Peon.
54)	Md. Bhakta Jaman, O/O the TLA	Chowkider.
55)	Smt, Laxmi Rani Das, O/O the TLA.	Peon.
56)	Sri Sukhu Ranjan Deb Barma, O/O the Settlement Office,	Chain man
57)	Sri Dhunna Dhanuk, O/O the Sukanta Accadamy under T,S,C, for S & T.	Swiper.
58)	Md. Kamal Uddin, O/O the TLA.	Mali.
59)	Sri Parendra Deb Barma, O/O the TLA.	Peon.
60)	Sri Manindra Deb Barma, O/O the Elect. (Sub-Divn) Durgachowmohani Agt	Helper.
61)	Sri Charan Manik Halam, O/O the A,G, (A & E)	Gr. 'D'
62)	Sri Benu Bandhu Dhar, O/O the Senior Scentifice Office, S & T. Deptt.	Night Guard.
63)	Smt Bidhya Laxmi Deb Barma, O/O the College of Teacher Education.	Class—IV

64)	Smt. Kajal Deb Barma. O/O the Desing Centre, Indranagar.	Jr. Product.
65)	Sri Binoy Deb Rarma. O/O the SE, 4th Cirele.	Peon.
66)	Sri Khelendra Deb Barme, O/O the Deputy Transport Commissioner.	Class—IV
67)	Sri Prahalad Deb Barma, O/O the Circuit House A.C, DM'S Office.	Peon
68)	Sri Adhir Ghosh, O/O the West Tripura Dist. Labour Office.	Peon
69)	Sri Narayan Chakraborty, O/O the Kendriya Vidya Bhavan.	Gr, 'D'
70)	Sri Ram Janam Rabidas, O/O the C. E. Elect.	Chowkider.
71)	Smt. Sadhana Deb Barma, (Chakraborty) O/O the Civil Secretariat.	Peon
72)	Mr. Purna Laxmi Deb Barma, O/O the SE, 4th Cirele, PWD.	—do—
73)	Sri Dilip Kr, Tripura, O/O the S D.O, (Elect).	Oil Man.
74)	Sri Ashit Deb, the Central Store A.D. Nagar.	Store Guard
75)	Sri Milan Majumder, O/O the Directorate of SW & SE	Gr. 'D'
76)	Sri Tamal Majumder, O/O the Womens Collage.	Class—IV
77)	Sri Sambu Deb Barma, O/O the EE (Elect). Divn. No. I.	Peon.
78)	Smt. Bandhu Rani Deb Barma O/O the SE, (Elect) Divn. No. I.	Peon.

79)	Smt, Mamata Das, O/O the G.A. Printing & Stationary.	Peon
80)	Smt, Bina Bhowmik, Directorate of Industries & Commerce.	Gr. 'D'.
81)	Sri Rabi Charan Deb Berma, O/O the D.M.'s Office.	Peon

SENIORITY LIST FOR TYPE-II QTRS UNDER GENERAL POOL.

Sl. No.	Name & Address	Designation
1	2	3
1)	Sri Pradip Deb Barma, O/O the Registrate Co-op Societies Palace Compound, Agartala	Co-op. office.
2)	Sri Samir Deb. Directrorate of Higher Education, Govt. of Tripura, Agartala.	U. D. Cleak.
3)	Sri Joydip Mazumder, O/O the Estate Officer, PWD, Agartala.	L D. Clerk.
4)	Smt, Indira Deb, O/O, the Estate Officer, PWD, Agartala.	U.D. Clerk.
5)	Smt, Damayanti Deb Barma, Directorate of Higher Education, Agartala.	U.D. Clerk.
6)	Smt, Tapati Sengupta. S D.O's Office, Sadar.	L.D, Clerk.
7)	Sri Dipankar Chakma, Department of P.M.R. G.B. Hospital Agartala	Prothelist.
8)	Sri Ratan Mani Sarkar, Director of Handloom Handicrafts, Sericulture, Gurkhabasti, Agt.	Handloom. Inspector.

9)	Sri Jogendra Deb Barma, Directorate of planning & Co-ordination, Agartala.	Research Officer.
10)	Sri Satya Ranjan Saha, Khayerpur Sub-Division, Division No. II PWD.	W/A.
11)	Smt. Jamuna Paul (Chakraboty), O/O. the Engineer-in-Chief, PWD.	P.A. (II)
12)	Gearge Nirmala Deb Barma, Sishu Bihar School (H.S.), Agt.	A/T.
13)	Sri Jyotirmoy Bhowmik, T.B. Chest Clinic, I.G.M. Hospital, Agt.	L.D.C
14)	Sri Bidhu Kumar Deb Barma, Directorate of Planning & Co-ordination, Agt.	U.D.C.
15)	Sri Ajit Kumar Roy, Directorate of Horticulture & Soil Corporation Deptt. of Agriculture.	L.D. Clerk.
16)	Md. Rabiul Hossin, Tripura Co-op Milk Producers Union Ltd. Agartala Diary Indranagar.	P.A. to Asitt.
17)	Sri Asis Roy, O/O the Secretary. I.C.A.T. Deptt. Govt. of Tripura, Civil Secretariat. Agt.	P A. Gr-II
18)	Sri Kaushik Deb, O/O the D.M. & Collector, West Tridura.	Gr. D
19)	Smti Gopa Das, O/O the E.E. (IV), PWD, Agartala.	U.D. Clerk.
20)	Sri Manilal Banik, Govt Women's College.	L.D.C.
21)	Sri Gopilal Debnath, O/O Engineer-in-Chief.	L.D.C.
22)	Sri Monoranjan Deb Barma, Attached to C.M's Secretariat, Civil Secretariat.	Assistant.

23)	Smti Swarna Bala Deb Barma, O/O the S.E. Water Resource Planing Circle, Kunjaban.	U.D.C.
24)	Sri Santi Ranjan Deb Barma, S.T. Devp, Corpn. Ltd. Suparibagan, Agartala.	Driver
25)	Sri Asis Bhattacharjee, Statistics & Survey Section, Directorate of Higher Education, Agt.	Computer
26)	Sri Narayan Karmakar, O/O the Govt. Advocate High Court Building, Agartala.	L.D.C.
27)	Sri Dinesh Reang, T.B. Chest Clinic, I.G.M. Hospital, Agartala.	L.D.C.
28)	Sri Subash Ch. Sen, Noz J.B. School, Agartala, M.T.B. H/S. School.	A/T.
29)	Sri Hem Chandra Hrishi Das, S.D.O. Electrical Durga Chowmuhani Sub-Divn. No-III, Agt.	Sr. Helper
30)	Sri Tigthajit Deb Barma, D.M.'s office West Tripura.	Amein.
31)	Sri Atul Sinha, T.L.A. Agartala.	Gestaner Operator.
32)	Sri Gopi Kumar Sinha, S.E. 4th Circle, PWD, Agartala.	Barkandaz.
33)	Smti Lipika Deb Barma, Directorate of F.W. & Helth Service.	L.D.C.
34)	Sri Arnn Kumar Kalai, Directorate of S.W. & S.E. Agt.	Sr. Computer.
35)	Smti Illora Saha, O/O the S.E. (P), PWD, Agt.	P.A. (II)
36)	Sri Anjan Bhattacharjee, Dt. of Land Records & Settlement, Palace Compound, Agt.	Asstt. Record Keeper.

37)	Sri Raj Kumar Deb Barma. O/O the S.P. (Radio), Tripura.	U.D.C.
38)	Sri Chandan Kumar Saha, No. 2 J B. School under M.T.B. Girls' Agt.	A/T.
39)	Sri Bomkesh Chowdhury, Director of S.W. & S.E, Agt.	L.D.C.
40)	A.R.M. Rohal Alam, S.E.I. & FM, Circle, Kunjaban, Agt.	L.D.C.
41)	Smti Jayanti Roy, Director of Higher Education, Agt.	L.D.C.
42)	Sri Kartick Dhar, O/O E.E PWD. Agt. Divn. No. V, Agartala.	Peon.
43)	Sri Mong Sui Nu Mog, O/O the E.E. (Mech), Agriculture.	Jr Mechanic.
44)	Smti Amita Marak, D.M.'s Office, West Tripura.	Peon.
45)	Sri Kajal Bhattacharjee, T L.A. Agartala.	L.D.C.
46)	Sri Biswanath Das, Director of ICAT, Gandhigath.	Cultural Orginiser.
47)	Sri Ratan Kumar Dey, O/O the E E. (Mech), PWD, Agartala.	Teacher.
48)	Sri Prabir Kr. Dhar Roy, Tripura Co-op Milk Producer Union, Indranagar.	PHA Asstt.
49)	Smti Lalita Barman, T L A.	Jr. Helper.
50)	Sri Chandan Kr. Debnath, Tripura Co-Op Milk Union, Agartala.	PHA Asstt.
51)	Smti Bithika Dutta (Naha), Tripura University, College Tilla.	Jr. Asstt.

52)	Sri Harinanda Rankhal, TLA.	U.D.A.
53)	Smti Tulshi Rani Sinha, T.L.A.	Stone.
54)	Sri Sanjan Kr. Bhattacharjee, Bir Chandra State Central Library,	L.D.C.
55)	Sri Ratnamony Deb Barma, Cancer Hospital, Agartala,	Radip Graphic.
56)	Sri Utha Rai Jamatia T.I.D.C. Ltd. Gurkhabasti.	L.D.C.
57)	Sri Swapan Kr. Das, 66 KV Sub-Station Sub-Divn. Badharghat.	Jr. Operator.
58)	Sri Niranjan Debnath, O/O the Minister Education, (SWS & ICAT etc).	Driver.
59)	Smti Likha Deb Barma, T.L.A,	L.D.C.
60)	Sri Abdul Matin, General Administration (SA Deptt).	LDACT.
61)	Sri Chingsa Mang Mog. R.D. Deptt Civil.	Head Asstt.
62)	Sri Lal Bahadur Reang, Tripura University.	Jr. Asstt.
63)	Smti Swapna Paul, S.E, (II) PWD.	L.D.C.
64)	Sri Bimal Deb Barma, Finance General Deptt.	Asstt.
65)	Sri Dinesh Deb Barma, Finance Deptt. (General).	Asstt.
66)	Sri Amir Paul, O/O the Joint Secretary (Agri) Civil Secretarial, Agartala.	L.D.C.

67)	Sri Amlan Nandi Majumder, Department of Agri Directorate of Horticultre Soil Conservator.	L.D.C.
68)	Sri Surendra Ch. Deb, S.W. Officer, Agartala.	Pharmasis.
69)	Sri Hari Sankar Tripura, IRDP Cell R.D. Deptt.	L D.C.
70)	Sri Subodh Deb Barma, I O.A.T. Department, Agt.	Jr. Carpenter.
71)	Mrs. Monorama Acharjee, O/O the S.E. IMFM Circle-I.	Tracer.
72)	Sri Pradip Kumar Sinha, C.M's Office, Agartala.	Asstt
73)	Sri Pradip Das, A.D. Nagar H.S. School,	A/T
74)	Sri Gouri Pada Chakraborty, O/O E.E. Mechanical Divn. Agt.	Traffic & Numaratic.
75)	Smti Nhani Mog, East Agartala P.S. Station.	W/S.I.
76)	Sri Samorandra Deb Barma, Civil Sect. Agartala.	H/Asstt.
77)	Sri Samarjit Reang, Tripura University.	Sr. Asstt.
78)	Sri Nandakrishna Jamatia, Tripura University.	Sr. Asstt.
79)	Sri Sambhu Bhadra. Finance Deptt (Budget Branch).	Asstt.
80)	Sri Madan Deb Barma, Regional Institute of Pharmacitical, Science & Technogical.	U.D.C,

81)	Md. Abtaher Khandakar, G.A. (SA) Deptt. Civil Sect.	LDACT.
82)	Sri Sanjit Deb Barma, Tripura University.	Peon.
83)	Sri Kalu Deb Barma, Directorate of Sports & Youth	Driver.
84)	Sri Dilip Kr. Gupta, S.P. (DIB) West, Tripura.	S.I.
85)	Smti Arundhuti Paul, O/O the Dy. Transport Commission.	L.D.C.
86)	Smti Laxmi Sarkar, O/O the Dy. Director of Agri.	Asstt. Inv.
87)	Sri Ganga Jamatia, T.P.S.C.	Head Asstt.
88)	Swapan Kr. Sen, O/O the S.E. (E)	P.A. (II)
89)	Smt Malina Rema, General Admn. Civil, Agartala.	Head Asstt.
90)	Sri Samir Das, T.L.A,	Translator,
91)	Sri Ratan Deb Barma, T.L.A.	Jr. Reporter,
92)	Smti Rama Dewan, Belabar H.S. School.	A/T
93)	Sri Mangal Deb Barma, O/O the Engineer-in-Chief, PWD.	Traffiic Numaretic,
94)	Sri Narayan Ch. Das (No. 1), Civil Secretariat.	U.D.A.

95)	Sri Ghinmoy Deb Barma, O/O the Dy. Director of Education.	L.D.C.
96)	Sri Hari Kanta Deb Barma, T.L.A.	Driver.
97)	Smt. Anjana Deb, Dhaleswar H.S. (+2) School.	A/T.
98)	Smti Bani Nath, Nabagram H.S. School.	A/T.
99)	Smti Sima Chakraboty, O/O the D.M. & Collector.	L.D.C.
100)	Smti Dipali Chakrabortv, Sub Divn. No. I (E) Banamalipur.	L.D.C.
101)	Sri Santimoy Deb Barma, Battal Halka Camp.	Kanango.
102)	Sri Chandipada Acharjee, O/O the Regional Director National Savings.	L.D.C.
103)	Smti Banjuli Reang, I.G.M. Hospital, Agt.	A.N.M.
104)	Suti Binata Deb Barma, Civil Quater S.E. Quarter.	Jr. SEO.
105)	Sri Sandip Chakraborty, Sadar Revenue Circle, SDO Office.	Revenue Insp.
106)	Sri Subrata Bhattacharjee, T.H.H.D.C.	Office Asstt.
107)	Smti Reba Das, Director of School Education.	U.D.C.
108)	Sri Samar Kanti Majumder, Water Resource Insvestegation Sub-Division.	Surveor.

109)	Sri Chitta Ranjan Debnath, O/O E,E, (IV), PWD.	L.D.C.
110)	Smti Gita DebBarma, Education Inspectorate Sadar.	U D.C.
111)	Sri Dipendu Deb Barma, O/O Commissioner of Taxes.	Jr. Steno.
112)	Sri Hare Krishna Das, E.E. (II), Agartala PWD.	Barkandaz.
113)	Sri Milan Ch. Debnath, E,E. (III), PWD.	Chowkider.
114)	Sri Ajoy Bhattacharjee, O/O Settlement West Tripura.	Amin.
115)	Sri Biplab Deb, Director of Handloom, Handicraft	Inspector. (Handloom)
116)	Sri Parindra Deb Barma, ITI, Indranagar	Sr. Inspector.
117)	Sri Hirendra Sutradhar, I & FM Sub-Divn. No. I.	Pump Operator.
118)	Sri Sudhansu Ch. Tahasildar, O/O, A,E. (Constn-II) Gurkhabasti.	Tracer.
119)	Smti Asamaja Jamatia, Tripura Govt. Press.	P.A. (II)
120)	Sri Biresh Ranjan Chowdhury, O/O Asstt. Engineer, North Sub-Division.	L.D.C.
121)	Sri Pragyan Chakraborty, Tripura Co-Op Milk Producer Union.	Agri Asstt.
122)	Smti Anima Debbarma, O/O S.E. I & FM Circle-II.	Tracer.

123)	Smti Rama Majumder,	
	O/O Artch, PWD,	Tracer.
124)	Sri Halen Gouri Rokhum,	
	Director of S.W. & S.E.	Jr. SEO.
125)	Sri Sankar Sen,	
	T.L.A.	L.D.A.
126)	Sri Prandhan Das,	
	D.H.H.S. Agartala.	Sr. Instructer Handloom)
127)	Smti Hena Saha (Deb),	
	S.C. & Tech.	U.D.C.
128)	Smti Lipika Deb Barma,	
	S.D.O. Office, Sadar.	L.D.C.
129)	Sri Subal Das,	
	Directorate of Sports & Youth.	Driver.
130)	Sri Ranjit Kumar Deb Barma,	
	I.T.I. Indranagar.	Jr. Welder.
131)	Sri Sudhir Ch. Choudhury,.	
	O/O the E.E. Spl. Inv. (ARWS)	
	Agartala.	L.D. Clerk.
132)	Sri Niranjan Biswas,	
	Chandmari High School.	Asstt. Teacher.
133)	Sri Phanindra Chakraborty,	
	Madical Divn. Agartala.	L.D. Clerk.
134)	Sri Hare Krishna Saha,	
	C.M's Secretariate Agt.	Gestetnea Operator,
135)	Sri Asutosh Nath,	
	T.L A.	L.D.A.
136)	Smti Krishna Reang,	
	T.L.A.	L.D.A.

137)	Smti Shibani Das, Edn. & Tranning Sec. DHS	L.D Clerk.
138)	Smti Hashi Rani Datta, O/O the Archatect, PWD.	Peon.
139)	Sri Nirmal Kr. Mallick, Directorate of Employment & Man Power Planning.	U.D. Clerk.
140)	Sri Kanan Kr. Bhattarcharjee, General Administration Personal & T & G Civil Secretriat.	Assistant.
141)	Smti Satyabati Deb Barma, Arunoday SE Centre, Agt.	Junior S.O.
142)	Sri Mrinal Kanti Banik, O/O the State Control room Under G.B. Civil Secretariat.	Assistant.
143)	Sri Kirit Deb Barma, Directorate of Economic & Statistices.	Investigetor
144)	Smti Babita Jamatia, Sishu Bihar School.	A/T.
145)	Sri Swapan De, Finance Budget Civil Secretariat.	L.D. Asstt.
146)	Sri Ramani Mohan Reang, T L.A.	Receptionist.
147)	Sri Khagendra Deb Barma, SDO (Elect) Electrical Work shop Sub-Divn, 79 Tilla.	Jr. Welder.
148)	Sri Nandalal Deb Barma, Civil Secretariat S.A. Department.	Peon

149)	Sri Suresh Deb Barma, Grid Sub-Station, Sub-Divn. 79 Tilla.	Jr. Fitter
150)	Sri Rati Kanta Bhowmik, T,L,A.	Typist (Bengali)
151)	Sri Sudhir Ch. Paul, O/O the SDO (Elect) G.B. Sub-Divn No. V.	Sr. Lineman.
152)	Sri Tribhuban Ram, Kendriya Vidyalaya Kunjaban No. 1	T.G.T. (Hindi).
153)	Miss Sarada Singha, Bani Vidya Pith G.H. School.	A/T.
154)	Sri Baldive Singh, O/O the T.G.P. (OPS). T.P.A.B.T. (College, Abhoynagar.	S.I. G/D
155)	Miss. Alpana Bhattacharjee, U.K. Jr. Basic School.	A/T.
156)	Sri Sanchayan Das, Centrol Stores Food & Civil Suppliers.	Sr. Tech Asstt.
157)	Sri Swapan Deb Barma, O/O the Register Co-op Societies.	LDC.
158)	Smti Sikha Bhattacharjee, Gandhigram H.S. School.	A/T.
159)	Sri Binod Kr. Tinari, Kendriya Vidhyalaya Kunjaban,	T.G.T.
160)	Smti Rani Tripura, O/O the Dy. Register Co-op Societies.	Auditor
161)	Smti Ratna Dey, I.G.M. Hospital.	Staff Nurse.
162)	Sri Arun Deb Barma, Food & Civil Suppliers.	Inspector.

163)	Smti Pranati Das, I.G.M. Hospital,	Staff Nurse.
164)	Sri Ashish Choudhury, Nabagram H.S. School.	A/T.
165)	Smti Pintu Sukladas, Barjala Halka Camp. 1,	Kanango.
166)	Sri Aghore Deb Barma, Director of Family Welfare Preventive Medicine, Agt.	Accountant.
167)	Sri Dilip Kr. Ghosh, T.L.A.	Translator.
168)	Sri Tapan Kr, Banik, O/O the C,E. (W.R) Kunjaban.	L.D.C.
169)	Sri Surjya Kr. Deb Barma, Civil Secretariat	Driver.
170)	Sri Shiba Prasad Debnath T.L.A.	Jr. Operator.
171)	Sri Apan Kr. Dey, O/O the SDO (Elect) Sub Divn. No. II,	Jr. Meter Tester.
172)	Dr. I.S.P. Pandey, Kendriya Vidyalaya,	P G.T. (Eco).
173)	Sri Bipin Kumar, Kendriya Vidyalaya.	P.R.T.
174)	Sri Alok Nandy, Fo d & Civil Suppliers.	L.D.C.
175)	Sri Naruttam Deb Barma, Govt. Women's College.	Class—IV.
176)	Smti Sadhana Debnath, Dhaleswar Solt Dispensary.	Multipurpose workers,

177)	Smti Siuly Jamatia, Director of Social Welfare & Social Education,	L.D.C.
178)	Smti Ratna Dutta, Birchandra State Central Library,	(Librarian).
179)	Sri Tapan Bhattacharjee, Circuit House, D M. Office.	L.D.C.
180)	Smti Sima Dasgupta, Jr. Registrar's Branch T.U. Collge Tilla.	Stenographer.
181)	Sri Pradip Kr. Sinha, C.M's Secretariate.	Asstt.
182)	Sri Jadab Kr. Debnath, Electrification Sub-Divn No. I, Gurkhabasit.	Electrician
183)	Sri Jitendra Debbarma, SDO Mech. Govt. of Tripura,	Jr. Fitter.
184)	Sri Swarup Saha, Directorate of Health Service.	LDC.
185)	Sri Trarendra Reang, Directorate of Industries & Commerce.	Driver.
186)	Sri Sukhendra Bikash Das, Design Extension Centre Indranagar.	Operator.
187)	Sri Biplalendu Roy, TRTC.	Sr. Mechanic.
188)	Smti Sandhya Rani Das, S.E.I & FM Circle-I.	Peon.
189)	Smti Sikha Chakraborty, Directorate of Tripura, SPUP P.N. Complex,	Jr. Steno.

190)	Smit Kanan Rani Das, Directorate of Handloom Handicraft & Serieultures Agt.	Jr. P. Asstt.
191)	Sri Biswajit Sinha, T.L.A.	Driver.
192)	Sri Anwar Hossain, Kendriya Vidhyalaya No. I, Kunjaban.	TGT Social studies.
193)	Smti Sathi Das, S.E. 2nd circle.	L.D.C.
194)	Smti Rani Deb Barma, General Admn. S.A. Deptt.	Asstt.
195)	Smti Jyostan Saha, Kendriya Vidhyalaya.	T G.T. (Eng).
196)	Sri Birendra Kumar, Kendriya Vidhyalaia.	T.G.T.
197)	Sri Pinu Ukil, Chandmari H S. School, Kunjaban.	A/T
198)	Mr. Anil Kr. Gupta, Kendriya Vidhyalaya,	T.G.T. (Bio)
199)	Sri Puttan Lal Mishra, Kendriya Vidhyalaya.	Super Teacher.
200)	Sri Dhirendra Deb Barma, TLA,	Head Asstt.
201)	Sri Sarada Nand Jha, Kendriya Vidhyalaya,	T.G.T. (Senskrit).
202)	Sri Raj Kuma Choudhury, Kendriya Vidhyalaya,	T.G T.

203)	Smti Anjana Sarma, O/O the Horticulture of West Office lane.	PA (II).
204)	Sri Prabin Kumar, Kendriya Vidyalaya.	P.R.T.
205)	Sri Joy Kumar, Kendriya Vidyalaya,	P.R.T.
206)	Smti Gayatri Majumder, Netaji Subash Colony, S.B. School.	A/T.
207)	Sri Minirendra Mukharjee, O/O the Director General of Police	U D.C.
208)	Sri Narayan Ch. Das, O/O the R G.S. Tripura.	UDC.
209)	Smti Manidipa Gan Choudhury, Charipara H.S. School.	P G.T.
210)	Sri Narayan Ch. Das, Directorate of Food & Civil Suppliers.	LDC.
211)	Mr. Santosh Kr. Paul, Tripura State Co-operative Consumers Fed.	Steno.
212)	Sri Sajal Das, A.G. Tripura.	Accountant.
213)	Smti Sasta Dey (Paul). Ananda Vidya Niketan, Girls A.D. Nagar.	G.T.
214)	Smti Ratan Bhattacharjee, O/O EE I & FM Divn. No. I.	Tracer.

215) Smt. Mitra Kar Choudhury,
TLA. L.A.

216) Sri Indra Kumar Deb Barma,
Directorate of Food & Civil Suppliers. Accountant,

217) Sri Gulak Sadhan Jamatia,
Directorate of Health Service. UDC.

218) Sri Dinu Deb Barma,
P.P. Cell, Directorate of Horticulture &
Soil Corpe. Survayer.

219) Sri Goutam Banik,
ITI Indranagar, Agt. Sr. Instructer.

220) Sri Jugendra Deb Barma,
Circuit House, Agt. Peon.

221) Sri Tulu Mani Chakma,
S.P. Reserve West. S.I.

222) Smti Gita Ghosh,
Resham Bagan H.S. School. A/T.

223) Sri Rishi Mohan Jamatia,
Directorate of Family Welfare &
Preventive Medicine. U D.C.

224) Sri Subal Ch. Das,
Directorate of Food & Civil Suppliers. U.D.C.

225) Sri Sanjib Deb Barma,
Dy. Register of Co-op. Soceity. L D.C.

226) Smti Ful Kumari Deb Barma,
District Information Caltural Affairs. Accountant.

227) Smti Bijaya Das,
Netaji Subhash Colony, S.B. School. A/T.

228)	Sri Gita Ranjan Badhuri, Directorate of School Education	G.R.D.
229)	Sri Ranjit Deb Barma, Department of Youth Affairs Sports West Dist.	P.I.
230)	Sri Bidhu Deb Barma,	Sr. Inst.
230) (A)	Sri Mani Mohan Bhattacharjee, Civil Secretariate.	P.A. (II).
231)	Sri Ratan Das, L.I.C. of India	M P.O.
232)	Sri Ashish Majumder, Madhya Bhubanban H.S School,	A/T.
233)	Sri Shib Sankar Sen, Madhya Bhubanban, H.S. School.	A/T.
234)	Smti Uma Chakraborty, G.B. Hospital.	Staff Nurse.
235)	Sri Partha Pratim Ghosh, Laboratory Technician, IGM.	Lab. Tech.
236)	Sri Ratan Kanti Nandy, I & FM Divn. No. I, Agartala.	LDC.
237)	Sri Pranab Majumder, ST & SC Corporation.	Investigator.
238)	Sri Bikash Ch. Datta, Deptt. of Sc & Tech,	Observer.
239)	Sri Tapan Paul, S.D.O. Elect. Sub-Divn. No. V.	L.D.C.
240)	Sri Pradyut Roy, Lefunga High School, Sadar.	A/T.

241)	Sri Ajoy Kr. Bhattacharjee, Department of Handloom Handicraft & Sericulture, P.N. Complex.	L D C.
242)	Sri Jawar Lal Deb Barma, Prachya Bharati H S. School.	A/T.
243)	Sri Gouranga Ch. Saha, Irrigation & F M Divn. No-II.	Surveyor
244)	Sri Nandu Kr. Panikar, Directorate of Planning & Co-Ordination.	Research Asstt,
245)	Smti Ratan Debnath (Bhowmik), Badarghat H.S. School.	A/T.
246)	Sri Rakesh Deb Barma, Central Agri. Workshop Deptt. of Agriculture.	Jr. Electricial.
247)	Sri Bimal Sarkar, Central-V Sub-Division, PWD, under Division No I, Agt.	W/A.
248)	Sri Nivesh Narayan Das, I.E. Sub-Division No I	Jr. Mistri.
249)	Smti Kanan Bala Acharjee, I E. Division	Peon
250)	Sri Ashit Baran Podder, S.A. Department, Civil Secretariat	L D.A.
251)	Sri Debabrata Baidya Roy, O/O District Statistical Office.	Investrator
252)	Sri Haripada Das, Directorate of Handloom Handicraft & Sericulture.	

253)	Sri Pranab Sengupta, O/O Office in-charge Amitali P.S.	S.I.
254)	Sri Rajendra Prassad Gupta, Hindi H.S. School, Abhoynagar.	A/T
255)	Sri Pijush Kanti Dutta, Factories & Boiler Organation.	U.D.C.
256)	Smti Madhumita Roy, Bhubanban H.S. School.	A/T.
257)	Sri Tapan Ranjan Chakraborty, Factories & Boiler Organation.	L.D.C.
258)	Sri Dilip Sarma, Factories & Boiler Organisation,	L.D.C.,
259)	Sri Lalit Kr. Chakma, D.H.H.S.	U.D.C.
260)	Smti Sandhya Kar Chowdhury, Tripura University, College Tilla.	Sr. Asstt.
261)	Prittish Ranjan Das, V.P.C. for Handicapped, Abhoynagar.	Inst.
262)	Smti Krishori Deb Barma, O/O the Engineer (Electrical)	L.D.C.
263)	Sri Mangal Deb Barma, M.B.B. College.	Accountant,
264)	Sri Dilip Kr. Deb, Central-IV Rub-Divn.	W/A.
265)	Sri Adip Acharjee, Tripura S.T. & S.C. Corp.	F. Supervisor,
266)	Sri Chayan Kr. Bhowmik. M.D.T.F.D.P.C. Ltd.	Office Asstt.
267)	Sri Milan Kr. Bhattacharjee. West Noabadi Sub-Centre, Health Deptt.	M.P.W.

268)	Smti Manju Rani Deb Barma, Central Jail, Social Education, Education Centre.	Jr. S.E.O.
269)	Smti Niva Shiba (Debnath) Directorate of Industries.	L.D.C.
270)	Sri Sunil Ch. Deb Barma, T.L.A.	Water Pump Driver.

SENIORITY LIST FOR TYPE III QTRS. UNDER GENERAL POOL.

Sl. No.	Name & Address	Designation
1	2	3
1)	Sri Dhilon Ch. Chakraborty, O/O the S.D.O. Sadar, Agt.	Assistant Director.
2)	Sri Utpal Dhar, O/O the Horticulturest (West) Office Lane, Agartala.	Assistant Director.
3)	Sri Buddha Dev Acharya, Directorate of Horticulture & Soil Conservation, Paradise Chowmohani, Agt.	Assistant Director.
4)	Sri Nirod Sarma, O/O the SE, and 2nd Cirele, Agt.	Assistant Engineer.
5)	Sri Subal Debnath, Directorate of Horticulture & Soil Conservation, Agt.	Assistant Director.
6)	Sri Darpan Kr. Biswas, Directorate of Horticulture & Soil Canservation, Agt.	Assistant Director.
7)	Dr. Ratan Kr. Saha, O/O the Directorate of A R D. P.N. Complex, Gurkhabasti, Agt.	TVS Gr-IV.

8)	Sri Subash Ch. Das, Deptt. of Industris & Commerce Gurkhabasti, Agartala.	Dy. Director.
9)	Sri Phani Bh. Jamatia, Directorate of Horticulture & Soil Conservation, Agt.	Assistant Director.
10)	Sri Joytish Ch. Shyam, O/O the E.E. Water Resource, Inv. Divn. Ramnagar-II, Agt.	JE-I
11)	Sri Dilip Ch Paul, Agt. Divn. No. IV, PWD.	JE-I.
12)	Sri Gopal Singha Roy, O/O the CE. (Elect), Agt.	JE-I.
13)	Sri Prafulla Ch. Roy, G B. Hospital, Agt.	Lab. Teach.
14)	Sri Shyamal Bhattacharjee, Estate Office, PWD.	JE-I.
15)	Sri Dhirendra Ch. Das, Directorat of Social Walfate & S.E. Office lane, Agt.	C.S E.O,
16)	Sri Ramendra Kr Debnath, O/O the S.D.O (E), Sub-Divn.-IV, Agartala.	JE I
17)	Smt. Anusri Dutta, O/O the SE(E), Genaration Circle,	JE (E)-I.
18)	Sri Dinesh Ch. Saha, O/O the EE. Divn. No. IV, Agt.	UDC.
19)	Sri Mani Lal Deb, T.H.H.D.C. Ltd. M.B.B. Sarani.	Forman (M).

20)	Sri Udai Sankar Saha, O/O the C.E./Con. Rly, Gorkhabasti.	Jr Gr. Steno.
21)	Sri Subrata Choudhury, Nabagram H/S School, Sadar.	Assistant Techer.
22)	Sri Ajit Debeath, O/O the Setelment Officer West Tripura Agt.	Asstt Survey.
23)	Sri Bholanath Modak, O/O the Suptt. of Fishary, Sadar.	Fishary Asstt.
24)	Sri Subir Das, Divn. No. II, PWD Agt.	Asstt, Eng.
25)	Sri Pranab Dey, O/O the S.D.O. Sub-Divn VI, Bordowali, Agt.	JE (E)-I.
26)	Smt. Soma Sengupta, M.B.B. College, Agt	Asstt. Prof.
27)	Sri Pareshnath Bhattacharjee, Noagaon Krishnanagar H/School Kunjaban.	Asstt. Teacher.
28)	Smti Uma Sen, Madhuban (Dukli) H S. School, Dukli.	Asstt. Teacher.
29)	Sri Kala Chand Chakraborty, Store section Dir. of F.W & PM.	Pharmasist.
30)	Sri Bimal Ch. Deb, Principal In Charge Govt. College of Arts & Crafts, Agt.	Lecturar.
31)	Sri Parimal Deb, Agt. Divn. No. III, PWD.	JE-I.

32)	Sri Kanchan Kr. Bhowmik, T.L.A. Agt.	Reporter.
33)	Sri Diptendu Kishore. Agt. Divn. No. III, PWD	Sr. Divn. A/C Officer.
34)	Sri Sadhan Ch. Saha, O/O the DM & Collector, Tripura West.	P A
35)	Sri Radheshyam Debnath, I & F.C. Sub-Divn. No. I. Agt.	Jr. Engg. I
36)	Dr. Mrinal Das, Blood Bank, G.B. Hospital.	M O.
37)	Sri Mrinal Kanti Majumder, Agt, South Sub-Divn. PWD.	Sr. Surveyor
38)	Sri Nitish Choudhury, Bhati Abhoynagar, Govt. Despensary.	Pharmasist
39)	Sri Rajendra Kr. Noatia, O/O the Dy. Transport Commissioner	Taxing Officer
40)	Sri Sukumar Barman, O/O the Dy. sail Conservation Office.	O.S.
41)	Sri Ratan Dutta, Directorate of FW & P.M. Gurkhabasti.	Pharmasist
42)	Sri Anukul Sinha, Dictor of I.C.T, Agt.	Sr. Sub-Editor.
43)	Smti Mukta Chakraborty, O/O the Govt. Music College.	Accompaniest.
44)	Sri Sankar Goswami, O/O the Directorate of Panchayat	P ..

45)	Sri Mrinal Kanti Dutta, O/O the D.I. Lab, Abhoynagar.	Vet Asstt. Surjent.
46)	Sri Swapan Kr. Roy, O/O the Raj Bhavan.	Proto call Officer.
47)	Sri Balaram Basak, O/O the Directorate of Food & Civil Supplies.	P.A.
48)	Sri Nabendra Nath Mukharjee. O/O the Transport Deptt.	P.A.
49)	Sri Thaikhai Chowdhury, O/O the Dist, I.C.A.T. Office.	Sr. Information Officer.
50)	Sri Ratan Lal Acharjee, T.L.A.	Librarian.
51)	Sri Pradip Kr. Paul, O/O the Directorate of Health	Asstt. Director.
52)	Sri Bijoy Kr. Roy, O/O the Dy. Directorate Agriculture.	Asstt. Director.
53)	Sri Shibaprasad Dhar, Belbari H.S School.	Asstt. Teacher.
54)	Sri Asit Kr. Banik, O/O the Accountant General.	Accounts Officer.
55)	Sri Sanjib Narayan Dutta, O/O the Managing Director, TFDPC Ltd.	J E.
56)	Sri Rajeswar Das, O/O the Directorate of Fisharies.	O.S.
57)	Sri Tapas Roy, O/O the SE, I & FM Circle-II.	P.A.
58)	Sri Amulya Jamatia, O/O the EE, Divn. No. I.	A.E.

59)	Sri Joyanta Deb Barma, O/O the Superintendent of Fishries.	Fishari Officer.
60)	Sri Ashok Kr. Das, O/O the EE, (M), Agartala.	J.E.
61)	Dr. R C. Sharma, O/O the Kendrya Bidhalaya.	DGT (II)
62)	Smt. Shilpi Chakraborty, O/O the Directorate of ICAT.	C/A,
63)	Shri Samarjit Saha, O/O the I.C.A.T.	E.R. Radiator.
64)	Sri Bamapada Roy O/O the SE, (P).	Drafts man.
65)	Sri Benemadhab Das, O/O the CMO.	Ex-Additor.
66)	Sri Dipak Badya, O/O the C C. Centre, Agartala.	Agree Officer.
67)	Sri Arun Kr. Debnath, O/O the M.S.I.G.M.	Pharmasist.
68)	Mr. Sephal Suba, O/O the . B.R.M. Hospital.	D/Surgent.
69)	Sri Anil Ch. Das O/O the Directorate of School Education.	Sr. R/O
70)	Mrs Dipti Das O/O the IGP	Sr. Steno.
71)	Sri Krishnadhan Jamatia. O/O the Directorate of (S.T.).	R/Asstt.
72)	Sri Ashim Dey, O/O the Secretariat,	P.A. (I).
73)	Sri Rabindra Deb. O/O the Seeretariat	(Judo Coach.)
74)	Sri Rabindra Deb, O/O the Secretariat, (Tripura Sports.)	Judo Coatch.

75)	Sri Manik Ch. Saha, O/O the Agt. Rationing Authority.	Insp.
76)	Sri Birhaman Deb Barma, O/O the S.A. Deptt.	L. Asstt.
77)	Smt. Sandami Darlong, O/O the Md. Supdt. (G.B. Hospital.)	Sr. Steno.
78)	Sri Sishir Kr. Dutta, O/O the Directorate of Health Service.	Pharmasist.
79)	Sri Narendra Deb Barma, O/O E.O. Planning (P & G) Deptt	R/Officer.
80)	Sri Pramotesh Rn. Deb, O/O the E-In-C,	D.A.O. (Gr. I)
81)	Sri Sreedam Biswas, Chief Engineer (E).	J.E.
82)	Smt. Swati Chakraborty, O/O the (Badharghat H.S. School).	A/T.
83)	Sri Sabir Sarkar, O/O the Dy. Director of ARDD (F.C.)	Fodder Officer.
84)	Sri Ajit Kr. Saha, O/O the Dy. Supdt. of Police.	Sup. of Police (CBI)
85)	S Ashok Kr. Ballabh, O/O the EE, Divn. No. III, Agt.	I.E,
86)	Sri Buddha Jamatia, O/O the I.E. Divn.	A/E.
87)	Sri Dipak Kr. Das, O/O the Horticulture	Asstt. Director.
88)	Sri Utpal Kr. Dey, O/O the Tripura University.	Lecturar.

89	Sri Amrit Shib, Tripura Housing Board.	J E.
90)	Sri Partha Sarathi Paul, O/O the EE, Divn No-III (PWD),	J E.
91)	Sri Babul Ch. Majumder, O/O the I & FM Divn. No. II, Agt.	J.E
92)	Sri Pradip Kr, Sen, O/O the State Paultry firm, Gandhigram.	ARDA.
93)	Sri Satyabrata Nath, O/O the ASO's Office, Agt. Municipal Area Circle.	ASO
94)	Sri Snehangshu Mohan Chowdhury, O/O the Civil Defence Directorate	Asstt. Dy Controller.
95)	Sri Ajit Deb Barma, O/O the T.C.L.I. (Horticulture & Soil Con).	Agri Officer.
96)	Sri Rabindra Deb Barma, O/O the C E. (Elec), Agartala.	O.S
97)	Sri Ashu Deb Das. O/O the T S.S.W.A Board, Agt.	Secretary.
98)	Sri Debasish Saha, O/O the State Ayourvedic Hospital, Agt.	M O (Ayv).
99)	Sri Narayan Ch. Paul, Electric Division No. IX.	Head Supervison.
100)	Sri Brajendra Deb Barma, O/O the Divisional Forest Protection Praty, Sadar, Agt.	Incharge Officer.
101)	Sri Krishna Gopal Bhowmik, O O the Health Directorate	H/C.

102)	Sri Abhijit Kr. Das, O/O the EE, Elect. Divn. No. I, Agt	D/Accountant.
103)	Sri Shambhupada Chakraborty, O/O the Directorate of TRP & TGP, Agt.	Asstt, Director.
104)	Sri A. Maniyandi, Kendriya Vidyalaya.	Principal.
105)	Sri Jyotilal Chakma, O/O the SDO (E), Sub-Division No. IV, Agt.	M/Inspector.
106)	Sri A K. Sinha, O/O the Central Water Commission, Bordowali.	Asstt. Executive Engineer.
107)	Sri Sukomal Chakraborty, O/O the Directorate of Road & Supply.	U.D C.
108)	Smt. Sabita Dutta Roy, O/O the M,T.G, School.	A/T.
109)	Sri Sanjit Das, O/O the Directorate of Land Record & Settlement Agt	Asstt. Surveyer Officer.
110)	Sri Makhan Lal Das, O/O the EE, W.R.I. Divn, Agt.	J.E.
111)	Sri Budhi Deb Barma, O/O the Forest Corporation Division, Agartala. T.F.D.C. Ltd.	Div .Manager.
112)	Sri Suranjan Das, O/O the ADC to Governor Rajbhavan.	Asstt. Comdt.
113)	Smti Sipra Roy, O/O the Tripura University.	Asstt. Sec.
114)	Sri Abani Deb Barma, O/O the District Planning Office.	R/O Officer.

115)	Sri S.K. Sahoo. O/O the D.M. & Collector.	Dist. Insp-Officer.
116)	Smt. Elijabath L. Sangliana O/O the State Institute of Public Adn n. & Rural Deptt.	Assistant Profeser.
117)	Dr. Madhu Sudhan Das, O/O the GB Hospital.	M/O.
118)	Smt. Chapa Rani Bindra, O/O the West P.S. Agartala.	A.S.P.
119)	Smt. Sipra Sen, O/O the H.S. School	A/T.
120)	Sri Chittaranjan Deb Barma, O/O the S.I.P.A. R.I.A.D. Nagar.	Asstt. Profeser.
121)	Sri Prabitra Mohan Dutta, O/O the Division No. I, PWD Agt.	J.E.
122)	Sri Ranabir Chowdhury, O/O the E-In-C, PWD. Agartala.	U.D.C.
123)	Sri Priyalal Bhowmik, O/O the D G. of Police.	U.D.C.
124)	Smt. Sujata Das (Chakraborty) O/O the SDO (E) Sub-Divn. No. V, Agt.	J.E. (E).
125)	Sri Ashok Deb Nath O/O the Direc. of A.R.D.	J.E.
126)	Smt. Bijon Rani Ghosh, I.G.M. Hospital.	Sr. Nurse.
127)	Sri Sanjib Bhattacharjee, O/O the Airconditioning & R. Sub-Divn. PWD.	J.E. (M).

128)	Sri Samar Chakraborty, O/O the Directorate of Handloom Handicraft, and Sericulture, Agt	Sericulture Dev. Officer.
129)	Sri Kumud Rn. Kunder Chowdhury, O/O the T.V., Agt.	Linguist.
130)	Sri Ashis Kr. Baidya, O/O the B.K.N.V, Bhavan.	A/T
131)	Smt. Sabita Choudhury, O/O the Directorate of D.M. & S.E. Agt.	L D.C,
132)	Sri Mihir Baran Roy, O/O the Addl. Sec, Home, G A. (P & T) Deptt.	Steno.
133)	Sri Apu Paul, O/O the 33/11 K.V. Sub-Divn.	J.E (E).
133) A)	Sri Virendra Pratap Singh, O/O the K B.U.T.S., Agt.	D.G.T.
134)	Sri Rupak Lal Bhowmik, O/O the Directorate of I.C.A.T.	Sr. Store Keeper.
135)	Sri Adip Saha, O/O the T.S.I.C. Ltd.	Dy. Manager.
135) A)	Sri Divakaran Mannath, O/O the K.V.U.T.S.	P G.T.
136)	Smt. Janaki Deb Barma, O/O the A.R. Deptt.	P A.
137)	Sri Parikshit Mandal, O/O the V.R.C. for Hendi Capped,	Supdt In-charge.
138)	Sri Arunoday Deb, O/O the Dy. Directorate of Agriculture, Agt.	Agris, Insp.

139)	Sri Anath Bandhu Debrath, O/O the Planing & Co-Ordination Deptt.	R/Asstt.
140)	Sri Rati Deb Barma, O/O the Small Savings & Insu.	P.A.
141)	Sri Pradip Chakraborty, O/O the EE, Divn. No. II, PWD.	J.E
142)	Sri Gaya Charan Deb Barma, O/O the Agree, Directorate H/Q	O.S.
143)	Sri Rajesh Kr. Dey, O/O the S.D.O. (E), Indranagar.	J.E.
144)	Sri Mahanta Mohan Chakma, O/O the Labour Directorate, Agt.	Chief Labour Officer.
145)	Sri Rahul Deb, O/O the Agt. Municipality.	J.E.
146)	Sri Sujay Chowdhury, O/O the Agt. Municipality, Agt.	J. E.

SENIORITY LIST FOR TYPE IV QTRS. UNDER GENERAL POOL.

Sl. No.	Name & Address	Designation
1	2	3
1)	Dr. Pujush Dutta, G.B. Hospital, Agartala.	Medical Officer.
2)	Dr. Debajoti Kar, F W. & P.M. Gurkhabasti	Asstt. Director,
3)	Sri Tapash Chakraborty, Directorate of A.R.D, Agartala.	Dairy Engineer.
4)	Sri Niherendu Bhattacharjee, TRTC Office, Agartala.	Sr. Statistician.

5)	Dr. Rabindra Kr. Patwari, Pathology Dep't, G.B. Hospital, Agartala.	Medical Officer.
6)	Dr. Gautam Bose, G.B. Hospital, Agartala.	Medical Officer.
7)	Smt. Soma Nag, T.I.D.C. Ltd Gurkhabasti.	Manager.
8)	Dr. Jyotirmay Ghosh, Deptt. of Psy, G.B. Hospital.	Medical Cfficer.
9)	Dr. Prabir Kr. Deb, Daptt. of Forensic Medidine, I.G.M. Hospital, Agartala.	Medical Officer.
10)	Sri Biman Kanti Majumder, O/O S.E. Planing Circle, PWD, Agartala.	Asstt. Engineer.
11)	Sri Soumendra Chakraborty, T.C.A & R.D. Bank, Ltd, Paradise Chowmohani, Agartala.	Chief Accountant.
12)	Sri Sukhlal Das, I & F.M Sub-Divn. No I, Agartala.	Asstt. Engineer.
13)	Sri Babul Das. T.B. Chest Clinic, Agartala.	Medical Officer.
14)	Sri Sajal Chakraborty, S.E 2nd Circle, Agartala.	Asstt. Engineer.
15)	Dr. Prabhat Deb Barma, I G M. Hospital, Agartala.	Medical Offieer.

16)	Sri Sumit Das, O/O S.E. Planning Circle, PWD, Agartala.	Asstt. Engineer.
17)	Sri S. K. Chakma, T.S. Co-opp. Bank.	General Manager
18)	Sri Mintu Ghosh, O/O the Asstt. Engineer, Elect. 66 UN Sub Stn. Badharghat.	Asstt. Engineer (E).
19)	Sri Gautam Sen, Public Health Engg. Circle No I, Kunjaban.	Asstt. Engineer.
20)	Sri Sudha Rn. Deb Barma, T.T.A A.D C. Khumlung, West Tripura.	Principal Officer.
21)	Sri Pradip Kr. Roy, I.C.A.T., Agartala.	Asstt. Engineer.
22)	Sri Nilmani Saha, Estate Office.	J.E-I.
23)	Sri Pravin L Agrawal, D.F.O, Sadar.	DFO.
24)	Sri Bishnu Pada Das. 2 nd Circle, PWD.	Asstt. Engineer.
25)	Sri Smarajit Kanungoe, Special Armed Force, Agartala.	Commandant.
26)	Dr. Hiralal Dev Barma, Heath Directorate, Agartala.	Dy. Director.
27)	Sri Shymal Acharya, Air Conditioning & Refrigeration Sub-Divn. Agartala.	Asstt. Engineer.

28)	Sri Bipad Rn. Saha, Public Health Engineering Divn. No. I.	Asstt Engineer.
29)	Sri Suila Mang Magh. Dr. BRAM. Hospital, Hapania.	Medical Officer.
30)	Sri Upendra Narayan Sinha, Monitoring & Planing Circle, Milanchaniwas, Kunjaban, Agartala.	Asstt. Engineer.
31)	Dr. Ashok Kr. Roy, O/O the C.M.O. (West), Palace Compound.	District Health Officer.
32)	Sri Debajyoti Bhowmik, P.H E Circle No. I,	Asstt. Engineer.
33)	Sri Nikhil Debnath, O O the S.E.-I & F.M Circle-II.	Asstt. Engineer.
34)	Dr. Dilip Kr Nath, Dr. B.R.A. Hospital, Hapania.	D/Surgen.
35)	Sri Bholanath Roy, O/O the S.E.(Elect.) Generation Circle, Agartala.	J. E.(Mech).
36)	Sri Guruprasad Chakraborty, Tripura University, Agartala.	Asstt. Librarian.
37)	Sri Sajal Kanti Nandy, Agartala Divn. No. V, Agartala.	Asstt. Engineer.
38)	Mrs. Mini Das, Small Savings Group Insurance & I.F. Agartala.	Dy. Director.

39)	Sri Ratan Ghosh, Directorate of Planning & Coordination, Agartala.	Sr. R/ Officer.
40)	Dr. Bipradas Palit, Tripura Govt. Musuem, Agartala.	State Archacological Officer.
41)	Sri Samanta Deb, W.R. Planing Circle, Kunjaban.	Asstt. Engineer.
42)	Sri Pradip Kr. Roy, P.W.D. Agt. Divn No. II Agartala	Asstt. Engineer.
43)	Sri Sukumar Ch. Das. Deptt of Agriculture. Planing & Investigation Divn. Agartala.	Asstt. Engineer.
44)	Sri Parimal S. Deb Barma, TIDC, Agartala.	Manager.
45)	Sri Partha Sarathi Datta, Muhuri. O/O the E.E. Divn. No. IV, Agartala.	Asstt. Engineer.
46)	Sri Umesh Deb Nath, Direct. of Horti & S.C., Paradise Chowmohani, Agt.	Supdt. of Agri.
47)	Smt. Mita Saha, Elect. Divn. No. IX, Agartala.	Asstt. Engineer. (Elect).
48)	Sri Sambhu Deb Barma, O/O the Joint Direct. of Panchayet, Gurkhabasti, Agartala.	Jt Direct of Panchayet.
49)	Sri Niranjah Barman, S.C. & O.B.C. Welfare, Tripura, Agartala.	Dy. Direct.

50)	Sri Jagabandu Chakraborty, P.H.E. Divn. No. IV, Agt.	Asstt. Engineer.
51)	Sri Swapan Kr. Nandi, SIPARD, A. D. Nagar, Agartala,	Dy. Director.
52)	Sri Nikhil Chowdhury, College Tilla, Govt. Homeopathic Dispensary, Agartala.	Medical Officer (Hom).
53)	Sri Tapan Basu, Rig Divn.	Asstt. Engineer.
54)	Smt Rupali Chowdhury, IGM Hospital, Agartala.	Medical Officer.
55)	Smt. Tandra Deb Barma, P.H E. Divn No. IV, Agartala.	Asstt. Engineer.
56)	Dr. Ashim Dutta I.G.M. Hospital, Agartala.	Medical Officer.
57)	Dr. Arun Kr Kar, State Ayurvedic Hosp. Agartala	Medical Officer (Ayur).
58)	Sri Debashish Dasgupta, O/O the Dy. C. E., Con. Agt.	Asstt. Engineer.
59)	Sri Subhra Roy. Planning Circle, Agt.	Asstt Engineer.
60)	Sri Krishnamani Das, O/O the Dy. Trans. Commissioner, Agt.	Dy. Trans. Commissioner.
61)	Sri Bidhan Roy, Cancer Hospital,	Physicent.
62)	Sri Ashim Kr. Dhar, Planning Circle, PWD, Agartala.	Asstt, Engineer.

63)	Dr. Chandana Das I G.M. Hospital, Agartala.	Medical Officer.
64)	Dr. Abhijit Dutta, I G.M. Hospital, Agartala.	Medical Officer.
65)	Sri Sushanta Kr. Bhattacharjee, Madhuban Dukli H S. School, A.D. Nagar, Agartala.	Asstt. Teacher.
66)	Smt. Minakshi Bandyopadhyay, State Commission for Women, Agartala.	Member Sectt.
67)	Major Prafulla Kr. Sinha (Retd). Rajya Sainik Board, Agartala.	Asstt. Sectt.
68)	Dr. Amit Kr. Dutta, M P.W. (MALE) Training Institute, Palace Compound, Agartala.	Medical Officer Principal.
69)	Dr. Pankag Kr. Deb, G.B. Hospital, Agartala.	Medical Officer.
70)	Dr. Arun Kr. Kar, State Avurvedic Hospital, Paradise Chowmohani, Agartala.	Medical Officer (Ay).
71)	Sri Babul Deb Barma, Deptt. of Indnstry & Commerce, Dist.Industries Centre (West),	Manager.
72)	Sri Shyamal Kanti Majumder, N.P.C.C. Ltd., Kunjaban, Agartala.	E.E. (Civil).
73)	Sri Dipak Chakraborty, Budhjung H S. School. Agartala.	Asstt. Teacher.

74)	Sri Amulya Kumar Reang, Directorate of School Education, Agartala.	School Meal Office.
75)	Sri Radha Charan Deb Barma, T.T A.A D.C.	Member.
76)	Sri Lalit Mohan Tripura, T.T.A.A.D.C.	Member,
77)	Sri Mangsajai Mag, T T.A A.D.C.	Member.
78)	Sri Padma Kr. Deb Barma,	M.L.A.
79)	Smti Aparna Deb Barma, State Co-operative Bank Ltd.	Asstt. Dev. Officer.

APPLICATION OF ALL INDIA SERVICES OFFICERS (FOR V/VI QTR.)

Sl. No.	Name & Address	Designation
1)	Sri Rameswar Das, Office of the Divisional Forest Officer.	D.F.O.
2)	Sri S U. Pandey, Office of the Joint Sectt. to the Govt of Tripura.	Joint Secretary Forest.
3)	Pravin Agarwal Sadar Forest Divn Agt.	D F.O.
4)	Sri Rabindra Kr. Samal, O/O the P.C C.F. Gurkhabasti	Dy. C.F.
5)	Sri R.L. Srivastava O/O the P.C.C F Gurkhabasti	Con. of Forest.
6)	Sri M.V. Subba Raddy, T.I.D C. Ltd Gurkhabasti	M. D.
7)	Sri Anii Garg, Rural Dev. Department, Agt,	Joint Sectt.

8)	Sri S.S. Chaturvedi, O/O the S.P. SB	S.P.
9)	Sri K. Nagraj O/O the D/S (Range) Tripura	D.I.G. (Range)
10)	Sri Sashi Rn. Kumar, I.A S. Directorate of Food Department. Near Civil Secretariate,	Director Food and Civil Supplies
11)	Sri Ashutosh Jindal D.M. West Agt.	A.D.M. & Collect.
12)	Sri Kuldeep Kumar Police H/Q Tripura. Agt.	D I G.P.
13)	Sri Avinash Srivastava O/O the P.C.C.F. Agt.	Dy. Con. Forest.
14)	Sri Surender Kumar O/O the P.C.C.F. Agt.	
15)	Sri M Naga Rajan, Tribal Weafare	Director
16)	Sri Monoj Kumar, West Tripura	D.M. & Collector
17)	Sri K.P. Goswami, Land Record & Settlement, Agartala.	Director.
18)	Sri Puneet Rastogi, O/O of the Adal. S.P. (Urban)	Addl. S.P. (Urban).
19)	Sri Akhil Kr. Sukla,	D.I.G. Communication
20)	Sri B L Vohara, D G.P. Tripura, Agartala.	D.G.P.
21)	S K. Rakesh,	Addl. Secl. Finance,
22)	Kumar Alok S.I.P.A.R.D.	Director.

23)	Sri Anurag, O/O the S.P. West, Agt.	S.P.
24)	Sri B.K. Roy, Health F.W.	Joint Secretary.

APPLICATION OF THE OFFICERS OTHER THAN A.I.S. FOR TYPE-V QUATERS ONLY

25)	Sri Sarbdeo Narayan Jha	Vice. Principal.
26)	Sri Alok Chakraborty,	Asstt. Professer.

Annexure—'B'

NAME OF ALLOTEE WITH SERIAL NUMBER AS PER SENIORITY LIST (TYPEWISE)

Sl. No.	Name	Sl. No as per seniority list
1	2	3
1)	Sri Hementa Deb Barma, For Type-I Quarter.	Sl. No. 1.
2)	" Uttam Kr. Shil.	" No. 2.
3)	" Debasish Majumder.	' No. 3.
4)	" Barun Bhattacharjee.	" No. 4.
5)	" Dipak Majumder.	" No. 5.
6)	Smt. Ratan Acharjee.	" No. 6.
7)	" Pramila Das.	" No. 7.
8)	" Kanulata Debnath.	" No. 8.
9)	Sri Khokan Debnath.	" No. 9.
10)	" Krishna Saha.	" No. 12
11)	" Ranjit Kr. Roy.	" No. —
	FOR TYPE II QUARTER.	
1)	Shri Pradip Deb Barma.	No. 1.
2)	" Samir Deb.	No. 2.
3)	Smt. Damayanti Deb Barma.	No. 5.

4)	Sri Dipankar Chakma.	" No. 7.
5)	" Jogindra Deb Barma.	" No 9.
6)	" Narayan Karmakar.	" No. 26.
7)	Smt. Nalari Mag.	" No. 75.
8)	Sri Chinmoy Deb Barma.	" No. 95.
9)	Smt. Krishna Reang.	" No. 135.
10)	Sri Kirit Deb Barma	" No. 143.
11)	" Tribhuban Ram.	" No. 152.
12)	" Boldeb Singh.	" No 154.
13)	" Binod Kumar.	" No 159.
14)	" Surjya Kr. Deb Barma.	" No. 169.
15)	Dr J.S.P. Panday.	" No. 172.
16)	Sri Bipin Kr.	" No. 173.
17)	" Jadab Das.	" No.

For Type—III Quarters

1)	Sri Dhilan Chakraborty,	" No. 1
2)	Sri Nirode Sharma,	" No. 4
3)	Sri Darpan Kr. Biswas,	" No. 6
4)	Sri Ratan Kr. Saha,	" No. 7
5)	Sri Subhash Ch Das,	" No. 8
6)	Sri Gopal Singha Roy,	" No 12
7)	Prafulla Ch. Roy,	" No. 13
8)	Sri Swapan Kr. Roy,	" No. 46
9)	Sri Shiba Prasad Dhar,	" No. 53
10)	Smti Shilpi Chakraborty,	" No. 62
11)	Smti Shefali Subba,	" No. 68
12)	Sri Samdra Laskar,	—
13)	Sri Ratan Kr. Saha,	—
14)	Sri Narayan Ch. Paul,	" No. 92
15)	Srr A.K. Sinha,	" No. 106

For Type—IV Quarters

1)	Sri Debajyoti Kar,	Sl No. 2

2)	Sri Tapash Chakraborty,	Sl No. 3
3)	Dr. Rabindra Patwari,	,, No. 5
4)	Dr. Goutam Bose,	,, No. 6
5)	Smti Soma Nag,	,, No. 7
6)	Sri Jyotirmoy Ghosh,	,, No. 8
7)	Dr. Prabir Kr. Deb,	,, No. 9
8)	Sri Soumendra Chakraborty,	,, No. 11
9)	Dr. Prabhat Deb Barma,	,, No. 15
10)	Sri Sumit Das,	,, No. 16
11)	Sri S.K. Chakma,	,, No. 17
12)	Sri Mintu Ghosh,	,, No. 18
13)	Sri Nabrun Das Gupta,	,, No. —
14)	Sri Pravin L Agawal	Sl No. 3 of IAS, IPS, IFS List,
15)	Sri Anil Garg	Sl No. 7 of —do—

FOR TYPE—V QUARTERS.

1)	Sri Rameswar Das,	Sl No. 1 as per Register
2)	,, S.K. Pandey	,, No. 2 ,,
3)	,, M V. Subba Reddy.	,, No. 6 ,,
4)	,, S.S. Chaturbedi	,, No. 8 ,,
5)	,, M. Nagaraju	,, No. 15 ,,
6)	,, S.K. Rakesh	,, No. 21 ,,
7)	,, Anurag	,, No 23 ,,
8)	,, B.K. Roy.	,, No. 24 ,,
9)	,, Bidhu Bhusan Malakar (Minister)	,, No.—
10)	,, Balaram Reang. (Minister).	,, No.

FOR TYPE—IV QUARTERS.

1)	Sri R. L. Srivastava	Sl No. 5 as per Register.
2)	,, Kuldeep Kumar	,, No. 12 ,,
3)	,, Akhil Kr. Sukla	,, No. 19 ,,
4)	,, B.L Bhora	,, No. 20 ,,
5)	,, Kumar Alok.	,, No. 22 ,,

Admitted Un-Starred Question No. 67

Name of the M.L.A. :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উগ্রপন্থী কর্তৃক অপহৃত হবার দু'বছর বা আরও বেশী সময় যাবত নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরী কিংবা বিকল্প সুযোগ দানের সিদ্ধান্ত অনুসারে ৩১-৩-২০০০ ইং পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে কতটি আবেদন জমা পড়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ।

উত্তর

১। উগ্রপন্থী কর্তৃক অপহৃত হবার দু'বছর বা আরও বেশী সময় যাবৎ নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের একজনকে সরকারী চাকরী কিংবা বিকল্প সুযোগ দানের সিদ্ধান্ত অনুসারে ৩১-৩-২০০০ ইং পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে মোট ৩৯টি আবেদন জমা পড়েছে।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

মহকুমার নাম	আবেদন সংখ্যা	মহকুমার নাম	আবেদন সংখ্যা
১। সদর	৫টি	৬। গণ্ডাছড়া	৩টি
২। খোয়াই	৮টি	৭। কমলপুর	৬টি
৩। উদয়পুর	১টি	৮। লংতরাই ভ্যালি	৭টি
৪। অমরপুর	৩টি	৯। আমবাসা	১টি
৫। সাব্রুম	১টি	১০। উত্তর জেলায় ৩টি	
		মহকুমায় —	৯টি

Admitted Un-Starred Question No. 91

Name of the Member :— Shri Shayama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Development be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। অক্টোবর ২৭, ১৯৯৬ ইং তারিখে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য সংসদে গৃহীত জাতীয় নীতির অঙ্গ হিসাবে গঠিত শুক্লা কমিশন এবং বাপ্পারাই কমিটির রিপোর্টের পূর্ণ বয়ান কিরকম ?

২। ঐ রিপোর্টের কোন্ কোন্ সুপারিশ কার্যকর হয়েছে ?

উত্তর

১। উত্তর পূর্বাঞ্চলের অনগ্রসরতা দূর করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনাক্রমে শ্রী এস, পি, শুক্লার পৌরহিত্যে শুক্লা কমিশন নামে একটি হাইলেভেল কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এই কমিশন উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে "বেসিক মিনিমাম সার্ভিসেস" দ্বারা পশ্চাদপরতার দিকগুলি খতিয়ে দেখেছিল। শুক্লাকমিশন উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের জন্য 'বেসিক মিনিমাম সার্ভিসেস" বাবদ ৯৩৯২.৫৪ কোটী টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করেছিল। যার মধ্যে ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দের পরিমান ১৫১২.২৫ কোটী টাকা। ইহা ছাড়াও উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন বিদ্যুৎ, রাস্তা, রেলপথ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ আভ্যন্তরীন জল পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য আনুমানিক ৯৩,৬১৯.০১ কোটী টাকা সুপারিশ করে। বিনিয়োগের রাজ্যভিত্তিক হিসাব পৃথক ভাবে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি। রিপোর্টে এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য আরো কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য বাগ্গা'রাই কমিটির রিপোর্টের সারাংশ পরিশিষ্ট-২-এ দেওয়া হল।

২। শুক্লা কমিশনের রিপোর্টের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে BMS-এর জন্য বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। শুক্লা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পূর্বে এবং পরে BMS-এর অধীন প্রকল্পগুলোর জন্য ভারত সরকারের বরাদ্দ নিম্নরূপ :—

<u>শুক্লা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পূর্বে :</u>

বৎসর :— ১৯৯৬-৯৭ ইং	BMS-এর জন্য অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা বাবদ ৮৬.৩৭ কোটি টাকা।

<u>শুক্লা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পরে :</u>

বৎসর : — ১৯৯৭-৯৮ হইতে ১৯৯৯-২০০০ পর্যন্ত (৩ বৎসর)	BMS-এর জন্য অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা বাবদ ১৬১.৬৬ কোটি টাকা

শুক্লা কমিশনের পরিকাঠামোগত প্রকল্পের সুপারিশগুলো 'নন্ লেপ্সেবল সেন্ট্রাল পুল অব্ রিসোর্সে'র' অধীনে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচিত হচ্ছে।

শুক্লা কমিশনের পরিকাঠামোগত ও বাগ্গারাই কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলো এবং তাদের বর্তমান অবস্থা যথাক্রমে পরিশিষ্ট-১ এবং ২-এ প্রদত্ত হল।

পরিশিষ্ট—১

শুক্লা কমিশনের পরিকাঠামোগত ও অন্যান্য সুপারিশগুলোর বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ :—

(১) সুপারিশ	(২) বর্তমান অবস্থা
১। উত্তর পূর্বাঞ্চলের দেশীয় (indegenous) ফসল চা ও কফিকে "বন্য প্রজাতি" (Forest Spices) হিসাবে ঘোষনা করা এবং অবলুপ্ত (degraded) বনাঞ্চলে ফসলদ্বয় চাষের অনুমতি দেওয়া।	এখনো করা হয়নি।
২। ত্রিপুরার অবলুপ্ত, অবিভক্ত (unclassified) ও মুক্ত (Open) সরকারী বনাঞ্চলে তফশীলি উপজাতি পরিবার সমূহের পুনর্বাসনের জন্য রাবার চাষের অনুমতিকল্পে বন ও পরিবেশ মন্ত্রনালয় (MOEF)-এর বর্তমান নীতি পুনর্বিবেচনা করা এবং নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অতি সত্বর ৫০০০ হেক্টর জমি মুক্ত করা।	এখন পর্যন্ত মাত্র ১৫০০ হেক্টর জমি মুক্ত করা হয়েছে।
৩। ত্রিপুরার সেচ প্রকল্পের জন্য ৩৫০ কোটি টাকার সুপারিশ করা হয়। এই প্রকল্পসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করারও সুপারিশ করা হয়	এখনো করা হয়নি।
৪। কুমারঘাট আগরতলা রেললাইনের জন্য ৫৭৫ কোটি টাকার অনুমিত ব্যয়ের সুপারিশ করা হয়েছিল যা বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ৮৪৯ কোটী টাকা।	কাজ শুরু হয়েছে।
৫। ভারত এবং বাংলাদেশের মাঝে রেলসংযোগ স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনার সূচনা করতে হবে, বিশেষতঃ করিমগঞ্জ এবং আগরতলা সেক্টরের জন্য।	এখনো বাস্তবায়িত হয়নি
৬। আগরতলা-উদয়পুর-সাব্রুম সড়ককে জাতীয় মহা-সড়কে উন্নীত করা।	জাতীয় মহাসড়ক হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে।
৭। আগরতলা থেকে আখাউড়া পর্যন্ত সড়ক সংযোগ স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে প্রস্তাব দেওয়া।	আগরতলা থেকে ঢাকা পর্যন্ত বাস চলাচল সম্পর্কিত কথাবার্তা শীঘ্রই শুরু হওয়ার পথে।
৮। পরিবর্তনশীল অবস্থায় ত্রিপুরায় রাবার বিছানো (rubberised) রাস্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ণ করা।	রাজ্য সরকার ক্ষুদ্র পরিসরে এই প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

(১)	(২)
৯। কমিশনের নিকট প্রস্তাবিত অন্যান্য রাজ্য মহাসড়ক, প্রধান জেলাসড়কও অন্যান্য সমন্বিত জেলাসড়ক সমূহকে নিয়ে একটি আঞ্চলিক মাস্টার প্ল্যান তৈরী করা। পরিকল্পনা কমিশনের নিকট পেশ করার জন্য এই মাস্টার প্ল্যান তৈরীতে রাজ্যকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত করা।	কোন অগ্রগতি হয়নি।
১০। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য মূলধনী ও চলতি ব্যয়ের ক্ষেত্রে পরিবহন সর্বাধিকিকরণ সমীক্ষা (Transport Optinisation Study) চালু করা। অনুরূপ সমীক্ষা করা যেতে পারে বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং ভূটানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপন এবং মাল পরিবহন/আদান প্রদানের ক্ষেত্রে।	জানা যায়নি।
১১। আগরতলাও আইজলের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী, ২১০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের সাইরং মনু মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীত করা।	সাইরং মনু রাস্তা জাতীয় মহাসড়ক হিসাবে ঘোষিত হয়েছে।
১২। বিশেষজ্ঞ সহযোগীতা নিয়ে রাজ্যগুলির রাজধানী, বৃহৎ শহর এবং সম্ভাবনাময় উন্নয়ন কেন্দ্রগুলির জন্য মাষ্টার প্ল্যান তৈরী/পর্যালোচনা করা।	নন্ ল্যাপ্সেবল পুল-এর অধীনে নূতন রাজধানী কমপ্লেক্স প্রকল্পের জন্য আংশিক অনুমোদন পাওয়া গেছে।
১৩। বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে বানিজ্য ও পন্য চলাচলের রাস্তা স্থাপনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা।	বাস্তবায়িত হয়নি।

পরিশিষ্ট—২

উত্তর পূর্বাঞ্চলের শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য বাপ্পারাই কমিটির সুপারিশ নিম্নরূপ:—

বিষয়	কমিটির সুপারিশ	প্রয়োগিক অবস্থা
আর্থিক সুবিধাসমূহ (১)	জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন, কৃষিভিত্তিক শিল্প, রাস্তা নির্মান, তথ্য প্রযুক্তি, পর্যটন, অসামরিক বিমান পরিবহন, গ্যাস এবং খনিজসম্পদ ভিত্তিক	কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

বিষয়	কমিটির সুপারিশ	প্রয়োগিক অবস্থা
	শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে স্থাপিত নূতন শিল্প ইউনিটগুলিকে পরবর্তী ২৫ বৎসরের জন্য করছাড়ের (আয়কর, অন্তঃশুল্ক, বিক্রয়কর, পৌরকর) সুবিধা প্রদান।	
আর্থিক/ সুবিধাসমূহ (২)	অন্তঃশুল্ক: উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে কার্যকরী ব্যায়ের হার বেশী হওয়াতে করছাড়ের সুবিধা প্রদান জরুরী। দীর্ঘমেয়াদী কালে অন্তঃশুল্কের গড় হার হতে পারে ১৮% SSI সমূহের জন্য কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে। উৎপাদন শুরু করার ১০ বৎসর পর্যন্ত ৮ শতাংশ হারে অন্তঃশুল্ক ধার্য্য করা, যা কর ছাড়ের অতিরিক্ত দেওয়া যেতে পারে। আয়কর: বর্তমানে ৫ বৎসর পর্যন্ত আয়কর ছাড়ের সুবিধা দেওয়া আছে। উন্নয়ন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য তা ১০ বৎসর পর্যন্ত বাড়ানো উচিত।	অন্তঃশুল্ক: আসাম এবং ত্রিপুরার নির্দিষ্ট অঞ্চলে ১০০% ছাড়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কিছু নির্দিষ্ট শিল্পের জন্য উক্ত নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরেও ১০০% শুল্ক ছাড়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। আয়কর: উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলোতে আয়কর ছাড়েরও সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এসংক্রান্ত ঘোষনাও জারী হয়েছে।
কৃষি ক্ষেত্র	বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় 'অসমে' কৃষি ও পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প চলছে। বিদেশী দাতা সংস্থাসমূহের সহায়তায় কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন করা। কৃষি ও অর্থমন্ত্রক কর্তৃক অন্যান্য রাজ্যগুলিতে অনুরূপ প্রকল্প রূপায়নের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট সুপারিশ করা।	এখনো কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
শিল্প ক্ষেত্র	II) স্কীমে সহায়তা/ঋণ প্রদান কাঠামোর অনুপাত ৪০:৬০ থেকে পরিবর্তন করার দাবী দীর্ঘদিনের। এই স্কীমে কেন্দ্রীয় অনুদান এবং রাজ্যের অংশ/ঋণের	ইহা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট

বিষয়	কমিটির সুপারিশ	প্রায়োগিক অবস্থা
	অনুপাত হওয়া উচিত ৮০:২০। বিদ্যমান পরিকাঠামোগত ঘাটতি পূরণ করার জন্য IID স্কীমগুলোর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।	মন্ত্রক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারী হয়েছে।
আর্থিক ঋণ প্রবাহ	উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ঋণের সুবিধা প্রদান করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্ণরের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ সেল গঠন করা। ঋণ প্রদান ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য রাজ্যসরকার ও ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাপক ভাবে সহায়তা করা।	এখনো কোন সুনির্দিষ্ট ফল অর্জিত হয়নি।
	নরঠাকুর কমিটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য দেনা: মূলধন অনুপাত সুপারিশ করেছে ৩:১। ইহা অতিসত্বর অনুমোদন করা প্রয়োজন। শিল্প ক্ষেত্রে কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ এ অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় অনুপাতে হওয়া দরকার। উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য অবস্থাকে বিবেচনা করা দরকার। নায়েক কমিটি SSI সমূহের জন্য কার্যকরী মূলধনের অনুপাত সুপারিশ করেছে বিক্রয়ের ২০ শতাংশ। বৃহৎ এবং মাঝারি ক্ষেত্রে কোর কমিটির রিপোর্ট-এর নিয়মকানুনে ছাড় দিয়ে এ অঞ্চলে শুরু করা উচিত। উত্তর পূর্বাঞ্চলের স্থানীয় ব্যাঙ্ক সমূহকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে এ অঞ্চলের জন্য গ্রহণযোগ্য CD Ratio প্রদান করতে পারে এমন ব্যাঙ্কগুলোকে তফসীলি বানিজ্যিক ব্যাঙ্ক স্থানীয় ব্যাঙ্কের মর্যাদা প্রদানে সাহায্য করা উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলোতে CD Ratio-এর উন্নতি ঘটানো।	এখনো কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
	অধিকন্তু ব্যাঙ্ক সমূহের CD Ratio যে পরিমানে জাতীয় গড় অনুপাতের কম হবে, তার অন্তত:	এখনো কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

১	২	৩
	অর্থেক NEDFi-এর নিকট জমা রাখতে হবে, যাতে ইহা SFC/SEDC সমূহকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। Debt equity-এর ৩:১ হার শীঘ্রই মেনে নেওয়া SFC/SEDC সমূহের পুনর্গঠনের জন্য অর্থমন্ত্রক, কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ। প্রতিটি ব্লকে বানিজ্যিক ব্যাঙ্কের ন্যূনতম একটি শাখা স্থাপন করা।	
ব্যবসা ও বানিজ্য	বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে মাল পরিবহনের সুবিধা সুনিশ্চিত করা। উত্তর পূর্বাঞ্চলে রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা এবং APEDA-এর অফিস খোলার ব্যবস্থা করা।	আগরতলাতে APEDA-এর একটি "Virtual Office" খোলা ব্যতীত এ ব্যাপারে আর কোন অগ্রগতি হয়নি।
উদ্যোগ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন	দক্ষতা উন্নয়নঃ বর্তমানে ITi সমূহের সহায়তায় উত্তর পূর্বাঞ্চলে দক্ষতা উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে। ITI সমূহ বর্তমানে প্রচলিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করছে। ইহা উল্লেখ্য যে ITI সমূহে পরিকাঠামো ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করা দরকার। উদ্যোগ উন্নয়নঃ উদ্যোগ উন্নয়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যারা জেলাসমূহে প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করতে পারবে। জেলাস্তরে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি স্কীম চালু করা দরকার। প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কাজের সংগঠিত হতে পারে EDI আহমেদাবাদ এবং IIE, গুয়াহাটি দ্বারা। বর্তমান বিদ্যালয় এবং কলেজসমূহ জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে।	এখনো কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।
বিশেষ স্বনির্ভর প্রকল্প	ভারত সরকার কর্তৃক অধিকতর সহজ শর্তাবলী সম্পন্ন একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু করা। প্রকল্পটির সুবিধা উদ্যান (Horticulture). শূকর পালন, হাঁস মুরগী পালন ছোট চা বাগিচা স্থাপন ইত্যাদি অর্থ-	কোন নূতন প্রকল্প চালু করা হয়নি। যদিও PMRY-এর সুবিধা উদ্যান (Horticulture) শুকর পালন,

১	২	৩
	নৈতিকভাবে ফলপ্রসূ ক্ষেত্রেও সম্প্রসারন করা। বয়সের উর্দ্ধসীমা ৪০ বৎসর পর্যন্ত বাড়ানো এবং আয়ের কোন উর্দ্ধসীমা না রাখা ব্যবসায়িকক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রকল্পগুলির জন্য ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রকল্পের অনুমোদন বিবেচনা করা। ১ লাখ টাকা পর্যন্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোন নিরাপত্তা সহযোগী রাখার বিষয়ে বাধ্যবাধকতা না থাকা। সমষ্টিগত প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থমঞ্জুরের সীমা ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো।	হাঁসমুরগী পালন, মৎস্য চাষ, ছোট চা বাগিচা স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়েছে। বয়সের উর্দ্ধসীমা ৫০ বৎসর এবং আয়ের উর্দ্ধসীমা বছরে ২৪,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০,০০০ টাকা করা হয়েছে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের প্রকল্পগুলির জন্য ব্যয়ের উর্দ্ধসীমা ২ লাখ টাকা করা সংক্রান্ত ঘোষনা জারী হয়েছে। ভর্তুকী সংক্রান্ত বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।
উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন কমিটির সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য রাজ্যগুলোর একটি স্ট্যান্ডিং ফোরাম থাকা দরকার। কমিটি উত্তর জন্য স্ট্যান্ডিং পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য কেন্দ্রে কেবিনেট ফোরাম পর্যায়ের একটি মন্ত্রক গঠনের সুপারিশ করছে।		কোন অগ্রগতি হয়নি।

Admitted Un-Starred Question No. 97

Name of M.L.A. : – Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১ রাজ্যে পরিবহন দপ্তর থেকে মোট কয়টি রুটে এবং কোন্ কোন্ রুটে কতগুলি বেসরকারী বাসকে চলাচলের জন্য ১লা জুন ২০০০ ইং পর্যন্ত পারমিট দেওয়া আছে? (রুট অনুযায়ী পৃথক পৃথক হিসাব)।

২ ঐ সকল রুটে উক্ত সময় পর্যন্ত কয়টি করে বেসরকারী বাস চালু আছে? (রুট অনুযায়ী হিসাব)। এবং

৬। কয়টি রুটে এবং কোন্ কোন্ রুটে বেসরকারী বাস চলাচল বন্ধ হয়েছে? (রুট অনুযায়ী হিসাব)।

উত্তর

১। পরিবহন দপ্তর থেকে মোট ২০৪টি রুটে ৫৩৩টি পারমিট বেসরকারী বাসকে দেওয়া হয়েছে। রুট অনুযায়ী পৃথক পৃথক হিসাব সঙ্গে তালিকায় দেওয়া হলো।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩। ঐ

Statement showing the Name of Routes and No. of Permits issued in respect of Bus.

Sl. No.	Name of Route	Total No. of Permit Issued
1)	Agartala-Simna	—15—
2)	Agartala-Kalkalia (Indira Bikash Coloney) Via-Bamutia	—11—
3)	Agartala-Sonamura, Konaban, Kamalasagar Champamura, Kalkalia, Goliraibari, Boxanagar and Agt.-Kakraban via Melagarh and Bishramganj	—14—
4)	Agartala-Sonamura via Bishramganj	—9—
5)	Agartala-Fatikcharra via Bamutia	—1—
6)	Agartala-Udaipur	—5—
7)	Agartala-Belonia	—2—
8)	G.B. Hospltai-Srinagar via Belonia	—1—
9)	G,B, Hospital-Mirza via Udeipur	—[illegible]—
10)	Agartala-Mirza	—5—
11)	Agartaia-Killa via Udaipur	—5—
12)	Agartala-Boxanagar via Putia, Rulhia	—2—
13)	Agartala-Taksapara	—1—
14)	Agartala-Sonamura via Taksapara	—1—
15)	Agartala-Sonamura via Boxanagar	—7—

1	2	3
16)	Agartala-Kamalnagar	—1—
17)	Agartala-Matabari	—2—
18)	Agartala-Tainani via Udaipur	—4—
19)	Agartala-Atharabhola via Udaipur	—2—
20)	Agartala-Udaipur via Salgarha	—1—
21)	G B. to Salgarha	—2—
22)	G.B to Jampaijala	—2—
23)	Agartala-Takerjala	—3—
24)	Agartala-Takarjala via Bishalgarh	—2—
25)	Agartala-Jampaijala via Champaknagar	—2—
26)	G.B. to Daccerbari	—2—
27)	Agartala-Ramnagar via Charilam	—3—
28)	G,B. to Golaghati via Bishalgarh	—5—
29)	G B, to Jirania	—1—
30)	G B. to Belabar/Camperbazar	—6—
31)	G.B. to Bishalgarh	—1—
32)	Agariala-Kamthana	—5—
33)	Agartala-Kamalasagar	—1—
34)	G.B. to Chelikhola	—1—
35)	G.B. to Conchanmala via Sekerkote	—3—
36)	Agartala-Tirthamukh	—2—
37)	G,B. to Fultali via Sekerkote	—3—
38)	G,B, to Lalsingmura	—2—
39)	Agartala-Maharani via Udaipur	—1—
40)	Udaipur-Silachari via Amarpur	—2—
41)	Udaipur-Sabroom	—3—
42)	Udaipur-Srinagar via Hrishamukh	—2—

1	2	3
43)	Udaipur-Jolaibari via Santirbazar	—1—
44)	Udaipur-Belonia	—2—
45)	Kakraban to Barpathari Via Udaipur	—5—
46)	Udaipur-Gourangabazar	—6—
47)	Sonamura to Amarpur	—1—
48)	Sonamura-Jatanbari via Udaipur	—1—
49)	Sonamnra-Belonia via Bhabanipur	—6—
50)	Sonamura-Belonia via Udaipur	—1—
51)	Sonamura-Matabari via Kishoreganga & Silgati	—3—
52)	Sonamura-Matabari via Bishramganj	—2—
53)	Sonamura-Maharani via Taksapara	—2—
54)	Sonamura-Maharini Barrage via Bishramganj	—1—
55)	Belonia-Gourangabazar	—13—
56)	Belonia-Ekinpur	—9—
57)	Belonia-Puranrajbari	—1—
58)	Belonia-Jatanbari	—2—
59)	Belonia-Jolaibari via Kowaifung	—1—
60)	Belonia-Sabroom	—2—
61)	Belonia-Kalshi	—1—
62)	Teliamura-Karbook via Amarpur	—1—
63)	Teliamura-Dharmanagar	—1—
64)	Teliamura-Amarpur	—19—
65)	Udaipur-Amlighat via Belonia, Santirbazar	—11—
66)	Udaipur-Srinagar	—2—
67)	Belonia-Manughat (Chotakhail) via Srinagar, Amlighat, Sabroom, Manubazar	—13—
68)	Dharmanagar-Ranirbari	—3—

1	2	4
69)	Kailashahar-Manikpur	—1—
70)	Kailashahar-Manu	—1—
71)	Agartala-Champahawr	—3—
72)	Agartala-Hatkata (Ramchandraghat via Teliamura)	—1—
73)	Agartala-Sonai	—1—
74)	Kailashahar-Dasda Kanchanpur	—2—
75)	Agartala-Ambassa	—1—
76)	Agartala-Teliamura	—19—
77)	Agartala-Kanchanpur	—1—
78)	Kamalpur-Dharmanagar	—1—
79)	Agartala-Janmajoynagar via Jirania	—1—
80)	Agartala-Ghorakhappa via Udaipur, Silchari	—1—
81)	Agartala-Khowai via Subalsing	—2—
82)	Agartala-Subalsingh	—1—
83)	Agartala-Behalabari via Teliamura	—5—
84)	Agartala-Chakmaghat via Telimura	—2—
85)	Dharmanagar-Anandabazar via Jalibassa	—1—
86)	Dharmanagar-Anandabazar via Pacharthal	—3—
87)	Agartala-Lafuga via Kamalghat	—1—
88)	Agartala-Khowai via Teliamura	—14—
89)	Agartala-Asharambari via Teliamra	—2—
90)	Dharmanagar-Kailasahar	—2—
91)	Agartala-Tulashikhar via Teliamura	—1—
92)	Agartala-Kamalpur via Teliamura	—2—
93)	Agartala-Uttar Maharani via Teliamura	—5—
94)	Khowai-Kamalpur via Teliamura	—1—

1	2	3
95)	Agartala-Kailasahar	—TRS-928, TR-01/1234 and other bues of Tripura Bus Association are also playing in rotational basis.
96)	Kamalpur-Ambassa	—3—
97)	Agartala-Dasda Kanchanpur via Pacharthal	—2—
98)	Agartala-Gandacharra	—1—
99)	Agartala-Kadamtala	—1—
100)	G.B. Hospital-Kathaltali	—1—
101)	Agartala-Narsingai (Town Bus rout No. 4)	—7—
102)	Agartala-Amarpur via Teliamura	—21—
103)	G.B. to Tulamura via Mirza	—2—
104)	Agartala-Madhuchowdhuripara	—3—
105)	G.B. to Champamura	—1—
106)	Agartala-Kamalpur	—TR-01/1232,1255 and other buses of T.B. Association, Agt. Are plying in rotational and 18 nos. of buses of T. Minibus Syndicate in rotationaal basis plying.
107)	Agartala-Chawmanu	—1—
108)	Agartala-Town rout No. I	—2—
109)	Agartala-Mandai	—TR-01/1248 and other 18 nos. basis in rotational basis of T.M.B.S., Agartala.

1	2	3
110)	Kailasahar-Brajendranagar via Dharmanagar	—1—
111)	Kamalpur-Gandacharra	—2—
112)	Kanchanpur-Fuldanghshi	—1—
113)	Belonia-Sonamura via Nidaya, Kathalia, Bhabanipur	—1—
114)	G. B.-Nehalchandranagar	—1—
115)	Agartala-Abhicharanbazar via Mohanpur	—2—
116)	Belonia-Samarendraganj via Hrishyamukh	— 18 are plying in rotatinnal basis — of Tripura
117)	Agartala-Borakha via Ranirbazar	Mini-Bus Syndicate. — Motor Stand, Agartala
118)	Agartala-Borakha via Engg. College	Do
119)	Agartala-Rajchantaipara via Khayerpur	
120)	Agartala-Sashupara via Ranirbazar and Jirania	
121)	Agartala-Sabroom	—4—
122)	Agartala-Khowai	—2—
123)	Agartala-Ghilatali	—3—
124)	Agartala-Amarpur	—4—
125)	Agartala-Gopalnagar	—2—
126)	Agartala-Kalyanpur	—21—
127)	G. B.-A.D.C. Hq	—1—
128)	G. B.-Jampuijala via A.D.C.	—1—
129)	Agartala-Tulashikhar via Teliamura	—2—
130)	Agartala to Dasda via Pacharthal	—2—

1	2	3
131)	Agartala-Banikya chowmuhani via Indranagar Nanranagar & Dhaleswar	--1—
132)	Agartala-Dukshi via Teliamura Covering Moharcharra.	—2—
133)	Radhakishorenagar (Banikyachowmuhani) to Dist. Hospital	—1—
134)	Anandanagar-Airport	—1—
135)	G. B.-Shibnagar via Taksapara	—1—
136)	G. B.-Laxmichhera	—1—
137)	Agartala-Gangachcera	—2—
138)	Agartala-Pitrabazar	—1—
139)	Agartala-Nalua	—1—
140)	Agartala-Rajnagar via BLN	—1—
141)	Agartala-Belonia via Asram School	—1—
142)	Agartala-Gourangabazar	—1—
143)	G.B.-Belonia via Udaipur	—1—
144)	Agartala-Khowaifung via Asharam School	--1—
145)	Agartala-Barpothari via Mirza, Kakraban	—1—
146)	Agartala-Silachari	—1--
147)	Bankul-Manughat	- 1 |
148)	Udaipur-Silachhari	—1—
149)	Agartala-Dharmanagar	— 8---
150)	Kamalpur-Sikaribari	— 1--
151)	Kamalpur-Kadamtali	--2—
152)	Kailashar-Panisagar	— 1 —
153)	Kalishat-Dasda via Pacharthat/Kumrght	—1—
154)	Kailashar-Masauli via Fatikroy/Kumarghat	—1—
155)	Chailengta-Machmara via Pancharthai/Kumaaghat	—1—

1	2	3
156)	Fuldangshi-Dasda, Kanchanpur, Kumarghat	—1—
157)	Kumarghat-Ladamtali via Kls/Dharmanagar	—1—
158)	Kumarghat-Baburbazar via KLS	—1—
159)	Ranibari-Dasda via Dharmanagar Pacharthal	—1—
160)	Ranirbari-Panisagar via Tilthai	—1—
161)	Kadamtali-Damchhara via Ichailalchhara/ Dharmanagar/Panisagar/Jalibassa.	—1—
162)	Banikya Chowmohani-B. R. Ambedkar via G B.-Circuit North Gate-Battala.	—1—
163)	Belonia-Agartala via Sonamura	—2—
164)	Agartala-Belonia via Santirbazar	—4—
165)	Kailshar-Agartala	—1—
166)	Agartala-Subroom via Udaipur	—3—
167)	Agartala-Kumarght	—1—
168)	Agartala-Silcharr	—1—
169)	Battala-Kamthana	—1—
170)	Napco-Hapania	—1—
171)	Manaipather-Agartala via Sonamura	—1—
172)	Kndacharra-Kailashar via Dharmanagar	—1—
173)	Kimti-Kadamtala-Dharmanagar-Kailasahar-Kumarghat-Nepaltil a	—1—
174)	Agartala-Teliamura	—1—
175)	Agartala-Gauhati via Shillong	—1—
176)	Khasia Mangal-Agartal	—1—
177)	Bishalgarh-G B. Battala	—1—
178)	Hapania-Banikya Chowmuhani-Battala-G. B.	—1—
179)	Agartala-Kamalpur	—1—

1	2	3
180)	Agartala-Naluaya via Sonamura-Belonia	—2—
181)	Singirbil-Churaibari via Kailashahar & Dharmanagar-Bagpassa.	—1—
182)	Ranirkhamar-Chanmuri via Amtali-Battala-G.B.	—1—
183)	Churaibari-Kumaghat-Kadamtali-Dharmanagar-Kaliashahar	—1—
184)	Aswini Market-Banikya Chowmuhani via G.B.	—1—
185)	Kakraban-Agartala via Udaipur	—1—
186)	Kachanpur-Phuldangsi	—1—
187)	Ashwini Market-Nepco via Battala	—2—
188)	Agartala-Kailashahar	—2—
189)	Agartala-37 Mile	—1—
190)	Kathalthali-Banikya Chowmuhani via G B.	—1—
191)	Taltala Hospital-Radhanagar Bus Stand via Bamutia	—1—
192)	Khowai-Agartala via Teliamura	—1—
193)	Bhurbazar-Dhanbilesh-Kailashahar & Jalai	—1—
194)	Dharmanagar-Agartala	—1—
195)	Chamanu-Dharmanagar-Manu-Kumarghat-Bagpassa	—1—
196)	Agartala-Matarbari via Udaipur	—2—
197)	Amtali-Gurkhabasti-Battala-Paradise-V.M. Hospital-R,M,S -Northgate-Radanagar	—3—
198)	Aswinimarket-Chanmuri via Battala	—1—
199)	Amtali-Gukharbasti	—1—
200)	Manu-Agartala	—1—
201)	Jirania-Gurkhabasti-Ashram chowmnhani-Motorstand Womens College-Northgate	—3—
202)	Agartale-Belonia via Sonamura G B, Kamalasagar	—1—
	Camperbazar-Bhallukistilla	—2—
		Total— 533

1	2	3

Admitted Un-Starred Question No. 104

Name of the Member 1) Sri Ratan Lal Nath
2) Sri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Chager of PHE Deptt. be pleased to State.

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে বর্তমানে কয়টি ডিপটিউবওয়েল রয়েছে ; (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। এর মধ্যে কয়টি সচল এবং কয়টি অচল রয়েছে ? (পৃথক পৃথক হিসাব এবং ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। সারা রাজ্যে বর্তমানে ৭৫৩টি ডিপটিউবওয়েল রয়েছে। তার মধ্যে পি এইচ ই এর আওতায় ৫৯৬টি এবং ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের আওতায় ১৫৭টি ডিপটিউবওয়েল আছে ? নগর পঞ্চায়েত্ ও আগরতলা পুরসভা ভিত্তিক হিসাব Annexure-I এ দেওয়া হল।

২। পি, এইচ, ই, দপ্তরের আওতায় ৫৯৬টি ডিপটিউবওয়েলের মধ্যে ৫৩৭টি সচল ও ৯টি অচল এবং ৮০টি ডিপ টিউব ওয়েল (নূতন বসানো হয়েছে) চালু করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের আওতায় ১৫৭টি ডিপ টিউব ওয়েলের মধ্যে ১৪৭টি সচল ও ১০টি অচল রয়েছে। পৃথক পৃথক ব্লক ভিত্তিক হিসাব Annexure-II তে দেওয়া হল।

Annexure—I

Nos of Deeptubewell under P.H.E. Department.

Name of Block—	Total Nos. of Deeptubewell
1) Dukli	44 Nos.
2) Jampuijala—	11 "
3) Bishalgarh	37 "
4) Melagarh	18 "
5) Padmabil—	1 "

6) Kathalia—	11 ”
7) Boxnagar—	7 ”
8) Khowai—	11 ”
9) Tulashikar—	6 ”
10) Jirania	25 ”
11) Mandai	7 ”
12) Kalyanpur—	6 ”
13) Teliamura	11 ”
14) Mohanpur—	49 ”
15) Hezamara—	4 ”
16) Matabari	24 ”
17) Killa	4 ”
18) Kakraban	21 ”
19) Bagafa	29 ”
20) Rajnagar	17 ”
21) Hrishyamukh	11 ”
22) Satchand	25 ”
23) Rupaichari	6 ”
24) Amarpur	15 ”
25) Karbook	8 Nos.
26) Pecharthal—	4 ”
27) Dasda—	10 ”
28) Panisagar—	22 ”
29) Kadamtala—	17 ”
30) Kumarghat—	16 ”
31) Gonruagar—	11 ”
32) Salema—	11 ”
33) Ambassa—	11 ”

34)	Dumbar Nagar	5 "
35)	Manu—	7 "

NAME OF NAGAR PANCHYET & MUNICIPAL AREA

36)	Agartala Municipal Area	27 "
37)	Teliamura Nagar Panchayet	5 "
38)	Khowai Nagar Panchyet	1 "
39)	Sonamura Nagar Panchayet—	2 "
40)	Ranir Bazar Nagar Panchayet—	2 "
41)	Udaipur Nagar Panchayet—	4 "
42)	Amarpur Nagar Panchayet—	7 "
43)	Belonia Nagar Panchayet –	4 "
44)	Sabroom Nagar Panchayet—	3 "
45)	Dharmanagar Nagar Panchayet—	5 "
46)	Kailasahar Nagar Panchyet—	5 "
47)	Kumarghat Nagar Panchayet—	4 "
48)	Kamalpur Nagar Panchayet	2 "
	Total—	596 Nos.

Nos Of Deep Tube Well Under Irrigation & F.M Department

Name of Block		Total Nos. of Deep Tube Well
1)	Dukli—	7 Nos.
2)	Jampaijala—	3 "
3)	Bishalgarh—	21 "
4)	Melagarh—	17 "
5)	Padma Bil—	—
6)	Kathalia—	—
7)	Boxnager—	—
8)	Khowai—	4 "
9)	Tulashikar—	—

10)	Jirania—	9 "
11)	Mandai—	3 "
12)	Kalyanpur—	—
13)	Teliamura —	8 "
14)	Mohanpur—	35 "
15)	Hezamara—	—
16)	Matabari—	15 "
17)	Killa	2 "
18)	Kakraban—	—
19)	Bagafa—	6 "
20)	Rajnagar—	9 "
21)	Hrishyamukin—	—
22)	Satchand—	3 "
23)	Rupaichari—	1 "
24)	Amarpur—	—
25)	Karbook—	—
26)	Pecherthal —	--
27)	Dasda —	—
28)	Panisagar—	1 Nos
29)	Kadamtala—	4 "
30)	Kumarghat—	1 "
31)	Gournagar—	2 "
32)	Salema—	1 "
33)	Ambassa—	—
34)	Dumbor Nagar—	—
35)	Manu—	1 "
	Total—	157 Nos.

Annexure—II

Nos. of Deep Tube well under PHE/Running/Abondoneni, Sunk

Sl. No.	Name of Block	In Functiong	Non-Functioning	DTW Sunk	Total
1	2	3	4	5	6
1)	Dukli	39 Nos.	—	5 Nos.	44 Nos.
2)	Jamplijala	8 "	1 No.	2 "	11 "
3)	Bishargarh	35 "	—	2 "	37 "
4)	Melagarh	13 "	—	5 "	18 "
5)	Padmabil	—	—	1 "	1 "
6)	Kathalia	7 "	—	1 "	11 "
7)	Boxuagar	5 "	—	2 "	7 "
8)	Khowai	5 "	—	6 "	11 "
9)	Tulasikhar	2 "	2 "	2 "	6 "
10)	Jirania	16 "	—	9 "	25 "
11)	Mandai	5 "	—	2 "	7 "
12)	Kalyanpur	6 "	—	—	6 "
13)	Teliamura	11 "	—	—	11 "
14)	Mohanpun	34 "	—	15 "	49 "
15)	Hezamara	2 "	—	2 "	4 "
16)	Matabari	22 "	—	2 "	24 "
17)	Killa	4 "	—	—	4 "
18)	Kakraban	19 "	—	2 "	21 "
19)	Bagafa	27 "	—	2 "	29 "
20)	Rajnagar	14 "	1 "	2 "	17 "
21)	Hrishyamukh	8 "	—	3 "	11 "
22)	Satchand	17 "	1 "	7 "	25 "
23)	Rupaichari	4 "	—	2 "	6 "
24)	Amarpur	15 "	—	—	15 "

1	2	3	4	5	6
25)	Karbook	8 Nos.	—	—	8 Nos.
26)	Pecharthal	4 "	—	—	4 "
27)	Dasda	10 "	—	—	10 "
28)	Panisagar	21 "	1 No.	—	22 "
29)	Kadamtala	17 "	—	—	17 "
30)	Kumarghat	16 "	—	—	16 "
31)	Gournagar	11 "	—	—	11 "
32)	Salema	10 "	1 "	—	11 "
33)	Ambassa	9 "	2 "	—	11 "
34)	Dumbor Nagar	4 "	—	1 No.	5 "
35)	Manu	7 "	—	—	7 "
	Name of Nagar Panchayet/Municipal				
36)	Agartala	27 "	—	—	27 "
37)	Teliamura	5 "	—	—	5 "
38)	Khowai	3 "	"	"	4 "
39)	Sonamura	2 "	—	—	2 "
40)	Ranirbazar	2 "	—	—	2 "
41)	Udaipur	4 "	—	—	4 "
42)	Amarpur	7 "	—	—	7 "
43)	Belonia	4 "	—	—	4 "
44)	Sabroom	2 "	"	"	3 "
45)	Dharmanagar	5 "	—	—	5 "
46)	Kailasabar	5 "	—	—	5 "
47)	Kumarghat	4 "	—	—	4 "
48)	Kamalpur	2 "	—	—	2 "
	Total—	507 Nos.	9 Nos.	80 Nos.	596 Nos.

Name of the Deep Tubewell under Irrigation & F. M.
Running/Non-function/etc.

Sl. No.	Name of Black.	Functioning	Non-functioning	DTW Sunk	Total
1	2	3	4	5	6
1)	Bagafa	3 Nos.	3 Nos.	—	6 Nos.
2)	Bishalgarh	21 "	—	—	21 "
3)	Dukli	7 "	—	—	7 "
4)	Jampaijala	3 "	—	—	3 "
5)	Jirania	7 "	2	—	9 "
6)	Kadamtala	4 "	—	—	4 "
7)	Khowai	4 "	—	—	4 "
8)	Killa	2 "	—	—	2 "
9)	Kumarghat	1 "	—	—	1 "
10)	Mandai	3 "	—	-	3 "
11)	Manu	1 "	—	—	1 "
12)	Matabari	14 "	1 "	—	15 "
13)	Melagarh	17 "	—	—	17 "
14)	Mohanpur	34 "	1 "	—	35 "
15)	Panisagar	5 "	—	—	5 "
16)	Rajnagar	9 "	—	—	9 "
17)	Rupaichari	1 "	—	—	1 "
18)	Salema	1 "	—	—	1 "
19)	Satchand	1 "	2 "	—	3 "
20)	Teliamura	7 "	1 "	—	8 "
21)	Gour Nagar	2 "	—	—	2 "
	Total—	147 Nos.	10 Nos.	—	157 Nos.

Admitted Un-starred Question : 106

Name of the member : Shri Ratanlal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be please to state :—

প্রশ্ন

১) ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে এখন পর্য্যন্ত রাজ্যে সরকারী ও বে-সরকারী চা বাগানগুলিতে কত পরিমান চা উৎপাদন হয়েছে। (প্রতি বৎসর চা-বাগান ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)।

২) ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বৎসরে খরায় রাজ্যে চা-উৎপাদনে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এবং এই ক্ষতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন অর্থ বরাদ্দ করেছে কিনা ;

৩) যদি করে থাকে তবে তার পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে ত্রিপুরা সরকারের অধিগৃহীত সংস্থা "ত্রিপুরা চা-উন্নয়ন নিগম" (টি,টি.ডি.সি) পরিচালিত চা-বাগানগুলির কাঁচা চাপাতা উৎপাদনের বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল —

১৯৯৮ ইং— ২৬'০৮ লক্ষ কেজি।
১৯৯৯ ইং— ২১'১৫ " "
২০০০ ইং— ০৫'৬২ " " (৩০শে জুন পর্যন্ত)

বৎসর ভিত্তিক এবং বাগান ভিত্তিক হিসাব

	চা-বাগানের নাম	বৎসর		
		১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০ (৩০শে জুন)
১।	কমলাসাগর	৭.১৭ লক্ষ কেজি	৫.৬৭ লক্ষ কেজি	১.৫৩ লক্ষ কেজি
২।	লক্ষীলুঙ্গা	৪.৪২ " "	৬.৩১ " "	০.৯০ " "
৩।	তুফানীয়ালুঙ্গা	৩.০৫ " "	১.৯৮ " "	০.৫৭ " "
৪।	মোহনপুর	১.৮৫ " "	১.৫৪ " "	০.৩৮ " "
৫।	কালাছড়া	২.২৩ " "	২.৪৯ " "	০.৬৩ " "
৬।	ব্রহ্মকুণ্ড	৩.৫৪ " "	২.৭৬ " "	০.৬৮ " "
৭।	মাছমারা	৩.৪৮ " "	৩.৪০ " "	০.৯৩ " "
		২৬.০৭ লক্ষ কেজি	২১.১৫ লক্ষ কেজি	৫.৬২ লক্ষ কেজি

বেসরকারী চাবাগানগুলিতে উৎপাদনের তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম (টি, টি, ডি, সি,) পরিচালিত চা বাগানগুলিতে ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বৎসরে খরায় ক্ষতির পরিমাণ নিম্নে দেয়া হল :—

ক) ৭৫,৭৭০ কেজি কাঁচা চাপাতা। আর্থিক মূল্য ৬,০৬,১৬০ টাকা।

খ) ৯০ হাজার চা-চারা। আর্থিক মূল্য ১২,৬০,০০০ টাকা। এই ক্ষতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন অর্থ বরাদ্দ করে নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 110

Name of the Member :— Sri Pranab Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Chager of the water Resource be pleased to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট কত হেক্টর পরিমাণ জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা রয়েছে,

২। ১৯৯৯-২০০০ ইং সালে মোট কত হেক্টর পরিমাণ জমিকে জল সেচের আওতায় আনা হয়েছে (জেলা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। রাজ্যে ৩১-০৩-২০০০ ইং পর্য্যন্ত মোট ৩৬৭০৮ হেক্টর কৃষি জমিতে জল সম্পদের আওতায় জল সেচের ব্যবস্থা রয়েছে।

২। ১৯৯৯-২০০০ ইং অর্থ বর্ষে মোট ৩০০৯ হেক্টর জমিকে জল সম্পদ বিভাগ দ্বারা জল সেচের আওতায় আনা হয়েছে।

উত্তর জেলায়—	৩৩৬ হেক্টর
দক্ষিণ জেলায়—	১৪৫৬ ,,
পশ্চিম জেলায়—	১০৫৭ ,,
ধলাই জেলায়—	১৬০ ,,
মোট—	৩০০৯ হেক্টর

Admitted Un-Starred Question : 124

Name of the member :— Sri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১ দি ত্রিপুরা জুট মিলস লিমিটেড কোন বছর, কত তারিখে চালু হয়;

২। উপরোক্ত জুট মিলস্ লিমিটেড-এ চালুর বছর থেকে ১৯৯৯-২০০০ ইং সাল পর্যান্ত নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা কত (পৃথক পৃথক হিসাব);

৩। উপরিউক্ত কর্মচারীদের বেতন, ভাতা এবং মজুরী কিভাবে যোগান দেওয়া হয়।

৪। ঐ জুট মিলস্ চালু হওয়ার পর থেকে ১৯৯৯-২০০০ ইং সাল পর্যান্ত ঐ মিল-এর বিভিন্ন খাতে আয় ও ব্যায়ের পরিমাণ কত (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)? এবং

৫। এই সংস্থাকে বন্ধ করার, বিক্রি করার অথবা কর্মচারীদের সোনালী করমর্দনের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

৬। থাকিলে কবে পর্যান্ত কার্য্যকরী হবে?

উত্তর

১। ত্রিপুরা জুটমিল ১৯৭৯ ইং সালের ৩০শে নভেম্বর চালু হয়।

২। ১৯৯৯-২০০০ ইং সাল পর্যান্ত জুট মিলের নিয়মিত কর্মচারী সংখ্যা ১৬১৪ জন। কোন অনিয়মিত কর্মচারী নেই।

৩। জুট মিলের কর্মচারীদের বেতন ভাতা এবং মজুরী রাজ্য সরকারের শেয়ার ক্যাপিটেল এবং মিলের নিজস্ব আয় থেকে যোগান দেয়া হয়।

৪। জুট মিলস্ চালু হওয়ার পর থেকে ১৯৯৯-২০০০ ইং সাল পর্যান্ত জুটমিলের আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য সংযোজন করা হল।

৫। না?

৬। প্রশ্ন উঠেনা।

৪নং উত্তরের অংশ

সাল	আয়		ব্যয়	
১৯৭৮-৭৯—	৬৭৯২'৯৪	টাকা	২৫,৬৯১৭৩	টাকা
১৯৭৯-৮০ —	১২১৭৭'৯২	„	৫৯৪১২৩৭	„
১৯৮০-৮১ —	নাই		৭৯৭৪৮১২	„
১৯৮১-৮২ —	৮৪৫১৯৯৩'০৫	„	২০৫৭১৮৪৪'১০	„
১৯৮২-৮৩—	২১,৮০০৫৯৯'৪৬	„	৪,৬৮৬১০৬০'৭১	„
১৯৮৩-৮৪ —	৩৭২২৯৪৬৫'৯১	„	৬,৩১ ৬৯৯৯৫'২৮	„
১৯৮৪-৮৫ —	৬,৬০,০৭৭০৪'৯১	„	৭৮৮০১৪৭০ ৭৬	„

১৯৮৫-৮৬—	৪.৩০,৯৫৪৫৫·৯৪	,,	৭,৭৮,১৪৫৯২·৫০	,,
১৯৮৬-৮৭—	৩,০১,৫৭৩৫১·০০	,,	৫,৭০,৬৭২১২·০০	,,
১৯৮৭-৮৮—	২,৮৫,৬০১১৪·০০	,,	৪৮৬৮৫৬১৩·০০	,,
১৯৮৮-৮৯—	৩,০৪৫৪০৯৬·০০	,,	৬১৬৭৫০৬৫·০০	,,
১৯৮৯-৯০—	২,৭২৩১৮০৫·০০	,,	৬৩৯৪১৬০৫·০০	,,
১৯৯০-৯১—	১৯৫,৮২০০০·০০	,,	৬ ১৭১৪৯১৮·০০	,,
১৯৯১-৯২—	১০০০৩৩৫৮·০০	,,	৫৯৯৩৪৮৬৬·০০	,,
১৯৯২-৯৩—	১,৯৪,৭৩২৭·০০	,,	৫৮৮৯১৮৭৪·০০	,,
১৯৯৩-৯৪—	১২৯৩১৯৫·০০	,,	৫৭৪০৭৬৮৩·০০	,,
১৯৯৪-৯৫—	৯৫৩১৭৪৭·০০	,,	৭৪১৮৪৭৩৯·০০	,,
১৯৯৫-৯৬—	৩,১৭,১৬৭১৭·০০	,,	৮৯১০৯৮৮০১·০০	,,
১৯৯৬-৯৭—	৩ ৫০৫৯৮৬৫ ০০	,,	১০৪১৭৩৯১১·০০	,,
১৯৯৭-৯৮—	৩.১৮৯৯২৩০·০০	,,	১১৯৭৪১০২৩·০০	,,
১৯৯৮-৯৯ -	৪৭৪৩৫০০৬ ০০	,,	১৩৪৮২১৬৪২·০০	,,
১৯৯৯-২০০০—	৭১০৪০০০০·০০	,,	১২০৯৪৭০০০ ০০	,,

Admitted Un-Stared Question No. 67

Name of the Member :— Shri Ratanlal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ২০০০ ইং সনের June মাস পর্যন্ত সারা রাজ্যে রাইস্ মিল-এর সংখ্যা কত (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)?

২। এর মধ্যে সবগুলি রাইস মিল চালু রয়েছে কিনা?

৩। যদি চালু না থাকে তবে কয়টি চালু আছে এবং কয়টি বন্ধ আছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। ২০০০ ইং সনের জুন মাস পর্যন্ত সারা রাজ্যে মোট রাইস্ মিলের সংখ্যা ১২৯৭টি। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সংযোজন করা হল।

২। না।

৩। রাজ্যে চালু এবং বন্ধ রাইস্ মিল গুলির মহকুমা ভিত্তিক তথ্য সংযোজন করা হল।

২০০০ ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে চালু এবং বন্ধ রাইস মিলের মহকুমা ভিত্তিক তালিকা :

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	রাইস্ মিলের সংখ্যা	চালু রাইস্ মিল	বন্ধ রাইস্ মিল
১)	সদর	১১৬	৬৯	৪৭
২)	বিশালগড়	২৮	২৪	৪
৩)	সোনামুড়া	৫২	৫২	—
৪)	উদয়পুর	১২৪	১০৩	২১
৫)	অমরপুর	২৭	২৭	—
৬)	সাব্রুম	৫৯	৫৯	—
৭)	ধর্মনগর	২১৪	২০৭	৭
৮)	কাঞ্চনপুর	৪৩	২১	২২
৯)	কৈলাশহর	৯৮	৯০	৮
১০)	কমলপুর	৬০	৬০	—
১১)	আমবাসা	১৪	১৩	১
১২)	লংতরাই ভ্যালী	২৬	২৬	—
১৩)	বিলোনীয়া	১৭১	১৬৭	৬
১৪)	খোয়াই	২৬২	২৩৪	২৮
১৫)	গণ্ডাছড়া	৩	২	১
		১২৯৭	১১৫২	১৪৫

Admitted Un-Starred Question No. 137

Name of the Member :— Shri Ratanlal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Departmdnt be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ২০০০ ইং সনের ৭ই জুন পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে পারমিট প্রাপ্ত কমাণ্ডার জীপ ও অন্যান্য জীপের সংখ্যা কত ?

২। উক্ত পারমিট প্রাপ্ত কমাণ্ডার জীপ এবং অন্যান্য জীপ গুলি কোন্ কোন্ রোডে চালু আছে (রোড অনুযায়ী আলাদা আলাদা হিসাব)?

উত্তর

১। এখন পর্য্যন্ত পারমিট প্রাপ্ত কমাণ্ডার ও অন্যান্য জীপের সংখ্যা হলো ২০৭০টি।

২। রোড অনুযায়ী পারমিট প্রাপ্ত কমাণ্ডার ও অন্যান্য জীপের হিসাব সঙ্গে দেওয়া হলো।

Statement shuwing the name of routes and Nos of permits issued in respect of Jeep/Commander Jeep

Name of route	No. of permits issed.
All over Tripura	575
North Zone	191
South Zone	253
West Zone	106
1. Agartala-Belchara	— 2
2 Agartala-Teliamura	— 84
3 Agartala-Patni	— 1
4. Agartala-Khowai	— 84
5. Agartala-Sonamura	— 77
6. Agartala-Kamalasagar	— 9
7. Agartala-Subalshing	— 1
8. Agartala-Takarjala	— 3
9. Agartala-Golaghati	— 4
10. Agartala-Boxnagar	— 14
11. Agartala-Udaipur	— 68
12. Agartala-Jampaljala	— 10
13. Agartala-Matarbari	— 1
14. Agartala-Amlighat	— 3
15. Agartala-Dhajiabbri	— 1
16. Agartala-Belonio	— 16

17)	Agartala-Kathaliya	—6
18)	Agartala-Dhanpur	—1
19)	Agartala-Lalsinghmura	—4
20)	Agartala-Kamalpur	—1
21)	Agartala-Melaghra	—1
22)	Agartala-Mohanpur	—1
23)	Agartala-Simna	—25
24)	Agartala-Uttarmaharanipur	—1
25)	Agartala-Mandai	—7
26)	Agartala-Kanchanmala	—1
27)	Agartala-Julaibari	—1
28)	Agartala-Asri	—4
29)	Agartala-K. K. Nagar	—1
30)	Agartala-Lafanga	—2
31)	Anandabazar-Pacherthal	—1
32)	Amarpur-Agartala	—10
33)	Ambasa- Kamalpur	—49
34)	Abicharam-Agartal	—1
35)	Anandabazar-Dharmanagar	—4
36)	Asharambari-Agartala	—7
37)	Amlighat-Udaipur	—2
38)	Ananda Bazar-Kanchanpur	—1
39)	Amarpur-Karbook	—1
40)	Amarpur-Silchari	—1
41)	Bishalrgarh-Udaipur	—1
42)	Belonia-Udaipur	—22
43)	Banikya Chowmohani-Lalsingmura	—1
44)	Behalabari-Agartala	—1
45)	Bikramnagar-Bishalghar	—1

46)	Bittala-Kanchanmala	—1
47)	Baxanagar-Agartala	—1
48)	Baramaydan Bazar-Agartala	—1
49)	Bagabil-Agartala	—1
50)	Belonia-Subroom	—3
51)	Barapathari-Udaipur	—13
52)	Belonia-Sonamura	—10
53)	Baishnabpur-Manughat	—1
54)	Bankul-Udaipur	—1
55)	Baikhora—Kalshi	—1
56)	Bishramganga-Agartala	—1
57)	Bijalbari-Agartala	—1
58)	Barapathari-Agartala	—1
59)	Bankul-Chutokhil	—1
60)	Chaumanu-Dharmanagar	—3
61)	Chankhala-Agartala	—3
62)	Champahawar-Agartala	—1
63)	Champaknagar-Agartala	—4
64)	Chumanu-Agartala	—1
65)	Chaumanu-Kailasahahar	—4
66)	Chaumanu-Kumarghat	—1
67)	Chankhala-Khowai	—1
68)	Chaumanu-Kathalia	—1
69)	Chandrapur-Rajchantai	—1
70)	Damcharra-Chailengta	—1
71)	Dalugau-Kilashahar	—1
72)	Dhariatala-Agartala	—1
73)	Dharmanagar-Panisagar	—2

74)	Dharmanagar-Kumarghat	—19
75)	Dharmanagar-Kailashar	—9
76)	Dasda-Ranibari	—1
77)	Dodhpuskoni-Agartala	—1
78)	Dharmanagar-Kamarghat	6—
79)	Dharmanagar-Kailasahar	—1
80)	Dharmanagar-Area	—2
81)	Dharmanagar-Kadamtala	—1
82)	Dharmanagar-Pacharthal	—1
83)	Dharmanagar-Chailengtha	—1
84)	Dasda-Dharmanagar	—3
85)	Dhakarbari-Battala	—1
86)	Dharmanagar-Kamalpur	—1
87)	Damcharra-Pecharthal	—1
88)	Dharmanagar-Kanchanpur	—6
89)	Dharmanagar-Manu	—4
90)	Dharmanagar-Nepaltilla	—1
91)	Dharmanagar-Ananda Bazar	—1
92)	Ekimpur-Udaipur	—5
93)	Ekimpur-Sabroom	—1
94)	Fatikroy-Dharmanagar	—1
95)	Ghilatali-Agartala	—3
96)	Golaghati-Agartala	—6
97)	Gouranga Bazar-Udaipur	—14
98)	Gournaga Bazar-Santir Bazar	—1
99)	Gandachara-Kumarghat	—2
100)	Gandachara-Balaipur	—1
101)	Gandachhra —Belonia	—1
102)	Gandachara-Agartala	—4

103) Gandachara Upaipur —1
104) Hrishyamukh-Udaipur —2
105) Kampai (Jampai)-Dharmanagar —1
106) Jirania-Agartala —2
107) Jampaijala-Agartala —4
108) Jirania-Ampi —1
109) Jampaijala-Jirania —1
110) Jatanbari-Teliamura —1
111) Jampaijala-Udaipur —1
112) Jalaibari-Dumchara —1
113) Jogendranagar-Anandanagar —1
114) Khowai-Kamalpur —1
115) Kamalasagar-Battala —1
116) Karbook-Teliamura —1
117) Kathalia-Udaipur —1
118) Kamthana-Agartala —1
119) Kailashahar-Chamanu —1
120) Kailashahar-Kanchanpur —1
121) Kailashahar-Danchara —2
122) Kathalia-Agartala —4
123) Kumarghat-Agartala —5
124) Kamthana-Udaipur —1
125) Kumarghat-Kailashahar —2
126) Kumarghat-Dharmanagar —3
127) Karbook-Agartala —1
128) Kishoreganj-Agartala —1
129) Kalshi-Udaipur —1
130) Killa-Agartala —1

131)	Kunaban-Agartala	—1
132)	Kakraban-Agartala	—1
133)	Kamalpur-Ambassa	—5
134)	Khowanjang-Santir Bazar	—1
135)	Khowai-Radhanagar	—1
136)	Kachanpur-Agartala	— 2
137)	Kalkalia-Agartala	—4
138)	Manughat-Kumarghat	—1
139)	Mirja-Udaipur	—2
140)	Manughat-Udaipur	—2
141)	Manughat-Belonia	—2
142)	Manughat-Kailasahar	—1
143)	Matabari-Agartala	—3
144)	Manikpur-Kailashahar	—1
145)	Manughat-Babur Bazar	—1
146)	Mirza to Barpathari	—1
147)	Manughat-Bankul	—1
148)	Maharani-Belonia	—1
149)	Mandaibazar-Agartala	—1
150)	Manu-Kailashahar	—1
151)	Nalua-Udaipur	—2
152)	Nalua-Agartala	— 1
153)	Narshingghar-Gurkhabasti	—1
154)	Nidaya-Agartala	—1
155)	Patni-Agartala	—1
156)	Padmabill-Agartala	—1
157)	Pecharthal-Satnala	—1
158)	Radhanagar-Narrhinghar	—28
159)	Radhanagar-Lefunga	—2

160)	Radhanagar-Paglabari	—1
161)	Radhanagar-Talta	—2
162)	Radhanagar-Mohanpur	—7
163)	Radhanagar-Simna	—20
164)	Radhanagar-Nandannagar	—1
165)	Radhanagar-Fatik Charra	—2
166)	Radhanagar-D M Tiila	— 1
167)	Radhanagar-Sonai	—4
168)	Radhanagar-Bamutia	—1
169)	Ramnagar (Bishramganj-Agartala	—1
170)	Rajnagar-Santirbazar	—1
171)	Ratanpur-Agartala	—1
172)	Radhanagar-Abhicharan	—1
173)	Radhanagar-Gamchakubra	—1
174)	Radhanagar-Sidhai	—7
175)	Radhanagar-Maharanipur	—2
176)	Radhanagar-Chechuria	—1
177)	Rahimpur-Agartala	—2
178)	Sonamura-Matabari	— 3
179)	Sutarmura-Agartala	—9
180)	Sabroom-Udaipur	—11
181)	Salghara to Agartala	—1
182)	Samukcharra to Udaipur	—1
183)	Srinagar-Sabroom	—1
184)	Santirbazar to Jatanbari	—1
185)	Silachari-Agartala	—1
186)	Silghati-Agartala	—5
187)	Sonamura-Kakraban	—1

188)	Santirbazar-Sabroom	—1
189)	Srinagar-Udaipur	—11
190)	Sabroom-Agartala	—2
191)	Taltalla-Agartala	—2
192)	Tulasikhar-Agartala	—3
193)	Teliamura-Kalyanpur	—1
194)	Thalibari-Agartala	—1
195)	Teliamura-Amarpur	—6
196)	Taxapara-Battala	—5
197)	Trithumukh-Agartala	—1
198)	Tulamura-Barpathari	—2
199)	Tulamura-Agartala	—1
200)	Teliamura-Taidu	—1
201)	Teliamura-Khowai	—1
202)	Udaipur-Bankul	—1
203)	Udaipur-Bishnabpur	—2
204)	Udaipur-Amarpur	—1
205)	Udaipur-Jatanbari	—4
206)	Udaipur-Sonamura	—20
207)	Udaipur-Ghurakhappa	—1
208)	Udaipur-Garjanmura	—2
209)	Udaipur-Tulamura	—2
210)	Udaipur-Dhimatali	—1
211)	Udaipur-Santirbazar	—1
212)	82 miles-Kailashahar	—3
	TOTAL	— 2070 nos

Admitted Un-Starred Question No. 143

Name of the Member :— Shri Ratimohan Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা শহর ও গ্রামাঞ্চলে কত (পরিবারের সংখ্যা ব্লক ভিত্তিক হিসাব)?

২। বর্তমান আর্থিক বছরে কতগুলি ভূমিহীন এবং গৃহহীন পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে (৩১শে মে পর্যন্ত হিসাব) ?

উত্তর

১। রাজ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনের সংখ্যা মোট ৪৮'৩৩৬ জন। ব্লক ভিত্তিক পরিবারের সংখ্যা সঙ্গীয় তালিকা দেওয়া হল।

২ বর্তমান আর্থিক বছরে (৩১শে মে, ২০০০ ইং পর্যন্ত) ৯১ জন ভূমিহীনকে ৪১'৫৫ একর, ৬৫ জন গৃহহীনকে ৭'৫০ একর এবং ৫৫ জন ভূমিহীন ও গৃহহীনকে ৩০'১৭ একর ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে।

তালিকা নং— ১

রাজ্যে ব্লক ভিত্তিক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা

ব্লকের নাম	পরিবারের সংখ্যা	ব্লকের নাম	পরিবারের সংখ্যা
১। মোহনপুর—	১৮১২ জন	১৯। বগাফা—	১২৫৪ জন
২। হেজামারা—	১৮১৮ ,,	২০। রাজনগর—	৬১৮ ,,
৩। জিরানীয়া—	২০৬১ ,,	২১। ঋষ্যমুখ—	৬৬৮ ,,
৪। মান্দাই—	১২৯২ ,,	২২। সাতচাঁদ—	৮০৬ ,,
৫। খোয়াই—	১০৩৯ ,,	২৩। কাঞ্চনছড়ি—	৪৮৪ ,,
৬। তেলিয়ামুড়া—	৬৭৪ ,,	২৪। অমরপুর—	৩৪২ ,,
৭। তুলাশিখর—	১৩০৭ ,,	২৫। করবুক—	১৬১ ,,
৮। পদ্মবিল—	৮৬৭ ,,	২৬। কুমারঘাট—	১০০৯ ,,
৯। কল্যাণপুর—	১২১৫ ,,	২৭ গৌরনগর—	১৮২৫ ,,
১০। মেলাঘর—	১৬৮২ ,,	২৮। পেচারথল—	১২৯৬ ,,
১১। বক্সনগর—	৭৬১ ,,	২৯। দশদা—	৮৩৪ ,,
১২। কাঁঠালিয়া—	১০৩৭ ,,	৩০। জম্পুইহিল—	৮৬৭ ,,
১৩। বিশালগড়—	১৯৭৬ ,,	৩১। দামছড়া—	১৮৫ ,,
১৪। টাকারজলা—	১১৩৬ ,,	৩২। কদমতলা	১৭৫২ ,,
১৫। ডুকলি—	৪১৪ ,,	৩৩। পানিসাগর—	১৮৯৬ ,,
১৬। মাতার বাড়ী—	২৩৭৭ ,,	৩৪। সালেমা—	৬২৩ ,,

১৭।	কিল্লা—	৮৩৪ ,,	৩৫।	মনু—	৪১৬ ,,
১৮।	কাকড়াবন—	১৬৩৩ ,,	৩৬।	ছামনু—	৮৫৭ ,,
		২৫,৭৩৬ জন	৩৭।	ডম্বুরনগর—	৩৬৪৮ ,,
			৩৮।	আমবাসা—	১৭২০ ,,
					২২,৬০০ জন
					+ ২৫,৭৩৬ জন
					মোট – ৪৮,৩৩৬ জন

Admitted Un-Starred Question No. 146

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Work Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে খোয়াই নগর পঞ্চায়েত এলাকায় পূর্ত দপ্তরের কতটি কাঠের সেতু আছে ?

২। তন্মধ্যে বর্তমান অর্থবর্ষে কতটি কাঠের সেতুকে পাকা সেতু ও বক্স কালভার্ট-এ রূপান্তরিত করা হবে ?

৩। লালছড়া গ্রামে মরাছড়ায় উপর (মানিক সাহার বাড়ীর নিকট) কাঠের সেতুটি পাকা সেতুতে রূপান্তরের কাজ বর্তমান অর্থবর্ষে হবে কি ?

উত্তর

১। ক) বর্তমানে খোয়াই নগর পঞ্চায়েত এলাকায় পূর্তদপ্তরের মোট ৮টি কাঠের সেতু আছে। সেগুলি হলো :—

ক) অফিসটিলা থেকে বড়বিল রাস্তায় লালছড়ার উপর।

খ) অফিসটিলা থেকে বাচাইবাড়ী ভায়া সিঙ্গীছড়া রাস্তায় লালছড়ার উপর।

গ) ডি, কে রোডে (মানিক সাহার বাড়ীর নিকট) মরাছড়ার উপর।

ঘ) ডি, কে রোডে সুপ্তপ্রদীপ সিনেমা হলের নিকট লাল ছড়ার উপর।

ঙ) টি কে রোডে খোয়াই হাসপাতালের নিকট মরাছড়ার উপর।

চ) টি, কে রোডে জ্যোতি সিনেমা হলের নিকট লালছড়ার উপর।

ছ) সুভাষপার্ক থেকে ফেরীঘাট (কালীবাড়ী রাস্তা) রাস্তার জাম্বুরা ছড়ার উপর।

জ) মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে খোয়াই উডনা ভায়া পূর্ণিমা স্কুল রাস্তার গোপাল ছড়ার উপর।

২। বর্তমান অর্থবর্ষে ১টি কাঠের সেতুর মধ্যে খোয়াই হাসপাতালের কাছে ১টি কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে রূপান্তরিত করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান অর্থবর্ষে কাজটি শেষ হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও জ্যোতি সিনেমা হলের কাছে আরও ১টি কাঠের সেতুকে পাকা সেতুতে রূপান্তরের কাজ হাতে নেওয়া হবে বলে আশা করা যায়।

৩। না, বর্তমান অর্থবর্ষে সম্ভব নয়।

Admitted Un-Starred Question No. 147

Name of the Member :— Sri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার অফিসটিলা থেকে বাচাইবাড়ী রোড ভায়া সিঙ্গীছড়া পঞ্চায়েত অফিস সড়কটিতে ইট সলিং-এর কাজ বর্তমান অর্থবর্ষে করা হবে কিনা ?

২। উপরোক্ত রাস্তায় পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন ছড়ার উপর একটি সেতু নির্মানের জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১। উপরোক্ত রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ? ·০০ কিঃ মিঃ এই ৫·০০ কিঃ মিঃ মধ্যে ৩·৫০ কিঃ মিঃ ইট সলিং-এর কাজ আগেই শেষ করা হয়েছে। বাকি ১·৫০ কিঃ মিঃ এর ইট সলিং-এর কাজ আর্থিক অনুমোদন পাওয়ার পর বর্তমান অর্থবর্ষেই করানো যাবে বলে আশা করা যায়।

২। হ্যাঁ, আছে। উক্ত রাস্তায় ছোটো কাথাই ছড়ার উপর একটি স্ল্যাব কালভার্টের জন্য ইষ্টিমেট্ তৈরীর কাজ চলছে।

Admitted Un-starred Question No. 148.

Name of M.L.A. :— Shri Samar Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের সিনেমা হলগুলি থেকে বৎসরে কত টাকা রাজস্ব আদায় হয় ; (মহকুমা ভিত্তিক ও হল ভিত্তিক হিসাব) ;

২। রাজ্যে মোট ভিডিও ব্যবসায়ীর সংখ্যা কত (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব);

৩। ভিডিও মালিকদের কাছ থেকে কত টাকা রাজস্ব আদায় হয়?

উত্তর

১। রাজ্যের সিনেমা হলগুলি থেকে বৎসরে মোট ৬৪,৯৮,৭৪২'১৯ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। মহকুমা ও হল ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ।

মহকুমার নাম	হলের নাম	রাজস্বের পরিমান
১। কৈলাশহর	ক) রাজলক্ষ্মী সিনেমা হল	১,৪৪,০০০'০০ টাকা
	খ) তারা সিনেমা হল	৩,৩২,০০০'০০ ,,
	গ) জয়মা সিনেমা হল	১,১৩,০০'০০০ ,,
২। ধর্ম্মনগর	ক) মায়া সিনেমা হল	৫,২৩,০০০'০০ ,,
	খ) প্রমদা সিনেমা হল	৯৩,০০০'০০ ,,
	গ) উত্তরা সিনেমা হল	৭৫,০০০'০০ ,,
৩। সদর	ক) সুখ ঘর সিনেমা হল	৭,৫৯,৮৫৯'৫০ ,,
	খ) রূপছায়া সিনেমা হল	৫,১৬,৪০৫'০০ ,,
	গ) চিত্রকথা সিনেমা হল	৯,৪৭,৭৫৩'০০ ,,
	ঘ) রূপসী সিনেমা হল	১১,৮৫,৭৬৫'০০ ,,
	ঙ) নিউ রাজধানী সিনেমা হল	১৯,৪৩১,৫০' ,,
	চ) শ্রীদুর্গা সিনেমা হল	৬১,০৪৯'০০ ,,
৪। খোয়াই	ক) রাধা সিনেমা হল	১,৮৮,১৭৪'০০ ,,
	খ) জ্যোতি সিনেমা হল	৬১,৪৬৭'৫০ ,,
	গ) স্বপ্ন প্রদীপ সিনেমা হল	৫৭,২০১'৫০ ,,
	ঘ) নিউ জয়লক্ষ্মী সিনেমা হল	১১,৮১২'০০ ,,
৫। সোনামুড়া	ক) নিউ রাধাশ্রী সিনেমা হল	১০,২৭৪'০০ ,,
	খ) কাজল সিনেমা হল	৫৯,৯০৫'০০ ,,
	গ) কামিনী টকিজ সিনেমা হল	৬৭,৯৮০'০০ ,,
৬। বিশালগড়	ক) বনশ্রী সিনেমা হল	৫০০'০০ ,,
	খ) আনন্দময়ী সিনেমা হল	১৫ ৫৭২'০০ ,,

৭। উদয়পুর	ক) চিত্রান সিনেমা হল	৫৪৯,০৯৮·০০	,,
	খ) প্রিয়া সিনেমা হল	২০,৪৪৮·১৯	,,
	গ) মিত্রা সিনেমা হল	১১,৮৬৭·০০	,,
৮। অমরপুর	ক) অমরপুর রূপরেখা সিনেমা হল	২৮,১১৩·০০	,,
৯। সাব্রুম	ক) ঝুমুর সিনেমা হল	৩৭,০০০·০০	,,
	খ) মনু বাজার ঝলক সিনেমা হল	৫০,৪৬৪·০০	,,
১০। বিলোনীয়া	ক নিউ ইন্দ্রপুরী সিনেমা হল	৯৫,৯৭৫·০০	,,
	খ) সৈকত সিনেমা হল	৪৬,৬১৯·০০	,,
	গ) বাইখোড়া বেকার সিনেমা হল	২৫,৭১৫·০০	,,
	ঘ) মা সুমতি সিনেমা হল	৩০,০০০·০০	,,
	ঙ) লোকনাথ মোবাইল সিনেমা হল	১০,৪০০·০০	,,
১১। গণ্ডাছড়া	ক) গণ্ডাছড়া সিনেমা হল	১৮,০০০·০০	,,
১২। কমলপুর	ক) কমলপুর সিনেমা হল	১,৬৭,০০০·০০	,,
১৩। আমবাসা	ক) আমবাসা সিনেমা হল	১,১৮,০০০·০০	,,
১৪। লংথরাই ভ্যালী	ক) লংথরাইভ্যালী সিনেমা হল	৮৬,০০০·০০	,,

২। রাজ্যে মোট ভিডিও মালিকের সংখ্যা ১৮ জন।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব :

১) কমলপুর = ৬ জন ২) গণ্ডাছড়া = ১ জন

৩) ধর্মনগর = ৩ ,, ৪) লংথরাইভ্যালী = ২ জন

৫) দক্ষিণ জেলার মহকুমাগুলিতে মোট ৬ জন।

৬) পশ্চিম জেলার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহাধীন।

৩। ভিডিও মালিকদের কাছ থেকে সর্বমোট ৮২,৪৮৩·০০ টাকা রাজস্ব আদায় হয়।

Admitted Un-Starred Question No. 149

Name of the Member :— Shri Manik Dey

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বিভিন্ন সরকারী ও আধা সরকারী দপ্তরে ড্রাইভারের শূন্যপদের সংখ্যা কত ?

২। ঐ সমস্ত দপ্তরের শূন্যপদগুলিতে ড্রাইভার নিয়োগ করার জন্য কোন ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে কিনা ? এবং

৩। যদি নেওয়া হয়ে থাকে তবে কত জনকে নিয়োগ করা হয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে রাজ্য সরকারের কিছু কিছু দপ্তরের ড্রাইভার এবং আধা সরকারী দপ্তরের ড্রাইভার, ড্রাইভার সার্ভিস রুলের আওতাভুক্ত নয়।

২। ১৯৯৭ ইং সনে ড্রাইভারের ইন্টারভিউ নিয়ে একটি প্যানেল করা হয়েছিল।

৩। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরে ২১ (একুশ) জন রেজিষ্টার কো: অপারেটিভ দপ্তরে ৩ (তিন) জন এবং ফিসারিতে ২ (দুই) জনকে ১৫-৬-৯৯ ইং তারিখে নিয়োগ করা হয়েছে।

Admitted Un Starred Question No. 160

Name of the Member :— Shri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের অধীনে টি, টি, ডি, সি, দ্বারা পরিচালিত চা বাগানের সংখ্যা কত এবং চা বাগান পিছু কতজন করে শ্রমিক কর্মচারী নিযুক্ত রয়েছেন (প্রতি চা বাগান ভিত্তিক শ্রমিক কর্মচারীর হিসাব) ?

২। উক্ত চা বাগানগুলির প্রতিটিতে কত হেক্টর জমিতে চা গাছ রয়েছে এবং কত হেক্টর জমি এখনও চা গাছ লাগানো সম্ভব হয় নাই ?

৩। উক্ত বাগানগুলির অ-ব্যবহৃত জমিগুলিতে আগামী দিনে কি পরিমান চা গাছ লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে টি, টি, ডি, সি, পরিচালিত চা বাগানের সংখ্যা ৭ (সাত)টি।

চা বাগান ভিত্তিক শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নরূপ :

চা বাগানের নাম	শ্রমিক সংখ্যা	কর্মচারীর সংখ্যা
ক) কমলাসাগর	৩৪৭	১৩
খ) মাছমারা	২০০	৬

গ) মোহনপুর	১৭৭	৫
ঘ) কালাছড়া	১০৭	৫
ঙ) ব্রহ্মকুণ্ড	১৭৪	৯
চ) লক্ষ্মীলুঙ্গা	২৭৫	৯
ছ) তুফানীয়া লুঙ্গা	১৯৩	৭

২। টি, টি. ডি, সি. পরিচালিত চা বাগানগুলিতে চা গাছ লাগানো হয়েছে এবং চা গাছ লাগানো হয়নাই এমন জমির পরিমান (বাগান ভিত্তিক) নিম্নে দেয়া হল :—

চা বাগানের নাম	চা গাছ লাগানো হয়েছে জায়গার পরিমাণ	চা গাছ লাগানো হয়নাই জায়গার পরিমাণ
ক) কমলাসাগর	১৪৮ হেক্টর	৩৩১ হেক্টর
খ) মাছমারা	৮৪ ,,	১০৩৬ ,,
গ) মোহনপুর	৯৮ ,,	১১৮ ,,
ঘ) কালাছড়া	১১৯ ,,	১৮১ ,,
ঙ) ব্রহ্মকুণ্ড	৮০ ,,	৬৭ ,,
চ) লক্ষ্মীলুঙ্গা	১৫৪ ,,	৭৪ ,,
ছ) তুফানীয়া লুঙ্গা	১০২ ,,	৫৬ ,,

৩। টি টি. ডি সি. পরিচালিত চা বাগানগুলিতে ১০০০-২০০১ সালে চা গাছ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিম্নরূপ :

ক) কমলাসাগর—	৮·০ হেক্টর
খ) মাছমারা—	৬·০ ,,
গ) মোহনপুর—	১·০ ,,
ঘ) কালাছড়া—	২·০ ,,
ঙ) ব্রহ্মকুণ্ড —	৪·০ ,,
চ) লক্ষ্মীলুঙ্গা—	৪·০ ,,
ছ) তুফানীয়া লুঙ্গা—	৪·০ ,,

Admitted Un-starred Question No. 162

Name of the member— Sri Prakash Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of P H.E. Deptt. be pleased to State—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের লক্ষ্মীলুঙ্গা পঞ্চায়েতের অধীনস্থ তোবারিয়া গ্রামে একটি ডিপ টিউব ওয়েল খনন করার পরিকল্পনা ছিল।

২। সত্য হলে পরিকল্পনা রূপায়নে কি ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। না।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

Annexure—'C'

(Written Statement of the Calling Attention Notices)

Reply laid on the Table of the House on 18/07/2000 by the Transport Department Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Amitabha Datta and Shri Joy Gobinda Deb Roy, Member of Legislative Assembly.

"বিমান স্বল্পতার কারণে ত্রিপুরা রাজ্যের মুমূর্ষ রোগী সহ যাত্রী সাধারণের নিত্য দুর্ভোগ হওয়া সম্পর্কে"।

ত্রিপুরা একটি দুর্গম পাহাড়ী রাজ্য যার বহিঃরাজ্যে যাওয়ার একমাত্র সহজ পথ হলো বিমান পথ। যা এক ঘন্টার মধ্যে আগরতলা থেকে কোলকাতা বা গৌহাটি যাওয়া যায়। অপর দিকে রাস্তায় N. H. 44 ধরে গাড়ী দিয়ে কোলকাতা যেতে তিনদিন এবং গৌহাটি যেতে ২৪ ঘন্টা লেগে যায়। তাছাড়া রাস্তায় রয়েছে নানা অসুবিধা। এসমস্ত দিক বিবেচনা করে এ রাজ্যের যাত্রীগন বিমান ভাড়া বেশী হওয়া সত্বেও এই পথকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ফলে সপ্তাহে বর্তমানে যে ১২টি বিমান আগরতলা—কোলকাতা কোলকাতা—আগরতলা এবং ৬টি বিমান আগরতলা-গৌহাটি, গৌহাটি-আগরতলার মধ্যে চলাচল করে তা আগরতলার যাত্রীদের জন্য যথেষ্ট নয়। তাছাড়া প্রায়শই লক্ষ্য করা যাচ্ছে I/A Authority আগাম কোন নোটিশ না দিয়ে নির্দিষ্ট Air Bus এর পরিবর্তে বোয়িং পাঠাচ্ছে। Air Bus-এ ১৪৪টি সীট এবং বোয়িং-এ ১৬৮টি সিট যার ফলশ্রুতিতে প্রতি বোয়িং-এ ২৬ জন যাত্রীর OK টিকিট থাকা সত্বেও যেতে পারছে না।

(... s)

(Written Statement of the Calling Attention)

তাই এখানে যাত্রী ভীর লেগেই আছে। বিশেষতঃ পূজার ছুটি, গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে যাত্রীভীড় অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। মুমূর্ষু-রোগী, ছাত্রছাত্রী, রাজ্য/কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীবৃন্দ সবাই তখন এক চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হন।

বিভিন্ন সময় কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য বহিরাজ্যে রেফার করা হয়। অনেক সময় মুমূর্ষু রোগীকে ট্রেচারে করে নিতে হয়। যার জন্যে ৯টি সীটের প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় বিমান সংখ্যা কম হওয়ার ফলে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এরকম পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে আমি গত ১২ এবং ২২শে মে ২০০০ইং এবং ১০ই মে মুখ্যসচীব ও পরিবহন সচীব I/A Authority কে Fax বার্তা মূলে অনুরোধ করেছি অতিরিক্ত বিমান চালাবার জন্য। তদানুসারে I/A অথরিটি মে/জুন মাসে আগরতলা-কোলকাতা-আগরতলা রুটে ১০টি অতিরিক্ত বিমান চালিয়েছেন।

এখানে বলা যায় যে আগরতলা-কোলকাতা সেক্টরে সপ্তাহে ১৬টা বিমান চালাবার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৭ই জুলাই '৯৮ ইং তারিখে এক চিঠি মূলে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন। এছাড়া রাজ্যের মুখ্যসচীব গত ১৮-১২-৯৮ ইং তারিখে কেন্দ্রীয় বিমান পরিবহন সচীবকে বর্তমান বিমান ব্যবস্থা তথা ১২টি থেকে বাড়িয়ে ২৪টি করার জন্য বলেছেন। আমি নিজেও ১৯-১২-৯৮ ইং তারিখে কেন্দ্রিয় বিমানপরিবহন মন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি সপ্তাহে আরো ২টি অতিরিক্ত বিমান চালাবার জন্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বিমান ও পরিবহন কর্তৃপক্ষ রাজ্যের এই জলন্ত সমস্যা সম্পর্কে পুনরায় জানবার প্রয়োজনীয়তা বোধ মনে করেনি, যে বিমান সংখ্যা বাড়িয়ে দেবে কিনা।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে I/A Authority রাজ্য সরকারকে বিমানের টিকিট দিয়েছেন (1st Flight-11টি, 2nd Flight 5টি) মোট ১৬টি রাজ্যের সরকারী কর্মচারী ও ভি আই পি-দের জন্য। রাজ্য সরকার এগুলো বন্টনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন করেছেন। তাতে মন্ত্রীগণ এবং সরকারী কাজে যে অফিসার্স বর্গ রাজ্যের বাহিরে যান তাদের দেবার পর যদি সিট থাকে তাহলে রোগী ও ছাত্র/ছাত্রী অন্যান্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এ বিশাল যাত্রী ভীড়ের মধ্যে এটা সীমিত তথাপি চেষ্টা করা হয় যাতে মুমূর্ষু রোগী সহ সাধারণ যাত্রীগণ এ সুযোগ পান।

Reply laid on the Table of the House on 18/07/2000 by the public Works Department Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Basudev Majumder and Shri Joy Gobinda Deb Roy, M L A.

"রাজ্যে ৪৪ তম জাতীয় সড়কের বিকল্প সড়ক নির্মান করা সম্পর্কে"।

এন, এইচ ৪৪ আসামের মধ্য দিয়ে দেশের অন্যান্য অংশের সহিত রাজ্যের সংযোগকারী একমাত্র জাতীয় সড়ক। দেশের অন্যান্য অংশে যাতায়াত ও মাল পরিবহনের জন্য এটিই একমাত্র পথ। এই রাস্তাটি বড়মুড়া, আঠারমুড়া এবং লংতরাই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। বিভিন্ন সময়ে পাহাড় থেকে মাটির ধস, ক্ষয়প্রাপ্ত রাস্তার 'সাইড' এবং ধর্মঘট ও বন্ধের কারণে এই রাস্তাটি বন্ধ থাকে। রাজ্য থেকে বাধাহীন ভাবে মাল ও যাত্রী চলাচল সুনিশ্চিত করতে এই সড়কের বিকল্প একটি রাস্তার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিনের এবং এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে তদারকী করছেন।

উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্যদ পেচারথল থেকে চেবরী এবং চেবরী থেকে সিমনা রাস্তাটির একটি অংশ সংস্কার/নির্মানের জন্য একটি প্রকল্প মঞ্জুর করেছেন। ফটিকরায় থেকে কৈলাশহর হয়ে কমলপুর এবং আসাম সীমান্ত পর্য্যন্ত রাস্তাটির উন্নয়নের জন্য একটি রাস্তার প্রকল্প উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্যদ মঞ্জুর করেছেন। এই প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে আসাম সীমান্ত থেকে আগরতলা পর্যন্ত একটি বিকল্প রাস্তা হবে কিন্তু রাস্তাটি জাতীয় সড়কের মান-এ হবে না এবং রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা পরিপূর্ণ হতে পারেনা। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সাইরাং (মিজোরাম) থেকে কাঞ্চনপুর হয়ে মনু পর্যন্ত একটি নতুন জাতীয় সড়ক প্রকল্প মঞ্জুর করেছেন এবং রাস্তার কাজটি সীমান্ত সড়ক সংস্থার উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। এই জাতীয় সড়কটির নাম দেওয়া হয়েছে এন, এইচ-৪৪-এ এবং এই রাস্তাটি মনু পর্য্যন্ত ৪৪ নং জাতীয় সড়কের সমান্তরাল যাবে কিন্তু মনু থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরা পর্য্যন্ত কোন বিকল্প জাতীয় সড়ক হবেনা ফলে ধলাই এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ এলাকা জাতীয় সড়কের আওতার বাহিরে থাকবে।

সারা রাজ্যকে জাতীয় সড়কের আওতায় আনার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে এবং বহিরাজ্যের সহিত যোগাযোগের জন্য নির্ভরযোগ্য রাস্তা করার স্বার্থে রাজ্য সরকার ৪৪ এ নং জাতীয় সড়কটি চৈলেংটা থেকে ছামনু ডাঙ্গাবাড়ী, অমরপুর এবং শান্তির বাজার হয়ে বিলোনীয়া পর্য্যন্ত বর্ধিত করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী বিলোনীয়া পর্যন্ত জাতীয় সড়ক সম্প্রসারনের প্রস্তাবটি গত ১২-৬-২০০০ তারিখে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত পূর্তমন্ত্রীদের ২য় সম্মেলনে উত্থাপন করেছেন এবং ১৩-৬-২০০০ ইং তারিখে কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহন মন্ত্রীর সাথে পুনরায় আলোচনা করেছেন। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহন মন্ত্রীর নিকট গত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখে পূর্তমন্ত্রী এই প্রকল্পের বিধিসম্মত প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। রাজ্য পূর্তদপ্তর গত ১০-৭-২০০০ ইং তারিখে প্রকল্পটি ভূতল পরিবহন মন্ত্রকের নিকট জমা দিয়েছেন। ত্রিপুরা সরকার প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরের জন্য তদ্বির করতে থাকবে।

(Written Statement of the Calling Attention)

ছৈলেংটা থেকে বিলোনীয়া পর্যন্ত এন, এইচ-৪৮-এর নির্মাণ করার প্রকল্পটি যদি অনুমোদিত হয় তবে রাস্তাটি বর্তমান এন এইচ-৪৪ এর সমান্তরালে চলবে এবং সমগ্র রাজ্যকে উপরোক্ত জাতীয় সড়কগুলি থেকে ১০ কিমি দূরত্বের মধ্যে নিয়ে আসবে। বিলোনীয়া পর্যন্ত এই নতুন জাতীয় সড়কটি মিজোরাম এবং অন্যান্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে বাংলাদেশের সহিত বানিজ্য ও যাত্রী চলাচলে এবং বাংলাদেশের চিটাগাং বন্দর দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সহিত আন্তর্জাতিক বানিজ্যেরও সাহায্য করবে।

Reply laid on the Table of the House on 18/07/2000 by the Agriculture Department Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Amitabha Datta and Shri Joygobinda Deb Roy, M.L.A.

"রাজ্যের কৃষকদের উৎপাদিত ফসল কোল্ড স্টোরেজে মজুত রাখার ব্যবস্থা সম্পর্কে"।

রাজ্যের কৃষকদের উৎপাদিত ফসল কোল্ড ষ্টোরেজে মজুত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণে কৃষি দপ্তর বরাবরই সচেষ্ট রয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালের পর বাইখোরায় অবস্থিত কোল্ড ষ্টোরেজটি যান্ত্রিক কারণে অকেজো হয়ে যায়। বর্তমানে রাজ্যে যে তিনটি কোল্ড ষ্টোরেজ অর্থাৎ ১) কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত সি ডব্লিউ, সি (১০০০ মেঃ টন ক্ষমতা সম্পন্ন) ২) রাজ্যের কো-অপারেটিভ পরিচালিত খুমতায়া (২০০০ মেট্রিক টন) এবং প্রাইভেট পরিচালিত মেসার্স ভূতুরিয়া ব্রাদার্স (২০০০ মেঃ টন) এর তিনটি হিমঘর আছে। এই কোল্ড ষ্টোরেজ গুলিতে যাতে কৃষি উৎপাদকগণ বিশেষতঃ আলু উৎপাদনকারীরা তাদের উৎপাদিত ফসল সংগ্রহ করার সুযোগ পায় সে বিষয়ে কৃষি দপ্তর বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। বর্তমান বছরেও (২০০০ সাল মরসুম-এর জন্য) উক্ত তিনটি কোল্ডষ্টোরেজে সর্বমোট ২৯০০ মেট্রিকটন আলু রাখার ব্যবস্থা করা হয়। (ভূতুরিয়া ব্রাদার্স = ৯০০ মেঃ টন, খুমতায়া - ১২০০ মেঃ টন এবং সি, ডব্লিউ, সি = ৮০০ মেঃ টন)।

এ ছাড়া বিগত ১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে রাজ্যে কোল্ড ষ্টোরেজের অভাব পূরণের জন্য কৃষি দপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। রাজ্য সরকারের আর্থিক সংগতি না থাকায় ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে কোল্ড ষ্টোরেজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং সরকারের অনুমোদন নিয়ে রাজ্যে আরও মোট ৫৫০০ মেট্রিকটন হিমঘরের জায়গা সংস্থান করার জন্য পাঁচটি কোল্ড ষ্টোরেজ তৈরী করার উদ্দেশ্যে NABARD (নাবার্ড) কর্তৃপক্ষের কাছে একটি প্রজেক্ট ১৯৯৮ সালে জমা দেওয়া হয়েছিল। এই প্রস্তাবিত প্রজেক্টগুলি হল :—

১) উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর মহকুমার কুমারঘাট ২০০০ মেঃ টন ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি কোল্ডষ্টোরেজ।

২) ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমায় মনুঘাটে ৫০০ মে: টন ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি কোল্ড ষ্টোরেজ।

৩) পশ্চিম ত্রিপুরার খোয়াই মহকুমার তেলিয়ামুড়ায় ৫০০ মে: টন ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি কোল্ড ষ্টোরেজ।

৪) পশ্চিম ত্রিপুরার সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘরে ৫০০ মে: টন ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি কোল্ড ষ্টোরেজ।

৫) দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া মহকুমার বাইখোরায় ২০০০ মে: টন ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি কোল্ড ষ্টোরেজ।

কিন্তু NABARD (নাবার্ড) কর্তৃপক্ষ প্রথম দিকে ঋণ প্রদানে আশ্বাস দিলেও এখন পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুর করে নাই।

উপরিউক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোল্ড ষ্টোরেজ নির্মানের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে কুমারঘাটে প্রস্তাবিত কোল্ড ষ্টোরেজটি রাজ্য সরকারের আর্থিক সংগতির মধ্যে থেকে প্রাথমিক কাজকর্ম অর্থাৎ জায়গা ও জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজ ইতিমধ্যে করা হয়। বর্তমানে সেখানে কোল্ড ষ্টোরেজ নির্মাণ করার বিষয়টি রাজ্য সরকারের আর্থিক সংগতির উপর নির্ভর করছে।

দ্বিতীয়ত: বর্তমান আর্থিক বছরে বাইখোরায় একটি কোল্ড ষ্টোরেজ করার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবং সেইমত পরিকল্পনা খাতে অর্থের ও সংস্থান করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে অতিসত্বর কাজ আরম্ভ করা যাবে।

তৃতীয়ত: উল্লেখ্য যে, বর্তমান আর্থিক বছরে অর্থাৎ ২০০০-২০০১ সালে রাজ্যে কোল্ড ষ্টোরেজের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের অধীন উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদ (NEC) ত্রিপুরায় কৃষি বানিজ্য সহযোগী পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য রাজ্যে পশ্চিম ত্রিপুরার অন্তর্গত তেলিয়ামুড়ায় একটি ৫০০ মে টন কোল্ড ষ্টোরেজ নির্মান সহ বাজারের কিছু পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য মোট ৯৭.০৫ লক্ষ টাকা কিস্তিতে প্রদানের সিদ্ধান্ত অনুমোদন দিয়েছেন। এরই মধ্যে প্রথমত কিস্তি অনুযায়ী ২৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে এই প্রকল্পটি রূপায়ণ করবে ত্রিপুরা সরকারের সহযোগীতায় ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশন লিমিটেড। এই বিষয়ে প্রাথমিক কাজকর্ম অর্থাৎ তেলিয়ামুড়া এগ্রি প্রডিউস মার্কেট কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির অভিমত গ্রহণ করে এবং কারিগরী ও অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কোল্ড ষ্টোরেজটি গামাইর বাড়ীতে তৈরী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এরই মধ্যে মাটি পরীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে এবং কারিগরী ব্যয় অর্থাৎ (Estimate) ও অন্যান্য কাজ জুলাই ২০০০ সাল এর মধ্যে শেষ হয়ে গেলেই আগামী আগষ্ট মাসের (২০০০ সাল) প্রথম দিকেই কোল্ড ষ্টোরেজের নির্মান কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

(Written Statement of the Calling Attention)

অন্যদিকে রাজ্য সমবায় দপ্তরের উদ্যোগে ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড'এর মাধ্যমে রাজ্যে আরেকটি ৩০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা বিশিষ্ট হিমঘর তৈরী করার অনুমোদন পাওয়া গেছে বলে দপ্তর জানতে পারে।

১) বাইখোড়া হিমঘরটি ১৯৮৮-৮৯ সালে চালু করা হয়েছিল।

২) কুমারঘাটে Industrial Estate-এ কোল্ড Storage নির্মানের স্থান নির্বাচিত হয়। সেই মতে Industry দপ্তর কৃষি দপ্তরকে Cold-Storage-এর স্থান হস্তান্তর করে (১৯৯৭ ইং'

৩) ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থবছরে নাবার্ডের (NABABD) কাছে ১৪ কোটি টাকার Project-এর মাধ্যমে ঋণ চাওয়া হয়। এর মধ্যে ৭'৫ কোটি টাকা হিমঘর নির্মান এবং ৬'৫ কোটি টাকা সন্নিহিত বাজার উন্নয়নের জন্য।

Reply laid on the table of the House on 19/07/2000 by the Home Department Minister to the Calling Attention given by Shri Sudhan Das. M.L.A.

"গত ১১ই জুলাই, ২০০০, ভোর ৫ টায় মেলাঘর বাজারে অগ্নিসংযোগে পুড়ে যাওয়া ও অগ্নি নির্বাপক কর্মীদের উপর আক্রমন হওয়া সম্পর্কে'।

গত ১১ই জুলাই, ২০০০ ইং ভোরে মেলাঘর বাজারে আগুন লাগে। মেলাঘর থানার টেলিফোনের মাধ্যমে সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে এই খবর পায় মেলাঘর থানার Duty Officer. A.S.I. শ্রীরণজিৎ ভট্টাচার্য সঙ্গে সঙ্গে Wireless-এর মাধ্যমে সোনামূড়ার থানা মারফৎ সোনামূড়ার অগ্নি নির্বাপক বাহিনীকে মেলাঘর বাজারে আসার জন্য খবর দেন। ৬টা ৫৫ মিনিটে Duty Officer, ৩ (তিন) জন DAR কনষ্টেবল নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। তখন মেলাঘর নতুন-বাজারের ডান দিকের কয়েকটি দোকান জ্বলছিল এদিকে সোনামূড়ার অগ্নি-নির্বাপক বাহিনী ৭.২০তে Water Tanker নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় গাড়ীটি ঘটনাস্থলে পৌঁছা মাত্রই কয়েকজন উত্তেজিত লোক কাঠের বাটাম এবং ইঁটের টুকরা নিয়ে গাড়ীর উপর আক্রমণ চালায়। ফলে গাড়ীটির সামনের কাঁচ ভেঙ্গে যায় এবং ৪ (চার) জন অগ্নি-নির্বাপক কর্মী আহত হন। তখন ড্রাইভার গাড়ীটিকে নিয়ে দ্রুত বাজার ত্যাগ করে। মেলাঘর থানার সামনে এসে চলন্ত গাড়ী থেকে গাড়ী আক্রমণের খবর থানাকে জানিয়ে বিশ্রামগঞ্জের দিকে চলে যান। এ খবর পেয়ে থানার অন্যান্য Officer ও Staff-দেরও দ্রুত ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়।

এদিকে অগ্নি নির্বাপক গাড়ীটি বিশ্রামগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে চলে যায়। মেলাঘর থানা এই খবর পেয়ে একজন ASI এবং আরো কিছু Staff সঙ্গে দিয়ে মেলাঘর থানার মোবাইল ভ্যানটিকে

বিশ্রামগঞ্জ পাঠিয়ে অগ্নি-নির্বাপক গাড়ীটিকে মেলাঘর বাজারে ফিরিয়ে আনে এবং আগুন নেভানো হয়।

প্রকাশ যে, উত্তেজিত জনতার ভীড়ে অগ্নি-নির্বাপক বাহিনী আগুন নেভানোর কাজ শুরু করতে পারেনি এবং মেলাঘর থানায়ও প্রবেশ করতে পারেনি। আহত অগ্নি-নির্বাপক কর্মীদের সোনামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মেলাঘর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩/৩৩২/৪২৭/৩৪ ধারায় একটি মামলা (মামলা নং-৩৪/২০০০) সোনামুড়া অগ্নি-নির্বাপক বাহিনীর তরফ থেকে নথীভুক্ত করা হয়।

এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৭টি (সাত) দোকান ভস্মীভূত হয়। অগ্নি নির্বাপক বাহিনী প্রায় ৭৯ হাজার টাকার মালপত্র রক্ষা করতে সক্ষম হয়। স্থানীয় জনতা সহযোগিতা করলে অগ্নি-নির্বাপক বাহিনী আরো অনেক সম্পত্তি রক্ষা করতে সমর্থ হতো। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন :—

১) শ্রীসজল নন্দী (জেনারেটারের দোকান)।
২) ,, বিজন নন্দী (ইলেকট্রিক্যাল দোকান)।
৩) ,, যোগেশ ঘোষ (মিষ্টির দোকান)।
৪) ,, চিরঞ্জীব ঘোষ (পাইকারী পেপসি-র দোকান)।
৫) শ্রীমতি ছায়া রাণী দত্ত (কেপ-তোয়কের দোকান)।
৬) শ্রীননী শীল (টি, ভি-র দোকান)।
৭) ,, প্রদীপ শীল (সেলুন)।

তদন্তে প্রকাশ পায়, যোগেশ ঘোষের মিষ্টির দোকানের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। আরো প্রকাশ পায় যে, আগুন লাগার সময় আনুমানিক সকাল ৬টা ২০ মিনিট এবং অগ্নি নির্বাপক বাহিনী আনুমানিক সকাল ৭টায় ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

উপরোক্ত ঘটনায় অগ্নি-নির্বাপক বাহিনীর উপর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় :—

১) শ্রীরতন সাহা (৩২) পিতা ৺হরিভূষণ সাহা
ঠিকানা পদ্মছেপা, থানা মেলাঘর।

২) শ্রীনিমাই সাহা, পিতা শ্রীগৌরাহরণ সাহা
ঠিকানা ঠাকুর পাড়া, থানা মেলাঘর।

১১ই জুলাই, ২০০০, ধৃতদের সোনামুড়া আদালতে প্রেরণ করা হয়।

প্রকাশ যে, যদিও ৭টি দোকানঘর ভস্মীভূত হয় কিন্তু ৭টি দোকানের ৭ জন মালিক ছাড়াও আরো দু'জন সেখানে ব্যবসা করত। জেলা প্রশাসক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ ৯ (নয়) ব্যক্তির প্রত্যেককে ব্যক্তির প্রত্যেককে ৫০০ (পাঁচ'শ) আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

(Questions and Answers)

(Written Statement of the Calling Attention)

Calling attention Notice given by Shri Samir Dab Sarkar, M L A to be replied by Hon'ble Minister, Food & Civil Supplies Department on 18-7-2000 in the floor of Tripura Lagistatave Assembly regarding

"রাজ্যের খোয়াই, বিলোনীয়া, সাব্রুম, গণ্ডাছড়া সহ কয়েকটি মহকুমা শহরে পেট্রোল, ডিজেল পাম্প না থাকায় জন দুর্ভোগ সম্পর্কে" .

মাননীয় বিধায়ক দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের সহিত সহমত পোষণ করে জানানো যাচ্ছে যে রাজ্যে বর্তমানে ১৫টি মহকুমার মধ্যে নিম্নবর্ণিত মহকুমা সদরে পেট্রোল ডিজেল পাম্প নেই :—

১) বিলোনীয়া ২) সাব্রুম ৩) গণ্ডাছড়া ৪) কমলপুর ও ৫) লংতরাই ভ্যালী।

তাছাড়া খোয়াই শহরে কেবল মাত্র ডিজেল পাম্প রয়েছে। পেট্রোল বিক্রির কোন ব্যবস্থা নেই।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের দুইটি শাখা যথা আসাম অয়েল ডিভিশন ও মার্কেটিং ডিভিশন আমাদের এ রাজ্যে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন বিক্রির ব্যবসা একচেটিয়া পরিচালনা করিয়া থাকে, ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন তাহাদের নিজস্ব বিপনন নীতি অনুযায়ী বাজারের চাহিদা ও সরবরাহ ব্যবস্থার সমীক্ষা করিয়া এবং সেই সমীক্ষার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থানে পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতির ডিলার নিয়োগ করিয়া থাকেন বলিয়া দাবী করেন। স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয় সড়ক সহ বিভিন্ন হাইওয়ে ও সংযোগ স্থলে তাহাদের ডিলারের মাধ্যমে সরবরাহ পাম্প স্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এর ফলে কোন কোন মহকুমার প্রত্যন্ত সদর শহরে এই রিটেল আউট লেট স্থাপন তাহাদের ব্যবসায়িক দৃষ্টি ভঙ্গিতে লাভ জনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই

এ ব্যাপারে ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এর পক্ষে যুক্তি নিম্নের রূপ :—

বিলোনীয়া :— নিকটবর্তী পেট্রোল ও ডিজেল পাম্প ১৪ কিঃমিঃ দূরে শান্তির বাজারে অবস্থিত কিন্তু সেখানেও মাসিক গড় বিক্রি পেট্রোল ১০ কিলো লিটার ও ডিজেল ৭০ কিলো লিটার। সুতরাং বিলোনীয়া শহরে নতুন ভাবে একটি পাম্প, যথাযথ পরিমাণে চাহিদার অভাবে যথোপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

সাব্রুম :— ১৩ কিমিঃ দূরে বর্তমানে মনুবাজারে পাম্প রয়েছে সেখানেও মাত্র গড়ে মাত্র ৩২ কিলোলিটার ডিজেল বিক্রি হয়। ফলে যথাযথ পরিমাণের চাহিদার অভাবে নতুনভাবে সাব্রুম শহরে পাম্প স্থাপন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যথোপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

গণ্ডাছড়া :— নিকটবর্তী আমবাসা পাম্প মাসিক গড় বিক্রি পেট্রোল ১০ কিলোলিটার এবং ডিজেল ৬০ কিলোলিটার। তবুও এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত সমীক্ষা করা হবে।

ছৈলেংটা :— নিকটবর্তী মনুঘাট পাম্প-এ মাসিক গড় বিক্রি পেট্রোল ৪ কিলোলিটার ও ডিজেল ৬০ কিলোলিটার। তবুও এ ব্যাপারে সমীক্ষা করা হবে।

কমলপুর :— কমলপুর মহকুমায় কোন ডিজেল ও পেট্রোল-এর এজেন্সী নেই। তবে ঐ মহকুমায় প্রয়োজনীয় পেট্রোলিয়াম সামগ্রী মহকুমার নিকটবর্তী এজেন্সী আমবাসা থেকে সংগ্রহ করে থাকে। কম চাহিদার জন্য মহকুমা সদরে ডিলার দেওয়া যাচ্ছে না।

খোয়াই :— খোয়াই শহরে বর্তমানে ডিজেল খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র বা পাম্প রয়েছে। পেট্রোলের কোন ও বিক্রয় হয় না। নিকটবর্তী পেট্রোল পাম্প ডিলার রয়েছে তেলিয়ামুড়ায়। এ ব্যাপারে শীঘ্রই সমীক্ষা করা হবে।

রাজ্য সরকার মনে করেন ত্রিপুরার বিশেষ ভৌগলিক অবস্থান ও পশ্চাৎপদতার কথা বিবেচনা করে কেবল মাত্র ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে চিরাচরিত প্রথায় পেট্রোল বা ডিজেল-এর ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থাপনা যথাযথ নহে। যদি পূর্ণ ডিলার নিয়োগ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সাফল্যজনক না হয় তাহলে অল্প পরিমাণে বিক্রির ব্যবস্থা রেখে সাব ডিলার নিয়োগ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে কেবল যে সমস্ত মহকুমা সদরে এখন ডিলার নেই সেখানেও করতে হবে তদুপরি যে সকল ব্লক সদরে বর্তমানে কোন ডিলার নেই সেখানেও উক্ত সাব ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে যে সকল স্থানে অল্প মজুতের অনুমতি সহ পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিনের সাব ডিলার নিয়োগের জন্য খাদ্য ও জন সংভরণ দপ্তর থেকে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের নিকট দাবী জানানো হয়েছে, সেগুলি হল :—

উত্তর জেলা :— দামছড়া ভাংমুন ও পেচারথল।

পশ্চিম জেলা :— খোয়াই, কল্যাণপুর, বামনগর, কাঠালিয়া, হেম্পুইজলা, মান্দাই, সিধাই ও মোহনপুর।

দক্ষিণ জেলা :- কাকড়াবন, কিল্লা, বিলোনীয়া, সাব্রুম, রাজনগর, ঋষ্যমুখ, শিলাছড়ি, যতন বাড়ী, নতুন বাজার ও অম্পিনগর।

এখানে উল্লেখ থাকে যে ইণ্ডিয়ান ওয়েল কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি পানিসাগরের নতুন একটি পেট্রোল/ডিজেল পাম্পের ডিলার নিয়োগ করেছেন। খোয়াই সহ অন্যত্র আর কোন ডিলার বা সাব ডিলার নিয়োগের কোন অগ্রগতি হয় নাই।

ANNEXURE—"D"

Admitted Postponed Starred Question No. 148

Name of the Member :— Shri Prakash Chandra Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সদর রেভিনিউ সার্কেলের কৃষ্ণবন মৌজার ইন্দ্রনগর তহশীলের অন্তর্গত মালঞ্চনগর এবং সন্নিহিত অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে দখলীকৃত খাস বাস্তুভূমিগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে সরকারী বন্দোবস্ত দিয়ে রাজ্য সরকার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করার ব্যাপারে কার্যকরী কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ;

২) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার পর কবে নাগাদ উক্ত দখলীয় খাস বাস্তু ভূমিগুলি এলটমেন্ট দেওয়া হবে ?

উত্তর

১) সদর রেভিনিউ সার্কেলের ইন্দ্রনগর তহশীলাধীন কৃষ্ণবন মৌজার মালঞ্চনগর এলাকায় বে-আইনী বসবাসকারীদের নিকট হইতে মোট ১১০টি আবেদন পত্র খাসভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য জমা পড়েছে। উক্ত আবেদন পত্রগুলি পরীক্ষার কাজ চলছে। পরীক্ষায় বিবেচিত হইলে খাসভূমি বন্দোবস্তের প্রশ্ন উঠে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Annexure - E

Admitted Postponed Un-starred Question No, 45

Name of the member :— Shri Ratanlal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১) ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী কর্তৃক যারা অপহৃত অবস্থায় ন্যূন পক্ষে দু'বছর ধরে নিখোঁজ থাকার পর নিখোঁজ ব্যক্তির নিকট আত্মীয় এবং পুলিশ রিপোর্টে মৃত বলিয়া উল্লেখ করা হয়েছে তাদের নাম ঠিকানা কি :

২) তাদের মধ্যে কোন কোন পরিবারকে সরকারী চাকুরী প্রদান করা হয়েছে এবং আবেদন করে যারা এখনও সরকারী চাকুরী পায় নাই তাদের নাম ঠিকানা কি;

৩) এই ক্ষেত্রে আবেদন করে যারা চাকুরী পায় নাই তাদের চাকুরী প্রদানের বিষয়টি কোন পর্যায়ে রয়েছে ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী কর্তৃক অপহৃত অবস্থায় নূন্য পক্ষে দু'বছর ধরে নিখোঁজ থাকার পর নিখোঁজ ব্যক্তির নিকট আত্মীয় এবং পুলিশ রিপোর্টে মৃত বলিয়া উল্লেখ করা হয়েছে এমন সংখ্যা ২০টি। তাদের নাম ঠিকানা নিম্নে দেওয়া গেল :—

মৃত বলিয়া উল্লেখ করা হয়েছে এমন লোকের নাম ও ঠিকানা।	নিকট আত্মীয়ের নাম ও ঠিকানা।
১) দীলিপ নাথশর্মা খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা	শ্রীমতি গীতা নাথশর্মা স্বামী, মৃত দীলিপ নাথশর্মা খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা।
২) নিখিল চন্দ্র রায়, উদয়পুর দক্ষিণ ত্রিপুরা।	শ্রীমতী মমতা রায় (সাহা) স্বামী মৃত নিখিল চন্দ্র রায় উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা।
৩) বাপী কর, পিতা, সুধাংশু কর, খোয়াই, পঃ ত্রিপুরা।	শ্রীমতি সিতা কর, পিতা, শ্রী সুধাংশু কর, খোয়াই পঃ ত্রিপুরা।
৪) সুদীপরঞ্জন গোস্বামী ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।	শ্রীমতি ঝিমিলি চক্রবর্তী (গোস্বামী) স্বামী, মৃত সুদীপরঞ্জন গোস্বামী ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।
৫) মৃনাল কুমার রায়, পিতা, সারদা কুমার রায় সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা।	শ্রীমৃনালকান্তি রায়, পিতা, সারদা কুমার রায় সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা।
৬) অখিল রায়, কৈলাশহর উত্তর ত্রিপুরা।	শ্রীমতি অর্পনা রায় স্বামী, মৃত অখিল রায় কৈলাশহর, উঃ ত্রিপুরা।

৭) নিতাই রায়,
ধলাই, অমরবাসা।

শ্রীমতী লক্ষ্মীরানী রায় চৌধুরী
স্বামী মৃঃ নিতাই রায়,
ধলাই, আমবাসা।

৮) ননীগোপাল গোপ,
সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

শ্রীমতি সঞ্জু গোপ
পিতা, মৃত ননীগোপাল গোপ
সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

৯) জনার্দ্দন ধর,
কমলপুর, ধলাই।

শ্রীমতি লিপিকা বনিক (ধর)
স্বামী, মৃত জনার্দ্দন ধর,
কমলপুর, ধলাই।

১০) বিমল আচার্য্য
সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

শ্রীমতী অঞ্জনা আচার্য্য
স্বামী, মৃত বিমল আচার্য্য
সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

১১) প্রদীপ চৌধুরী
কমলপুর, ধলাই।

শ্রীমতি শিউলী চৌধুরী (চক্রবর্তী)
স্বামী, মৃত প্রদীপ চৌধুরী

১২) নলিনী রায়,
খোয়াই, পঃ ত্রিপুরা।

শ্রীমতী আরতী রায় (সাহা)
স্বামী, মৃত নলিনী রায়,
খোয়াই, পঃ ত্রিপুরা।

১৩) ছবি দাস
গণ্ডাছড়া, ধলাই

শ্রীমতী কমলা দাস
স্বামী মৃত ছবি দাস
গণ্ডাছড়া, ধলাই।

১৪) রবি দাস,
গণ্ডাছড়া, ধলাই।

শ্রীমতী গীতা রানী দাস
স্বামী, মৃত রবি দাস
গণ্ডাছড়া ধলাই।

১৫) রতন সাহা
বিশালগড়, পঃ ত্রিপুরা।

শ্রীমতি মমতা সাহা
স্বামী, মৃত রতন সাহা
বিশালগড়, পঃ ত্রিপুরা।

১৬) মানিক রাই ত্রিপুরা
কমলপুর, ধলাই

শ্রীমতি রাধাবি ত্রিপুরা
স্বামী, মৃত মানিকরাই ত্রিপুরা

	কমলপুর, ধলাই।
১৭) নিখিল ঘোষ কমলপুর; ধলাই।	শ্রীমতি নমিতা ঘোষ স্বামী, মৃত নিখিল ঘোষ কমলপুর, ধলাই।
১৮) শ্রীবাস সাহা পিতা, শ্রীবলরাম সাহা সদর, পঃ ত্রিপুরা।	শ্রীকুটন সাহা পিতা শ্রীবলরাম সাহা সদর, পঃ ত্রিপুরা।
১৯) অনিল চন্দ্র দে বিশালগড় পঃ ত্রিপুরা।	শ্রী দিলীপ চন্দ্র দে পিতা মৃত অনিল চন্দ্র দে বিশালগড় পঃ ত্রিপুরা।
২০) দীপক রায়, পিতা, দুলাল রায়, সাব্রুম, দঃ ত্রিপুরা।	শ্রীমতি গীতা রায় (মজুমদার) পিতা, দুলাল রায়, সাব্রুম, দঃ ত্রিপুরা।

২) তাদের মধ্যে ক্রমিক নং ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত পরিবারগুলিকে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চাকুরী দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন দপ্তরে তাদের নাম পাঠানো হয়েছে এবং ক্রমিক নং ১৬ থেকে ২০ পর্যান্ত এই পাঁচটি পরিবার এখনও চাকুরী পায় নাই।

৩) উপরোক্ত ৪টি প্রস্তাব (১৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত) সরকারের বিবেচনাধীন আছে এবং ক্রমিক নং ২০ এই প্রস্তাবটি বাতিল বলে গণ্য হয়েছে।

Admitted Postponed Un Starred Question No 54

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarker.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) উগ্রপন্থী কর্তৃক নিহত পরিবারের একজন হিসাবে সরকারী কাজ অথবা ঘোষিত সুযোগ সুবিধা পাবার জন্য এপর্যান্ত মোট কতটি আবেদন (১৯৯৬ ইং সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৪ই অক্টোবর ১৯৯৯ ইং) জমা পড়েছে।

২) উপরোক্ত সময়ে কতটি ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরী কিংবা অন্য সুযোগ সুবিধা সম্ভব হয়েছে।

উত্তর

১) ১৯৯৬ ইং ১লা জানুয়ারী থেকে ১৪ই অক্টোবর ১৯৯৯ ইং পর্যন্ত ঘোষিত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য মোট ৪৬৪টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে।

২) ৪২৪টি আবেদন পত্রের মধ্যে ৩৭৯টি চাকুরীর জন্য এবং ১৪টি আর্থিক সাহায্যের জন্য বিবেচিত হয়েছে। ৯টি আবেদন পত্র পরীক্ষার পর বাতিল বলিয়া গণ্য হয়েছে। বাকী ৪২টি আবেদন পত্রের পরীক্ষার কাজ চলছে।

Admitted Postponed Un-Starred Question No 60

Name of the member :— Shri Prakash Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনের সংখ্যা শহর ও গ্রামাঞ্চলে কত (পরিবারের সংখ্যা ব্লক ভিত্তিক)।

২) বর্তমান অর্থ বছরে কতগুলি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত ও গৃহ নির্মান করে দেওয়া হবে বলে রাজ্য সরকারের টার্গেট রয়েছে

উত্তর

১) রাজ্যে ভূমিহীন ও গৃহহীনের সংখ্যা মোট ৪৮,৩২৬ জন। ব্লক ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হল।

২) বর্তমান অর্থ বছরে মোট ৩,১৮২ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্ত ও ৭,৮০৩ জনকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হবে বলে রাজ্য সরকারের টার্গেট রয়েছে।

তালিকা নং—১

রাজ্যে ব্লক ভিত্তিক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা

ব্লকের নাম	পরিবারের সংখ্যা	ব্লকের নাম	পরিবারের সংখ্যা
১) মোহনপুর—	১৮১২ জন	১১) বক্সনগর—	৭৮১ ,,
২) তেজামারা—	১৮১৮ ,,	১২) কাঠালিয়া—	১০৩৭ ,,
৩) জিরানীয়া—	২৩৬২ ,,	১৩) বিশালগড়—	১৪৭৬ ,,
৪) মান্দাই—	১৯৯২ ,,	১৪) টাকারজলা—	১১৩৬ ,,
৫) খোয়াই—	২৩৩৯ ,,	১৫) ডুকলি—	৪১৪ ,,
৬) তেলিয়ামুড়া—	৬৫৪ ,,	১৬) মাতার বাড়ী—	২৩৭৭ ,,
৭) তুলাশিখর—	১৩০৭ ,,	১৭) কিল্লা—	৮৩৪ ,,
৮) পদ্মবিল—	৮৬৭ ,,	১৮) কাকড়াবন —	১৬৩৩ ,,
৯) কল্যাণপুর—	১২১৫ ,,		
১০) মেলাঘর —	১৬৮২ ,,		২৫,৭৩৬ জন

১৯)	বগাফা—	১৫৫৪ জন	৩১)	দামছড়া—	১০৫ ,,
২০)	রাজনগর—	৬০৮ ,,	৩২)	কদমতলা—	১৭৫২ ,,
২১)	ঋষ্যমুখ—	৬৬৮ ,,	৩৩)	পানিসাগর—	১৮৯৬ ,,
২২)	সাতচাঁদ—	৮০৬ ,,	৩৪)	সালেমা—	৬২৩ ,,
২৩)	রূপাইছড়ি—	৪৮৪ ,,	৩৫)	মনু—	৪১৬ ,,
২৪)	অমরপুর—	৩৪৬ ,,	৩৬)	ছামনু—	৮৫৭ ,,
২৫)	করবুক—	১৩১ ,,	৩৭)	ডম্বুর নগর—	২৬৪৮ ,,
২৬)	কুমারঘাট—	২০০০ ,,	৩৮)	আমবাসা—	১৭২০ ,,
২৭)	গৌরনগর—	১৮২৫ ,,			২২,৬০০ জন
২৮)	পেচারথল—	১২৯৬ ,,			+ ২৫,৭২৬ ,,
২৯)	দশদা—	৮৩৪ ,,			
৩০)	জম্পুইহিল—	৮৬৭ ,,		মোট—	৪৮,৩২৬ জন

Admitted Postponed Un-Starred Question No. 80

Name of the Member :— Shri Kajal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be to State :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে আগরতলা কৃষ্ণবন মৌজার চন্দ্রনগর তহশীলের অন্তর্গত শ্যামলী বাজার মাচ্ছ নগরে বসবাসরত কতগুলি পরিবার খাস বাস্তুভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার আবেদন করেছে,

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে ঐ আবেদন পত্রগুলি বিবেচনাক্রমে কবে নাগাদ উক্ত খাস বাস্তুভূমি তাদের নামে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩) উক্ত এলাকার খাস বাস্তুভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার ব্যাপারে যাদের আবেদন পত্রগুলি বিবেচনা করা হবে তাদের নাম ঠিকানা কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, করেছে।

২) উক্ত আবেদন পত্রগুলির পরীক্ষার কাজ চলছে। পরীক্ষার পর বিবেচিত হইলেই খাস ভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার প্রশ্ন উঠে না।